Registered No. C 270.

H. R

(বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত)

THE

MERCHANT'S FRIEND.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও কল-কারখানা-বিষয়ক

মাসিক-পত্র ও সমালোচন।

কলিকাতা, ২৪ নং গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা হইতে

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচী।

শ্রীসত্যচরণ পাল কার্য্যাধ্যক্ষ।

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

"বাণীপ্রেসে"

জে, এন্, দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৯।

টাকা।]   [অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা।

বোম্বাই বস্ত্রকল-সমিতি।

এই সমিতির কার্য্যবিবরণী আমরা প্রতিবর্ষেই লিখিয়া আসিতেছি। এবার গত ২৮ শে মার্চ্চ তারিখে এই সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। এবর্ষে সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত এন, এন, ওয়াড়িয়া মহোদয়। সভাস্থলে তুলা-শিল্পের অনেক কথার আলোচনা হইয়াছিল। আমরা সভাপতি মহোদয়ের মন্তব্যের সারাংশ নিম্নে লিখিতেছি।

"১৯১০ সাল অপেক্ষা ১৯১১ সালে ভারতীয় তুলা-শিল্পের অবস্থা তথা বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালই বলিতে হইবে। ১৯১০ সালে আমেরিকায় তুলা কম হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবীর সকল স্থানেই তুলার বাজার তেজ হইয়াছিল, এজন্য বস্ত্রশিল্পের কাজে অতিশয় অসুবিধা হইয়াছিল, তৎফলে উক্ত সনে বোম্বাইয়ের ২০।২৫টা তুলার কল বন্ধ হইয়াছিল। যে সকল কলে কেবল বস্ত্র বয়ন হয়, যদিও সে সকল কল বন্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু তাহারাও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল। এবর্ষে আমরা (১৯১১ সালে) আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ভারতীয় বস্ত্রশিল্পাকাশের উপর হইতে কালমেঘ অপসারিত হইয়াছে। এবার আমেরিকাতে তুলা ভালরূপ জন্মিয়াছিল, কাজেই তুলার দর গত জুলাই মাস হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। আমেরিকায় গত জুলাই মাসে তুলার দর ৮.৪৪ পেন্স (প্রতি পাউণ্ড ওজন) এবং ডিসেম্বর মাসে আরও হ্রাস হইয়া ৪.৯২ পেন্স দর হইয়াছিল। ঐ সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় তুলার দরও নিম্নমুখী হইয়াছিল, ৩৭০৲ টাকা হইতে ২৪০৲ টাকা প্রতি গাঁট ছয়মণ দশসের তুলা ভারতের বাজারে বিক্রয় হইয়াছিল, অধিকন্তু এবর্ষে আর একটী আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা এই যে, একদিকে যেমন তুলার বাজার নরম হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি কাপড়ের দর কম হয় নাই (উহাই সমিতি করার ফল, এই সমিতি ঐক্য হইয়া বস্ত্রের মূল্য তেজ রাখিয়াছিলেন কি না সে কথা প্রকাশ নাই।—মঃ বঃ সঃ) সেই জন্যই আমাদের পূর্ব্ববর্ষের ক্ষতি অনেকটা

বোম্বাইয়ে গিয়াছে এবং পূর্ব্ববর্ষের বন্ধ কলগুলি এবর্ষে বেশ লাভের সহিত কাজ করিতেছে। "আলোচ্য বর্ষে সুবৃষ্টি হইয়াছিল, ভারতে খাদ্য শস্য ভাল হইয়াছিল, কাজেই চড়াদামে কাপড় সকলেই ক্রয় করিয়াছিল।"

যাহা হউক, সভাপতি মহোদয় ঐরূপ ভূমিকার পরেই বলিয়াছেন, গত বার মাসের হিসাব দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে তুলার কাজ অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা এবর্ষে ৪.৯১ পারসেণ্ট অর্থাৎ প্রায় ৫ পারসেণ্ট কমিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, ৫ পারসেণ্ট নহে, প্রায় ১৯॥০ পারসেণ্ট কমিয়াছে। ইহাঁরা গত ৩ বর্ষে ভারতে কত তুলাধারা কত সূতা তৈয়ারী হইয়াছিল তাহার হিসাব এই দিয়াছেন।

সন	সূতাতৈয়ারী (ওজন পাউণ্ড)	তুলা লাগিয়াছে (ওজন পাউণ্ড)
১৯০৮	৬৬৮৪২৬৭৩০	৮২৬৭৪৮০০০
১৯০৯	৬৮১৩৫৩০৩৪৪	৭৫৮৫৩৯২০
১৯১০	৫৯০৪৯২৫৮৬	৭৪৭৫৯৪৭২

উক্ত তালিকা দ্বারা তাঁহারা প্রমাণ করাইতে চাহেন যে, ভারতে তুলা-শিল্পের কাজ ১৯॥০ পারসেণ্ট অধোগামী হইয়াছে। আমরা এ বিষয়ের জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করি যে, যাহাতে এ বিষয়ের সঠিক সংবাদ লোকে জানিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক করিয়া দিবেন। তৎপরে ভারতীয় বস্ত্র যথা বোম্বাইকলের কাপড় চীনদেশে যাহা রপ্তানী যায়, তাহাও এবর্ষে ৩৫.২৬ পারসেণ্ট কমিয়াছে। ইহা কমিবার কারণ সমিতি স্থির করিয়াছেন জাপানীর প্রতিদ্বন্দীতা। জাপানীরা কেবল চীনদেশ বলিয়া নহে, জগতের চারিদিকে প্রচুর বস্ত্র বিক্রয় করিতেছে, একারণ জাপানে টাকুর সংখ্যা এবং উহাদের কলে তুলা খরচ প্রতিবর্ষেই বৃদ্ধি হইতেছে। হিসাব দেখুন।—

সন	টাকু	তুলা খরচ (বেল)
১৯০৭	১৪২১১৭৬৫	৯২০২২৮
১৯০৮	১৬৫০৪৫০	৮৪৪৮১৪
১৯০৯	১৬৯৫৮৭৯	৯৭৮৮০৬
১৯১০	২০০৪৯৬৮	১০৮৭১৮৩
১৯১১	২০৯৯৭৬৪	১১৪১০০০

ইহা দেখিয়া সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, আমাদের পক্ষ হইতে কমিয়

নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে চীনদেশে পাঠান হউক, তিনি ভারতীয় বস্ত্র জাপানী-বস্ত্রের সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতিযোগীতায় জয় পারিয়া উঠিতেছেন না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া সমিতির গোচরে আনিয়া দিউন।"

যাহা হউক, সমিতি চীনদেশে বোম্বাইবস্ত্র কম বিক্রয় হইবার কারণে স্থির করিয়াছেন যে, বোম্বাই হইতে চীনে বস্ত্র রপ্তানীর জাহাজ ভাড়া অধিক এবং জাপান হইতে চীনে বস্ত্র রপ্তানীর জাহাজ ভাড়া কম, এজন্য চীনদেশে ভারতীয় বস্ত্র অপেক্ষা জাপানী বস্ত্র শস্তা পড়িতেছে, কাজেই চীনদেশে জাপানী বস্ত্র অধিক রপ্তানি হইতেছে।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে, গ্রেটবৃটন হইতে ভারতে যে সূতা আমদানী হয়, তাহা এবর্ষে ৩৭. পারসেণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইংলণ্ডে প্রচুর টাকু মাকু সত্বেও গত বৎসর প্রায় ৩ লক্ষ টাকু এবং ৯০ হাজার মাকু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; একারণ বিলাতীবস্ত্র ভারতে ৯।০ সওয়া নয় পারসেণ্ট আমদানী পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল হইল অসুবিধার কথা। সুবিধার কথা এই যে, ভারতবর্ষে হস্তপরিচালিত তাঁতের কাজ বৃদ্ধি হইয়াছে, এজন্য চড়া দরে সূতা উহারা ক্রয় করিয়াছে, কাজেই আমাদের কলগুলি একরূপ ভালই চলিয়াছে। মোটের উপর, ভারতের বয়নকার্য্য অনুসন্ধান করিলে পৌনে পাঁচ পারসেণ্ট বৃদ্ধি বলা চলে।

বর্ম্মায় চাউলের দুর্ভিক্ষ।

বর্ম্মায় চাউলের দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশের ন্যায় তথাকার চাউলের দরে বুঝি বা তয় পড়া আরম্ভ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ১৯০১ সাল হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত প্রতিবর্ষে মরশুমের সময় ব্রহ্মদেশে, বাঙ্গালা ওজনের ।।৩ সের (তেইশ সের) চাউলপূর্ণ ঝুড়ি, এইরূপ ১০০ শত ঝুড়ি চাউলের মূল্য, ১০৬৲ টাকা ছিল, ১৯১১ সালে উহা ১১৩।।০ টাকা হয়, এবর্ষে উহার দর ১৪৩।।০ টাকা হইয়াছে। অর্থাৎ বাঙ্গালার হিসাবে ১৸৵০ আনা প্রতিমণ হইতে ২।০ আনা পর্য্যন্ত মণ তথায় চাউলের দর হইয়াছে। ইহাতেই ব্রহ্মদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, অনেক লোক খাদ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে, গত বৎসর ইহা ঘটিয়াছিল, তথাকার কতকগুলি জেলাতে আদৌ ধান মজুত ছিল না, এজন্য অত্র

জেলা হইতে ধান আনিয়া [illegible] প্রাণদান করা হইয়াছিল। বর্ম্মা [illegible] নহে, সকল দেশেরই কৃষকের এই দশা যে, উঁহারা কিঞ্চিৎ অধিক দর পাইলে, সঞ্চিত খাদ্য মজুত না রাখিয়া সমুদয় বিক্রয় করিয়া ফেলে, পরিশেষে দুর্ভিক্ষের হস্তে পড়িবার সম্ভাবনা হয়। কোথাও কোথাও দুর্ভি-ক্ষের হস্তে অনেকেই নিপতিত হয়। এই কারণ বর্ম্মা গবর্ণর এইরূপ নিয়ম করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন যে, কেহ খাদ্যোপযোগী ধান মজুত না রাখিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে না।

পূর্ব্ব-বর্ম্মার স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, (১) তথাকার কৃষকেরা কুসীদজীবীর নিকট টাকা ঋণ করে, সুদের হার অত্যন্ত অধিক, একারণ ঋণ পরিশোধ করা কৃষকের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হয়। (২) এদেশের মৃত্তিকা কিছু বেশী আর্দ্র, একারণ গুদামে মাদুর পাতিয়া ধান রাখা হয়, তাহাতে পোকা লাগে এবং প্রায়ই পচিয়া যায়। ইন্দুরে প্রায় শতকরা ১০ ভাগ ধান্য গুদাম হইতে নষ্ট করে, চোরে কত ধান চুরি করে তাহার নিরূপণ নাই, গুদাম ঘরগুলি এঁদো, খর্ব্বা-কৃতি এবং পরিষ্কৃত নহে। (৩) চাউলের রপ্তানী হঠাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অথচ আমদানী রপ্তানীর উপযুক্ত পথঘাট নাই, রেল টেলিগ্রাফ নাই, কৃষকেরা বাজার দরের সংবাদ রাখে না, ফোড়েরা গ্রামে গ্রামে গিয়া চাউল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহারা আবার কলওয়ালাদিগকে বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করে, ফোড়েরা কৃষকদিগের নিকট ধানের আকৃতি অনুসারে ওজনের বিকৃতি করিয়া লইয়া থাকে, একারণ ফোড়েদের গ্রাম্য ধান্য মাপিবার ঝুড়ি বহুবিধ আকৃতির দেখা যায়। (৪) এ দেশের ধনবান জমিদারেরা ২।৫ লক্ষ মণ ধান্য কেহই এরূপ ভাবে মজুত রাখে না যে, প্রজারা খাদ্যকষ্টে নিপতিত হইলে তদ্দ্বারা সাহায্য করিবে।

সুখের বিষয়, বর্ম্মার কৃষকেরা যতই অসভ্য হউক, এবং উহাদের ধান চাউলের যতই অপচয় হউক, ব্রহ্মমাতা বড়ই উর্ব্বরা, বড় বড় নদীতীরের পলিপড়া মাটিতে ধান্য আবাদ করা হয়, তাহাতে সার লাগে না, অতি অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প খরচায় প্রচুর ধান্য তাহারা পাইয়া থাকে। পরন্তু এ দেশের আবহাওয়া প্রায় বার মাস সমান। ধান্যের মরসুমের ৫।৬ মাস পরে প্রায় প্রতি বৎসর ধানের দর ৫ অংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সম্প্রতি তথায় সমবায় সমিতি স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতি

হইতে অল্পহারে কৃষকদিগকে টাকা কর্জ দেওয়া হইতেছে এবং অনেকে করোগেটের গুদামে ধান্য রক্ষা করিতেছে। ব্রহ্মদেশে এখনও সিদ্ধ চাউল করিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই; উহারা যে সকল চাউল তৈয়ারী করে, তাহা সবই আতপ চাউল। রেঙ্গুন হইতে বিদেশী বণিকেরা এই চাউল ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বন্দরে লইয়া যায়, ভারতেও এই চাউল যথেষ্ট আমদানী হয়, বঙ্গেও এই চাউল যথেষ্ট পরিমাণে আসিয়া থাকে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই রপ্তানী চাউলের উপর মণ করা চারি আনা শুল্ক বৃদ্ধি করিয়াছেন, এইরূপ শুনা যাইতেছে।

যাহা হউক, ইহাদের চাউলের বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধান্য উৎপন্ন আশ্চর্য্যজনক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯১০ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, গত তিন বৎসর গড়ে প্রায় ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ২০ বৎসর পূর্ব্বের হিসাবে দেখা যায়, গড়ে প্রায় ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টন চাউল রপ্তানী বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দেশে বঙ্গের দ্বিগুণ ও মান্দ্রাজের তুলনায় চারিগুণ জমিতে ধান্য আবাদ বাড়িয়াছে।

মন্তব্য।—এত হইয়াও ২।০ আনা মণ চাউলের দেশে দুর্ভিক্ষের সংবাদ আমাদের শুনিতে হইল. ইহা অনেকে তাজ্জব ব্যাপার মনে করিবেন। এই জন্যই ত আমরা বলি, বিলাতী অর্থনীতি শাস্ত্র আমাদের শিখিতেই হইবে।

সিংহলে নারিকেলের বাণিজ্য। (১৯১১ সাল)

নারিকেল।—সিংহলে গত বৎসর বৃষ্টি কমের জন্য নারিকেলের শাঁস তেমন বাঁধে নাই। কিন্তু গত বৎসর সিংহলে নারিকেলের দর ভালই ছিল। তথা হইতে ৫,১২,২৬৯ হন্দর নারিকেল বিদেশে রপ্তানী গিয়াছিল। দর সম্বৎসর তেজই ছিল। গত বৎসর কলম্বে ৫২৫৲ হইতে ৫৩৫৲ টাকা টন নারিকেল বিক্রয় হইয়াছিল। এই সকল নারিকেল অধিকাংশ লণ্ডনে গিয়াছিল। লণ্ডনে গত বৎসর নারিকেলের দর ছিল প্রতিটন ৪৩ পাউণ্ড ১০ শিলিং হইতে ৪৫ পাউণ্ড। ইয়োরোপখণ্ডের ঘানীকলে এই সকল নারিকেলের তেল হয়, তৎপরে সেই তৈল হইতে ঘী হয় এবং সাবানের কাজে

লাগে। গত বৎসর বিলাতের অনেকে বলিয়াছিল যে, এবার সোয়াবটরের তেলে সাবান হইবে, নারিকেল তেলে হইবে না, কিন্তু তাহা হয় নাই, নারিকেল তৈলই সাবানের কারখানায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

কোপড়া।—সিংহলে চিল্লিপ্রদেশে এবার রেল খুলিয়াছে, কাজেই ঐ প্রদেশের প্রচুর নারিকেল রেলযোগে কলম্বে আমদানী হইয়াছিল, তৎপরে কলম্বো হইতে রুষিয়া ও জর্ম্মনীতে ৭২,৩,০৫৮ হন্দর এবং অন্যান্য দেশে ৬৭,৬৩৭ হইতে কোপড়া গত বৎসর রপ্তানী হইয়াছিল। কোপড়ার দর ছিল প্রতি হন্দর ৬৭৲ টাকা হইতে ৯৩।০ টাকা।

ঝুনানারিকেল।—গত বৎসর সিংহল হইতে মোট ২,২৬,০৫০৪৬ পাউণ্ড ওজনের ঝুনানারিকেল বিদেশে চালান যায়, উহার মধ্যে কেবল ইংলণ্ডেই গিয়াছে ১,৫৯,০৫,৮০৪ পাউণ্ড ওজনের। গত বৎসর ইংলণ্ডে ঝুনানারিকেলের দর ছিল ২০ সেণ্ট হইতে ২৬৷৷০ সেণ্ট পর্য্যন্ত, প্রতি পাউণ্ড; (১০০ সেণ্টে বাঙ্গালায় ১৲ টাকা)। যাহা হউক, বিলাতে ক্রমে ঝুনা নারিকেলের কাট্‌তি বৃদ্ধি হইতেছে। তবু সাহেবরা এখনো নারিকেল নাড়ু খাইতে শিক্ষা করেন নাই! গত বৎসর সিংহলে এক সহস্র ঝুনা নারিকেল ৬৪৷৷০ টাকা হইতে ৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত দর হইয়াছিল।

নারিকেল ছোবড়া।—ইহাও বিদেশে প্রচুর রপ্তানী গিয়াছে। কাছি, দড়ি, মাদুর, গদী প্রভৃতি ইহার দ্বারা তৈয়ারী হয়। কলম্বোতে ইহার কারখানা আছে। সিংহলের ছোবড়া গত বৎসর ১ হন্দর ৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল।

বঙ্গে নারিকেল ব্যবহার।

বঙ্গদেশের নানাবিধ মিষ্টান্ন খাদ্যে এবং ব্যঞ্জনে নারিকেল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ দেশে নারিকেল তৈল প্রসিদ্ধ শিল্প। এই তৈল বহুবিধ দ্রব্যে এবং মস্তকে ও গায়ে মাখা হয়, সুগন্ধি তৈল করা হয়। ভারতের কোন কোন প্রদেশে লোকে ব্যঞ্জন ইত্যাদিতে ব্যবহার করিয়া ভক্ষণ পর্য্যন্ত করে। আয়ুর্ব্বেদ মতে বহুবিধ ঔষধ নারিকেল শস্য প্রভৃতির দ্বারা তৈয়ারী করা হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা ঘৃত বা সাবান করা প্রথা ভারতে তথা বঙ্গে অদ্যাপিও প্রচলিত হইয়াছে কি না তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু

আমরা ইহা হইতে চিনি বাহির করিতে পারি। বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই নারিকেল বৃক্ষ দেখা যায়। কিন্তু বঙ্গ হইতে নারিকেল রপ্তানীর বাণিজ্য করা হয় না। নতুবা ইহার শিল্প সাহেবদের দেশাপেক্ষা আমাদের দেশে আরও বেশী রকম বাহির হইয়াছে, কারণ আমরা নারিকেল কাটি বা ঝাঁটা পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছি, কিন্তু সে ঝাঁটা এখনো সাহেবদের দেশে রপ্তানী দিতে পারি নাই; আমরা নারিকেল গাছের কাষ্ঠে ডোঙ্গা তৈয়ারী করি এবং নারিকেল মালা আবদ্ধ পাত্রে দগ্ধ করিয়া ক্রিয়েজোট বাহির করি। এ বিষয় আমাদের কেমন জ্ঞান দেখুন।

ডাবের জল বিশ্লেষণ।—বৈজ্ঞানিকেরা শতকরা গড়ে ডাবের জল রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্য সমুদয় পাইয়াছেন,—

জল	...	...	৯২.৬২
ছানা জাতীয় পদার্থ		...	৬২.
শর্করা " "		...	৬.২০
লবণ " "		...	.৮৬

ছানা জাতীয় পদার্থকে ইংরাজীতে Proteids এবং শর্করাজাতীয় পদার্থকে ইংরাজীতে Carbohydrate কহে। যে সকল পদার্থ দুধে আছে সেই সকল পদার্থ ডাবের জলেও রহিয়াছে। দুধ এবং ডাব নারিকেল ও ইহার জলও ক্ষারময় পদার্থ। রসায়নিক পণ্ডিতেরা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, ডাবের জলে তৈলজাতীয় কোন প্রকার উপাদান পাওয়া যায় নাই। এক একটি ডাবে ১০ ঔন্স হইতে ১৬ ঔন্স অর্থাৎ।/০ ছটাক হইতে ⁄।০ সের জল পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ডাবের জলের গুণ যথা,—মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর, পিত্ত, পীনস, তৃষ্ণা, দাহ, শোথ ও অম্লপিত্ত উপকারক। ইহা ভগবানের তৈয়ারী সোডা বা লেমনেড্ ওয়াটার। ডাক্তারেরা ডাবের জল নিম্নলিখিত রোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

পাকস্থলীর বেদনা কিংবা পাকস্থলী ভারমত হইলে আহারের পর ডাবের জল ব্যবস্থা। ইহাদ্বারা পাকস্থলীর অম্লরস নিঃসরণ রোধ করে। জ্বরের সময় পিপাসায় আজ কাল ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা ভিন্ন শিশুদিগের দুধতোলারোগে, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে, কলেরার তৃষ্ণারোগে এবং হিকারোগে বরফের সহিত প্রয়োগ করিলে আশু উপকার পাওয়া যায়।

বাঙ্গালী [illegible] ডাক্তার শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষাল মহোদয় বহু প্রাণীতে ডাবের জল [illegible] করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা পাকস্থলীতে সম্পূর্ণরূপে শোষিত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং ইহার জলীয়াংশে মূত্র বৃদ্ধি করে এবং ইহাতে কোন জীবাণু নাই।

ঝুনা নারিলেকের জল বিশ্লেষণ।—বৈজ্ঞানিকেরা ঝুনা নারিকেলের জল রাসায়ণিক পরীক্ষা দ্বারা নিম্নলিখিত দ্রব্য সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন,—

জল	... ...	৯১.২৮
ছানা জাতীয় পদার্থ	...	৫৯.
শর্করা " "	...	৫.৯৩
লবণ " "	...	১০.২০

আয়ুর্ব্বেদ মতে ঝুনা নারিকেল গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, শুক্রজনক ও মলভেদক।

ভারতের কেন্দ্রীভূত চিনির কল।

কয় বৎসর ধরিয়া ভারতে কেন্দ্রীভূত চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিদেশী বণিকের ভারতগবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে নানা বিষয় চিনি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশ, ভারত-গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে কিছু একটা করিবেন, না করিলেও আর ভাল দেখাইবে না। কেন না, গতবৎসর হইতে ভারতে আনিত জাভাচিনির দর মণ করা ২৲ ২৷৷০ টাকা স্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি হইয়া রহিয়াছে। যদি ভারতবর্ষে বিদেশী চিনির দর এইরূপ ভাবে তেজ থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় চিনির কাজ কেন বলবৎ হইবে না? গত ২২শে ফ্রেব্রুয়ারীর (১৯১২ সাল) পাইওনিয়র পত্রে জনৈক পত্রপ্রেরক চিনির বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার হিসাবাদি সঠিক কি না, আমরা বলিতে পারি না, আমরা সরকারী কাগজ-পত্রে চিনি সম্বন্ধে যে সকল হিসাবাদি পাইয়া থাকি, তাঁহার সহিত উক্ত লেখকের কথায় মিল পাইলাম না।

যুক্ত-প্রদেশে ইক্ষুচিনি।—উক্ত লেখক ভারতের যুক্ত প্রদেশের ইক্ষুচিনির বিষয়ে বলিয়াছেন, এই প্রদেশে গড়ে প্রতিবৎসর ৪ কোটি মণ

ইক্ষু গুড় জন্মায়, তন্মধ্যে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ মণ গুড় স্থানীয় লোকেরা কাঁচা খাইয়া ফেলে, এবং ১ কোটি ২৫ লক্ষ মণ গুড় হইতে চিনি হয়; অবশিষ্ট যাহা থাকে, সেই গুড় ভারতের অন্যত্র রপ্তানি হয়। এই প্রদেশে এক একারে ৩৩ মণ গুড় জন্মায়। ভারতে এই বিভাগে প্রায় ২ লক্ষ একার ভূমে ইক্ষু চাষ হয়। এই লেখক ভারতের যুক্তপ্রদেশে কেন্দ্রীভূত চিনির কারখানা করিবার জন্য আমাদের ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে অনুরোধ করিয়াছেন। কেন্দ্রীভূত চিনির কারখানা কাহাকে বলে, তাহা আমরা মহাজনবন্ধুকে অনেকবার বলিয়াছি; উহা আর কিছুই নয়—ইক্ষু চাষীদিগকে আইন-বলে চিনির কলে ইক্ষু বিক্রয় করাইবার মৎলব। ইনি বলিতেছেন, কেন ইহা ভারতে হইবে না? কৃষকদিগের সঙ্গে সৎব্যবহার করিলেই চিনির কলে বসিয়া অনেক ইক্ষু সংগ্রহ হইবে। কিন্তু আমরা বলি, কল চালাইবার মত ইক্ষু তথায় জন্মিবে কি না সন্দেহ। কেন না, জাভা প্রভৃতি যে সকল দেশে কেন্দ্রীভূত চিনির কারখানা আছে, সেই সকল প্রদেশে কেবল ইক্ষুচাস হইয়া থাকে, তথায় ভারতের জাতি-বিভাগের মত জমি বিভাগ নাই; এখানে কোন একটি মাঠে কেবল ইক্ষু চাস দেখা যায় না, একই মাঠে কোথাও ইক্ষু চাস, এবং উহার পার্শ্বেই জনারের চাস কিংবা অন্য শস্যের চাস দেখা যায়। অতএব ইহার পরিণাম যে, নীল চাসের মত হইবে না, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে কেহ পারিবেন কি?

তাহার পর পাইওনিয়রের লেখক বলিয়াছেন, ঐরূপ ভাবে ১টি চিনির কল বিহার প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তজ্জন্য বিহার প্রদেশে ইক্ষুচাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইনি আরও বলিয়াছেন, অনেকের এরূপ ধারণা যে, কল চালাইবার মত ইক্ষু পাওয়া যাইবে কি না এবং কি দরে পাওয়া যাইবে, ইত্যাকার ভাবিয়া অনেকে পশ্চাৎপদ হয়েন, কিন্তু আমার ধারণা উহার উল্টা। অত ভাবিবার আবশ্যক নাই, ইক্ষু পাওয়া যায় এরূপ দেশে গিয়া কল পাতিয়া বসুন, ঐ কলে সে দেশের সমুদয় ইক্ষু আসিয়া মন্ত্রবলে নিপতিত হইতে থাকিবে। অতএব যথায় অধিক ইক্ষু জন্মে, তথায় চিনির কল খোলা উচিত। আমরা বলি, ঐরূপ গোঁয়ার যুক্তিতেই বোধ হয়, কোটচাঁদপুরে (যশোহর জেলায়) ৩টি কল বসিয়াছিল, সেই তিনটী কলই অচল হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, বিহারের চিনির কল কি দ্বারভাঙ্গার মহারাজা

করিয়াছেন? অন্যান্য সংবাদ পত্রে কিন্তু দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ১টি চিনির কল করিয়াছেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

যাহা হউক, পাইওনিয়রের লেখক মহাশয় জোর করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার মতে কেন কেন্দ্রীভূত চিনির কারখানা ভারতে হইবে না, এই বলিয়া তিনি মরিশদ্বীপের কথা তুলিয়া বলিয়াছেন যে,—

মরিশসদ্বীপের চিনি।—এই দ্বীপটি ৭৪৩ বর্গ মাইল। ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে ১০দিনে তথায় যাওয়া যায়। পূর্ব্বে তথায় ২০০ শত চিনির কল ছিল, তবু তাহারা বিটচিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছিল না, তৎপরে তথায় কেন্দ্রীভূত চিনির কল খুলিয়া দেওয়াতে তথাকার চিনির কল কমিয়া গিয়া ১০০ শতে দাঁড়ায়। কিন্তু চিনি উৎপন্ন পূর্ব্বে ২০০ শত কলে যাহা না হইত, এক্ষণে ১০০ শত কলে তাহাপেক্ষা বেশী হইতেছে। মরিশ হইতে বোম্বে প্রতি বৎসর গড়ে ২ লক্ষ টন চিনি আসিতেছে। বলা বাহুল্য, মরিশের চিনি ইক্ষু হইতে জন্মে। উহারা চিনির কলে বসিয়া ৮৲ টাকা টন ইক্ষু খরিদ করে। তাহাতে ৪৲ টাকা মণ পরিষ্কার চিনির দর পড়্তা হয় এবং ইক্ষুর মরসুম যতদিন থাকে, ততদিন কল চালাইয়া সম্বৎসরের চিনি করিয়া লইয়া কলে মজুত রাখে, মরসুম ফুরাইলেই লোকজন জবাব দেয়, অর্থাৎ ২।৩ মাসের জন্য ঠিকালোক লাগাইয়া চিনি করিয়া লয়। ভারতেও এই প্রথা কেন চলিবে না? ভারতেও ৮৲ টাকায় এক টন ইক্ষু পাওয়া যাইবে, ভারতেও এক একারে ৩০ টন ইক্ষু জন্মে, ভারতের ইক্ষু মরিশের ইক্ষু অপেক্ষা কিছুতেই হীন নহে। ভারতবাসী ধনীদিগের এ বিষয়ে মনোযোগ নাই, তাঁহারা বিদেশী চিনির বাণিজ্য লইয়াই ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন, এই দিকে ইহাঁদের মন আকৃষ্ট হইলে নিশ্চিত ভারতে চিনির কাজ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। গত বৎসর বিদেশী চিনি ২৮ লক্ষ টাকা কম আমদানী হইয়াছে।

বঙ্গে খেজুরে চিনি। (১৯১২ সাল)

বঙ্গদেশের যশোহর জেলাই কোটচাঁদপুরে ১৯১২ সালে ৩০টা কারখানায় দলুয়া ইত্যাদি কাঁচা চিনি ৭৫ হাজার মণ এবং ২৪ পরগণা সুখচরে দোবরা

একবর্‌রা ইত্যাদি পরিষ্কৃত চিনির ১৭টা কারখানায় ২০ হাজার মণ এবং নদীয়া জেলায় শান্তিপুরের কাঁচা চিনির ৮টি কারখানায় ১৪ হাজার মণ ও দৌলতগঞ্জের কাঁচা চিনির ১টা কারখানায় ১২ শত মণ চিনি এ বৎসর জন্মিবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবর্ষে এই সকল চিনি উৎপন্ন অনেক কমিয়া গেল কেন? বঙ্গদেশে বিদেশী চিনির দর অত্যন্ত তেজ, এ সময় কোথায় আমাদের দেশের চিনি সতেজে উঠিবে, তাহা না হইয়া উল্টা হইয়া গেল কেন? তারপুরের চিনির কল এই সময় উঠিল না কেন? ইহাপেক্ষা তেজ দর আর হইবে কি?

ঘৃত বিষয়ে কলিকাতাস্থ চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট ঘৃত-সমিতির দ্বিতীয় পত্র।

To

The Hon'ble Chairman of the Calcutta Corporation.

The humble memorial of the Ghee-

Merchants of Calcutta.

Most respectfully sheweth :—

That on the seventh day of February last the Secretary of the Ghee-merchants' Association of which yours memorialists are members, had the honour to address your noble Self to enlighten him with the standard which the Municipality takes in comparing Ghee of pure quality with that of the inferior one, and to let him know certain other matters in connection with the same subject.

II. That your memorialists regret that the Health Officer in his letter no. H. 2668 expressed his unwillingness to "discuss" the points raised in their Secretary's letter.

III. That the main grievance of your humble memorialists is that some of them have some times been fined for importing that quality of Ghee which has been recognised pure from time immemorial and which they have been selling from generation to generation without any fear of prosecution or culumny from anybody.

IV. That your memorialists venture to think and believe that they will be able to substantiate that such undesirable state of things as has been described above has arisen mainly owing to the doubtful method of analysis addopted most strictly by your Corporation.

V. That the trade of the Ghee-sellers in general may be effected if the expression foreign fat is used in describing any kind of adulteration, e. g., oil for the vernacular equivalent (চর্বি) is calculated to engender a feeling revolting to the religious sense of some of orthodox Hiudus and Musulmans.

VI. That your memorialists entertain this opinion that on account of the adulterated Ghee being publicly sold at a cheap price consumers of pure Ghee are daily decreasing and the country is being infected with adulterate Ghee.

VII. Hence your humble memorialists pray most respectfully that your honour may be graciously pleased—

(A) to apoint a commission, or order any other reliable form of enquiry into the cause of their just grievence.

(B) to redress it and

(C) to reconsider their Secretary's letter.

VIII. That they are ready to bear the reasonable portion of the expenses, if any, to be incurred in connection with any enquiry which may be ordered.

IX. and your memorialists shall, as in duty bound, ever pray.

Ghee Merchants' Association.
154 Cotton street.
Calcutta.
25-4-12.

I have the Honour to be,
Sir.
Your most obedient servants

* * *

উক্ত পত্রের ভাবার্থ ;—সসম্মানে জানাইতেছি যে, গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আপনার আবেদনকারীরা যে ঘী মার্চ্চেণ্ট সমিতির সদস্য, সেই সমিতির সম্পাদক মহাশয় মিউনিসিপ্যালিটির যে আদর্শ লইয়া উৎকৃষ্ট ঘীর সহিত অপকৃষ্ট ঘীয়ের তুলনা করেন, সেই আদর্শ সম্বন্ধে ও ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় অন্যান্য বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইবার জন্য সসম্মানে আপনাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

২। যে আপনার আবেদনকারীরা দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, হেল্‌থ অফিসর মহোদয় ২৮৬৮ নং পত্র দ্বারা তাঁহাদের সম্পাদকের পত্রে যে সমস্ত বিষয় বলা হইয়াছিল, সে সমস্ত বিষয়ের জন্য তর্কবিতর্ক করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

৩। যে আপনার নিকট বিনীত আবেদনকারীদের প্রধান দুঃখ এই—যে ঘী প্রাচীনকাল হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত আছে এবং যাহা তাহারা কোন প্রকার নিন্দা নালিশের ভয়ে ভীত না হইয়া পুরুষানুক্রমে বিক্রয় করিয়া আসিতেছে, সেই ঘৃতের আমদানীর জন্য তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও দণ্ড দিতে হয়।

৪। যে আপনার আবেদনকারীরা চিন্তা করিতে ও বিশ্বাস করিতে সাহস করে যে, তাহারা প্রমাণ করিতে পারিবে, উপরি লিখিত অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটিবার প্রধান কারণ এই যে, যদিও করপোরেশনের ঘৃত বিশ্লেষণ করিবার পদ্ধতি সন্দেহজনক, তথাপি সেই পদ্ধতি কঠোর ভাবে চালান হয়।

৫। যে সমস্ত ঘৃত-বিক্রেতার ব্যবসার ক্ষতি হইতে পারে যদ্যপি সর্ব্ব প্রকারের মিশ্রণ (যথা তেল) বর্ণনা করিবার সময়, করেনক্যাট

শব্দ ব্যবহৃত হয়। কারণ দেশীয় ভাষায় উহার প্রতিশব্দ চর্ব্বি, নিষ্ঠাবান হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মভাবকে আক্রমণ করে।

৬। আপনার আবেদনকারীরা এই মত পোষণ করে যে, মিশ্রিত ঘী সাধারণ সমক্ষে শস্তায় বিক্রীত হয় বলিয়া খাঁটি ঘীর ক্রেতা প্রতিদিনই কমিয়া যাইতেছে এবং দেশ মিশ্রিত ঘীর দ্বারা দূষিত হইতেছে।

৭। অতএব আপনার বিনীত আবেদনকারীরা সসম্ভ্রমে প্রার্থনা করে—

ক—আমাদিগের প্রকৃত দুঃখের কারণ অনুসন্ধান জন্য একটি কমিসন বা অন্য কোন বিশ্বস্ত তদন্তকারী আপনি দয়া করিয়া নিযুক্ত করুন।

খ—আমাদের দুঃখ মোচন করা হউক।

গ—আমাদের সম্পাদকের পত্রের উত্তর দেওয়া হউক।

৮। এই তদন্ত সম্বন্ধে যদি কোন খরচ লাগে, তাহার আবশ্যকীয় অংশ এই দরখাস্তকারীরা বহন করিতে প্রস্তুত আছে।

৯। এবং কর্ত্তব্যানুসারে আপনার আবেদনকারীরা চিরদিন আপনার নিকট প্রার্থনা করিবে।

আপনার অনুগত ভৃত্যেরা.—

শ্রীসিউকরণ বাবু, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবিশ্বেশ্বরলাল বাবু, ইত্যাদি।

২৫।৪।১২

মন্তব্য.—দুঃখের বিষয়, আজ ৯ই মে, অদ্যাপিও এ পত্রের উত্তর চেয়ারম্যান বাহাদুর প্রদান করেন নাই এবং সুখের বিষয়, আজ ৬ মাস সমিতির সদস্যাদিগের ঘী ধরিয়া দণ্ড করা হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ৮।১০ মাস পূর্ব্বে যে সকল ভেজাল ঘৃত বিক্রেতার দণ্ড হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে সংবাদপত্রে নূতন করিয়া বাহির হইতেছে।

গাড়োয়ার ঘৃত।

পালামৌ জেলার অন্তর্গত গাড়োয়া নামক স্থানে প্রতি শনিবারে একটী মস্ত হাট হয়। এই হাটে পালামৌ জেলার অনেকগুলি স্থান হইতে ঘৃত বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে, এবং রায়পুর ডিষ্ট্রীক্টের অন্তর্গত

সোরগুঁজা নামক স্থানের ঘৃত প্রায় সমস্তই এই গাড়োয়ার হাটে আসিয়া বিক্রয় হয়। সোরগুঁজা নামক স্থান অতিশয় দুর্গম, চতুর্দ্দিক পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত। এখানকার ঘৃত-বিক্রয়কারীরা ঘৃত গরুর পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া, ৪০।৫০ ক্রোশ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া, গাড়োয়ার হাটে ঘৃত আনিয়া থাকে। সোরগুঁজার আদিম অধিবাসীরা অসভ্য বটে কিন্তু তাহারা অতিশয় নিরীহ। ইহারা যে সকল ঘৃত প্রস্তুত করে, তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, কোনওরূপ কৃত্রিমতা ইহাদের ঘৃতে নাই। গাভী এবং মহিষের দুগ্ধ হইতেই ইহারা ঘৃত প্রস্তুত করিয়া থাকে; এক এক গৃহস্থ এক শত দেড়শত করিয়া মহিষ ও গাভী রাখিয়া থাকে, এই সকল জন্তু পাহাড়ের উপর চরিয়া খায়।

সোরগুঁজার লোকে কি প্রণালীতে ঘৃত প্রস্তুত করে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিলাম :—

মহিষের দুগ্ধ দোহন করিয়া জ্বাল দিয়া অর্থাৎ বেশ গরম করিয়া মৃত্তিকার বড় বড় কলসীতে ঐ জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ জমাইয়া প্রথমতঃ দধি প্রস্তুত করে, দধি ভালরূপ জমিলে ঐ সকল দধির কলসীর ভিতর কাষ্ঠ নির্ম্মিত মন্থনের সাহায্যে দধি হইতে মাখন তুলিয়া লয়। এক সপ্তাহের মাখন জমিলেই উহা সামান্য অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ঘৃত প্রস্তুত করে। এই বিশুদ্ধ ঘৃত ইহারা বিক্রয়ার্থ হাটে আনিয়া থাকে, কোনওরূপ উদ্ভিজ্জ তৈল কিংবা চর্ব্বি দিয়া ইহারা ভেজাল করিতে জানে না।

উপরোক্ত প্রণালীমতে প্রস্তুত ঘৃত আমরা হাট হইতে ক্রয় করিয়া থাকি, কিন্তু উহাদের প্রস্তুত প্রণালীতে একটু দোষ থাকিয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, উহারা যে দুগ্ধে মাখন প্রস্তুত করে, তাহা যদি কিঞ্চিৎ গাঢ় করিয়া জ্বাল দিয়া লয়, তাহা হইলে মাখনে জলীয় পদার্থ কম থাকে কিন্তু সেরূপ সতর্কতার সহিত একভাবে সব দুগ্ধ জ্বাল দিতে পারে না বলিয়া, মাখনে জলীয় ভাগ কম বেশী থাকিয়া যায়। তারপর উক্ত মাখন অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লইলেই ঘৃত প্রস্তুত হয়, কিন্তু কতক্ষণ অগ্নির উত্তাপ দিলে ঐ মাখন হইতে খাঁটী ঘৃত প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে বিষয় তাহারা ভালরূপ বুঝিতে না পারায়, উহাদের ঘৃতে জলীয় অংশ কমবেশী থাকিয়া যায়, উহাকে আমরা ঘৃতের মাঠা বলি। আর যদিও ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত প্রস্তুত করিয়া থাকে, তত্রাচ অসাবধানতা বশতঃ ধূলাকুটা উহাদের ঘৃতে পাওয়া যায়।

হাট হইতে যে ঘৃত খরিদ হয়, তাহাতে উপরোক্ত কারণে কমবেশী মাঠা থাকে, এবং ঐ ঘৃত কিঞ্চিৎ অপরিষ্কার থাকে, আমরা মাঠা বাদ দিয়া পরিষ্কার করিয়া টীনে ভর্ত্তি করিয়া থাকি। কি প্রকারে মাঠা বাদ হয় এবং পরিষ্কার করা হয়, তাহা অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করেন, উহা সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে লিখিলাম।

বাজার হইতে যে ঘৃত খরিদ হয়, তাহাকে আমরা কাঁচা ঘৃত বলিয়া থাকি, উক্ত কাঁচা ঘৃত বড় লোহার কড়াতে করিয়া ভাঁটীর (অর্থাৎ বড় উনান্) উপরে রাখিয়া উত্তপ্ত করা হয়. ইহা উত্তপ্ত হইয়া বেশ তরল হইলে অপর আর একখানি বড় কড়াতে পাল্টাই করা হয়, এই দ্বিতীয় কড়াতে ঘৃত ১ ঘণ্টাকাল স্থির থাকিলে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয় এবং উহার মাঠা ও ময়লা কড়ার তলায় গিয়া পড়ে. কারণ ঘৃত অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব অধিক এবং সহজেই তরল ঘৃত ভেদ করিয়া কড়ার তলায় গিয়া পড়ে। ঘৃত এইরূপ ঠাণ্ডা হইবার সময় উপরে একটা ছালি মত পড়ে, উহাও ঘৃতের অপরিষ্কার অংশ, ঘৃত অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব কম বলিয়া ভাসিতে থাকে। এই উপরের ছালিটী প্রথমে তুলিয়া বাদ দেওয়া হয়, তাহার নিচে খাঁটী ঘৃত ঈষৎ উষ্ণাবস্থায় ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইয়া ছাঁকিয়া, খালিটীন পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ভরাট করা হয়, কড়ার সমস্ত ঘৃত টীনে ভরাট হইলে উহার তলার মাঠা এবং তৎসঙ্গে ময়লা মাটী যাহা নিচে জমিয়া যায়, তাহা বাদ দেওয়া হয়। এইরূপে পরিষ্কার করিয়া ঘৃত কানেস্ত্রায় বন্ধ করিয়া চালান দেওয়া হয়।

গাড়োয়ার ঘৃত যে বিশুদ্ধ তাহাতে সাধারণের কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের যে সকল ঘৃত খরিদ হয়, তৎসমস্ত বাছাই করা সাদা ঘৃত অর্থাৎ কেবল বিশুদ্ধ মহিষের দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন। হাটে গাভী ও মহিষের মিশ্রিত দুগ্ধে প্রস্তুত যে ঘৃত আসে, তাহার বর্ণ কিঞ্চিৎ হরিদ্রাভ, আর কেবল গাভীর দুগ্ধে যে ঘৃত প্রস্তুত হয়, তাহা হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট। এ দেশে গাভীর দুগ্ধের ঘৃত ভাল হয় না, কড়াগন্ধযুক্ত হয়। মহিষের বিশুদ্ধ দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন সাদাঘৃত বাছাই করিয়া আমাদের খরিদ হইয়া থাকে, সেই কারণ খাইতে সুস্বাদু এবং সুগন্ধিযুক্ত। ইহা সহজে পরিপাক হয়, কোনওরূপ অম্লদোষ রাখে না। আর সোরগুঁজার ভাল ঘৃত ব্যবহার করিলে অম্লদোষ হয় না, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ঐ দেশে বিশুদ্ধ

পাহাড় আছে, তাহার উপর মহিষ সকল চরিয়া খায়, সকল পাহাড়ের মধ্যে অধিকাংশ পাহাড় চুণে পাথর এই কারণে আমাদের "শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দত্ত" মার্কা ১ নং ঘৃত কলিকাতার বাজারে এত প্রসিদ্ধ যে, দর বেশী দিয়াও সকলে খরিদ করিয়া থাকেন। আর আমাদের ঘৃত যেরূপ উত্তাপে প্রস্তুত হয়, তাহাতে মাঠা এককালীন থাকে না, সুতরাং সুস্বাদু এবং সুগন্ধিবিশিষ্ট হয়। উপরোক্ত মার্কা ঘৃত সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কলিকাতার অ্যানালিটিক্যাল এবং কন্‌সলটিং কেমিষ্ট মিঃ সিঃ, সুলটেন গাড়োয়ার ঘৃত অ্যানালিসিস্ করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।—

Saponification value ...	...	223:2
Reichert-wollny Value ...	...	25.1
Iodine Value ...	...	35.2
Specific Gravity at 100.c	...	0.865
Insoluble Fatty Acids ...	...	89.4
Water	...	Trace.
Baudouin Test ...	...	Negative.

All the above figures are well within the limits for pure Butter fat.

In my opinion, and from the above data, the Ghee is pure.

(Sd.) C. Schulten.

উপরোক্ত অ্যানালিসিস্ রিপোর্টখানি পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, গাড়োয়ার ঘৃত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, ইহাতে কোনরূপ অস্বাস্থ্যকর পদার্থ নাই। এই মোকামের ঘৃতের উপর সাধারণের সন্দেহ দূর করিবার জন্ত উপরোক্ত রিপোর্টখানি প্রকাশ করিলাম।

পালামৌ, গাড়োয়া
শ্রীআশুতোষ রক্ষিত।

মন্তব্য।—এইরূপ সমুদয় মোকামের ঘৃতকে রাসায়নিক পরীক্ষা করাইয়া, তাহার সার্টিফিকেট পিত্তলের সরু চাদরে অঙ্কিত করিয়া প্রত্যেক কানেস্তার গা'য়ে মারা হউক না কেন?

তৈলসম্ভূত ঘৃত।

গত ৯ই চৈত্রের (১৩১৮ সাল) চুঁচুড়ার "এডুকেশন গেজেট" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ঘৃতসমিতিকে একটি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এই,—

"তিল, সরিষা, তিসি, নারিকেল, মৌয়ার তৈল ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। মান্দ্রাজ অঞ্চলে নারিকেল তৈল, বোম্বাই অঞ্চলে তিলের তৈল, বাঙ্গালায় সরিষার তৈল, উপ-প্রদেশের দরিদ্র ঘরে তিসির তৈল এবং সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে মৌয়ার তৈল খাদ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইয়ুরোপ খণ্ডে জলপাইয়ের তৈল বা ওলিভ অয়েল অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মনুষ্য প্রথমে চর্ব্বি ব্যবহার করিত। উহা মৃগয়ার অবস্থা। ইয়ুরোপীয়েরা উহা অনেকটা বজায় রাখিয়াছেন। পাশুপাল্যের সময়ে দুগ্ধ মাখন ঘৃতের ব্যবহার হইত। উহা আমরা বজায় রাখিয়াছি। ইয়ুরোপীয়েরা দুগ্ধ ও মাখন বজায় রাখিয়াছেন, ঘৃত রাখেন নাই বা পারেন নাই। কৃষি বৃদ্ধি সহ স্নৈহিক পদার্থ কৃষ্যুৎপন্ন বীজ হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক ভোজন করা হয়। "ঘৃতাৎ অষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দনে নতু ভক্ষণে" বলিয়া আমরা ঘৃতেরই প্রশংসা করি, কিন্তু আজকাল ঘৃতের দুর্ম্মূল্যতা বশতঃ তৈলই অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকি। বড় মানুষের কথা হইতেছে না; সাধারণ ভারতবাসীর কথা। পশ্চিমাঞ্চলের ঘৃতে মৌয়ার তৈল ও কোঁচড়ার তৈল বহুকাল হইতেই ভেজাল চলিতেছে। (সব ঘীয়ে?) কিন্তু ইয়ুরোপীয়েরা জলপাইয়ের তৈল ও নারিকেল তৈল যেরূপ গন্ধহীন ও পরিষ্কার করিয়া "মার্গারিন্" প্রস্তুত করেন, এদেশে তাহা না করায় কতকটা অনিষ্টকর পদার্থ ঐরূপ ভেজালে আমাদের খাইয়া ফেলিতে হয়। তৈল পরিশুদ্ধ করিবার প্রণালী শিখিয়া সেইরূপ করিলেই অনেকটা সুভদ্র কার্য্য হয়, উহা ক্ষতিকর ভেজাল হয় না। দুধে জল দিতেই যদি হয়, তাহা হইলে পানা পুকুরের জল না দিয়া ভাল জল দেওয়ায় পাপ একটু কম হয়। কিন্তু ভেজালে পরিষ্কৃত তৈল বা "মার্গারিন্" ব্যবহার না করিয়া নারিকেল ঘৃত বা তিসির ঘৃত বলিয়া বিক্রয় করিলে আরও ভাল কাজ হয়। প্রকৃত কথা বলিলে একবারেই কাটতি হয় না এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

এই ভারতবাসীই অন্যত্র নারিকেল তৈলই খাইতেছেন। তুলার বীজের তৈলও আহারের উপযুক্ত করা হইতেছে।"

মন্তব্য।—কমদরা ঘী বলিলেই তেলাঘী বুঝায়। একথা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পরন্তু আমাদের মোকামে ঘৃত যাহা কলিকাতায় আসিয়া বিক্রয় হয়, তাহার গ্রাহক মাত্রেই জানেন যে, উহা যখন মুখে ফেলিয়া খাইয়া পরীক্ষা করা হয়, তখন উহা গলায় "কির্‌কির্" করিতেছে বলিলেই বুঝিতে হইবে, উহাতে তৈল আছে। "এ ঘীটা মহাশয় তেলা, ইহাপেক্ষা ভাল ঘী দিউন, অথবা এই তেলা কমদরা ঘীর দর কত ?" বলা বাহুল্য, ভাল ঘী গলায় কির্‌কির্ করে না, অধিকন্তু এইরূপ বলাবলি করিয়াই হাটে বাজারে ঘৃত খরিদ ও বিক্রয় হইয়া থাকে। অতএব এডুকেশন গেজেটের কথায় নূতন কিছুই নাই। কিন্তু আমাদিগের যে কমদরা ঘী ধরিয়া ভেজাল আইনে ফেলিয়া দণ্ড করা হয়, সে আইনানুসারে বলিয়া বিক্রয় করিলে নিষ্কৃতি লাভের পন্থা থাকিলেও এবং আমরা হাটে বাজারে তাহা পূর্ব্বোক্তরূপে বলিয়া বিক্রয় করিলেও নিস্তার পাই কৈ ? একে ভেজাল আইন, তাহার উপর কেমিকেল একজামিন! অতএব আমাদের বলা কথা, সকলের জানা কথা এবং উহা অতি প্রচলিত কথা বিচারে দাঁড়ায় কৈ ? তাহা হইলে, আমাদের দণ্ড করিবার রাস্তা থাকে কৈ ? কাজেই মিশ্র ঘী বিক্রয় করি বলিয়া সাইনবোর্ড না দিলে রক্ষা নাই। তেলা ঘী আছে বলিয়াই ভাল ঘীর দর বেশী হয় এবং ঘৃতের প্রকার ভেদ হয়। প্রকার ভেদ হয় না এমন দ্রব্য জগতে দেখা যায় না। প্রকার ভেদ হইবার কারণ কি ? উহা উঠাইয়া দিতে কে পারিবেন ? ভেজাল আইনের ছারপত্রে আছে, "অস্বাস্থ্যকর না হইলে, তবে তাহা মিশান যায়।" ঘৃতের সঙ্গে তেল মিশাইলে অস্বাস্থ্যকর হয় না, তাহা এডুকেশনের লেখায় সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তার মহাশয় আমাদের ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। তবে একথা সত্য যে, আমাদের কমদরা ঘৃতে কিসের তৈল মিশান থাকে, তাহা আমাদের অজ্ঞাত, কারণ আমরা আড়তদার মহাজন এবং কোন্ মোকামে কি তৈল মিশান হয়, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। উহা আমরা সেই দেশের ফড়েদের নিকট হাটে ক্রয় করিয়া থাকি। অতএব এ তথ্য না রাখা আমাদের দোষের কথা হইতে পারে বটে, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটীর পরীক্ষায় খাটি ঘীকে কি বলিয়া

ফরেণক্যাট বা বিজাতীয় চর্ব্বি বলা হয়? রসায়নিক বিজ্ঞানের নিকট তেল মানে কি চর্ব্বি? ইহা কি মস্ত ভুলের কথা নহে? রসায়নবিজ্ঞানশাস্ত্র পরীক্ষা করিয়া বলুন না কেন, এই কমদরা ঘীতে অমুক তেল মিশ্রিত আছে, তাহা হইলেও সমাজের উপর ঘৃত বিষয়ে চর্ব্বি বলিয়া যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সাধারণের মন হইতে অল্পে অল্পে অপসারিত হইতে পারে আশা করা যায়। বাজারে খাদ ও খাঁটি স্বর্ণ আছে, ঘীও তাই।

চর্ব্বির ঘীর কারখানা।

বঙ্গের যে সমুদয় জেলায় চর্ব্বির ঘী প্রচলিত, তাহাদের কারখানা ট্রেটিবাজার, মাণিকতলা, এবং মুরারিপুকুর রোড বলিয়া শুনা যাইতেছে। সংখ্যায় উহারা ৩৪টি মাত্র। উহাদের কারখানায় সরঞ্জমাদি কিছুই নাই, উহারা লাইসেন্স-প্রাপ্ত চর্ব্বি-বিক্রেতা, দোকানে সামান্যভাবে চর্ব্বি আছে মাত্র। কিন্তু উহাদের প্রত্যেক ফারমে বেতনভুক্ত প্রচারক অনেক আছে। তাহারা বঙ্গের জেলায় জেলায় ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, কোথাও বা বাসা করিয়া বসিয়া আছে। ঐ সকল কারখানায় প্রকাশ্যে সাইনবোর্ড দিয়া চর্ব্বির ঘৃত বিক্রয় করা হয় না। কলিকাতায় ফুডইন্সপেক্টার রহিয়াছে, তাঁহাদের কাজই হইল যখন মন্দ খাদ্য দ্রব্যধরা, তখন তাঁহারা কি ঐ শ্রেণীর কারখানার বিষয় অবগত নহেন? কিন্তু জানিলে কি হইবে, ফুডইনস্‌পেক্টার মহাশয়েরা উহাদের চালানী চর্ব্বির ঘীর গাড়ী ধরিলেও তাহাতে তেল ও চর্ব্বি আছে বলিয়া চালান দিয়া থাকে, ঘী আছে বলিয়া উহারা চালান দেয় না, কাজেই ঐ সকল ঘৃত ধরা পড়ে না। শুনিতেছি, ভেজাল আইন সংশোধন হইবে, যদি তাহা হয়, তাহা হইলে যেন ঘৃতের আকৃতিবিশিষ্ট দ্রব্য চর্ব্বির কারখানা হইতে বাহির হইলে, এবং উহাতে তেল। চর্ব্বি লেখা চালান থাকিলেও তাহা যেন ধরা হয়। এরূপ উপায় আইনে থাকা চাই যে, ফুডইনস্‌পেক্টারের সন্দেহযুক্ত ঘৃত এবং তাহা চর্ব্বির কারখানা হইতে চালান বাহির হইলে উহা ধরা হইবে। তৎপরে আমরা শুনিলাম,—

যেদিন সিহিয়ার দোকানগুলি হইতে চর্ব্বির ঘী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ মহোদয় ফেলিয়া দিতেছিলেন, সেইদিন জনৈক চর্ব্বির ঘীর প্রচারক ভয় পাইয়া সিহিয়া

হইতে পলাইয়া বোলপুরে আসিয়াছিল। অধিকন্তু সিহ্নিয়াতে চর্ব্বির ঘী যাহা সকল যোক্লানেই ছিল, তাহা কলিকাতায় কাশীপুর হইতে ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তী চালান দিয়াছিল, সিহ্নিয়ামম তাঁহার প্রস্তুত চর্ব্বির ঘী চর্ব্বি বলিয়া চালান গিয়াছিল, তিনিই একমাত্র উহাদের ব্যাপারী, একথা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু কাশীপুরে ফকিরচাঁদের সন্ধান আমরা পাই নাই। চর্ব্বির ঘৃতের প্রস্তুতকারক মাত্রেই মুসলমান বলিয়াই সকলের জানা ছিল, এক্ষণে তাহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণের সংশ্রবের কথা শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। যাহা হউক, কলিকাতার ৩৪টি চর্ব্বির আড়ত হইতে যখন সমুদয় বঙ্গের জেলাগুলি চর্ব্বির ঘীতে দূষিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে যথাসম্ভব অনুসন্ধান করিয়া তাহা নিবারণ করা।

পশুর সংখ্যা।

এ বর্ষে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর পশুগণনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইতি মধ্যে ১৭টি জেলার পশুর সংখ্যা যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। গাই ও মহিষীর দুধের উপর মানুষের বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য নির্ভর করে। তালিকায় গাই ও মহিষীর সংখ্যা যাহা দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা ঐ সকল জেলার লোক-সংখ্যার অনুপাতে যদি হিসাব করা যায়, তাহা হইলে যে জেলার দুধ সেই জেলায় খাইতেই সংকুলান হয় কি না সন্দেহ। তাহার উপর অনেক দেশে গাইবলদে চাস হয়, মফঃস্বলের দুধ, ছানা সহরে আনীত হয়, অথচ এদিকে গোচর ভূমি পূর্ব্বের মত নাই। অতএব প্রায় সকল জেলার গরুর স্বাস্থ্য ভাল নয়। পরন্তু নিম্নোক্ত সংখ্যানুসারে সকলেই একসঙ্গে দুধ দেয় না এবং সকল গাভীর দুধ সম-পরিমাণ নহে। এই সকল কারণে উত্তীর্ণ হইয়াও যাহা দুধ পাওয়া যায়, তাহা বঙ্গদেশের লোকেরা একদফা জাল দিয়া খায়, একদফা ক্ষীর করিয়া খায়, একদফা দধি করিয়া খায়, একদফা ছানা করিয়া খায়, একদফা মাখন করিয়া খায়, তাহার পর উহাতে ঘৃত হইবে। কাজেই বঙ্গদেশে ঘৃতোৎপন্ন প্রায় হয় না। এইজন্যই ভারতের বহুস্থান হইতে বঙ্গে ঘৃত আমদানী করিতে

হয়। দুধ ঘী যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে এবং আরও হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন দুধের প্রকার ভেদ খাদ্য কতক উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কি? তাহার পর আমরা যেমন ইক্ষু, খেঁজুর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে তাহার রস, গুড় খাইয়া, তৎপরে চিনি খাইতে গিয়া ভারতবর্ষ চিনির দেশে বিদেশী চিনি আমদানী করিতে হয়, সেইরূপ বিদেশী ঘৃত কালে আমাদের বঙ্গে আমদানী করিতে না হয়, সে পক্ষেও এখন হইতে সাবধান হওয়া উচিত নহে কি? এই হেতু পশুগণনা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর আমাদের যথেষ্ট উপকার করিলেন, আমাদের ভাবিবার, সাবধান হইবার পন্থা প্রদর্শন করিয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্টের মহৎ উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হউক। এক্ষণে কোন জেলায় কত পশু তাহার সংখ্যা দেখুন,—

জেলা	ষাঁড়	গাই	মহিষ	মহিষী	ঘোড়া
বর্দ্ধমান।—	৩৮৬৬০৭	৩২৩৬১২	১৫১৮৭	১৪১৬২	২৬২৬
বীরভূম।—	৩০০৩৪০	২৮০৯৫০	১০১০০	৮২৪০	৯০০
বাকুড়া।—	২৩৪৪০৭	২৭০৭২০	৩৫৮৩০	৫৩৮২৫	৭২৫
মেদিনীপুর।—	৫০০০০০	৩০০০০০	৬৮০০০	৬০০০০	২৮০০
হুগলী।—	২৭০০৮৭	১০৭৩৬৯	১৩৯২	৭৯৬	১২০২
হাওড়া।—	৯৫২০৫	১০০৭০৩	৯২	১৩৭	৪৬৩
২৪ পরগণা।—	৪৫৯৬০০	৩০৩৯০০	৯৭০০	৭৪০০	৪৭০০
নদীয়া।—	৩১৭৫০৮	৩০৯৭৭০	৫৩২৭৭	৮০০৯	১০৮৩৮
মুর্শিদাবাদ।—	২৫৮২৯৬	২৬০৭৮৮	৩৩৫৭৬	৮২৯০	৩৮০৭
যশোহর।—	৫৬৪৫০০	৩৯৩৫০৪	২৭৬৯৬	৬৯৭৫	৭১৫১
খুলনা।—	৪০৭৩২২	১০০৯৪০৭	২০৫১	১৬১১	১৬৯৮
সাঁওতাল পরগণা।—	৩৪৯২১৯	৩৮৬৩৪৯	১২৮৩১৬	৬৩২৬২	৭৫০৫
কটক।—	৬০৪৫৬	৬৭৩২৬	৬৮৭	৫৯৫৪	১০০০
বালেশ্বর।—	৩৬৪৪৭০	৪১৫৪০০	১৩৪০	১২১৭৫	৯৮০
পুরী।—	১৬১২৭৪	১৮৬৬৯০	১৮১১৩	৩১৮৫৭	৮৩৫
অঙ্গুল।—	৪১০০৪	৪৭৬৯২	১৫৮৫৪	১৫২১৯	১৮৫
পূর্ণিয়া।—	৪৪৯৬৩৬	৪৫০৯৭০	১১৭৭৮	৭৭৫৪৯	২৯১০৬

—

সাধারণের প্রতি নিবেদন।

সহৃদয় মহোদয়গণ! আপনারা যখন "মহাজনবন্ধুর" গ্রাহক, তখন নিশ্চয়ই আপনারা মহাজন। তাহা না হইলে এরূপ পত্রিকার গ্রাহক হইবেন কেন? বাঙ্গালী মহাজনদিগের "মহাজন-বন্ধু" একমাত্র মুখ-পত্র। আজ কএকমাস ধরিয়া আমি "মহাজন-সখা" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া এই পত্রিকাতে বিশদভাবে (মায় সূচীপত্র সমেত) বিজ্ঞাপন দিতেছি. কিন্তু দুঃখের বিষয়, ২।১টী গ্রাহক ব্যতীত কেহ আমার পুস্তক খরিদ করেন নাই। আমি নিজে ব্যবসাদার, ব্যবসার কূটতত্ত্ব ও প্রণালী যেরূপ ভাবে লিখিয়াছি, তাহার দ্বারায় আপনাদের নিশ্চয়ই উপকার হইবে। সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ আগ্রহের সহিত ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। আপনারা সামান্য ১৲ টাকা মুল্যের জন্য ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, এরূপ ধরণের পুস্তক আজি পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। ব্যবসার ঘাঁত ও মোকামের সংবাদ কেহ প্রাণ খুলিয়া কাহাকেও বলে না, আমি সরল ভাবে তাহা খুলিয়া লিখিয়াছি। "মহাজন-বন্ধুর" যদি প্রত্যেক গ্রাহক একখানি করিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে আমার সমস্ত পুস্তক বিক্রয় হইয়া যায়।

আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, এইবার সকলে এক-খানি করিয়া গ্রহণ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করুন। অনেক দিকে অনেক প্রকার বাজে খরচ হয়, কিন্তু এ জিনিস বাজে খরচে লিখিবার নহে। আমি মহাজন, আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া অদ্যই পত্র লিখুন। যদি পুস্তক পাঠে আপনার ঠকা বোধ হয়, তাহা হইলে আমি ফেরৎ লইতে প্রস্তত আছি। আশা করি, আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। যদি সূচীপত্র দেখিতে চান, তবে এই পত্রিকার পূর্ব্ব-সংখ্যায় দেখিবেন। নিবেদনমিতি—

বিনীত—

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ,

পোষ্ট—লক্ষীসরাই।

অথবা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার, ৬৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Registered No. C 270.

১২শ বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ সাল। [২য় সংখ্যা।

(বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত)

THE

MERCHANT'S FRIEND

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও কল-কারখানা-বিষয়ক

মাসিক-পত্র ও সমালোচন।

কলিকাতা, ২৪ নং গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা হইতে

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচী।

শ্রীসত্যচরণ পাল কার্য্যাধ্যক্ষ।

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

"বাণীপ্রেসে"

জে, এন্, দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৯।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা।] [অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু-শান্তিকারক মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত

মূল্য বড় বোতল ১।০, প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।

„ ছোট বোতল ৸০, ঐ ঐ ৸০ আনা।

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভ হয়।

পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

এডওয়ার্ড লিভারস্ এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট।

(প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম।)

প্লীহা ও যকৃতকে নির্দ্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদের এডওয়ার্ডস্ টনিক বা য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেসিফিক ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিশ করা আবশ্যক।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।৵০ আনা, মাশুলাদি ।৵০।

এডওয়ার্ডস "গোল্ড মেডেল" এরোরুট।

আজ-কাল বাজারে নানাপ্রকার এরোরুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়া বড়ই সুকঠিন। এ কারণ সর্ব্বসাধারণেরই এই অসুবিধা নিবারণের জন্য আমরা এডওয়ার্ডস "গোল্ড মেডেল" এরোরুট নামক বিশুদ্ধ এরোরুট আমদানী করিতেছি। ইহাতে কোন প্রকার অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা আবাল-বৃদ্ধ সকল রোগীতেই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন।

মূল্য—ছোট টীন ।০, বড় টীন ।৵০ আনা।

সোলএজেণ্টস্—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং,

কেমিষ্টস এণ্ড ড্রগিষ্টস্।

৭ ও ১২নং বনফিল্ডস্ লেন, চীনাবাজার, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কিং ও মুদ্রাতত্ত্ব।

বর্ত্তমান সময়ে সভ্য জাতির মধ্যে ব্যাঙ্কিং প্রথা ব্যবসায়ের একটি প্রধান সহায়। এই যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্যজাত অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইতেছে ও নানা দেশ হইতে নানা প্রকার বস্তু এদেশে আমদানী হইতেছে, ইহার জন্য যে সমস্ত দেনা ও পাওনার সৃষ্টি হইতেছে, তাহার নিরাকরণও পরিশেষে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের দ্বারাই নিষ্পাদিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পাশ্চাত্য-দেশ সমূহে ও প্রধানতঃ এ দেশে ইউরোপীয় মতে ব্যাঙ্কিং প্রথার প্রসার সহকারে অনেক অংশে ব্যাঙ্কগুলিই জন-সাধারণের সঞ্চিত ধনের আশ্রয় স্থল। মানব-সমাজের পরম হিতকর ব্যাঙ্ক একদিকে ব্যক্তিগত সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া অর্থকে কার্য্যে নিয়োজিত রাখিতেছে, আবার অন্যদিকে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায় সংক্রান্ত আর্থিক অভাব উপযুক্ত ঋণদানে মোচন করিয়া উহাদের কল্যাণ সাধন করিতেছে।

এই ব্যাঙ্কিং প্রথার কার্য্য-প্রণালী ও তৎসংক্রান্ত মতাবলী আমরা মহাজনবন্ধুতে কয়েকটী ধারাবাহিক প্রবন্ধে প্রকাশ করিব। এই যে পাশ্চাত্য ব্যবসায় প্রণালী, যাহার প্রভাব আমরা এক্ষণে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছি এবং যাহার সাধনার জন্য ক্রমশঃ সমস্ত দেশ উদ্বুদ্ধ হইতেছে, সেই বিজ্ঞানসম্মত পার্থিব সম্পদের একমাত্র উপায়-তন্ত্রের আলোচনাই ইহা দ্বারা আমরা করিব। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে, ধন-বিজ্ঞানের পরিণত মতের সহকারে ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের বহু শতাব্দি ব্যাপী অভিজ্ঞতায় উৎপন্ন হইয়া, কিরূপে ইহা জগতের সমস্ত প্রচার শীর্ষদেশ লাভ করিয়াছে।

এ দেশে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক আছে, প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক (Presidency Bank) ও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক (Exchange Bank)। ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝিতে হইলে প্রথমে ব্যাঙ্কে কি কি কার্য্য হয় তাহা মোটামুটিভাবে জানা আবশ্যক। প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী

ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৩ সালের ১১শ আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। প্রবন্ধান্তরে আমরা তাহার সবিশেষ আলোচনা করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিছু বলিব।

এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ আমদানী ও রপ্তানী ব্যবসায় সংক্রান্ত অর্থের আদান-প্রদানের কার্য্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখে। চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া অষ্ট্রেলিয়া ও চায়না, ন্যাশানল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, মার্ক্যাণ্টাইল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ব্যাঙ্কগুলি এই শ্রেণীর, কেবলমাত্র বেঙ্গল ব্যাঙ্ক অফ্ বোম্বাই ও ব্যাঙ্ক অফ্ মাদ্রাজ এই তিনটী প্রেসিডেন্সিব্যাঙ্ক।

এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলিতে সাধারণতঃ আটটি করিয়া বিভাগ আছে। কার্য্যের সুবিধার জন্য কোন কোন ব্যাঙ্কে অধিকও থাকিতে পারে কিন্তু সে ক্ষেত্রে এই আটটির একটী বা ততোধিক বিভাগকে অধিক সংখ্যায় বিভক্ত করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। আবার অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যাঙ্কে এক বিভাগে একাধিক প্রকৃতির কার্য্য করাইয়া বিভাগের সংখ্যা হ্রাস করা হয়। তবে সাধারণতঃ ব্যাঙ্কে এই আট প্রকারের কার্য্য হয়। সেগুলি এই ;—

(১) চলতি হিসাব (Current Account Department)।

(২) নির্দ্দিষ্ট কাল জমা রাখার বিভাগ (Fixed Deposit Department)।

(৩) তহবিল (Cash Department)।

(৪) ঋণদান বিভাগ (Loan Department)।

(৫) বিল বিভাগ (Bill Department)।

(৬) হুণ্ডি বিভাগ (Draft Department)।

(৭) গচ্ছিত ধন সংরক্ষণ বিভাগ (Safe custody Department)।

(৮) হিসাব বিভাগ (Account Department)।

চলতি হিসাব বিভাগে ব্যাঙ্কে যে সকল ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীর চলতি হিসাবে টাকা জমা বা খরচ পড়ে, তাহার হিসাব রাখা হয়। চলতি হিসাব কথার অর্থ এই যে, এই হিসাবে যাঁহাদের টাকা জমা আছে, তাঁহারা ইচ্ছামত টাকা জমা দিতে পারেন বা লইতে পারেন। সচরাচর বার্ষিক সুদ শতকরা দুই টাকা হিসাবে প্রদত্ত হয়। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কাল জমা রাখার বিভাগে টাকা রাখিতে হইলে কতদিনের জন্য জমা রাখা

হইবে তাহা ঠিক জানাইতে হয়। সময় যত বেশী হয়, সুদও তদনুরূপ অধিক হারে প্রদত্ত হয়। বিল বিভাগে দেশী ও বিদেশী বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ (Bill of Exchange) খরিদ, বিক্রি ডিস্কাউন্ট করা হয়। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিব। হুণ্ডি বিভাগে হুণ্ডি খরিদ ও বিক্রি করা হয়। এই হুণ্ডি পত্রে হইলে তাহাকে ড্রাফ্ট বলে। আবার জরুরি হইলে তারযোগে উহার কার্য্য সমাধা হয় এবং তাহাকে টেলিগ্রাফিক্ ট্রানস্ফার (Telegraphic Transfer) বলে।

ব্যাঙ্কে অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি নিরাপদে রাখিবার সুব্যবস্থা থাকায় অনেক খরিদ্দারগণ তাঁহাদের মূল্যবান দ্রব্যাদি ও দলিল পত্র ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখেন। ব্যাঙ্ক তজ্জন্য সচরাচর গচ্ছিত দ্রব্যের মূল্যের উপর শতকরা চারি আনা মাত্র হিসাবে আদায় করে। দায়ীত্বের তুলনায় লাভ অল্প হইলেও খরিদ্দারের মনস্তুষ্টির জন্য এই বিধান।

হিসাব বিভাগে ব্যাঙ্কের নানাপ্রকার হিসাব রক্ষিত হয়।

উপরোক্ত বিষয় হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, স্বকীয় মূলধন ব্যতীত ব্যাঙ্ক খরিদ্দারগণের নিকট হইতে চলতি হিসাবে ও নির্দ্দিষ্ট কাল জমা রাখার হিসাবে এবং বিল্ ও হুণ্ডি বিক্রয় দ্বারা টাকা পায়। পক্ষান্তরে আবার সেই টাকা দ্বারা ঋণ দান, বিল ও হুণ্ডি খরিদ সাধিত হয়।

প্রতি বৎসর অংশীদারগণকে লাভের কতকাংশ দিয়া অবশিষ্ট অংশ ভবিষ্যতে ও অপ্রতিহার্য্য ক্ষতিপূরণের জন্য স্বতন্ত্র হিসাবে রাখা হয়। উহাকে রিজার্ভ (Reserve) কহে।

শ্রীসুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বোম্বাই অঞ্চলের ফল।

সাধারণ কৃষিকার্য্যের হিসাবে ধরিতে গেলে বোম্বাই প্রদেশের নানাস্থান সমধিক পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে। শুধু কৃষিপদ্ধতির উৎকর্ষতার জন্য যে, এইরূপ হইয়াছে তাহা নহে। বোম্বাই প্রদেশের সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী অনেক স্থানই সাধারণতঃ বেশ উর্ব্বরা। জল বায়ুও নাতি শীতোষ্ণ। সেইজন্য এই সমুদয় অঞ্চলে ফল ও মশলার চাষের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এস্থলে বোম্বাই প্রদেশের উত্তর কানাড়া বিভাগের ফল ও

মশলার চাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব। আশা করি, আমাদের পাঠকবর্গ ইহা হইতে অনেক আবশ্যকীয় তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

উত্তর কানাড়া বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণতম অংশ। ইহার মধ্য দিয়া সমুদ্রের সহিত সমান্তরাল রেখায় সহ্যাদ্রি উত্তর দক্ষিণে ধাবিত। সহ্যাদ্রির পূর্ব্বদিকে সমতল ক্ষেত্র এবং পশ্চিমে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে সমতল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা ক্রমশঃ নামিয়া আসিয়াছে। এই সমুদয় পর্ব্বতমালার পাদ-দেশেই বিস্তৃত সমুদ্র উপকূল। সহ্যাদ্রির শিখর সমূহ নিবিড় জঙ্গলপরিপূর্ণ। ব্যাঘ্র, বন্যবরাহ, সম্বর, হরিণ প্রভৃতি বন্যপশুর অভাব নাই এবং সঙ্কীর্ণ গিরিনদী সমূহের প্রাচুর্য্যও সমধিক। সহ্যাদ্রির পূর্ব্বাংশ অর্থাৎ উত্তরঘাট এবং পশ্চিমাংশ অর্থাৎ দক্ষিণ ঘাট এই দুই অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থায় সমধিক রহিয়াছে।

সাধারণতঃ উত্তর কানাড়ায় যে সমুদয় ফল উৎপাদিত হয়, তাহার মধ্যে আম, কাঁটাল, হিজলী বাদাম, নারিকেল, কদলী, বিভিন্ন প্রকারের লেবু ও কমলা লেবু, বাতাবী, পেয়ারা, দাড়িম ও আতা অন্যতম। উত্তরঘাটে ফলের বাগানগুলি গিরিরাজীর উপত্যকায় স্থিত, ইহারা পর্ব্বতশৃঙ্গ ও অরণ্য-পাদপবেষ্টিত হইয়া অসীম শোভা প্রদর্শন করে। এই স্থানেই কয়েকটী সুপ্রসিদ্ধ গুপারি, গোলমরিচ ও অন্যান্য মসলার বাগান অবস্থিত। নিম্ন ঘাটেও পর্ব্বতের পাদদেশেই সাধারণতঃ বাগান রচিত হইয়া থাকে। এখান হইতে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী ফলের রীতিমত বহির্ব্বাণিজ্য আছে। এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় ফল উৎপাদিত হয়। তাহাদের বহির্ব্বাণিজ্য নাই; দেশেই কাট্‌তি হইয়া যায়। এইরূপ ফলের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য :—নোনা, আঞ্জীর, তেঁতুল, পেঁপে, আনারস, গোলাপজাম, জামরুল, কুল, কামরাঙ্গা, বিলিম্বি, আখরোট ও কাট বাদাম। কানাড়ার বাজারে এই সমুদয় ফলের অল্প বিস্তর আমদানি হয়। মফঃস্বলেই কিন্তু কাট্‌তি অধিক।

কানাড়ার আম্রের জাতি ও তদ্‌সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য অনেকের আগ্রহ হইতে পারে। তাঁহাদিগের অবগতির জন্য বলিতে পারা যায় যে, এই স্থানের কতিপয় জাতীয় আম্র যথা, কায়নান্দিন, ইসাদ (দুই জাতীয়, কাল ও সাদা) করিয়েল, মম্বাদ ও আলফান্সো আমাদিগের দেশীয় আম্র অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর। ফল পাঁচ ছয় বৎসরেই হয় কিন্তু ১৫

বৎসর না হইলে গাছ সম্পূর্ণরূপে পুষ্টি প্রাপ্ত হয় না। উক্ত কতিপয় জাতীয় আম্র ওজনেও প্রায় ১ সের হইতে দেড় সের পর্য্যন্ত হয়। কারনানদিন আমের, গাছ প্রতি প্রায় ১০০০ ফল হয়। কারনানদিন আমের বাগানে বিক্রয়ের দর শতকরা ২৲ হইতে ৩৲ টাকা। কারনান্‌দিন আম মিষ্টাকৃত ও এই আম গাছ অনেক দিবস থাকে। ইস্‌াদ গোলাকার আম, অধিকতর মিষ্ট ও রসযুক্ত। ইহার মূল্য ১৷৷০ হইতে ২৲ টাকা। অন্যান্য জাতীয় আমের সাধারণ দাম শতকরা ১৲ টাকা।

এতদঞ্চলে যে সমুদয় অম্ল আম হয়, তাহার অধিকাংশই চাটনি প্রস্তুতের জন্য বিলাতে রপ্তানি হইয়া যায়। এই শ্রেণীর আম্রের পাঁচ ছয়টি জাতি আছে। তাহাদের গড়ে ফল প্রায় গাছ প্রতি ১৫০০ টা এবং মূল্য শতকরা গড়ে ৸০। যে সমুদয় স্থানে উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র উৎপাদিত হয়, তাহার মধ্যে মুলকি ও কুমতার নাম প্রসিদ্ধ। কাঁটাল এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলিয়া থাকে যে, তাহার উদ্বৃত্তাংশ গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাঁটালের মূল্য শতকরা ৩ টাকা ও তদপেক্ষা নীচ জাতীয় ফলের দাম শতকরা প্রায় ৷৷৶০। কানাড়া বিভাগের অনেক স্থলে নারিকেল ও গুপারির চাষ একসঙ্গে হইয়া থাকে। সমুদ্রের উপকূলস্থ নারিকেল গাছ সমূহের নারিকেল সুস্বাদুযুক্ত ও সুমিষ্ট। পক্ষান্তরে উত্তর ঘাটের নারিকেল তৈলের মাত্রা ও জলের পরিমাণ অধিক। নদীর পলি ভিন্ন নারিকেল চাষে অন্য কোন সার ব্যবহৃত হয় না। নারিকেল চাষে বিঘা প্রতি ৬০৷৬৬ টাকা লাভ লইয়া থাকে।

কমলা লেবুর মধ্যে সান্তারা ও লাড্ডু নামক দুইটী জাতির অধিকতর চাষ হয়। সান্তারা প্রায় গোলাকার ও লাড্ডু বর্ত্তুলাকার। সান্তারা ওজনে প্রায় ৩৷৷০ ছটাক ও লাড্ডু ২৷৷০ ছটাক হইয়া থাকে। ফলের তারতম্য হেতু ইহাদের মূল্য শতকড়া ১৷৷০ হইতে ২৲ টাকা। এতদ্ভিন্ন পার্ত্তি কাগজী গোঁড়া লেবু প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

এতদঞ্চলের কলা অত্যন্ত সুমিষ্ট ও সুস্বাদযুক্ত। প্রসিদ্ধ কলা সমূহের নাম—রামবেল, নীরবেল, মিঠাবেল, কারিবেল, মহীশূরবেল চন্দ্রবেল ও অনাবেল। অনাবেল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম, প্রায় ১ ফুট লম্বা। ইহা কখন কখনও শুষ্ক অবস্থাতেই ব্যবহৃত হয়। উৎকৃষ্ট জাতীয় কলা সমূহকে এতদ্দেশীয় চাষীরা গাছে পাকিতে দেয় না। সুপুষ্ট অথচ সবুজ অবস্থায়

কাটিয়া অন্ধকারে রাখিয়া পাকাইয়া লয়। তাহাতে কলাও বেশ রসযুক্ত থাকে ও সুপক্ক হয় এবং হনুমান, কাটবিড়ালী, পাখী প্রভৃতিতে কিছু অনিষ্ট করিতে পারে না।

বস্তুতঃ কানাড়া দেশে ফলের বাগান হইতে সাধারণতঃ বিঘা প্রতি সমস্ত খরচ বাদে ১০০ টাকা হিসাবে লাভ হয়। নারিকেল সুপারি প্রভৃতির বিষয় স্বতন্ত্র।

কানাড়া প্রদেশে যে সমুদয় মসলার চাষ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সুপারিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমি অধিকার করে। সুপারির চাষ উত্তর-ঘাটেই হয়। প্রথমে চারাগুলিকে বসাইয়া সুপারিক্ষেত্রে কলা রোপণ করা হয়। সুপারি গাছগুলি একটু বড় হইলে কলা তুলিয়া ফেলিয়া ছোট এলাচের ঝাড় বসান হয়। প্রায় ১৩ বৎসরে সুপারি গাছে ফল ধরে। সুপারি চাষে লাভের পরিমাণ বিঘা প্রতি প্রায় ১০৫ টাকা। সুপারি বাগানে গোলমরিচেরও চাষ হইয়া থাকে। মরিচ লতাগুলিকে সুপারি গাছের উপর তুলিয়া দেওয়া হয়। প্রায় ছয় বৎসর পরে মরিচ ধরিতে আরম্ভ হয়। তখন বিঘা প্রতি ১৷৷০ মণ হইতে ১৷৹০ মণ পর্য্যন্ত গোলমরিচ পাওয়া যায়। কুমুতার নিকট উৎকৃষ্ট জাতীয় পানও জন্মিয়া থাকে। তিন বৎসর পরে বিঘা প্রতি প্রায় ১৩৫০০ পান পাওয়া যায়। উহার মূল্য প্রায় ১৩৷৷০ টাকা।

পূর্ব্বোক্ত মসলার গাছ প্রভৃতি ব্যতীত লবঙ্গ, জায়ফল, আদা, দারুচিনি ও লঙ্কাও কানাড়া প্রদেশে অনেক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এস্থলে ইহা বলা উচিত যে, সাধারণ চাষীরা মশলার বাগান করে না। হবিগ্ নামক ব্রাহ্মণ জাতিই মসলার গাছ প্রভৃতির চাষ করিয়া থাকে। ইহারা যেরূপ বুদ্ধিশালী, তেমনই পরিশ্রমী। মসলার বাগানের অনেক পাইট আছে; সেই জন্য লাভের মাত্রা তত অধিক হয় না। বিঘা প্রতি ৪০।৫০ টাকা হইয়া থাকে। কিন্তু যে বৎসর পাশ্চাত্য বাজারে মসলার টান অধিক পড়ে, সে বৎসর বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। বোম্বাই, হাবলি ও দারবারে মসলা চালান হইয়া যায় এবং তৎসমুদয় স্থান হইতে নানা দেশে রপ্তানি হয়।

আলুর পোকা।

(সরকারী বিবরণী)

উৎপত্তি ও বৃদ্ধি। কয়েক বৎসর হইল, এই পোকা ইউরোপ হইতে বীজ আলুর সহিত ভারতবর্ষে আইসে এবং ১৯০৭ সালে প্রথমে পাটনার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি আলুর গুদামে বিশেষ অনিষ্ট করে। রেলের রপ্তানির হিসাব খুঁজিয়া দেখা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র পাটনা সহরে এই পোকার উপদ্রবে আলুর রপ্তানি ১৯০৮ অব্দে ২৭৭০০০ (দুই লক্ষ সাতাত্তর হাজার) মণ হইতে ১৯১১ সালে কেবলমাত্র ৫৪০০০ (চুয়ান্ন হাজার মণে) দাঁড়াইয়াছে। ১৯১১ সালে এই পোকার উপদ্রব সারণ, চাম্পারণ, মজঃফরপুর, ভাগলপুর, হাজারিবাগ, সাওতাল পরগণা, বর্দ্ধমান, হাবড়া ও আন্দুল প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত জায়গা হইতে শুনা গিয়াছে এবং খুব সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালার যেখানে যেখানে আলুর চাষ হইয়া থাকে, সেইখানে এই পোকা ক্ষতি করিতে আরম্ভ করিবে।

জীবন-বৃত্তান্ত ও বিবরণ।—ক্ষেতে স্ত্রী প্রজাপতি আলুগাছের পাতার বা ডাঁটার উপর ডিম পাড়িয়া থাকে এবং কীড়াগুলি ডিম হইতে ফুটিয়া পাতার ডাঁটার ভিতর প্রবেশ করিয়া খাইতে থাকে এবং তজ্জন্য সেই পাতা বা ডাঁটা শুকাইয়া যায়। কিন্তু আলুর উপর ইহা অনুরূপ ভাবে ডিম পাড়ে; আলুর চোখের উপর স্ত্রী প্রজাপতি ডিম পাড়ে এবং কীড়াগুলি ডিম হইতে বাহির হইয়া আলুর ভিতর প্রবেশ করিয়া উহার শাঁস খাইতে থাকে। গুদামজাত আলুর অনিষ্ট এইরূপ ভাবে হয়। আলুর চোখের উপরে কাল রঙ্গের গুঁড়া গুঁড়া কীড়ার বিষ্ঠা দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে উহাতে পোকা লাগিয়াছে। দশ পনর দিন এইরূপ ভাবে খাইয়া কীড়াগুলি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তখন প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে সাদা রঙ্গের ছোট গুটি বাঁধিয়া তাহার ভিতর দিকে পুত্তলী হইয়া থাকে এবং অল্প দিনের ভিতর প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। প্রজাপতিটী প্রায় সিকি ইঞ্চি লম্বা এবং দেখিতে প্রায় কাল রঙ্গের হয়। স্ত্রী প্রজাপতিগুলি আবার গুদামের ভিতর ভাল আলুর চোখের নিকট ডিম পাড়ে। সাধারণতঃ গুদামে আলু ঢাকা থাকে না। সেইজন্য স্ত্রীপ্রজাপতি-গুলির ডিম পড়িবার সুবিধা হয় এবং অল্পকালের মধ্যে ইহাদের বংশ

অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং সেই পরিমাণে আলুর ক্ষতি হয়। প্রত্যেক স্ত্রীপ্রজাপতি ১০০ (একশত) করিয়া ডিম পাড়ে এবং এক মাসের ভিতর সেইগুলি প্রজাপতি হইয়া পুনরায় ডিম পাড়িয়া থাকে। যেখানে এই পোকার প্রকোপ বেশী হইয়াছে, সেখানে কোনরূপ প্রতিকার বিনা আলু ভাল ভাবে রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বাঙ্গালাদেশে চৈত্র হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ঐ পোকা হইতে গুদামজাত আলুর বিশেষ ক্ষতি হয়।

উপায়।—সরকারী কীটতত্ত্ববীদ্ অনেক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আলু শুষ্ক বালীর দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে, প্রজাপতি আলুর চোখের নিকট ডিম পাড়িতে পারে না। তজ্জন্য আলুর কোন প্রকার ক্ষতি হয় না। ১৯০৯ সাল হইতে বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ পাটনায় বালী দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া আলু বাঁচাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯১০ সালে ৫০ মণ এবং ১৯১১ সালে ১০০ মণ আলু উপরোক্ত উপায়ে পাটনায় চৈত্র মাস হইতে আশ্বিন মাস অবধি রাখা হইয়াছিল। উহা হইতে বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছিল। বালীর নীচে রক্ষিত আলু পূরা হিসাবে পাওয়া গিয়াছিল, অর্থাৎ পোকার উপদ্রবের পূর্ব্বে ১০০ মণে যত মণ পাওয়া যাইত, ইহাতেও সেই হিসাবে পাওয়া গিয়াছিল।—গুদামে কিছুদিন আলু রাখিলে শুকাইয়া যাইবার দরুণ অপনা আপনি ইহার ওজন বিশেষ কমিয়া যায়। ১৯১১ সালে পাটনাতে ২০০ শত চাষী প্রায় ৮৪৩১ মণ আলু উপরোক্ত উপায়ে রাখিয়াছিল। তাহারা ইহাতে বিশেষ উপকার পাইয়াছিল।—কিন্তু যাহারা এই নিয়ম মত কাজ করে নাই, তাহাদের আলু জ্যৈষ্ঠ মাসের ভিতরেই পোকার দ্বারা নিঃশেষিত হইয়াছিল। বালী সংগ্রহ করা এবং মাঝে মাঝে আলুর বাছানীতে খরচ এমন কিছু বেশী নহে। পোকা-লাগা জায়গায় এইরূপ উপায়ে আলু বাঁচাইয়া বীজ বেচিতে পারিলে বিশেষ লাভ হয়। গত ১৯১০ ও ১৯১১ সালে যখন পাটনায় সমস্ত গুদামে এই পোকা আলুর বিস্তর ক্ষতি করিতেছিল, তখন সরকারী তরফ হইতে ৯৬৲ টাকা খরচ করিয়া ৭৫ মণ আলু ৬ মাসের জন্য উপরোক্ত উপায়ে রাখা হইয়াছিল এবং আশ্বিন মাসে উহা ২৮৬৲ টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছিল; অর্থাৎ গুদামের ভাড়া ও বাছানি খরচ বাদে কেবল চাষীর এই বাবদ কিছুই খরচ করিতে হয় না। মণ করা ২৷৷৹ টাকা হারে

লাভ হইয়াছিল। উহা হইতে বালীর দাম, চ্যাটাইয়ের দাম, বাছানির খরচ প্রভৃতি মণ করা ॥০ আনা হিসাবে যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও মণ করা ২৲ টাকা লাভ থাকে।

সাবধানতা।—আলু রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

১। যে গুদামে আলু রাখা হইবে, তাহার অবস্থা ভাল হওয়া উচিত। যেন ছাদ হইতে বর্ষার জল না পড়ে; ঘরটী ঠাণ্ডা ও দেওয়াল শুষ্ক হইলেই ভাল। আলু রাখিবার আগে ঘরটী ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লওয়া উচিত, যেন আগে হইতে ইহার ভিতর প্রজাপতি না থাকিতে পারে।

২। গুদামের মেজে মাটি হইতে যত উঁচু হয় ততই ভাল এবং ইহা দেখা উচিত যে, ইহা যেন কোন সময়ে, এমন কি, বর্ষাকালেও সেঁতসেঁতে না হয়।

৩। আলু গুদামে তুলিবার আগেই ইহাকে ভাল করিয়া বাছিয়া লওয়া উচিত। পচা বা পোকা লাগা আলুগুলি বাছিয়া মাটীর নীচে পুঁতিয়া ফেলা উচিত, ইহা ভাল আলুর সহিত যেন গুদামের ভিতর না যায়।

৪। আগে হইতে নদীর বালী কিম্বা অন্য কোন বালী উত্তমরূপে শুকাইয়া রাখা উচিত। আলু গুদামজাত হইলে ঐ শুষ্ক বালীর দ্বারা আলুর প্রত্যেক গাদাটী সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়া রাখা উচিত। বালীর ভিতর হইতে একটী আলুও যেন বাহির হইয়া না থাকে। একটি আলুর গাদা এক হাতের অধিক উচ্চ না হইলেই ভাল।

৫। মাঝে মাঝে আলুর নীচে হইতে আলুর গাদা বাহির করিয়া পচা ও পোকাধরা আলু বাছা উচিত এবং ঐরূপ খারাপ আলুকে মাটীর নীচে পুঁতিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। বাছা হইয়া যাইলে প্রত্যেক গাদা পুনরায় বালীর দ্বারা পূর্ব্বেকার মত ঢাকিয়া রাখা উচিত।

যাঁহারা উপরোক্ত উপায়ে আলু রাখিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখিলে তাঁহাদিগকে পরামর্শ দেওয়া ও সাহায্য করা হইবে। কোন নূতন জায়গায় এই পোকার আবির্ভাবের সংবাদ পাইলে নিম্নলিখিত ব্যক্তি বিশেষ বাধিত হইবেন।

ই, জে, উডহাউস্, এম, এ, এফ, এল, এস,
ইকনমিক বটানিষ্ট (বেঙ্গল সরকার)।

ডিক্টোগ্রাফ বা শব্দবহ যন্ত্র।

এতদিন দৈহিক মাপ এবং আঙ্গুলের ছাপ সাহায্যে অপরাধীদিগকে সনাক্ত করা যাইত। সম্প্রতি মিঃ কে, এম, টার্ণার নামক জনৈক সাহেব ডিক্টোগ্রাফ বা শব্দবহ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্র অনেকাংশে টেলিফোনের সদৃশ। আমেরিকায় এই যন্ত্রের প্রভূত প্রচলন হইয়াছে। যন্ত্রটী আয়তনে ক্ষুদ্র এবং সহজেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে লুকাইয়া রাখা যাইতে পারে। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, নিম্নস্বরে কথা বলিলেও যন্ত্র সাহায্যে তাহা স্পষ্টিকৃত হইয়া শ্রুত হইবে। শব্দের ধ্বনি প্রায় ৪০০ গুণ বর্দ্ধিত হয়; অন্তরালে ফিস্ ফিস করিয়া কথা বলিলেও তাহা শুনিবার পক্ষে কোন বিঘ্ন হয় না। যন্ত্রে মুখ লাগাইয়া কোন কথা না বলিলেও চলে। যন্ত্রের চতুর্দ্দিকস্থ ১৫ ফিটের মধ্যে কথা বলিলেই তাহা পূর্ব্বোক্তরূপে স্পষ্টতর হইয়া সার্দ্ধ এক মাইল দূরে নীত হয়। যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, তারহীন টেলিগ্রাফের শ্রুতিশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য ডিক্টোগ্রাফ ব্যবহৃত হইতেছে। ডিক্টোগ্রাফের ওজন অর্দ্ধ পাউণ্ড, ইচ্ছা করিলে অনায়াসে পকেটে রাখা যায়। ইহাতে একটী শব্দ আহরণ যন্ত্র আছে, উহা কাল দৃঢ় রবারে প্রস্তুত। রেশমাবৃত কয়েকটী তার সাহায্যে শব্দ দূরে ধাবিত হয়, বহির্ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি ছিদ্র আছে। তদ্দ্বারা শব্দ ভিতরে প্রবেশ করে। শব্দগুলি অভ্যন্তরস্থ কেন্দ্রে সঞ্চিত হইয়া তার সাহায্যে রিসিভারে প্রতিধ্বনিত হয়। কেন্দ্রস্থানটী আলোক প্রসরা কাচাবরণের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে আমেরিকার বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবাদে "ডিনামাইট" ঘটিত দুর্ঘটনায় 'ম্যাগনেম্যাগ' নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের কথোপকথন শুনিবার জন্য ডিক্টোগ্রাফ ব্যবহৃত হইয়াছিল। মিঃ টার্ণার ইতপূর্ব্বে (accausticon) নামক এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তৎসাহায্যে বধির ব্যক্তিও শ্রবণ করিতে পারে। আমেরিকার ভজনালয়ে, থিয়েটারে এবং নানাস্থানে উহার অত্যধিক প্রচলন হইয়াছে। একটী ডিক্টোগ্রাফের মূল্য ৩০ পাউণ্ড।

পৃথিবীতে চা উৎপন্ন।

১৯১০—১১ সালে ভারতবর্ষে চা উৎপন্ন বিষয়ে ভারতগবর্ণমেণ্ট বাহাদুর যে হিসাব প্রকাশ করেন, তাহাতে জানা যায়, ২৬ কোটি ১৬ লক্ষ ৮১ হাজার পাউণ্ড চা ভারতবর্ষে গতবৎসর উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপরে কলিকাতার টমাস্ কোম্পানী ১৯১০—১১ সালে ভারতবর্ষের চা উৎপন্নের যে তালিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে দেখা গেল, ২৬ কোটি ৭৩ লক্ষ ৯৬ হাজার পাউণ্ড চা ভারতে গতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছিল।

বিলাতের লণ্ডন টাইমস্ নামক সংবাদ-পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে ৭০ কোটি পাউণ্ড চা ১৯১০—১১ সালে উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত পত্রে লিখিত জগতের চা উৎপন্নের তালিকাটী এই,—

ভারতবর্ষ	২৭২০০০০০০
সিংহল	১৮৭৭০০০০০
জাভা	৫০৪০০০০০
জাপান	৪২৮০০০০০
ফর্ম্মোজা	২৫৭০০০০০
চীন	১১৮৪০০০০০
নেপাল প্রভৃতি স্থানে	৩০০০০০০
মোট	৭০,০০,০০,০০০

সবে মাত্র ৭০ কোটি পাউণ্ড চা জগতে উৎপন্ন হয়, লণ্ডন টাইমসের উক্ত কথায় আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। কারণ চা-বিক্রেতা মহাজন-মহলে একথা স্থির জানা আছে যে, চা-খোরেরা প্রতিবর্ষে গড়ে ৫ পাউণ্ড চা ব্যবহার করে। তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, চীনদেশের সকলেই চা-খোর এবং চীনের লোকসংখ্যা ৩৪ কোটি ২০ লক্ষ, অতএব ৫ পাউণ্ড হিসাবে প্রতি জনে গড়ে হিসাব ধরিলে কেবল এক চীন-দেশেই প্রতিবর্ষে গড়ে ১৭১ কোটি পাউণ্ড চা খরচ হয়। পরন্তু আমরা যেমন তরকারীর বাগিচা করি, অথবা মফঃস্বলে বাটীর সম্মুখে বা বাটীর ভিতর কিংবা বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী কিছু জমি পাইলে তাহাতে শাক-সব্জী রোপণ করি, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশের লোকেরা বাটীতে বাটীতে ঐরূপ ভাবে চা-বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে। এই ভাবে রোপিত কত চা ঐ

সকল দেশে উৎপন্ন হয়, তাহার হিসাব পাওয়া বড়ই শক্ত কথা। বড় বড় চা-বাগিচার হিসাব পাওয়া সোজা, কিন্তু বাটীর জমির হিসাব লণ্ডন টাইমস্ পাইয়াছেন কি? চীনদেশের লোকেরা চা-র পিষ্টক করিয়া ভক্ষণ করে, উক্ত পিষ্টক করিতে কত চা ব্যবহৃত হয়, তাহাও জানা বড় শক্ত কথা।

চা-র বাণিজ্য পৃথিবী অধিক দিন প্রাপ্ত হয় নাই, ইহার বাণিজ্য প্রথার মধ্যে আশ্চর্য্যভাবে "হাত-ফেরা" ব্যবসা চলিয়াছে। ছোট ছোট কানেস্রা মধ্যে ৴১ সের, ৴॥০ সের চা পুরিয়া কত শত ব্যবসাদার তাহাদের নাম ইত্যাদি দিয়া পেটেণ্ট করিয়া জগতের মধ্যে চা বিক্রয় করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীর জন্যই জগতের মধ্যে বহু দেশে চা পাঠান হয়, এমন কি, উহাদের কল্যাণেই যে ভারতবর্ষ ও চীন দেশে চা উৎপন্ন হয়, সেই ভারতবর্ষ ও চীনে চা আমদানী করিতে হইয়া থাকে।

জগতের মধ্যে গতবর্ষে (১৯১১ সালে) কোন্ কোন্ দেশে কত চা আমদানী হইয়াছিল, তাহার তালিকা,—

দেশের নাম।	ওজন পাউণ্ড।
ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড	২৯৬০০০০০০
অষ্ট্রেলিয়া	৪০০০০০০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	৭০০০০০০০
উত্তর আমেরিকা	১৩৮০০০০০০
রুষিয়া	১১০০০০০০০
ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ	৩৫০০০০০০
মরক্কো, আলজিরিয়াস ও টিউনিস্	৭৫০০০০০
পারস্য	৮০০০০০০
আর্জেটিনা ও চিলি	৭০০০০০০
ভারতবর্ষ	১২৫০০০০০
চীন ও কোরিয়া	১৬০০০০০০

ইহা ভিন্ন আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে চা আমদানী হইয়া থাকে, তাহার তালিকা দেওয়া হইল না।

চিনির কাজে উন্নতির পন্থা।

ভারতবর্ষে উন্নত উপায়ে চিনির কারখানা করা কতদূর সম্ভব, এই বিষয় স্থিরীকৃত করিবার জন্য গত মে মাসে পুষার কৃষি-কলেজে একটি সভা হয়; ঐ সভায় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের বিভিন্ন প্রদেশের কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। কোন্ কোন্ প্রদেশে ইক্ষু চাষ কিরূপ সম্ভব, সে বিষয় প্রাদেশিক কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারী মহাশয়েরা ইক্ষু আবাদ বিষয়ে যে যাহা বলিয়াছেন, অদ্য তাহাই সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল.—

যুক্তপ্রদেশ।—এই বিভাগের কৃষি-কর্ম্মচারী মহাশয় বলিয়াছেন, ১০ লক্ষ ৪৭ হাজার একারে যুক্তপ্রদেশে ইক্ষু চাষ হয়, সেই স্থলে ১৫ লক্ষ একার ভূমিতে ইক্ষুচাষ হইতে পারিবে, কেন না, এই বিভাগের ৪ লক্ষ একার ভূমিতে যে অহিফেন চাষ করা হইত, তাহা কমিয়া গিয়াছে, এতদূর কমিয়াছে যে, উক্ত ৪ লক্ষ একার জমির অন্ততঃ ৩ লক্ষ একার জমি ইক্ষু-চাষের জন্য পাওয়া যাইতে পারিবে। গত ৫ বৎসরের হিসাবে দেখা যায়, এই প্রদেশে স্বভাবতঃ ২॥০ লক্ষ একার ভূমিতে ইক্ষুচাষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; এই বৃদ্ধির কারণ ভারতে চিনির অভাব। এই প্রদেশের গুড় চিনি উভয়ের স্বতন্ত্র হিসাব রাখা বড় শক্ত কথা। এই বিভাগে ৫ বৎসর মধ্যে ১ লক্ষ একার জমিতে ইক্ষুচাষ বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব।

বঙ্গদেশ।—এই বিভাগের কৃষি-অধ্যক্ষ মহাশয় বলিয়াছেন, বঙ্গে কিরূপ পরিমাণ ইক্ষুচাষ বৃদ্ধি হইবে, তাহা স্থিরীকৃত হওয়া অসম্ভব। নতুবা এই বিভাগের অনেক জমি ইক্ষুচাষের পক্ষে উপযুক্ত। গতবর্ষে এই বিভাগের ৩,৪০,৩০০ একার জমিতে ইক্ষুচাষ হইয়াছিল। প্রতিবর্ষে ইক্ষুচাষ বৃদ্ধি নিশ্চিত হইবে। এই বিভাগে খেজুরে চিনি পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম।—জঙ্গলে জমি অনেক আছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া লইলে ইক্ষু চাষ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং শ্রমজীবীর তত সুবিধা নহে; এই বিভাগে পাট চাষ হয়, তাহাতে লাভ বেশী, তজ্জন্য ইক্ষুচাষ বৃদ্ধি ততদূর সম্ভব নহে। পূর্ব্ব বর্ষে ১,৭৭,৮০০ একারের স্থলে গতবর্ষে ৩৪০০ একার জমিতে ইক্ষু আবাদ বেশী হইয়াছে।

বোম্বাই।—এ প্রদেশে ইক্ষু আবাদ বৃদ্ধি হওয়া ততদূর সম্ভবপর নহে।

মান্দ্রাজ।—এই বিভাগের কৃষিকর্ম্মচারী মহাশয় অনেক কথা বলিয়াছেন। জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা থাকিলে এই বিভাগে বিশখাপত্তন, ত্রিচিন্নপল্লি, দক্ষিণ আরকট, চিঙ্গলপুট, টিনেভেলী, কয়ম্বাটোরের মধ্যস্থিত পার্ব্বত্যভূমিতে ইক্ষুচাষ হইতে পারে। পশ্চিম উপকূল ইক্ষুচাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। মান্দ্রাজ প্রদেশ ইক্ষুচাষের পক্ষে কতদূর উপযুক্ত তাহা একটি উদাহরণে জানা যায়। সেই উদাহরণটি এই,—

নিলুকুম্পাম নামক স্থানে এই বিভাগে ইষ্টইণ্ডিয়ান ডিসটিলারী এবং সুগার ফ্যাকটারী নামক একটি চিনির কল আছে। (কলিকাতায় যে মান্দ্রাজ চিনি আইসে, সেই কল কি? মঃ বঃ সঃ) এই কল প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তথায় কয়েক শত একারভূমে ইক্ষু আবাদ হইত, এক্ষণে তথায় ২॥০ হাজার একার ভূমিতে ইক্ষু আবাদ হইতেছে। এই বৃদ্ধির কারণ—(১) এই স্থানে চিনির কল হওয়ায় এবং জল সিঞ্চনের সুবন্দোবস্ত হওয়ায় পূর্ব্বে যে সকল জমিতে ইক্ষু হওয়া অসম্ভব বিবেচিত হইত, তথায় সুফল লাভ হইয়াছে। (২) মারিশের লাল জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইতেছে। (৩) জমিতে ভাল সার দেওয়া হইতেছে, কাজেই ইক্ষুচাষে সুফল লাভ হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ।—এই বিভাগের কৃষিকর্ম্মচারী মহাশয় বলিয়াছেন, আমাদের প্রদেশে খাল কাটা হইতেছে, তাহাতে ৭।৮ লক্ষ একারভূমে ইক্ষু আবাদ হওয়া সম্ভব। এখানকার গবর্ণমেণ্ট একটি কেন্দ্রীভূত চিনির কারখানার জন্য ৩ হাজার একার জমি আট্‌কাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে ভাল ইক্ষু জন্মিবে; মৃত্তিকা পরীক্ষা হইয়াছে. কিন্তু তুলার চাষের জন্য এ বিভাগে কতদূর ইক্ষু আবাদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, সে বিষয় অনিশ্চিত।

পাঞ্জাব।—গতবর্ষে এ বিভাগে ইক্ষুচাষ কমিয়া গিয়াছে। পরন্তু এ প্রদেশে ইক্ষুচাষে সুবিধা হইবে না।

বর্ম্মা।—এই বিভাগে ১ কোটি ৯০ লক্ষ একারভূমি চাষের পক্ষে উপযুক্ত কিন্তু পতিত রহিয়াছে, ইক্ষুচাষ হওয়া খুব সম্ভব।

মহীসুর।—এই বিভাগে ৫০ হাজার একারভূমিতে ইক্ষু আবাদ হইতেছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উদ্যমের সহিত খাল কাটিয়া এই প্রদেশের জমির উন্নতি সাধন করিতেছেন, এইরূপ উৎসাহ কিছুদিন থাকিলে,

আশা করা যায়, উহার দ্বিগুণ জমিতে ইক্ষুচাষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু এ প্রদেশেও শ্রমজীবীর অভাব।

এই সভায় ভারতবর্ষীয় তালের চিনি, খেঁজুরে চিনি প্রভৃতি সমুদয় চিনিরই আলোচনা হইয়াছিল।

বিলাতে চিনির বাজার।—লণ্ডনের সুবিখ্যাত "প্রাইস্ মারকেট" পত্রে গত ৯ই মে তারিখে শ্রীমান্ জার্ণিকো সাহেব লিখিয়াছেন, আমেরিকায় সুবৃষ্টি হইয়াছে। অতএব চিনির বাজার তেজ হইবার যে আশঙ্কা ছিল, তাহা গিয়াছে। লণ্ডনে আগষ্ট সিপের আউতি চিনির দর ১৩ শিলিং ১০।০ পেন্স হইতে ১৩ শিলিং ১০॥০ পেন্স হইয়াছে। আমেরিকাতেও ঐ দর হইয়াছে। কিউবাতে গতবর্ষে এই সময়ের মধ্যে যে চিনি হইয়াছিল, এবর্ষে তাহাপেক্ষা ৮৪ হাজার টন চিনি অধিক হইয়াছে এবং তথায় (কিউবায়) ৬৮টি নূতন চিনির কলে কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতায় চিনির বাজার।—এখানেও আউতি চিনির দর হ্রাস হইয়াছে। আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত (১৯১২ সাল) ৬৷০ আনা হইতে ৬।৵০ আনায় নামিয়াছে। দর আরো কমিবার সম্ভব। ঐ কয় মাসে এই বন্দরে অনুমান ২০।২৫ হাজার টন চিনি বিক্রয় হইয়াছে।

ভারতে দেশালাইয়ের কল।

বাঙ্গালা দেশেই দেশালাইয়ের কল নাই, কারণ বঙ্গে গহন কানন প্রায় দেখা যায় না; পরন্তু দেখা গেলেও কোমলকাষ্ঠ তদ্রূপ পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা দেশালাইয়ের একটী বড় কল চলে কি না সন্দেহ, দেশালাইয়ের বড় কল ভিন্ন পড়্তায় সুবিধা হওয়া অসম্ভব। অতএব বঙ্গদেশে দেশালাইয়ের বড় কল নাই বলিয়া ভারতে যে দেশালাই হয় না, এরূপ নহে, ভারতের বহুস্থানে বিশেষ দক্ষিণ ভারতের বহুস্থানে দেশালাইয়ের কারখানা আছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের বন্যবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীমান্ ট্রুপ সাহেব বলিয়াছেন যে, "ভারতে এখনও ৭ লক্ষ গ্রোষ দেশালাইয়ের বাক্স প্রতি বর্ষে গড়ে হইয়া থাকে। তবে ভারতে যত দেশালাই আবশ্যক তাহা হয় না; তাহা যদি ভারতে তৈয়ারী করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যহ সাত শত

গ্রোষ দেশালাইয়ের বাক্স তৈয়ারী হইতে পারে এরূপ ৫৬টি কলের আবশ্যক এবং ভারতে আনীত দেশালাই ভারত হইতে অন্যান্য যে সকল দেশে রপ্তানী করা হয়, তাহা ধরিলে আরও ৭০টী কলের আবশ্যক।" যাহা হউক, বঙ্গদেশে দেশালাইয়ের বৃহৎ কল চালান অসম্ভব। এই শিল্প দক্ষিণ-ভারত হইতে চালানই কর্ত্তব্য। একারণ দক্ষিণ-ভারতের ত্রিবাঙ্কুরের বনবিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামারাও গাড়ু রাওসাহেব মহাশয় দেশালাই শিল্পের সুন্দর এক পুস্তক লিখিয়াছেন।

তিনি বলেন, দক্ষিণ কাণাড়া ও মালাবার জেলায় যে সকল বন আছে, সেই সকল বনের নরম ও কঠিন কাষ্ঠবিশিষ্ট বৃক্ষ সকল কাটিয়া তথায় নবার বৃক্ষ রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করা হইতেছে। পরন্তু ঐ সকল কর্ত্তিত বৃক্ষের কাষ্ঠ জ্বালানী কাঠের জন্য অতি সামান্য মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে, কিন্তু এই সকল কাঠে সুন্দর দেশালাই হইতে পারে। পরন্তু এই সকল কাঠ অন্যত্র লইয়া যাইবার যথেষ্ট সুবিধা আছে, এমন কি, নদী, খাল ও রেলপথ তিনেরই সুযোগ রহিয়াছে। কোচিন রাজ্যের বনভূমির মধ্য দিয়া ৫০ মাইল রেল গিয়াছে, এই ৫০ মাইল বনভূমির ভিতর দেশালাই প্রস্তুতের কাষ্ঠ যথেষ্ট রহিয়াছে। সিমোগা হইতে যে রেল গিয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিকে প্রায় ২০ মাইল বন, এই বনেও দেশালাই করিবার উপযোগী কাষ্ঠ পাওয়া যাইবে। তুঙ্গা ও ভদ্রানদীর তীরভূমির উভয় দিকেই গহন কানন রহিয়াছে, এই সকল স্থানে কাষ্ঠ নদীর জলে ভাসাইয়া স্বচ্ছন্দে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারা যাইবে। রাও সাহেব হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, এই সকল কাষ্ঠ দেশালাইয়ের কারখানা পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে এক কিউবিক্ ফুট (ঘনফুট) মায় খরচা ও কাষ্ঠের মূল্যের সহিত চারি আনা পড়্তা হইবে। অবশ্য এই পড়্তা দক্ষিণ-ভারতে দেশালাইয়ের কল করিলে হইবে, বঙ্গে ঐ সকল কাষ্ঠ আনিতে "ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রয়" হইয়া যাইবে।

তৎপরে তিনি দেখাইয়াছেন, দক্ষিণ-ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে দেশালাইয়ের কল করা উচিত। মহীসুরের নন্জান্গোদ স্থানটী দেশালাইয়ের কারখানার পক্ষে উপযোগী, কেন না, ঐ স্থানে মহীসুর ও বাংলোরের রেল মিশিয়াছে এবং এই স্থান হইতে গুণ্ডালপেট, হেগাদেভাংকেটা তালুকের বন্যভূমি অতি সন্নিকট এবং কাব্যাণি ও কাবেরী প্রভৃতি নদীও ঐ বন্যভূমি দিয়া প্রবাহিত। তৎপরে কোচিনে চালাকুড্ডি নামক স্থানও দেশালাইয়ের

কারখানার পক্ষে উপযুক্ত, কেন না, এই স্থানে রেল ও বন উভয়ে একত্রে বিরাজিত।

রাও সাহেব ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বনগুলির সহিত বিশেষ পরিচিত। এই জন্যই তিনি নিম্নলিখিত ৪টি স্থান দেশালাইয়ের কারখানার পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে বিশেষভাবে উপযোগী বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

(১) মলয়াতুর।—এই স্থান আঙ্গামালীরেল ষ্টেষণের ১১ মাইল দূরে এবং এইস্থান পেরিয়ার নদীর তীরে অবস্থিত। এখান হইতে বর্ষে প্রায় ৮০ হাজার কিউবিক ফুট দেশালাইয়ের উপযুক্ত কাষ্ঠ সংগ্রহ হইবে এবং এই স্থানের বনে দেশালাই প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত অনেক বৃক্ষ আছে, তাহাতে প্রায় ২৫ বৎসর দেশালাইয়ের একটী সুবৃহৎ কারখানা চলিবে।

(২) আদিরাপালি।—এই স্থানে জলপ্রপাত আছে। পূর্ব্বোক্ত মলয়াতুর হইতে ১০ মাইল ব্যবধান এবং এ স্থানও নদীতীরে। এখান হইতে প্রতি বর্ষে ৮ হাজার কিউবিক ফুট দেশালাইয়ের কাষ্ঠ পাওয়া যাইবে।

(৩) মীনমুর্ত্তি।—থেনমালাই রেল ষ্টেষণ হইতে ৩॥০ মাইল পথ এবং টিউটিকোরিণ বন্দর হইতে ১৩৬ মাইল পথ। এখানকার জলপ্রপাতের সাহায্যে একটী করাতি কল বেশ চলিতে পারে, এবং এইস্থান হইতে প্রতি বর্ষে গড়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কিউবিক্ ফুট দেশালাইয়ের কাষ্ঠ সংগ্রহ হইবে। উহার পড়্‌তা মায় খরচা ও কাষ্ঠের মূল্যের সহিত এক কিউবিক্ ফুট চারি আনা পড়িবে এবং ৭।৮ বৎসর পরে উহা আরও কমিয়া ৶০ আনা হইবে আশা করা যায়। ইহার নিকটবর্ত্তী বনে ১৫০ শত প্রকার এমন বৃক্ষ আছে যে, তাহা দেশালাইয়ের কাষ্ঠের পক্ষে অতিশয় উপযোগী।

(৪) পুনালু।—এই স্থানে একটী কাগজের কল আছে, ইহা পুনালু নদীতীরে এবং ইহার ২ মাইল দূরে রেল ষ্টেষণ। সেন্দ্রুণীর উপত্যকায় যে সকল বন আছে, সেই সকল বন হইতে দেশালাইয়ের কাষ্ঠ জলে ভাসাইয়া কিংবা গরুর গাড়ী করিয়া সহজে আনা চলিবে।

উপরোক্ত ৪ স্থান হইতে ভারতের সর্ব্বত্র দেশালাই রপ্তানী করা চলিবে। পরন্তু ঐ ৪ স্থানে প্রত্যহ গড়ে ৭ শত গ্রোস দেশালাই উৎপন্ন হইবে এমন ১২টা কল চলিতে পারিবে এবং রাও সাহেব অনুমান করেন, ২০ বৎসর ঐ সকল স্থানে চারি আনা কিউবিক্ ফুট দরে কাষ্ঠের পড়্‌তা থাকিবে, কেন না, ঐ সকল বনের নরম কাষ্ঠের বৃক্ষ আদৌ কাটা হয় না; কেবল

শক্ত কাষ্ঠের বৃক্ষই কাটা হয়, এজন্য গবর্ণমেণ্টের বনবিভাগ ঐ সকল কোমল কাষ্ঠ অতি অল্প মূল্যে দিতে পারিবেন।

যাহা হউক, রাওসাহেব দেশালাই বিষয়ে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে দেশালাই শিল্পে যে সকল বৃক্ষ ব্যবহৃত হয়, সেই সকল বৃক্ষের নাম উদ্ভিজ্জ শাস্ত্রানুসারে বলা হইয়াছে এবং তদ্‌সঙ্গে দেশীয় নাম প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল দেশালাই নহে, কোন্ বৃক্ষ হইতে বাক্সের কাষ্ঠ, কোন্ বৃক্ষ হইতে কাগজের কাষ্ঠ পাওয়া যাইবে, তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরন্তু রঙ্গিন কাষ্ঠকে কিরূপ বর্ণহীন করিয়া সাদা কাষ্ঠ করা যাইতে পারে, তাহাও বলিয়াছেন। মোট কথা, তাঁহার পরামর্শানুসারে ভারত-গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতীয় ধনবান মহাজনেরা যদি দক্ষিণ ভারতে দেশালাইয়ের কল স্থাপন করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ একদিন পৃথিবীকে দেশালাই বিক্রয় করিতে সক্ষম হইবে। ভাই বঙ্গবাসী, যৌথ কারবার খুলিয়া, কর গিয়া "দক্ষিণ ভারতে দেশালাইয়ের কল।"

ভেজাল ও চর্ব্বির ঘী।

গত ২০শে মে, কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহোদয়ের বিচারে ভেজাল দেওয়া ঘীতে কচুরী, গজা, নিমকী ভাজার জন্য এবং জলোদুগ্ধ ও ভেজাল সরিষার তৈলের জন্য অনেকের অর্থদণ্ড হইয়াছে, তন্মধ্যে ভেজাল ঘীর জন্য নিম্নলিখিত কোড়িয়াদিগের অর্থদণ্ড হইয়াছে। যথা,—

পঞ্চানন দাস লালাবাবুর বাজার ৪০৲, গোপীনাথ ঘোষ ৬৫নং লোয়ার সার্কুলার রোড ২৫৲, জয়নারায়ণ ৬৩ নং সিমলাষ্ট্রীট্ ২৫৲, পান্নালাল ১৪৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ ২৫৲, মহাদেও ১৬৮ নং কটনষ্ট্রীট্ ২০৲, মনোহর বাজপাই ১১৯ নং করপোরেশন ষ্ট্রীট্ ২০৲, হরিদাস দাস ৮ নং ঠাকুর ক্যাশলরোড ২০৲, শঙ্কর ২৩ নং ব্রাহ্মণ পাড়ালেন ২০৲ টাকা। ইহাই হইল ভেজাল ঘী বিক্রেতার দণ্ড, তৎপরে মুরলী ১৬৩ নং কটন ষ্ট্রীট্, ইনি চর্ব্বি মিশান ঘী বিক্রয় করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইঁহার ৩০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

এবার দেখিতেছি, ভেজাল বিক্রেতাদিগের দণ্ডের টাকার মাত্রা কিছু হ্রাস হইয়াছে। ঘীয় ভেজাল নামে চাতুর্বিধ জন্তুর দুগ্ধোৎপন্ন ঘী অথবা

বাদাম ও মৌয়ার তেল মিশান ঘী। এ ভেজাল সত্যযুগ হইতে ভারতের ঘৃতে মিশান হইতেছে। অতএব উহা ধরিয়া যতই দণ্ড করা হইবে, মিউনিসিপ্যালিটির আয় ততই শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। অধিকন্তু এবার চর্ব্বিমিশান ঘী-বিক্রেতার নামটি স্বতন্ত্র বাহির করা হইয়াছে দেখিয়া, আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এখন হইতে বরাবর এ প্রথা চলিবে কি? হিন্দুর দেশে চর্ব্বির ঘৃত-বিক্রেতার দণ্ড ৩০৲ টাকা, কেন না, উক্ত ঘৃত ১৴০ মণের মূল্য ৩০৲ টাকা, এবং উহা গোলেমালে বিক্রয় হয় ৬০৲ টাকা মণ, অতএব উহাতে মণ করা ৩০৲ টাকা লাভ, কাজেই উহার দণ্ড ৩০৲ টাকা, আর তেলা ঘী ১৴০ মণ বিক্রয় করিয়া মণ করা ১৲ (এক) টাকা লাভ হয় কি না সন্দেহ, অতএব উহার জন্য পঞ্চাননের ৪০৲ টাকা দণ্ড, অর্থাৎ এ দেশ হইতে তেলা ঘীটা যাহা সত্যযুগ হইতে আছে, তাহা উঠিয়া যাউক। কেন না, উহা কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুর সেরেস্তা, উহার স্থলে আধুনিক সাদা ধপ্ ধপে্ চর্ব্বির ঘী সমাজে চলিয়া যাউক। কাজেই উহার দণ্ড তেলা ঘী অপেক্ষা কম না করিলে চর্ব্বির ঘী বাঁচিবে কিসে? পরন্তু আমরাই দেখিয়াছি, যেমন ট্রেটিবাজর হইতে চর্ব্বির ঘী বাহির হইল, অমনি ভেজাল আইনও পাস হইল, তখন চর্ব্বির ঘীর জন্যই হিন্দুরা উক্ত আইন পাস করাইল, কিন্তু সে সময় কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তার ছিলেন মহামতি সিম্‌সন সাহেব। তিনি বলিয়াছিলেন, "চর্ব্বির ঘীর দোষ কি? উহা ত আমরা খাই, চর্ব্বির ঘী খাইলে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না।" ইহা শুনিয়া এদিকে তখন বড়বাজারের মাড়োয়ারী ঘৃত-বিক্রেতারা মহা হাঙ্গামা বাধাইয়া মারধর করিয়া বড়বাজারের অনেক ঘৃতের দোকানের ঘী নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন, আর আজি সেই সকল ঘীর মহাজনের আড়তের নিকট কটনষ্ট্রীটে্ মুরারী চর্ব্বির ঘৃত বিক্রয় করিয়া দণ্ড দিল! এ সংবাদ কি ঘীর মহাজনেরা পাইলেন না? তাঁহারা যদি এ সংবাদ না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩১৯ সাল বঙ্গবাসী সংবাদ-পত্র দৃষ্টি করুন।

পূর্ব্বে কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি ভেজাল ও চর্ব্বির ঘীর স্বতন্ত্র তালিকা দিতেন না, মহাজনবন্ধু হইতে লেখালেখির ফলে উহা বাহির হইয়াছে। এখন আমরা অনেক চর্ব্বির ঘী বিক্রেতার দর্শন পাইব ; পূর্ব্ব

সমিতির কি কোন সদস্যেরা চর্ব্বির ঘী বিক্রেতা কাহারা, তাহা জানিতেন না? এ সকল বিষয় তাঁহারা একদিনও আমাদের নিকট বলেন নাই কেন? চর্ব্বির ঘীর জন্য তাঁহাদের ক্ষতি হয় কি লাভ হয়? ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে আমরা উক্ত সমিতির আর কোন কথা প্রচার করিব না।

সংবাদপত্রপ্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা নিম্নলিখিত পত্র ও পত্রিকাগুলি মহাজনবন্ধুর বিনিময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি।

সপ্তাহিক।—(১) এডুকেশন গেজেট, (২) বঙ্গবাসী, (৩) বসুমতী, (৪) সঞ্জীবনী, (৫) বরিশাল হিতৈষী, (৬) রংপুর দিক্‌প্রকাশ, (৭) হিন্দুস্থান, (৮) বীরভূম বার্ত্তা, (৯) ত্রিশূল, (১০) মেদিনীপুর হিতৈষী, (১১) মেদিনী-বান্ধব, (১২) মানভূম, (১৩) উড়িয়া ও নবসংবাদ, (১৪) প্রসূন, (১৫) রত্নাকর, (১৬) মালদহ সমাচার, (১৭) মাড়য়ারী, (১৮) সঞ্জয়, (১৯) বার্ত্তাবহ, (২০) বীরভূমবাসী, (২১) পল্লিবার্ত্তা, (২২) জাগরণ, (২৩) বঙ্গরত্ন, (২৪) ত্রৈমাসিক পত্র সাহিত্য পরিষৎ।

মন্তব্য।—কলিকাতার বড় বড় সপ্তাহিক কাগজগুলির প্রত্যেকের এক একটি দল, উহাঁরা অধিকাংশ স্থলে স্ব স্ব মতের পোষক। তৎপরে অন্যান্য পত্রিকাগুলি যাঁহারা কলিকাতার মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত, বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল পত্রিকাগুলিই যথার্থ স্বদেশহিতপ্রার্থী, সত্য গ্রহণে উৎসুক, অতএব তাঁহারা সকলেই "এক মতের"—ভগবান এই সকল পত্রকে দীর্ঘ-জীবী করুন, বঙ্গদেশের সম্মান সংবাদপত্র মাত্রই।

বরিশাল হিতৈষীর কলেবর শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। রংপুরদিক প্রকাশ ও ত্রিশূল অর্দ্ধেক ইংরাজী অর্দ্ধেক বাঙ্গালা ভাষায় হইয়াছে, পরন্তু রংপুরদিক্‌-প্রকাশের আকার বৃদ্ধি হইয়াছে, ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় প্রবন্ধই শিক্ষনীয় বিষয় হইয়াছে। মাড়য়ারী হিন্দিভাষায় লিখিত। সঞ্জয়, বার্ত্তাবহ, বীরভূম-বাসী, পল্লিবার্ত্তা, জাগরণ ও বঙ্গরত্ন এই কয়খানি পত্রিকা আমরা গত বৎসর হইতে নূতন প্রাপ্ত হইয়াছি। উড়িয়া ও নবসংবাদপত্র উড়িয়া ও ইংরাজী-ভাষায় লিখিত।

মাসিক।—(২৫) ভিষক-দর্পণ, (২৬) নব্যভারত, (২৭) কৃষিসম্পদ, (২৮) বিজ্ঞান, (২৯) ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন, (৩০) প্রতিভা, (৩১) জগজ্জ্যোতিঃ, (৩২) দারোগার দপ্তর, (৩৩) স্বাস্থ্য সমাচার, (৩৪) গৃহস্থ, (৩৫) প্রচার, (৩৬) গার্ডনার ম্যাকাজিন, (৩৭) শিল্প ও সাহিত্য, (৩৮) ভারতমহিলা, (৩৯) তত্ত্বমঞ্জরী, (৪০) প্রজাপতি, (৪১) শান্তিকণা, (৪২) তেলিবান্ধব, (৪৩) কোহিনুর, (৪৪) সাহিত্য সংবাদ, (৪৫) কুশদহ, (৪৬) সনাতনধর্ম্ম পতাকা।

মন্তব্য।—এই সকল মাসিক পত্রের মধ্যে কৃষিসম্পদ, বিজ্ঞান, ঢাকা-রিভিউ, প্রতিভা, জগজ্জ্যোতিঃ, স্বাস্থ্যসমাচার এই কয়খানি আমরা নূতন প্রাপ্ত হইয়াছি। অন্যান্য মাসিক পত্রের সম্পাদক মহাশয়দিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি, তাঁহাদের সম্পাদিত পত্র পত্রিকার সমালোচনা প্রতিবর্ষেই করিয়াছি। এবর্ষে নূতন পত্রগুলির বিষয় কিছু বলিতেছি।

(ক) কৃষিসম্পদ।—ইহার বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি।

(খ) বিজ্ঞান।—বাঙ্গালাভাষায় ইহা নূতন অথবা বর্ত্তমান সময়ে এই পত্রের মতন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনা করিবার জন্য দ্বিতীয় আর একখানিও পত্র বঙ্গভাষায় নাই। মাতৃভাষার ভাব এবং উপলব্ধিকে উন্নত করিবার জন্য যেন এই পত্রখানি একটি যন্ত্র বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর খণ্ডদেশের মধ্যে বঙ্গ আর একটি ক্ষুদ্র খণ্ডদেশ; খণ্ড বিখণ্ড দেশের মানবের জ্ঞানও খণ্ড বিখণ্ড হওয়াই সম্ভব; ঈশ্বর-মহিমা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর। বিজ্ঞান অর্থে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আশ্রয় যাঁহারা ভালবাসেন না. এমন লোক প্রায় দেখা যায় না, যদি যায়, তাঁহারা অজ্ঞান। এই কাগজখানি বাঙ্গালাদেশে স্থায়ী হইলে বুঝিব, এদেশের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান ৫১নং শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।

(গ) ঢাকা রিভিউ এবং সম্মিলন।—ইহা সুবৃহৎ মাসিক পত্র। ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধে সম্মানিত ও সম্মিলিত। প্রবন্ধের গভীরতা ও এবং শিক্ষার বিষয় পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে রহিয়াছে। প্রাপ্তিস্থান ঢাকা।

(ঘ) প্রতিভা।—ইহাও ঢাকা রিভিউয়ের ন্যায় সুবৃহৎ এবং প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র; ইহাতে ইংরাজী প্রবন্ধ নাই। প্রতিভা ও ঢাকা-রিভিউয়ের কথায় আমরা এই বলিতে পারি যে, ঢাকার সাহিত্য পত্রিকা-গুলি কলিকাতার সাহিত্য পত্রিকাগুলির মধ্যে ২।১ খানি বাদে অপর সকল

অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছে। ঢাকার ভারতমহিলা যদিও কলিকাতা হইতে গিয়াছেন কিন্তু ঢাকা আমাদের সাহিত্যের শিরোদেশ হইতে চলিয়াছেন, একথা আমাদের বলিতেই হইবে। কেবল সাহিত্য-পত্রে নহে, শিল্প-পত্রেও ঢাকার কৃষিসম্পদ আমাদের গুরুস্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রতিভার প্রাপ্তিস্থান ঢাকা।

(ঙ) জগজ্জ্যোতিঃ।—বৌদ্ধধর্ম্মের পত্রিকা। বাঙ্গালাদেশে যে সকল খণ্ড জাতিগুলি বৈশাখী পূর্ণিমায় জাতীয় উৎসব অদ্যাপিও করিতেছেন, সেই সকল জাতিগুলি যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহা স্থির। আশা করি, সেই সকল জাতিকে লইয়া পুনরায় বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হউক। এই পত্রিকা দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের বহু বিষয় আমরা অবগত হইতে পারিতেছি। প্রাচীন সৌভাগ্য আমাদের সম্মুখীন। প্রাপ্তিস্থান ৫নং ললিতামোহন দাসের লেন, কলিকাতা।

(চ) স্বাস্থ্য সমাচার।—অতি সরল ভাষায় "প্রাণ বাঁচান" বিদ্যার উপদেশ। প্রত্যেক প্রবন্ধ মনকে অতিশয় আকর্ষণ করে। এই পত্রের প্রচার হইয়া আমাদের বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান ৪৫ নং আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মহাজনবন্ধু আগামী মাসে ভিঃ পিঃ করা হইবে, গ্রহণে অমত থাকিলে জানাইবেন; ফেরৎ দিয়া বৃথা ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

সাধারণের প্রতি নিবেদন।

সহৃদয় মহোদয়গণ! আপনারা যখন "মহাজনবন্ধুর" গ্রাহক, তখন নিশ্চয়ই আপনারা মহাজন। তাহা না হইলে এরূপ পত্রিকার গ্রাহক হইবেন কেন? বাঙ্গালী মহাজনদিগের "মহাজনবন্ধু" একমাত্র মুখপত্র। আজ কএক মাস ধরিয়া আমি "মহাজন-সখা" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া এই পত্রিকাতে বিশদভাবে (যায় সূচীপত্র সমেত) বিজ্ঞাপন দিতেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় ২।৪টী গ্রাহক ব্যতীত কেহ আমার পুস্তক খরিদ করেন নাই। আমি নিজে ব্যবসাদার, ব্যবসার কূটতত্ত্ব ও প্রণালী যেরূপ ভাবে লিখিয়াছি, তাহার দ্বারায় আপনাদের নিশ্চয়ই উপকার হইবে। সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ আগ্রহের সহিত ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। আপনারা সামান্য ১৲ টাকা মূল্যের জন্য ইতস্তত্ত্ব করিতেছেন কেন? আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, এরূপ ধরণের পুস্তক আজি পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। ব্যবসার ঘাঁত ও মোকামের সংবাদ কেহ প্রাণ খুলিয়া কাহাকেও বলে না, আমি সরলভাবে তাহা খুলিয়া লিখিয়াছি। "মহাজনবন্ধুর" যদি প্রত্যেক গ্রাহক একখানি করিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে আমার সমস্ত পুস্তক বিক্রয় হইয়া যায়।

আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, এইবার সকলে এক-খানি করিয়া গ্রহণ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করুন। অনেক দিকে অনেক প্রকার বাজে খরচ হয়, কিন্তু এ জিনিস বাজে খরচে লিখিবার নহে। আমি মহাজন, আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া অদ্যই পত্র লিখুন। যদি পুস্তক পাঠে আপনার ঠকা বোধ হয়, তাহা হইলে আমি ফেরৎ লইতে প্রস্তুত আছি। আশা করি, আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। যদি সূচীপত্র দেখিতে চান, তবে এই পত্রিকার পূর্ব্ব-সংখ্যায় দেখিবেন। নিবেদনমিতি—

বিনীত—

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ,

পোষ্ট—লক্ষ্মীসরাই।

অথবা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার, ৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Registered No. C-270.

১২শ বর্ষ।] আষাঢ়, ১৩১৯ সাল। [৩য় সংখ্যা।

(বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত)

THE MERCHANT'S FRIEND.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও কল-কারখানা-বিষয়ক
মাসিক-পত্র ও সমালোচন।

কলিকাতা, ২৪ নং গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা হইতে
শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচী।

শ্রীসত্যচরণ পাল কার্য্যাধ্যক্ষ।

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
"বাণীপ্রেসে"
জে, এন্, দে-দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৯।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা।] [অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা।

ব্যাঙ্কিং ও মুদ্রাতত্ত্ব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, ব্যাঙ্ক সংক্ষেপে বলিতে গেলে—অর্থেরই ব্যবসায় করিয়া থাকে। যেমন বস্ত্র-ব্যবসায়ী ক্রীত ও বিক্রীত বস্ত্রের হিসাব রাখে, সেইরূপ ব্যাঙ্ক গৃহীত ও প্রদত্ত অর্থেরই হিসাব রাখে! ধরুন, প্রথমের পণ্যদ্রব্য—বস্ত্র, শেষোক্তের—অর্থ। তবে প্রথমের বিনিময় অর্থদ্বারা সমাহিত হয়, তাহার ব্যবসায়ের দ্রব্য—বস্ত্র এবং হিসাব অর্থে, অর্থাৎ টাকা আনা—পাইয়ে; আর শেষোক্তের ব্যবসায়ের দ্রব্য ও হিসাবের সূত্র দুই-ই অর্থে বা টাকা-আনা-পাইয়ে।

এখন ব্যাঙ্কগুলি যে অর্থের ব্যবসায় করে, তাহা কি, এবং সাধারণতঃ অর্থ মানেই বা কি, এই প্রশ্নদ্বয়ের আলোচনা করিতে হইলে আমাদের সভ্যতার প্রথমযুগে উপস্থিত হইতে হয়। তখনকার সমাজে কোন মুদ্রা (Coined Money) প্রচলিত ছিল না। লোকে এক দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করিত; আবার একের মূল্য অপর দ্রব্যের হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হইত। যেমন আধ মণ ধানের পরিবর্ত্তে একখানি বস্ত্র; আবার দুইখানি বস্ত্রের বিনিময়ে একজোড়া জুতা পাওয়া যাইত। ক্রমশঃ লোকে এই প্রথার অসুবিধা দেখিতে পাইল। দেশে অজন্মা হইলে একখানি বস্ত্রের পরিবর্ত্তে আধমণ ধান পাওয়া অসম্ভব হইত। আবার কেহ কাহারও নিকট কোন দ্রব্য ঋণ লইলে ও সেই দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিলে ঋণ পরিশোধকালে নানারূপ গোলযোগ ঘটিত। এইরূপ বহু কারণে জনসমাজে মূল্যব্যঞ্জক অর্থের প্রচলন হয়। এই অর্থ নির্দ্দেশ যদি ধাতুখণ্ড দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে উহাকে মুদ্রা বলে।

যে অর্থ লইয়া ব্যাঙ্কের ব্যবসায় তাহার ভিত্তি অবশ্য এই মুদ্রারাশি। কিন্তু এককালে অধিক সংখ্যক গুরুভার মুদ্রার বহনাবহন বিপদসঙ্কুল ও ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া যেমন একদিকে কারেন্সি নোটের (Currency Notes)

প্রচলন হইয়াছে, সেইরূপ ব্যাঙ্কে টাকাকড়ির দেনা পাওনার কার্য্যও অধিকাংশ চেক, হুণ্ডি, বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির দ্বারা সমাহিত হয়।

ঋণদান ও ঋণগ্রহণ যেরূপ সচরাচর হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্যাঙ্কের কার্য্যও প্রধানতঃ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। মনে করুন, 'ক' নামক ব্যক্তির আবশ্যকের অতিরিক্ত যথেষ্ট টাকা আছে; 'খ' নামক অপর এক ব্যক্তির ব্যবসায়ের জন্য টাকার বিশেষ প্রয়োজন। 'খ' 'ক'র নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ভাই, আমাকে বিশ হাজার টাকা ধার দাও, এই টাকা ব্যবহারের জন্য তোমাকে বৎসরে শতকরা ৯৲ হারে সুদ দিব এবং ঠিক তিন বৎসরে তোমার টাকা শোধ করিয়া দিব। 'খ'র ব্যবসায়ের সুনামের জন্য তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া এবং তাহার সর্ত্তে সম্মত হইয়া 'ক' তাহাকে টাকা ধার দিল। মোট কথা, 'খ'র ব্যবসায়ের সুনামই তাহাকে অপর এক ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা ধার পাইতে সাহায্য করিল। এই যে ব্যবসায়গত বা ব্যক্তিগত সুনাম, ইহার উপর ব্যাঙ্ক যথেষ্ট নির্ভর করিয়া থাকে। ঋণগ্রহণে ইহার অতিরিক্ত ক্ষমতা দেখিয়া কোন কোন ধনবিজ্ঞানবিৎ ইহাকে একরূপ মূলধন বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রকৃত পক্ষে প্রচুর মূলধন থাকিলে ব্যবসায়ে যেমন কোন আর্থিক অভাব ঘটে না, যথেষ্ট সুনাম থাকিলেও সেইরূপ কখনও টাকার কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। তবে সর্ত্তমত টাকা শোধ করিয়া সেই সুনামকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়।

এইবার যে সকল দলিল বা পত্র দ্বারা ব্যাঙ্কে ঋণ দান ও গ্রহণ হয় তাহাদের প্রধান কয়েকটির বিষয় বলিব। চলতি হিসাবে টাকা জমা দিবার জন্য ব্যাঙ্ক তাহার খরিদ্দারগণকে একখানি করিয়া বহি দেন। বহিখানিতে দুই ফর্দ্দ করিয়া ফরম্ (Form) আছে, মধ্যে ছিন্ন করিতে হয়। দুই খণ্ডেই জমা টাকার বিবরণ লিখিয়া ব্যাঙ্কের হিসাব-রক্ষক বা তাঁহার সহকারি তাহাতে সহি করিয়া বাহিরের খণ্ডখানি নিজের নিকট রাখেন, ভিতরের খণ্ডখানি খরিদ্দারের নিকট থাকে। ব্যাঙ্কে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য টাকা জমা রাখিলে ব্যাঙ্ক তাহার একখানি রসিদ দেয়। খরিদ্দার নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তে সেই রসিদ ব্যাঙ্কে দাখিল করিয়া টাকা ও সুদ পান।

চলতি হিসাবে ব্যাঙ্ক হইতে জমা টাকা তুলিবার জন্য খরিদ্দার ব্যাঙ্ক হইতে একখানি করিয়া চেকের (Cheque) বহি পান। এই বহিও দুই ফর্দ্দি, ভিতরের খণ্ড নিজের কাছে রাখিয়া বাহিরের খণ্ড খরিদ্দার যাঁহাকে

টাকা দিতে চান তাঁহার নামে লিখিয়া দেন। সচরাচর চেকে লেখা থাকে যে ব্যাঙ্কে 'টাকা যথানামীয় ব্যক্তি বা বাহককে' চাহিবামাত্র দিবে। চেক-দাতাকে ড্রয়ার (Drawer), ব্যাঙ্ককে ড্রয়ী Drawee এবং যাঁহার নামে চেক দেওয়া হয়, তাঁহাকে পেয়ী Payee বলা হয়। চেকদাতা ইচ্ছা করিলে চেকের মধ্যস্থলে শুদ্ধ দুইটী আড়াআড়ি লাইন টানিয়া বা লাইনের পার্শ্বে & Co. এই কথা দুইটী লিখিয়া দিতে পারেন। তাহা হইলে সেই চেক ব্যাঙ্কে দাখিল করিলে ব্যাঙ্ক নগদ টাকা না দিয়া পেয়ীর চলতি হিসাবে ঐ টাকা জমা করিবেন। পেয়ী ইচ্ছা করিলে সেই চেকের পৃষ্ঠে অন্য ব্যক্তিকে টাকা দিবার কথা লিখিয়া দিতে পারেন। তিনি আবার অন্য কাহাকেও দিতে পারেন। এইরূপে একখানি চেক অনেক হাত যাইতে পারে। ইংলণ্ড, ইউরোপ ও আমেরিকার দেশ সমূহে চেকের অত্যধিক প্রচলন। তথায় খুব সামান্য অর্থের আদান প্রদান ব্যতীত অন্য সমস্ত সময়ে প্রধানতঃ চেকই ব্যবহৃত হয়। তাহাতে প্রায়ই এই ফল হয় যে, ব্যাঙ্কের টাকা ব্যাঙ্কে থাকিতে থাকিতেই সেই চেক বহুগুণ টাকার কার্য্য সম্পন্ন করে। যেমন ধরুন, 'ক' 'খ'র নিকট ২০০৲ দুই শত টাকা পান, 'খ'র বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চল্‌তি হিসাব আছে। 'খ' 'ক'কে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উপর ২০০৲ টাকার একখানি চেক দিলেন। 'ক' আবার 'গ'র দোকানে জিনিষ কিনিয়া তাহার মূল্য শোধে ঐ চেকখানি দিলেন। 'গ' তাঁহার মহাজন 'ঘ'কে চেকখানি দিয়া ২০০৲ টাকা শোধ দিলেন। 'ঘ'র চল্‌তি হিসাব হয়ত বেঙ্গল ব্যাঙ্কেই আছে, তিনি চেকখানি ব্যাঙ্কে জমা দিলেন। এই ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে টাকা ঠিকই রহিল কিন্তু মধ্য হইতে চেকখানি ৮০০৲ আটশত টাকার আদান প্রদান সমাধা করিল। এইরূপ করিয়া চেকখানি আরও অনেক হাত যাইয়া আরও অনেক কার্য্য করিতে পারে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশবাসীর মধ্যে চেকের ব্যবহার অতি অল্প। প্রধান প্রধান সহরে দুই দশ জন ব্যবসায়ী বা ধনী ইহার ব্যবহার করিতে পারেন বটে, কিন্তু জন-সাধারণে ইহার প্রচলন নাই বলিলে হয়। * আমাদিগের

* ব্যাঙ্কের চেক না হইলেও, দেশী হুণ্ডি, পুর্জা, বরাতি চিঠি, এওয়াজদরাজ ইত্যাদি এদেশে ব্যবসায়ী মহলে খুবই প্রচলন আছে। হুণ্ডির থোকা গবর্ণমেণ্ট বিক্রয় করেন। মঃ বঃ সঃ।

দেনা পাওনা প্রায় সর্ব্বদাই নগদ টাকায় বা করেন্সি নোটে হয়। করেন্সি নোট নগদ টাকারই সমান, আমরা তাহা পরে দেখাইব। আরও পাঠক ক্রমশঃ দেখিতে পাইবেন যে, ব্যাঙ্কে নগদ এক হাজার টাকা থাকিলে ব্যাঙ্ক উহার উপর ভিত্তি করিয়া এক লক্ষ টাকার কার্য্য করিতে পারেন। আবার লোকে চেক দিয়া ও উহা উপর্য্যুপরি হস্তান্তর করিয়া এমন কি দশ বার লক্ষ টাকার কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু নগদ এক হাজার টাকা এক-কালীন নোট এক হাজার টাকারই কার্য্য করিতে পারে। এইবার বিল অফ্ এক্সচেঞ্জের (Bill of exchange) কথা বলিব। 'ক' নামক জনৈক কলিকাতাস্থ মহাজন লণ্ডনের 'খ' নামক মহাজনকে ১৫০০০৲ পনর হাজার টাকার বা এক হাজার পাউণ্ড মূল্যের পাট পাঠাইল। পাট পাঠাইয়া তৎসংক্রান্ত বিল অফ্ লেডিং (Bill of Lading) পলিসি (Marine Insurance Policy) প্রভৃতি দলিল ব্যাঙ্কে জমা দিয়া 'খ'কে এক-খানি পত্র দিলেন যে, এই পত্রখানি দেখিবার দিন হইতে তিন মাস বা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তুমি কলিকাতার এই ব্যাঙ্কের লণ্ডন অফিসে এক হাজার পাউণ্ড জমা দিবে। ব্যাঙ্ক সেইগুলি লইয়া তাহার লণ্ডন অফিসে পাঠাইল। 'খ'র নিকট উক্ত পত্রখানি, ধরুন, ১৫ই মে তারিখে উপস্থিত করা হইল। তিন মাস ও ছাড় বাবদ তিন দিন অর্থাৎ ১৮ই আগষ্টের মধ্যে 'খ' এক হাজার পাউণ্ড ব্যাঙ্কে দিবেন ও দলিলাদি লইয়া বন্দর-কর্ম্মচারির নিকট হইতে পাট আপনার গুদামে লইয়া যাইবেন। উক্ত পত্রকে বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ বলে। ইহা ব্যাঙ্কে দাখিল করিলে ব্যাঙ্ক 'ক'কে কিছু টাকা ধার দিতে পারে। 'খ' ১৫ই মে তারিখে ইহার উপর সহি করিলে ব্যাঙ্ক উহা ডিসকাউন্ট অর্থাৎ বাটা বাদে টাকা দিতে পারেন। এই উপায়ে 'ক' পাট পাঠাইয়াই ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাইতে পারেন ও বক্রী টাকা ব্যাঙ্কই আদায় করিয়া দেয়। উপরোক্ত বিল অফ্ এক্সচেঞ্জে 'ক'কে ড্রয়ার, 'খ'কে ড্রয়ী ও ব্যাঙ্ককে পেয়ী বলা হয়। বিল অফ্ এক্সচেঞ্জও চেকের মত হস্তান্তর করা যায়। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার লইবার সময় একখানি ঋণপত্র অধমর্ণকে লিখিয়া দিতে হয়। উহাকে প্রমিশরি নোট Promissory Note বলে। ইহাতে কত দিনের জন্য ঋণ, সুদের হার প্রভৃতির উল্লেখ থাকে।

শ্রীসুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এফ, আর, ই, এস, (লণ্ডন)

ঘৃত-সমিতির সংবাদ।

কলিকাতায় ঘৃত-সমিতির কার্য্য প্রবল ভাবেই চলিতেছে। সমিতির সদস্যেরা তেলাঘী ও সহরে বিক্রয় করিবেন না বলিয়া তাহার চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দি ভাষায় এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, তেলা ঘী কলিকাতায় যে সকল আড়তদারের ঘরে আছে, তাহা যে মোকাম হইতে আসিয়াছে, সেই মোকামে পুনরায় ফেরৎ পাঠাইতে হইবে, এবং ভারতের যে যে মোকাম হইতে তাঁহারা ঘী সংগ্রহ করেন, সেই সেই মোকামে কলিকাতার ন্যায় ঘৃত-সমিতি স্থাপিত হইবে, এবং তাঁহারা তেলাঘী কিছুতেই মোকাম হইতে ক্রয় করিয়া আর কলিকাতায় পাঠাইবেন না। কলিকাতার ঘৃত-বিক্রেতা সমুদয় আড়তদার এবং অনেক বড় বড় ধনবান ব্যাপারি মহাশয়েরা পর্য্যন্ত ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। কলিকাতার সমিতির সদস্যেরা প্রত্যেক আড়তে আড়তে গিয়া ঘৃত দেখিয়া পাস করিয়া দিতেছেন, তবে সেই ঘী কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হইতেছে। ইতিমধ্যে ২।১ জন মহাজন তেলা ঘী বিক্রয় বন্ধ করেন নাই বলিয়া সমিতি হইতে তাঁহাদের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ব্যবস্থা হইয়াছে এবং একারণ কাহার কাহার সহিত দেনা পাওনা বন্ধ করা হইয়াছে। ঘৃত-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বহুসংখ্যক "মহাজনবন্ধু" মাসিক পত্র সহর ও সহরতলীতে ঘৃতের দোকানে দোকানে বিতরণ করিতেছেন। এজন্য ঘৃত-সমিতির অনুকরণে রামকৃষ্ণপুর, কালীঘাট প্রভৃতি স্থানের ঘৃতের দোকানদারেরা ভাল ঘৃত বিক্রয় করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন। বঙ্গীয় গবর্ণর বাহাদুরের নিকট ঘৃত-সমিতির দুঃখের কথা জানাইবার জন্য দরখাস্ত লেখা হইতেছে।

চর্ব্বির ঘীর সংবাদ।

গত ৩রা শ্রাবণ আমরা রাঁচি এক্সপ্রেস ট্রেণে তুলিনে তাম্বুলি সম্মিলনী সভার উদ্দেশে হাবড়া হইতে যাত্রা করি। ট্রেণের মধ্যে একটি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তিনি বিষ্ণুপুরে ঘৃত বিক্রয় করিয়াছেন, তজ্জন্য তাগাদায় যাইতেছিলেন। তাঁহার নিকট আমরা চর্ব্বির ঘৃত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ পাইয়াছি।

তিনি বলিলেন, "আমাদের ঘীর আড়ত তালতলায়। আমাদের ফারমের নাম আশুতোষ বিশ্বাস। আমাদের ঘীর দর ৩৩৲ টাকা মণ।" এই কথা শুনিয়া আমরা আত্মগোপন করিয়া বলিলাম, "মহাশয়! আমাদের জানা ছিল, ভারতের বহু স্থান হইতে যে সকল ঘৃত কলিকাতায় আমদানী হয়, তাহার আড়ত বড়বাজার এবং হাটখোলায় আছে। তালতলায় যে ঘীর আড়ত আছে, তাহা এই আপনার নিকট শুনিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, "কেন মহাশয়! ক্রেটিরবাজার, তালতলা, মুরারিপুকুর, বেলেঘাটা প্রভৃতি স্থানে ঘীর আড়ত অনেক আছে, আমাদের আড়তের ঘী কম দরের। আর মহাশয়! বাজারে কোন ঘী ভাল নয়, সমুদয় ঘী বিষ; জানিয়া শুনিয়া ঘী খাওয়া চলে না।"

আমরা উত্তরে কহিলাম, "হাঁ মহাশয়! কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি মন্দ ঘী ধরিয়া এত দণ্ড করিতেছেন, কিন্তু তবু মন্দ ঘী বাজার হইতে দুরীভূত হইতেছে না বরং শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে জানিতাম যে, কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও মন্দ খাদ্যদ্রব্য ধরা হয় না, উক্ত আইন বুঝি কলিকাতায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখন সংবাদ পত্রাদিতে দেখিতেছি, তাহা নহে, এই সে দিনের কথা, বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় সিহ্বিয়াতে ১৮০ কানেস্রা চর্ব্বির ঘী ফেলিয়া দিলেন। এখনও তিনি বীরভূম জেলার স্থানে স্থানে মন্দ খাদ্যদ্রব্য ফেলিয়া দিতেছেন এবং দণ্ড করিতেছেন। রাজসাহী জেলার নাটোরেও মন্দ খাদ্যদ্রব্য,—সন্দেশ ফেলিয়া দিয়া মোদকের দণ্ড করা হইয়াছে। এ সকল কথা আপনারা জানেন বোধ হয়। তাহা হইলে ভেজাল আইনটা যে কেবল কলিকাতায় সীমাবদ্ধ নয়, তাহা আমরা এখন বুঝিতেছি। আপনারা ৩৩৲ টাকা মণ ঘী কি করিয়া বিক্রয় করেন? আপনাদের পড়্‌তা হয় কি দরে? এবং কোথা হইতে ঘী আমদানী করেন?"

তিনি বলিলেন, "আর সে কথা বলিবেন না!" ইহা শুনিয়া আমার এক বন্ধু বলিলেন, "বুঝিতেছ না, উহা চর্ব্বির ঘী।" তাহাতে সে ব্যক্তি সমর্থন করিলেন। তখন আমি বলিলাম, "আপনাদের ঘী বেঙ্গল নাগপুর রেলে কোথায় কোথায় বিক্রয় হয়?" তিনি বলিলেম, "মেদিনীপুর, গড়বেতা, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি কত স্থানের নাম করিব?" প্রশ্ন—"অন্যান্য রেলে?" উত্তর—"সর্ব্বত্রই।" প্রশ্ন—"নাটোর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিহ্বিয়া, বোলপুর, হাবড়া, হুগ্‌লী, নদীয়া, নবদ্বীপ, কাশী, কাঁথি, দ্রাবীড়

পর্য্যন্ত?" উত্তর—"যে সকল দেশ হইতে ঘী আমদানী হয়, সেই সকল দেশে নয় নতুবা সর্ব্বত্রই।" প্রশ্ন—"আপনাদের ফারমের ঘী সর্ব্বত্রই বিক্রয় হয়?" উত্তর—"তাহা নয়, এই লাইনে কেবল বিষ্ণুপুরে আমাদের কারখানার ঘী বিক্রয় হয়?" প্রশ্ন—"পুরুলিয়া, গড়বেতা, মেদিনীপুরে আপনাদের ফারমের ঘী কেন বিক্রয় হয় না?" উত্তর—"পুরুলিয়াতে এরাদালি মল্লিক মহাশয়দিগের চর্ব্বির ঘীর আড়ত হইয়াছে, এইরূপ এক একস্থানে এক একজন মহাজনদিগের কারবার।" বুঝেছি, বখ্‌রা করা আছে?

"আপনারা এইরূপ "ক্যানভাস" ক'রে ঘৃত বিক্রয় করেন?" উত্তর—"আজ্ঞে হাঁ।"

প্রশ্ন—"তাহা হইলে এখন দেখিতেছি যে, কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির সহর হইতে চর্ব্বির ঘী তাড়াইয়াছেন, উহাদের ভয়ে এখন আপনারা মফঃস্বলে সর্ব্বত্র প্রসার বিস্তার করিয়াছেন। সহরে এখন তেলাঘী যাহা মান্ধাতার আমল হইতে ছিল, তাহাই ধরিতেছে ও দণ্ড করিতেছে। সহর ভাল হয়েছে, মফঃস্বল মজিয়াছে?" উত্তর—"না মহাশয়! কেবল মফঃস্বল মজে নাই, সহরেও খুব আছে। ১২৯০ সালে ২৫৲ ২৭৲ টাকা মণ ঘী ছিল, এখন সেই ঘীর দর ৬০৲ টাকা হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডবল অপেক্ষা ঘীর দর বৃদ্ধি হইয়াছে। লোকের আয় কম, ব্যয় বৃদ্ধি, কোথায় টাকা পাইবে? কাজেই শস্তা চায়! পশ্চিমে ঘী কি ভাল? তাহাতেও বাদাম তেল, মহুয়ার তেল ভেজাল চলিতেছে! কাট্‌তি বৃদ্ধি, ফলন কম, কাজেই ভেজাল দিয়া জিনিষ না বৃদ্ধি করিলে সংকুলান হইবে কোথা হইতে? পরন্তু চর্ব্বি কি মানুষের খাদ্য নহে? সাহেবরা চর্ব্বি খায়, আপনারা কি পাঁটার চর্ব্বি খান না? আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, ঘীর দর যত তেজ হইতেছে, ঘীর কাজটা ততই মরিয়া যাইতেছে।"

প্রশ্ন—"শুনেছিলাম, কলিকাতার ঘীওয়ালারা সভা করিয়াছেন, তাহা আপনারা জানেন কি?" উত্তরে—"হাঁ জানি, তাহাতে কিছু হইবে না, উহারা বিজ্ঞাপনে লিখেছিল, চর্ব্বির ঘী ঘরে থাকিলে পোকা হয়? সমুদয় চর্ব্বির ঘীতে তাহা হয় না, মান্দ্রাজ অঞ্চলে শুড়ী কচুর ন্যায় এক প্রকার মূল পাওয়া যায়, তাহার মাড়, তেল ও চর্ব্বি দিয়া যে ঘী হয়, সেই ঘীতে পোকা হয়, নতুবা খাঁটি চর্ব্বি ও ঘৃত একত্রে যে ঘী হয়, তাহা খাইতে অতিশয় সুস্বাদু এবং উহাতে কিছুতেই পোকা হয় না। পাঁটা ও ভেড়ার চর্ব্বিতে

সাদা ঘী হয়, গরুর চর্ব্বির ঘী লালবর্ণ হয়। খাঁটি মাখনে গরুর চর্ব্বি মিশান হয়। সভা করিয়া উঁহারা আমাদের কাজে কিছুতেই ক্ষতি করিতে পারিবে না, বরং ভালই করিবে। ঐ সকল ঘীর মহাজনেরা দোকানে চর্ব্বির ঘী তুলিয়া বিক্রয় করে না, তবে উহাদের মধ্যে কোন কোন দোকানের তাগাদাগিরি বাহিরে বাহিরে চর্ব্বির ঘী বিক্রয় করিয়া আসিয়া আমাদের দোকানে যে অর্ডার দেয় না তাহা নহে, আমরা ঐ সকল দোকানদারের অর্ডার মতে সেই সেই স্থানে মাল পাঠাইয়া, উহাদের দোকান হইতে টাকা লইয়া আসিয়া থাকি। আবার উহারা বলিয়া দেয়, যেন মুসলমান তাগাদাগিরি টাকা আনিতে না যায়, এজন্য আমাদের বামুন গোমস্তা রাখিতে হইয়াছে, তাহারা গিয়া ঐ শ্রেণী আড়তদারের দোকান হইতে টাকা আদায় করিয়া আনে।"

প্রশ্ন—"মোটের উপর তাহা হইলে উহাদের মধ্যে কেহই স্ব স্ব দোকানে বা আড়তে চর্ব্বির ঘী তুলিয়া বিক্রয় করে না?" উত্তর—"তাহা আমি বলিব না, উহাদের মধ্যে যিনি ফেল হয়েছেন চণ্ডী রক্ষিত তাঁহার গদী ঘরে চর্ব্বির ঘী না থাকিলেও ঐ দোকানের উপর তলায় চর্ব্বি ঘী রাখিত, আমাদের মুটেরা দোতলায় উহা রাখিয়া আসিত। শুনেছিলাম, অমুকের ৪০০ শত কানেস্রা টাউনহলে তুলিয়া লইয়া যায়, তাহার কি হইয়াছিল? আমরা জানি, সেই ঘী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের সাবানের কারখানায় বিক্রয় করিতে হইয়াছিল? যে জিনিষের মনকরা ২০৲ ৩০৲ টাকা লাভ, সেই লাভ ত্যাগ করা সহজ কথা নহে, আপনারা ব্যবসাদার নহেন, অতএব তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবেন? কলিকাতার সহরে অনেক বাবু ভাইরা বাড়ীতে বসিয়া, বাড়ীর ভিতর এই কাণ্ড করিয়া ময়রার দোকানে ২।৪ কানেস্রা প্রত্যহ বিক্রয় করিয়া ৫৲ ১০৲ টাকা নিত্য উপায় করে। স্বাস্থ্যের পক্ষে চর্ব্বি কিছুতেই মন্দ নহে। হিন্দুদের পরটার দোকানে টাট্‌কা কাঁচা চর্ব্বি ব্যবহৃত হয়, সেই পরটা অনেকেই খাইয়া থাকে।

প্রশ্ন—"আচ্ছা, বড়বাজার ও হাটখোলার ঘৃতের মহাজনেরা চর্ব্বির ঘী বিক্রয় করেন কি না?" উত্তরে—"অনেকে করেন না, যাঁহাদের বড় বড় ঘীয়ের কাজ, তাঁহারা এ সব কিছুরই খবর রাখেন না। নতুবা তাঁহারা লেখেন যে, চর্ব্বির ঘীতে পোকা হয়, জানিলে বা চর্ব্বির ঘী খবর রাখিলে, ঐরূপ ভুল কথা লিখিতেন না।" প্রশ্ন—"তবে উহারা দণ্ড দেয় কেন?

উহাদের মোকাম হইতে চর্ব্বির ঘী আসে কি? উত্তর—"না মহাশয়, মোকামের ঘীতে চর্ব্বি থাকে না, উহাদের অনেক ঘীতে তেল থাকে, তাই দণ্ড দেয়।" প্রশ্ন—"আপনারাও দণ্ড দেন?" উত্তর—"আমাদের অনেক লোকের বন্দোবস্ত থাকে, ফুড-ইনস্‌পেক্টার আসিতেছে শুনিলে বা দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা চেরা চিহ্ন কাগজ ফেলে দিয়ে যায়, আমরা তাহা দেখিয়া সতর্ক হই।" প্রশ্ন—"তাহা হইলে চর্ব্বির ঘী নিবারণের উপায় নাই দেখিতেছি।" উত্তর—যদি ঘীর দর শস্তা হয়, তাহা হইলেই চর্ব্বির ঘী বন্ধ হইবে, নতুবা নহে, কেন না, এখন তেল, চর্ব্বী সবই দুর্ম্মূল্য হয়েছে।" প্রশ্ন—"আপনার মতে চর্ব্বি অখাদ্য নহে, আমাদের মতে তেল অখাদ্য নহে, তবে মিউনিসিপ্যালিটি দণ্ড করে কেন?" উত্তর—"দুটো জিনিসে মিশাইলেই উক্ত আইনে দোষ হয়, তাই দণ্ড হয় এবং উহা কারখানার আইন নহে, বিক্রেতার আইন। বীরভূম জেলার কোন কোন স্থানের দোকানদারেরা তেল ও ঘী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিক্রয় করিয়া থাকে এবং গ্রাহককে বলিয়া দেয়, তোমরা মিশাইয়া লইও। পরন্তু মিশ্রদ্রব্য বিক্রয় করি বলিয়া সাইনবোর্ড দিলে উক্ত আইনে কিছুই হয় না।" প্রশ্ন—"কিন্তু কলিকাতায় সম্প্রতি ৩ টি মিউনিসিপ্যালিটির বাজারে নুটিশ দেওয়া হইয়াছে যে, জলমিশ্র দুধ অথবা মিশ্রিত দ্রব্য বিক্রয় করি বলিয়া সাইনবোর্ড দেওয়া হইবে না, তাহা দিলে সেই দোকান বাজেয়াপ্ত হইবে।" উত্তরে—"হইতে পারে. সে উহাদের জায়গা, যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবে, কিন্তু সর্ব্বত্র উহা হইবে কি?" প্রশ্ন—"হইলে ভাল হয়।"

হাওয়াই ও ফর্ম্মোজার চিনি।

১৮৭৬ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকার মহাজনেরা ইক্ষুচাস আরম্ভ করেন। এই কাজের জন্য প্রথমে তাঁহারা বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। উক্ত প্রদেশে যে সকল স্থানে চাসের পক্ষে জলাভাব ছিল, সেই সকল জায়গায় খাল খনন করেন, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে কুলী সংগ্রহ করেন, এবং লুসিয়ানার চিনির স্কুল হইতে দক্ষ মাষ্টার-(চিনির কাজে) দিগকে তথায় লইয়া যান।

এক্ষণে প্রতিবর্ষে তথায় গড়ে ৩।৪ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয়। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উন্নত প্রথায় চিনির কল এবং ইক্ষুচাসের নানাবিধ যন্ত্রাদি তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন। ফনলুলু সহরে একটি সুবৃহৎ চিনির কল ও লোহার কারখানা খুলিয়াছেন। পরন্ত চিনির কাজের সুবিধার জন্য যাহা কিছু করা আবশ্যক তাহাই করা হইয়াছে. এ বিষয়ে অর্থব্যয়ে তাঁহারা কাতর হন নাই। এই প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াও তাঁহারা জাভা ও কিউবা সহ চিনির পড়্‌তা সমান করিতে পারেন নাই। জাভা ও কিউবাতে চিনি প্রস্তুত করিতে যে খরচা হয়, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে চিনি প্রস্তুত করিতে তাহাপেক্ষা অনেক অধিক খরচা পড়ে। অথচ হাওয়ায়ের চিনির কাজ বাঁচিয়া আছে কেবল আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের জন্য। কেন না, ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের অধিবাসীরা ঐ চিনি উচ্চদরে ক্রয় করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে দেশী দোবরা চিনিও এই কারণে অদ্যাপিও জীবিত আছে। কিন্তু দেশী দোবরা হিন্দুস্থানীরা এবং ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের অধিবাসীরা যাহা উচ্চদরে হাওইয়ের চিনি লয়েন, তাহার প্রভেদ এই যে, হিন্দুস্থানীরা জানিয়া শুনিয়া কেবল একমাত্র গো-হাড়ের ভয়ে এবং সংস্কারের বশীভূত বশতঃ দেশী দোবরা অতিশয় উচ্চদরে গ্রহণ করেন, ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের অধিবাসীরা ডিউটির চক্রে পতিত হইয়া উহা গ্রহণে বাধ্য হন। ইউনাইটেড্‌ষ্টেটে জাভা ও কিউবা প্রভৃতি স্থানের চিনির ডিউটি এত অতিরিক্ত এবং হাওয়ায়ের চিনির শুল্ক তথায় এরূপ হারে কম রাখা হইয়াছে যে, ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের অধিবাসীরা এই কারণ মনে করে যে, জাভা ও কিউবার চিনি বুঝি বা হাওয়ায়ের চিনি অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য অর্থাৎ তথায় হাওয়ায়ের চিনি-শস্তা বোধ হয় কেবল শুল্কচক্রে; এই কারণ তাঁহারা উহা ব্যবহার করেন। এতদিন পরে, ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের অধিবাসীরা বুঝিয়াছেন যে, শুল্কচক্রের ঘূর্ণায়মান বশতঃ তাঁহারা যাহা অনুভব করিতেন, বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে, এ কারণ তাঁহারা চিনি সমিতি বসাইয়া সকল দেশের চিনির ডিউটি "এক" করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ কেহ বলিতেছেন, "চিনি মানুষের প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য, অতএব উহার শুল্ক জগৎ হইতে তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, আমেরিকার চিনির ডিউটি থাকিবে না।" এই কথা শুনিয়া হাওয়াইয়ের চিনির কল-ওয়ালারা কান্নার রোল তুলিয়াছেন। কারণ তাঁহাদিগকে এইবার জাভা ও কিউবার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। জাভা ও কিউবার চিনির

কলের সাহেবরা হাসিতেছেন এবং বলিতেছেন, "উহারা আমাদের সহিত পারিবে না, দেউলিয়া হইবে।" কিন্তু আমরা বলি, আমেরিকা এত বোকা নয়, তাহারা জানে, হাওয়ায়ের চিনির কল উহঁাদেরই দেশের ধনীদিগের; তখন নিশ্চিত তাঁহারা হাওয়াইকে বাঁচাইবেন, সমান ডিউটি করিবেন না। ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতীয় ডিউটি চক্রে জাভার চিনিকে ফেলিয়া পাক দেন, তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারি, বারহাজার টনী চিনি প্রসবিনী জবরাণী, বিশহাজার টনী চিনি-প্রসবিনী ভারতীর সঙ্গে কেমনে প্রতিযোগিতা করিতে সমকক্ষ হয়। ডিউটির কল্যাণেই ভারতীকে বন্ধন করিয়া জাভার চিনিতে তাহাকে চাপা দেওয়া হইতেছে, কাজেই ভারতের চিনির কাজ, জাভা চিনির জন্য হাঁপাইয়া মরিতেছে! ইহার কারণ কি? জাভা চিনি ভারতে প্রবেশে কেন অতিরিক্ত ডিউটি হয় না? উত্তরে "অনেকে বলেন, জাভার চিনির কলগুলি অধিকাংশ স্থলে ইংরাজ মহাজনদিগের বলিয়া।" মোট কথা, বর্ত্তমান সময়ে চীন ও মরিশশ্ প্রভৃতি যে দেশের চিনি ভারতে আসিয়া থাকে, তাহার সহিত ইংরাজবণিকের সম্বন্ধ নিশ্চিত। নতুবা বিট চিনি ভারত হইতে উঠিয়া যাওয়াতে আমাদের কিছুই ক্ষতি হয় নাই। সেইরূপ জাভা চিনি ভারত হইতে উঠিয়া গেলে আমাদের কিছুই ক্ষতি হইবে না। ভারতের আফিং চাস ও নীল চাস কমিয়াছে, এক্ষণে যে, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে ভারতীয় চিনির চাস করিতেই হইবে, তাহা অনেকে বুঝিতেছেন। পরন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর এ কাজে তাঁহার মঙ্গল হস্ত প্রদান করিলেই তখন আমরা এ কাজের সুফল প্রাপ্ত হইব। সুপরিস্কৃত চিনি ভারতবাসী চাহে না, বিশেষতঃ স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে বহু ভারতবাসীর মনে একটা মন্দ সংস্কার এই দাঁড়াইয়াছে যে, সাদা চিনি মাত্রেই হাড়ের জলে পরিস্কৃত কলের চিনি, অতএব উহা খাইতে নাই। এ কারণ আজ কাল ভারতবর্ষে যে চিনি বেশী বিক্রয় হয়, তাহার বর্ণ কাল অর্থাৎ অপরিস্কার; ভারতীয় চিনি কলের এবং জাভা হইতে আনীত ব্রাউন সুগার এজন্য এদেশে অধিক বিক্রীত হইতেছে। এই লালী চিনি করিতে খরচা কম পড়ে। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর এ দেশের জন্য সাদা চিনি প্রস্তুত না করেন, আমরা তজ্জন্য প্রথম হইতেই সতর্ক করিয়া দিতেছি। যে কোন কাজ করিতে করিতে তাহা অতিরিক্ত হইলেই তখন উহা খেলায় পরিণত

হয়। তখন প্রকৃত দ্রব্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আমেরিকায় তুলার কাজে বুল (Bull) এবং বেয়ার (Bear) এইজন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। বুলেরা ক্রমাগত কনট্রাক্ট করিয়া তুলার দর তেজ করিবার চেষ্টা করে, বিয়ারেরা কনট্রাক্ট না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া দর হ্রাসের প্রার্থনা করে। ইহার ফলে তুলার খেলার যেমন সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ চিনির খেলার সৃষ্টি হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে পুনরায় চিনির খেলা আরম্ভ হইয়াছে। বুলেরা (ষাঁড়েরা) পুনরায় চিনির কনট্রাক্ট করিতেছেন। এ কারণ ভারতে ৯৲ টাকার দানী চিনি ৬॥৹ টাকা মণে শ্রাবণ মাসে (১৩১৯ সালে) দাঁড়াইয়াছে। আরও কমিবার আশঙ্কা আছে।

গত বর্ষে ফর্ম্মোজা দ্বীপের চিনি উৎপন্নের অনুমান ধরা হয় ৪৩ লক্ষ পিকুল (এক পিকুলে ১৩৩⅓ পাউণ্ড ওজন) চিনি হইবে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সেই স্থলে ২৬ লক্ষ পিকুল চিনি জন্মিয়াছিল। এইরূপ অন্যান্য দেশের চিনি উৎপন্নে ভুল ছিল, কাজেই চিনির দর অতিরিক্ত তেজ হইয়া-ছিল, তৎসঙ্গে বুলদিগের খেলাও ছিল। ফর্ম্মোজার চিনি গত বৎসর কমিবার কারণ, উক্ত প্রদেশে অতিরিক্ত বন্যা হইয়া অনেক জমি ডুবিয়া যায়, তাহাতে অনেক ইক্ষু অঙ্কুরিত অবস্থায় নষ্ট হয়। পরন্তু বন্যার জন্য উক্ত দেশে চাউলের দর বৃদ্ধি হয়, কাজেই অনেক কৃষক ইক্ষুচাস না করিয়া ধান চাস করিয়াছিল। এবর্ষে পৃথিবীর সকল দেশের চিনির দর সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

জার্ম্মনীর কৃত্রিম পাট।

জার্ম্মনীরা অনেক জিনিষের নকল বাহির করিয়া, আসল জিনিষের মূল্য হ্রাস করিয়াছেন। পাট মহার্ঘ হইবার পর হইতেই তাঁহারা পাটের নকল বাহির করিবার চেষ্টায় রহিয়াছেন। সূর্য্যমুখী ফুলের এবং কাটোয়ার ডাঁটা গাছের জাতীয় গাছ বন-জঙ্গল হইতে কাটিয়া আনিয়া উহার "ফেঁসো" বাহির করিয়া পাটের স্থান অধিকার করিবে বলিয়া চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ক্রমেই এ বিষয়ে তাঁহারা ক্রম-অগ্রসর হইতেছেন। বনজ ফেঁসো কোথাও বাহির করিতে খরচা পোষায় না, কোন গাছের ফেঁসো শক্ত কিন্তু অল্প প্রাপ্য।

অতএব মূল্যাধিক্য। কোন গাছের ফেঁসো পাট অপেক্ষা হীনাবস্থাপন্ন ইত্যাদি বহুবিধ অসুবিধা দূরীকরণ করিয়াও ঐ সকল বনজ ফেঁসোকে শস্তায় দাঁড় করাইয়া উহাকে কার্য্যে লাগাইতেই হইবে, ইহাই যাহাদের সংস্কার, ব্রত এবং সাধনা, তাঁহাদের সে বিষয়ে সিদ্ধ লাভ হইতে অধিক বিলম্ব হয় না।

ঐ বনজ ফেঁসোর সহিত তুলার কলের ছাঁট তুলা এবং তুলার ধূলা ইত্যাদি মিশাইয়া উহারা এক প্রকার সুন্দর সূতা বাহির করিয়াছে, এই সূতা গুণে পাটের সূতা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে বরং উৎকৃষ্ট এবং পাটের যে যে গুণ, উক্ত সূতার গুণ তদপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এমন কি, বয়ন-কার্য্যে ইহা পাট অপেক্ষা শক্ত হইয়াছে।

জার্ম্মনদেশে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহারা নূতন জিনিষ স্বদেশে প্রচার কার্য্যে ব্রতী। কৃত্রিম রেশম যখন জার্ম্মন বৈজ্ঞানিকেরা বাহির করিলেন, তখন উহা চালাইবার জন্য শ্রীযুক্ত ফটস্ হেংকেল মহাশয় ব্রতী হইলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম জর্ম্মনশিল্কের রুমাল, ষ্টকিন্, ছাতার কাপড় ইত্যাদি শস্তায় বাহির করেন, এজন্য জার্ম্মনদেশে হেংকেল সাহেবের নাম অতিশয় বিখ্যাত। এবারও কৃত্রিম পাটের জিনিষ চালাইবার জন্য সেই মহামতি হেংকেল বাহাদুর অগ্রণী হইয়াছেন। তিনি ইহার পেটেণ্ট লইয়াছেন এবং "ওপেল" নগরে গত এপ্রেল মাস হইতে একটি ক্ষুদ্র কারখানা খুলিয়াছেন, তাহাতে ১৫০ তাঁত কল বসাইয়াছেন এবং ঐ তাঁতে কৃত্রিম পাটের বহুবিধ দ্রব্য বয়ন আরম্ভ করিয়াছেন। সিমেণ্ট রাখিবার সুন্দর থোলে বুনিয়াছেন, কোট জামার কাপড় ও র‍্যাপার ইত্যাদিও বয়ন হইতেছে। এই সকল দ্রব্যের মূল্যও আদত জিনিষের অপেক্ষা প্রায় সিকি দাম কম পড়িতেছে। এই পরীক্ষা শেষ হইলেই ইহার বড় কারখানা খুলা হইবে, তখন ঐ সকল দ্রব্যকে বাণিজ্যের পণ্য করিয়া জগৎময় বিক্রয় করিয়া সস্তার তিনাবস্থা দেখান হইবে।

ভারতীয় শস্যের ফোরকাষ্ট।

গত বৎসর ১৯১১।১২ সালের নীল, গম, সরিষা ইত্যাদি, তিসি, তিল, চীনেবাদাম, তুলা, চাউল ও ইক্ষু কত জমিতে সমগ্র ভারতে চাস হইয়াছিল

এবং উৎপন্নের সঠিক অনুমান (ফাইনাল ফোরকাষ্ট) নিম্নে প্রদত্ত হইল। পরন্তু কোন্ কোন্ বিভাগে ঐ সকল শস্য জন্মে তাহাও বলা হইল।

নীল।—জন্মে বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ। সমষ্টিতে চাস ২৭১১০০ একার ভূমে। উৎপন্ন ৪৮৭০০ হন্দর।

গম।—ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে। চাস ৩০৩৮৬৮০০ একার জমিতে, উৎপন্ন ৯৮১৩৫০০ টন।

সরিষা ইত্যাদি।—যুক্তপ্রদেশ, বাঙ্গালা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বোম্বাই, সিন্ধু হায়দ্রাবাদ। সমষ্টিতে চাস ৬৬৭৫৭০০ একারে, উৎপন্ন ১২৭১০০০ টন।

তিসি।—যুক্তপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ, বেরার, বাঙ্গালা, পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, হায়দ্রাবাদ। সমষ্টিতে চাস ৯৪৬৪৪০০ একার ভূমে উৎপন্ন ৬৪১২০০ টন।

তিল।—যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, বাঙ্গালা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, হায়দ্রাবাদ। সমষ্টিতে চাস ৪৫২৬২০০ একার ভূমে, উৎপন্ন ৩৭১৪০০ টন।

চীনেবাদাম।—মান্দ্রাজ, বর্ম্মা, বোম্বাই। চাস ১২০০৯০০ একারে, উৎপন্ন ৫৪২২০০ টন।

তুলা।—ভারতের সর্ব্বত্রই। চাস ২০৩৯৩০০০ একারে, উৎপন্ন ৩১৩৫০০০ গাঁট। প্রতি গাঁট ৬।০ মণ।

চাউল।—বাঙ্গালা, পূর্ব্ববঙ্গ আসাম, মান্দ্রাজ ও বর্ম্মা। সমষ্টিতে চাস ৫৬৪৩৩০০০ একারে, উৎপন্ন ৫২১৯৯২০০০ হন্দর।

ইক্ষু।—যুক্তপ্রদেশ, বাঙ্গালা, পাঞ্জাব, পূর্ব্ববঙ্গ আসাম, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। সমষ্টিতে চাস ২৩৩১৭০০ একারে, উৎপন্ন ২৩৯০৪০০ টন।

কাগজের তৈজস-পত্র।

কাগজ কেবল লিখিবার দ্রব্য নহে, কাগজের খেলানা সকল দেশেই প্রচলিত, তাহা ভিন্ন জাপানে কাগজের বাড়ী ঘর হইয়াছে, কাগজের রুমাল হইয়াছে, আমেরিকা ও ইয়োরোপে কাগজের তোয়ালে হইয়াছে।

যখন যে দ্রব্যটি সমাজের মধ্যে চালাইতে হয়, তখন তাহাকে চালাইবার জন্য দেখিতে হয়, জনসমাজ কাহাদের কথা ভালবাসে, কাহাদের কথায় বিশ্বাস করে, সেই শ্রেণীর লোকের সুখ্যাতি উক্ত দ্রব্যের জন্য সংগ্রহ করিয়া সমাজের নিকট তাহা ধরিতে হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য ক্রমশঃ সমাজে প্রবেশ লাভ করে। এক সময়ে বাদাম তৈল ও মৌয়ার তৈল জনসমাজে চালাইবার জন্য কত চেষ্টা, কত সুখ্যাতি করা হইয়াছিল, উহা খাইলে হাতির মত বল হয়, অশ্বের মত দৌড়ান যায় ইত্যাদি ইত্যাদি কত কথা বলা হইয়াছিল, তাহার পর এখন ঘী দুর্ম্মূল্য বলিয়া স্বতঃই উহাকে ঘীর সঙ্গে মিশান হইতেছে। এখন বাদাম তৈল ও মৌয়ার তৈল ভেজাল হইয়াছে! "চিরকাল গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে কি না ডাইনী।" কেবল বাদাম তৈল, মৌয়ার তৈল বলিয়া নহে, গম ছাড়িয়া যখন বাঙ্গালীরা চাউল ধরিয়াছিল, তখনও এই অন্ন লইয়া কত কথা উঠিয়াছিল। চাউল খেলে শুকো ধরে (যক্ষ্মারোগ), পায়রারা চাউল খেলে যক্ষ্মারোগে পড়ে, তাহা দেখান হয়েছিল, পরন্তু অন্যপক্ষে উহা চালাইবার জন্য কত সুখ্যাতি করিয়াছিল, চাউল কাচা খেলে, ভাজা খেলে, সিদ্ধ খেলে এবং ভাতের মাড় খেলে দেহের কি কি অবস্থা হয়, কত ইঞ্চি পরিমাণ মাংস বৃদ্ধি হয়, কত অশ্বের বল দেহে উপস্থিত হয়, ইত্যাকার অনেক কথা সমাজে উঠিয়াছিল, তবু এখনো বাঙ্গালীরা ভাতের ফেন ফেলিয়া দেয়। সাঁওতাল, কুর্মী প্রভৃতি জাতিরা উহা ভক্ষণ করিয়া অর্থ ও স্বাস্থ্য দুই উত্তমরূপে সুলভে রক্ষা করিয়া থাকে। ফল কথা, কোন নূতন জিনিস চালাইতে হইলে, সে সম্বন্ধে যাহা যাহা হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত (যথা বাদ প্রতিবাদ) তাহা স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া উহা জনসমাজে দাঁড়াইয়া যায়। পরন্তু সমাজের অবস্থার অনুকূলে প্রয়োজনানুসারেই নূতন নূতন দ্রব্য সমাজ মধ্যে অবতীর্ণ হয়। বর্ত্তমান সময়ে কাগজের জিনিষ সমাজ মধ্যে অবতীর্ণ হইবার সুযোগ আসিয়াছে। আমাদের ধাতুময় থালা ঘটির পরিবর্ত্তে কাচের বাসন চলিয়াছিল শস্তা বলিয়া, তৎপরে কলাই বাসন, তৎপরে এলুমিনিয়মের বাসন চলিতে না চলিতে কাগজের দ্রব্য আমাদের সম্মুখীন হইতেছে।

কাগজের তোয়ালে—ইউরোপ আমেরিকায় খুব চলিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নূতন দ্রব্য চালাইতে হইলে, তাহার সুখ্যাতি করা চাই, এবং সে সুখ্যাতি যে সে লোকেরা করিলে হয় না, সমাজ মধ্যে যে শ্রেণীর

লোকের সঙ্গে মরণ বাঁচনের সম্বন্ধ সেই শ্রেণীর লোকের দ্বারা তাহা করান চাই, তাই কাগজের তোয়ালে সম্বন্ধে বড় বড় ডাক্তারের মতামত গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়া দিয়াছেন যে, কাগজের তোয়ালের দ্বারা সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক রোগ বিস্তার হয় না। শীতপ্রধান দেশের হোটেলে হাজার হাজার লোক একত্রে আহার করেন, তাঁহারা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের ন্যায় আহারের পর জল দ্বারা হস্ত ও মুখ ধৌত করেন না অর্থাৎ আঁচান না, কারণ জলে কন্‌কনে শীত! কাজেই হাত মুখ রুমাল বা তোয়ালে দিয়া মুছিয়া ফেলেন। খবরের কাগজ দিয়ে একাজ যে না চলে এমন নহে, তবু ঐ সকল স্থানের কাগজের রুমাল বাহির হইয়াছিল; এক্ষণে তোয়ালে বাহির হইয়াছে, বস্ত্রের তোয়ালেতে হাজার হাজার লোক একসঙ্গে হাত মুখ মুছিলে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে অপরিষ্কার হয়, ধোপার বাড়ী দিতে হয়, এবং হাজার লোকের ব্যবহৃত তোয়ালে দ্বারা সংক্রামক রোগ সংক্রামিত হয়, তাহা সহজে অনুমেয়। তৎপরিবর্ত্তে এক্ষণে কাগজের তোয়ালে প্রত্যেককে এক একখানি দিলে চলে, পরন্তু ইহার দামও অতিশয় শস্তা হইয়াছে। এত শস্তা, বস্ত্রের তোয়ালে কাচাইবার জন্য যে খরচ হয়, সেই খরচে অবাধে হাজার হাজার লোককে কাগজের তেয়ালে এক একখানি দিলে ক্ষতি হয় না। ৪৫০ খানি কাগজের তোয়ালে, মাপ ১৮ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১২ ইঞ্চি প্রস্থ, মূল্য ৸৵০ আনা মাত্র।

আমেরিকায় এই তোয়ালে প্রথম ব্যবহৃত হয়। সেখানকার স্কুল, ক্লাব, হোটেল প্রভৃতি স্থানে ইহা বহুল ব্যবহৃত হইতেছে। আমেরিকার ডাক্তারেরা বলিয়া দিয়াছেন, এই তোয়ালে ব্যবহার করিলে চর্ম্ম ও চক্ষুরোগ সংক্রামিত হইবার আদৌ আশঙ্কা নাই, কিন্তু যখন জল বাতাসের ভিতর হইতে চক্ষু উঠা রোগ বাহির হইবে, তখন কি হইবে? তখন এই তোয়ালের ব্যবহারে তাহা সারিবে কি না, ডাক্তারদিগের বাটীতে যাইতে হইবে কি না, অথবা ডাক্তার ডাকিতে হইবে কি না, সেটা ডাক্তার সাহেবেরা খোলসা বলেন নাই। ডাক্তার সাহেবদিগের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কথা আমরা অনেক জানি। জর্ম্মান ডাক্তারেরা বলিয়া-ছিলেন, তাঁহারা রাসায়নিক বিজ্ঞানের উন্নতি করিয়া বড় বড় জানালা দরজা-বিশিষ্ট ঘর করিয়া দিয়া লোকের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

ইহা দেখিয়া, আমাদের দেশের বাবু বৈজ্ঞানিকেরাও ঐ ধুয়া ধরিয়া কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটিকে লেলাইয়া দিয়া লোককে নাস্তানাবুদ যে না করিতেছেন এমন নহে, নতুবা বাড়ী কনডেম্‌ড ফর হিউম্যান হ্যাবিটেসন হইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের প্রাচীন ঘর-বাড়ীর জানালা যাহা ছিল, এখনও মফঃস্বলে খোড়ো ঘরে যাহা আছে অর্থাৎ উহা সামান্য গবাক্ষ মাত্র হইলেও, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ এঁদো ঘরে বাস করিয়া ১০০ বৎসর বাঁচিতেন, কিন্তু তোমাদের অনুমোদিত বড় বড় জানালা-দরজা বিশিষ্ট খোলা বাতাসের ঘরে বাস ক'রে আমরা ৫০।৬০ বৎসরের অধিক বাঁচি না কেন? মোটের উপর, তোমরা যতই খোলা জানালা-দরজা করিতে আমাদের আদেশ কর না কেন, আমাদের মুনি-ঋষির মত আকাশ ছাওনীর ব্যবস্থা ও বৃক্ষতল সার করিবার মৎলব তোমরা দিবে কি? যাহা হউক, এত খোলা বাতাসের ঘরে থাকিয়াও আমাদের যে পরমায়ু কমিতেছে, তাহার ব্যবস্থা তোমরা কি করিতেছ? অস্ত্রাদি আমাদের কাড়িয়া লইতেছ, অথচ বড় বড় জানালা-দরজা বিশিষ্ট ঘরে থাকিতে বলিতেছ! কিন্তু পাহাড়ে দেশে যদি আমরা বড় বড় জানালা রাখিয়া ঘর করি এবং বন্দুক আদি না পাই, তাহা হইলে সাপ, বাঘ, চোরের হস্ত হইতে কিরূপে আমরা নিস্তার পাইব? সে সকল ব্যবস্থার কি করা হইতেছে? মোটের উপর, আমাদের পরমায়ু বৃদ্ধি না হইলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, তোমাদের রাসায়ন বিদ্যার কিছুই উন্নতি হয় নাই।

এই দেখ না কেন, তোমাদের সংক্রামক পীড়া ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে কেমন আক্রমণ করিয়াছে। ইহার চিকিৎসা করিবে কে? কাজেই তাঁহারা ঐ দেশে আইন জারি করিয়া দিয়াছেন যে, হোটেলে ও স্কুলে কাগজের তোয়ালে ব্যবহার করিতে হইবে, অন্যথা দণ্ডনীয়। ইহাদের দেখাদেখি, নিউইয়র্ক সহরের কর্ত্তারাও "সাধারণের" স্কুলে কাগজের তোয়ালে চালাইবার আইন করিয়াছেন।

জর্ম্মান সম্রাট কাগজের তোয়ালে চালাইবার জন্য বলিয়াছেন, যাঁহারা উহা উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করিবে, তাঁহাদিগকে বার্লিন নগর হইতে ৩টি পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে এবং ঐ উপহার প্রাপ্ত কাগজের তোয়ালে জর্ম্মণের সর্ব্বত্র—স্কুল, রেলষ্টেশন ও হোটেলে ব্যবহৃত হইবে।

কাগজের ঘটি বাটী।—ইংলণ্ড কেবল কাগজের রুমাল ও তোয়ালে

করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ইঁহারা কাগজের ঘটি বাটী পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। আমাদের রাজা ৫ম জর্জ যখন কৃষ্টাল প্যালেসে ঐ দেশের বালক-বালিকা-দিগকে ভোজন করান, সেই সময় ঐ সকল বালক-বালিকাদিগকে কাগজের বাটীতে (কাপ্) খাদ্য এবং কাগজের গ্ল্যাসে জল দেওয়া হইয়াছিল। ইংলণ্ডের অনেক রেলে যাত্রীদিগকে জলপানের সময়ে কাগজের গ্ল্যাসে করিয়া জল দেওয়া হইতেছে। একটি নিকেল প্লেটের পাত্র মধ্যে ১০০টি করিয়া প্যারাফিন মাখান কাগজের ঠোঙ্গা বা জলপাত্র রাখা হয়, পরন্তু একটি হ্যাণ্ডেল ঘুরাইলে উহা হইতে ১টি করিয়া জলপাত্র বাহির হয়।

এ প্রবন্ধে আমরা অনেক বাজে কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। তাহার কারণ, ইংলণ্ডবাসীরা বলিতেছেন, ভারতবর্ষময় রেলষ্টেশনে কাগজের জলপাত্র প্রদত্ত হউক। তাঁহারা পৃথিবীময় উহা চালাইবার প্রয়াসী হইয়াছেন। ধুয়া পাইয়াছেন, উহাতে সংক্রামক রোগ নিবারিত হইবে। উহা মন্দ কথা নহে, কিন্তু আমরাও জানি যে, সাধারণ স্থলে ভোজন ব্যাপারের পদ্ধতি গৃহপদ্ধতির ন্যায় নহে, এইজন্যই আমরা নিমন্ত্রণ করিয়া সাধারণকে ভোজন দিবার সময় মাটীর ভাঁড়, মাটীর খুরী এবং কলা বা শালপত্র ব্যবহার করিয়া থাকি, ভোজনান্তে উহা ফেলিয়া দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য খণ্ডে এই প্রথা কাগজের দ্বারা হইবে, তাহাতে জেলাটিন বা প্যারাফিন যাই মাখান হউক না কেন, উহা এ দেশের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। রেলে যদি জলপাত্র দিবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশের শালপত্রের ঠোঙ্গা করিবার জন্য শিল্পী বসাইয়া দাও, তাহা হইলে শালপত্রের উদ্ধার হইবে এবং অনেক লোকও প্রতিপালিত হইবে। আমাদের কাগজের ঠোঙ্গার আবশ্যক নাই, কেন না, আমরা কাগজ আমদানী করিয়া লিখি। এদেশী ২।৪টী কাগজের কলে আমাদের অভাব কিছুই মিটে না। ইহার উপর আবার কাগজের বাসন আমদানী করিলে আমাদের কুম্ভকারের অন্ন যাহা আছে, তাহাও লোপ হইবে।

গ্রেটবৃটনে কাগজের দ্রব্য, যথা—গামছা, টেবিল-ক্লথ, থালা, বাসন হইতে দুধ রাখিবার বোতল পর্য্যন্ত কাগজের হইয়াছে। এ কারণ ইংলণ্ডে কাগজ আমদানী দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এখন গড়ে প্রতি মাসে সুইডেন, নরওয়ে এবং জর্ম্মনী হইতে ইংলণ্ডে ৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কাগজ আমদানী হইতেছে। ১৯০৬ সালে কাগজ তৈয়ার করিবার দ্রব্যাদি

৮৩৪১৩৬ টন আমদানী হয়, ১৯১০ সালে ১০৮৫৫৪২ টন ঐ দ্রব্য ইংলণ্ডে কাগজ করিবার জন্য আনীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে এক্ষণে ছেঁড়া নেকড়ার আমদানী কমিতেছে বটে, কিন্তু কাষ্ঠের মাড় আমদানী খুবই বৃদ্ধি বলিতে হইবে। ১৯১০ সালে ইংলণ্ডে ৪৯৭২৪৮৭ পাউণ্ড মূল্যের কাষ্ঠমণ্ড আমদানী হইয়াছিল। এই সকল দ্রব্য আমদানী বৃদ্ধি হইবার কারণ কি কাগজের বাসনের জন্য নহে ?

মহামতি হেভেল সাহেব ঠিক বলিয়াছিলেন। তিনি "ফাইন আর্ট" বিষয়ে বক্তৃতা দিতে দিতে বলিয়াছিলেন, "ভারতবাসী যে সকল শিল্প করে, তাহা কিছুদিন ব্যবহারের জন্য মোটামুট গোছের। ইঁহাদের বাড়ী ঘর যাহা কিছু দেখা যায়, তাহার উপর দিয়া কত ভূমিকম্প, জল, ঝড় চলিয়া গিয়াছে, তবু সে সকলের কিছুই হয় নাই। এরূপ প্রাচীন কীর্ত্তি আমি উত্তর পশ্চিম ভারতের বহু স্থানে দেখিয়াছি। এমন কি, ভারতবাসীর স্ত্রীটি পর্য্যন্ত মোটামুটি গোছের। সেই এক স্ত্রীই সংসারের সমুদয় কার্য্য করিবেন, সন্তান পালন করিবেন, রন্ধন করিবেন, লোক-লৌকিকতা ইত্যাদি সব তিনিই করিবেন। ভারতবাসী বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্যের ন্যায় জর্ম্মণগুডস্—যথা গেঞ্জি ১টা ৵০ আনা দাম, এত শস্তায় কিছু করিতে পারিবে না এবং তাহা করিবে না, উহা মাসে মাসে ১টা ছিঁড়িবে এবং প্রতিবার ৵০ আনা লাগিবে, বৎসরে ১॥০ টাকা পড়িবে ; ভারতবাসী ঐ ১॥০ টাকায় এমন একটা জামা করিবে যে, তাহা কাঁথা বিশেষ, দশ বৎসর সে ঐ ১॥০ টাকায় চালাইবে। বাণিজ্যর পণ্য যাহা শস্তা হয়, তাহাকে বারবার লইয়া সেই শস্তা পোষাইয়া দেয়। এ দেশের প্রবাদ বচনেও আছে, "শস্তার তিনাবস্থা।" তবু যে কেন ইঁহারা বিলাতী শিল্পের মোহে পড়েন ইহাই আশ্চর্য্য।

তাই আমরাও বলি, বঙ্গবাসী ! সাবধান হও, ডাবের দেশে দুই পয়সার ডাব ফেলিয়া চারি পয়সার সোডাওয়াটার ধরিয়াছ, কিন্তু গুণধর্ম্মে সোডা-ওয়াটার এবং ডাব একই দ্রব্য। অতএব সাবধান, যেন তুমি কাগজের বাসনে না মজ, সেই জন্যই এই প্রবন্ধে অনেক বাজে কথা তুলিয়াছি, ক্ষমা করিও।

স্পঞ্জ।

সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থের মধ্যে উদ্ভিদ এবং জীব-শরীরের চমৎকারিতা সমধিক। আবার কোন কোনও দ্রব্যের অবস্থার জটিলতা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়। স্পঞ্জ যে কি জাতীয় বস্তু, উদ্ভিদ কি জীব, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ইহা প্রাণীদিগের মত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে না, কিংবা যদৃচ্ছা ছেদনে ও কর্ত্তনে কোনও প্রকার কষ্টবোধক চিহ্ন প্রকাশ পায় না। কিন্তু ইহার দেহের কতকগুলি পরিপাটী যন্ত্র ঠিক প্রাণিগণের সদৃশ এবং তাহা কোনও উদ্ভিদে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাদিগের যন্ত্রাদি বিচিত্র এবং কোনও কোনও যন্ত্রে স্পন্দনাদি দেখা গিয়াছে। এই সকল কারণে কেহ কেহ ইহাদিগকে প্রাণীদিগের নিম্ন শ্রেণীতে নিবিষ্ট করেন।

জীবিতাবস্থায় স্পঞ্জের দেহে অসংখ্য রন্ধ্র দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি বড় বড়, ইংরাজিতে সেই সকল রন্ধ্রকে ভেণ্ট্স বলে এবং কতকগুলি ছোট ছোট, তাহাদিগকে পোরস্ বলে। কর্ত্তন করিলে অসংখ্য নালী দেখিতে পাওয়া যায়। ছোটগুলি পোরস্‌এর সহিত মিলিত এবং বড়গুলি ভেণ্টের সহিত মিলিত। জীবিতকালে পোরস্ এবং ভেণ্ট সকল ডিম্বের আঠার অংশের ন্যায় এক প্রকার আঠাল তরল দ্রব্যে পূর্ণ থাকে। জল হইতে তুলিলেই এই দ্রব্য বহির্গত হইয়া যায়। এই তরল দ্রব্যই ইহার জীবনী উপাদান বলিয়া বোধ হয়। জলের নীচে অবস্থানকালে অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় দেখা গিয়াছে যে, পোরস্ দিয়া নিয়ত জল ইহার শরীরে প্রবেশ করে এবং এইরূপে জল হইতে পুষ্টিকর দ্রব্য গ্রহণ করিয়া মলরূপে ভেণ্ট দিয়া পরিত্যক্ত জল বাহির হইয়া যায়। স্পঞ্জের জাতি অনুসারে এই সকল ছিদ্রের আকার ও সংখ্যা এবং অবস্থানের ইতরবিশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। কোনও কোনও স্পঞ্জের গাত্রের বহির্ভাগে পোরস থাকে এবং উর্দ্ধে আগ্নেয়গিরির চূড়ার ন্যায় ভেণ্ট থাকে।

স্পঞ্জের কোনও অংশ কর্ত্তন করিলে উহা স্বতন্ত্র জীবে পরিণত হয়। কিন্তু এইরূপে উহার বংশ রক্ষা হয় না, স্বভাবতঃ এক প্রকার গোলাকার আঠাল পদার্থ উহাদিগের শরীর হইতে পৃথক হইয়া যায়। ইংরাজীতে ইহাদিগকে জেমিউল বলে। কেহ কেহ বলেন, কীটাণুর ন্যায় ইহাতে বিশেষ স্পন্দন দেখা যায়। কিছুকাল 'জেমিউলগুলি' ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে আবদ্ধ হইয়া পৃথক স্পঞ্জ হইয়া উঠে।

আমরা সচরাচর যে স্পঞ্জ দেখিতে পাই, তাহা স্পঞ্জের কঙ্কাল মাত্র। স্পঞ্জ আমাদিগের দেশে কোনও বিশেষ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না, তবে, বিলক্ষণ জলসেচন এবং শীঘ্র পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় না বলিয়া সভ্যসমাজে ইহার বিশেষ আদর।

বিবর্ণ কাল আল্‌পাকার রং।

অনেকেই কাল রঙ্গের আলপাকা, পেরামিটার প্রভৃতি কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেগুলি একটু পুরাতন হইলে বিবর্ণ হইয়া যায়, তখন ঐগুলি আর ব্যবহার করা চলে না। কাছারীর আমলা ও কেরাণী প্রভৃতি দীর্ঘকাল আবদ্ধ স্থানে অবস্থান করেন বলিয়া, তাঁহাদিগের কাপড় ঐ প্রকার শীঘ্র বিবর্ণ হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে বিবর্ণ স্থানকে পুনরায় নূতন অবস্থার ন্যায় কাল রঙ্গ করিতে পারা যায়। কাপড়গুলি ধোপাদ্বারা কাচাইয়া কিংবা রিঠা ও সাবান দ্বারা পরিষ্কার করতঃ পাইরোগ্যালিক এসিডের জল বিবর্ণ স্থানগুলিতে মাখাইয়া দিবেন। পাইরোগ্যালিক এসিড দেখিতে সাদা বর্ণ, দানাকার লঘু দ্রব্য। মাজুফল অগ্নির তাপে চুয়াইয়া এই দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহা শীতল জলে শীঘ্র গলিয়া যায়, তখন তাহার বর্ণ ঈষৎ কাল হয়। সচরাচর এক ড্রাম পাইরোগ্যালিক এসিড এক পোয়া জলে দ্রব করিলে যথেষ্ট হয়। ইহা ফটোগ্রাফী এবং চুলের কলপ জন্য বিস্তীর্ণ ভাবে ব্যবহৃত; কলিকাতার ঔষধ-বিক্রেতা ও ফটোগ্রাফারের নিকট পাওয়া যায়। ইহার ২॥• তোলা বিলাতী মূল্য তিন শিলিং, প্রায় দুই আনা চারি আনা মূল্যের হইলেই একটী চাপকানে পুনরায় রং করা যাইতে পারে। বায়ু রৌদ্র লাগিলে, ইহার রং ক্রমেই গাঢ় এবং ঘন হয়। এই রং পাকা, ধৌত করিলে উঠিয়া যায় না কিংবা ঘামিয়া ভিজিলে গাত্রে কিংবা অন্য কাপড়ে রং লাগে না। ইহার উগ্রতাগুণ নাই বলিয়া কাপড় নষ্ট হয় না। ভেলার কস অর্থাৎ আঠা বাহির করিয়া অল্প জলের সহিত মিলাইয়া কাপড়ের বিবর্ণ স্থানগুলিতে মাখাইয়া দিলেও সুলভে রং করা হয়, কিন্তু পাইরোগ্যালিক এসিডই আদরণীয়।

সংবাদ।

চিনির উপর কর।—সংবাদপত্রে প্রকাশ, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে আমদানী চিনির উপর আয় কর বসাইবেন না। কিন্তু যাহা আছে, তাহা তুলিবেন কি না, বুঝা গেল না।

খড় হইতে সূতা।—অষ্ট্রীয়ার জনৈক ব্যক্তি খড় হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়াছেন, কার্পাস সূত্র অপেক্ষা ইহার মূল্য অর্দ্ধেক কমিবে, ওজনেও কমিবে।

চিনি আমদানী।—মরিশ দ্বীপ হইতে এবর্ষে ২৮ লক্ষ মণ চিনি আমদানী হওয়া সম্ভব।

নূতন চা।—আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশে চা ও কাফির সমগুণ বিশিষ্ট এক প্রকার বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তত্রত্য বনে ইহা প্রচুর পাওয়া যাইত, এক্ষণে স্থানীয় অধিবাসীগণ ইহার চাষ আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমে ইহার পাতা সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক করিতে হয়, পরে কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র সহযোগে চূর্ণ করিতে হয়। এই চূর্ণ পত্র হইতে ঠিক চায়ের ন্যায় কাথ বাহির করিয়া পান করে। এই নূতন চা যাহাতে ইউরোপের বাজারে আদৃত হয়, তজ্জন্য ব্রেজিলে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় ইহাতে ট্যানিন, শর্করা লবণ প্রভৃতির অস্তিত্ব নিরূপিত হইয়াছে। জীব-শরীরে ইহার কার্য্যকারিতা ঠিক চায়ের ন্যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় ইহা "মেলি" নামে অভিহিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মহাজনবন্ধুর দেয় চাঁদা যাঁহাদের শোধ হইয়াছে, তাঁহাদের নামে পর সংখ্যার পত্রিকা ভিঃ পিঃ করা হইবে। গ্রাহকগণ লইতে অনিচ্ছুক হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নে জানাইবেন, ফেরৎ দিয়া অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

সাধারণের প্রতি নিবেদন।

সহৃদয় মহোদয়গণ! আপনারা যখন "মহাজনবন্ধুর" গ্রাহক, তখন নিশ্চয়ই আপনারা মহাজন। তাহা না হইলে এরূপ পত্রিকার গ্রাহক হইবেন কেন? বাঙ্গালী মহাজনদিগের "মহাজনবন্ধু" একমাত্র মুখপত্র। আজ কএক মাস ধরিয়া আমি "মহাজন-সখা" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া এই পত্রিকাতে বিশদভাবে (মায় সূচীপত্র সমেত) বিজ্ঞাপন দিতেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় ২।৪ টী গ্রাহক ব্যতীত কেহ আমার পুস্তক খরিদ করেন নাই। আমি নিজে ব্যবসাদার, ব্যবসার কূটতত্ত্ব ও প্রণালী যেরূপভাবে লিখিয়াছি, তাহার দ্বারায় আপনাদের নিশ্চয়ই উপকার হইবে। সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ আগ্রহের সহিত ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। আপনারা সামান্য ১৲ টাকা মূল্যের জন্য ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, এরূপ ধরণের পুস্তক আজি পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। ব্যবসার ঘাঁত ও মোকামের সংবাদ কেহ প্রাণ খুলিয়া কাহাকেও বলে না, আমি সরলভাবে তাহা খুলিয়া লিখিয়াছি। "মহাজনবন্ধুর" যদি প্রত্যেক গ্রাহক একখানি করিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে আমার সমস্ত পুস্তক বিক্রয় হইয়া যায়।

আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, এইবার সকলে এক-খানি করিয়া গ্রহণ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করুন। অনেক দিকে অনেক প্রকার বাজে খরচ হয়, কিন্তু এ জিনিস বাজে খরচে লিখিবার নহে। আমি মহাজন, আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া অদ্যই পত্র লিখুন। যদি পুস্তক পাঠে আপনার ঠকা বোধ হয়, তাহা হইলে আমি ফেরৎ লইতে প্রস্তুত আছি। আশা করি, আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। যদি সূচীপত্র দেখিতে চান, তবে এই পত্রিকায় পূর্ব্ব-সংখ্যায় দেখিবেন। নিবেদনমিতি—

বিনীত—
শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ,
পোঃ—লক্ষ্মীসরাই।

অথবা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার, ৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রাজ্যেশ্বরের অভিমত।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, ভারতের বীরক্ষেত্র, মারবারের অন্তর্গত যোধপুরাধীশ্বর মহারাজাধিরাজ স্যার প্রতাপ সর্দার সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস, আই, কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"কেশরঞ্জন তৈল মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে অদ্বিতীয় এবং সুগন্ধেও ইহার তুলনা নাই।" ভারতের একজন রাজ্যেশ্বরের নিকট এইরূপ উচ্চদরের প্রশংসাপত্রলাভে কেবল যে "কেশরঞ্জন" গৌরবান্বিত তাহা নহে, ইহার আবিষ্কর্ত্তাও নিজ পরিশ্রম-সাফল্যে বিশেষরূপে উল্লাসিত। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করদ ও মিত্র রাজন্যবর্গ হইতে হাইকোর্টের জজ, জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকিল প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ "কেশরঞ্জন" ব্যবহার করেন। সুগন্ধে "কেশরঞ্জন" অদ্বিতীয়, মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে, কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের কোমলতা ও মসৃণতা সম্পাদন করিতে ইহা অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন। আপনি যদি কেশরঞ্জন ব্যবহার না করিয়া থাকেন ত একবার পরীক্ষা করুন।

এক শিশি ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৴০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ॥৴০ এগার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ মফঃস্বলের রোগীগণের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট জারিত ও শোধিত-ধাতুদ্রব্যাদি এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, পারিস কেমিক্যাল সোসাইটী, লণ্ডন
সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী, আমেরিক্যান কেমিক্যাল
সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অব কেমিক্যাল
ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

Registered No. C 270.

১২শ বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল। [৪র্থ সংখ্যা।

(বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত)

THE MERCHANT'S FRIEND.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও কল-কারখানা-বিষয়ক

মাসিক-পত্র ও সমালোচন।

কলিকাতা, ২৪ নং গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা হইতে

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচী।

শ্রীসত্যচরণ পাল কার্য্যাধ্যক্ষ।

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

"বাণীপ্রেসে"

জে, এন্, দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৯।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা।] [অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা।

মহাজনবন্ধু-মাসিক-পত্র।

১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩১৯ সাল।

তুলায় ভারতের তুলনা।

গত ২০শে জুলাই (১৯১২) তারিখের "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়েন" নামক বিলাতের সুবিখ্যাত সংবাদপত্রে শ্রীমান্ এফ, আশওয়ার্থ মহোদয় ভারতবর্ষে ল্যাঙ্কাসায়রের তুলাশিল্পের কাট্‌তি এবং ভারতের আর্থিক অবস্থার যাহা আলোচনা করিয়াছেন, এস্থলে তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইল,—

তিনি বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে অধিক ব্যয়ে রাশি রাশি তুলা উৎপাদিত হইলেও ভবিষ্যতে বর্ষের পর বর্ষে ইহার কাট্‌তি জগতের উপর ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, অথচ যদি কোন বৎসর তুলা-চাষে জগতে গোলযোগ হয়, অথবা কাট্‌তির সঙ্গে সঙ্গে তুলা উৎপন্নও যদি বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলেই ঘোর উদ্বেগের কারণ হইবে, আর কস্মিনকালেও তুলার বাজার নরম হইবে না, ইহাতে স্তর পড়িবে এবং সেই স্তরের উপর তুলা-শিল্পের হ্রাস-বৃদ্ধি দরে বিক্রয় হইবে। পৃথিবীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, তুলা-শিল্পের প্রসার যেন নূতন খৃষ্টাব্দ আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের তুলা-শিল্পের প্রধান গ্রাহক ভারতবর্ষ। কিন্তু ইহাতে কেহ মনে না করেন যে, আমাদের সমুদয় তুলাশিল্প কেবল ভারতবাসী গ্রহণ করেন, জগতের মধ্যে অন্যত্র আর কোথাও আমাদের তুলাশিল্প বিক্রয় হয় না, তাহা নহে। তবে ভারতবর্ষ আমাদের তুলাশিল্প ১০০ ভাগের মধ্যে গড়ে গত তিন বৎসরে ৩৬.৪ ভাগ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং বর্ত্তমান বর্ষে (১৯১২ সাল) প্রথম ছয় মাসে আমাদের [illegible] বস্ত্রের মধ্যে ভারতবর্ষ শতকরা ৩৯.৫ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কোন্ কোন্ বর্ষে কত মূল্যের বস্ত্র ভারতবর্ষ আমাদের নিকট গ্রহণ করিয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। বর্ত্তমান সময়ে আমরা [illegible] থাকি, ভারতবর্ষ আমাদের নিকট ৩ কোটি পাউণ্ড মূল্যের [illegible]। (ভারতের হিসাবে ৩ কোটি পাউণ্ড = ৪৫ কোটি টাকা। ওজন পাউণ্ড স্থলে বাঙ্গালায় প্রায় অর্দ্ধসের [illegible] হয় এবং মূল্য পাউণ্ডে প্রায় ১৫৲ টাকা ধরা হয়। মঃ বঃ সঃ)

যাহা হউক, ল্যাঙ্কাসায়র হইতে ভারতে কোন্ বর্ষে কত পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্র ও সূতা (আমদানী) আনীত হইয়াছিল, তাহার তালিকা,—

সন			মূল্য পাউণ্ড
১৮৯৩ হইতে ১৮৯৫ সাল			১৭১৪২০০০
১৮৯৬	„	১৮৯৮ „	১৬৮৯৬০০০
১৮৯৬	„	১৯০১ „	১৮৪০৩০০০
১৯০২	„	১৯০৪ „	১৯৬৭১০০০
১৯০৫	„	১৯০৭ „	২৫৩৬৭০০০
১৯০৮	„	১৯১০ „	২৩৪৪৭০০০
...	...	১৯১১ „	২৯০৭৫০০০
১৯১২ সাল ছয় মাসে			১৪৯৩৮০০০

তৎপরে শ্রীমান্ এফ, আশওয়ার্থ মহোদয় বলিতেছেন যে, "ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অদ্ভুত প্রকারে তুলা ও বস্ত্রের বৃদ্ধি সংঘটিত হইয়াছে। ভারতে যাতায়াতের উন্নতি, জল-প্রণালী, কৃষিকার্য্যের বিস্তার ও ভারতের রেলপথের শ্রীবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণেই ভারতবাসীর পরিমিত ব্যয়ের অবস্থা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন ভারতে যথাসময়ে বৃষ্টি হইতেছে, এজন্য ভারতীয় শস্য পরিপাক হইতেছে ; কাঁচাতুলা ও কার্পাস বীজের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, এজন্য ভারতে অজস্র ধনাগমের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। পরন্তু ইয়োরোপীয় বণিকেরা প্রভূত ধন ভারতে লইয়া গিয়া তথায় ব্যবসায়-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহাও নিম্নের তালিকায় বুঝা যায়, ইহারও মূল্য পাউণ্ডের হিসাব।

সমুদ্রপথে ভারতের পণ্যদ্রব্য ইংলণ্ডে রপ্তানি বা প্রেরণ।		বিলাত হইতে ভারতবর্ষে বস্ত্র ও সূতার আমদানী।	
১৯০১-২	৮০৮০৩০০০	১৯০২	১৮১০৭০০০
১৯০২-৩	৮৭৯২৭০০০	১৯০৩	১৮৩৬২০০০
১৯০৩-৪	৯৯৭৫৬০০০	১৯০৪	২২৫৪৫০০০
১৯০৪-৫	১০২৭৬১০০০	১৯০৫	২৪৩৩৮০০০
১৯০৫-৬	১০৫৪৫৯০০০	১৯০৬	২৪৫৫৭০০০
১৯০৬-৭	১১৫৬২৫০০০	১৯০৭	২৭১০৬০০০
১৯০৭-৮	১১৫৭২৭০০০	১৯০৮	২৪৬০১০০০

সমুদ্রপথে ভারতের পণ্যদ্রব্য ইংলণ্ডে রপ্তানি বা প্রেরণ।		বিলাত হইতে ভারতবর্ষে বস্ত্র ও সূতার আমদানী।	
১৯০৮-৯	৯৯৯০৫০০০	১৯০৯	২১০৭৯০০০
১৯০৯-১০	১২২৯৯১০০০	১৯১০	২৪৩৬০০০০
১৯১০-১১	১৩৭২১৩০০০	১৯১১	২৯০৭৫০০০

উক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে, ১৯০৮-৯ সালে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বিলাতে কম আমদানী হয় এবং উঁহারাও ১৯০৯ সালে অপেক্ষাকৃত বিলাতী বস্ত্র ও সূতা কম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ ঐ বর্ষে ভারতবর্ষে খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য ও উহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু ১৯১০ সালে উহার মূল্য শত করা ২৫৲ টাকা অর্থাৎ সিকি কমিয়া যায়। ভারতবর্ষে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কোন বৎসর কম এবং কোন বৎসর বেশী হইবার কারণ ভারতের "বৃষ্টি।"

ভারতবর্ষে যে বৎসর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হইবে, সেই বৎসর ভারতের প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্য ও শস্যের মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। ভারত-গবর্ণমেণ্টের ব্যবসায়-সংক্রান্ত ব্লুবুকের একটি প্যারায় ইহা লিখিত হইয়াছে যে, "ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, ভারতবর্ষের বাণিজ্য-শক্তি প্রধানতঃ এই মহাদেশের শস্যের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে; অর্থাৎ যে বৎসর ভারতে শস্য ভালভাবে জন্মিবে, সেই বৎসর ইহার সহিত বিলাতী বাণিজ্য ভালরূপে চলিবে।"

মন্তব্য।—শ্রীমান এফ, আশওয়ার্থ মহোদয় ভারতের খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্যের কারণে বলিলেন, ভারতের বৃষ্টি। ইহা শুনিয়া আমরা তুষ্ট হইলাম, কিন্তু ভারতবাসী তুষ্ট হইবে না। "অন্ধ জাগ কিবা রাত্রি কিবা দিন।" আমরা ত ভারতে থাকিয়া বৃষ্টি হইবার পর খাদ্যদ্রব্য শস্তায় পাই না। ল্যাঙ্কাসায়রে বস্ত্র শিল্পে ভর পড়িতেছে, ইহা যেমন শ্রীমান্ উপলব্ধি করিতেছেন—আশঙ্কা করিতেছেন, আমরা ত ভারতের সমুদয় খাদ্যদ্রব্যে ঐরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকি। টাকায় আট মণ ধান যে ভারতে বিক্রয় হইত, এক্ষণে তাহার মণ ৩৲ ৪৲ টাকা। যে ঘৃতের মণ ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ২৫৲ টাকা ছিল, তাহাই এখন ৪৫৲ টাকা। ভারতের সমুদয় দ্রব্যের দরই ঐরূপ স্তরের উপরে, তবে বৃষ্টি হইলে ঐ স্তরের উপর দরের কম বেশী হয়, তাহা স্বীকার্য্য! ইহা হইল ভারতীয় রপ্তানী পণ্যের কথা; তৎপরে আমদানী পণ্যে দেখা যায়

যে, বিলাতী দ্রব্য নূতন আবিষ্কার হইয়া প্রথমে এদেশে আসিয়া যে দরে বিক্রয় হয়, ক্রমে উহা যত আমদানী হয়, ততই উহার দাম কমিয়া যায়। ভারতে আমদানী ঘড়ির মূল্য খুব কমিয়াছে। মটরকার, বাইসিকলের দামও পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে। আমদানী চিনির মূল্যও কমিয়াছে। আমরা বরাবর আশা করিয়াছিলাম, বিলাতী [illegible] দামও ঐরূপ ক্রমে আরও কমিয়া যাইবে, তখন আমরা পেটে না [illegible] বিলাতী কাপড় পরিধান করিয়া দিন কাটাইব! ইতিমধ্যেই [illegible] মধ্যে অনেকেই সে বিষয় অভ্যস্ত হইতেছেন, "বাহিরে কোঁচার [illegible] ভিতরে ছুঁচার কীর্ত্তনের" রিহার্সেল অনেকে দিতেছেন। পেটে [illegible] নাই, একটা পান খাইয়া এবং বিলাতী বস্ত্রে বাবু সাজিয়া (নতুবা [illegible] থাকে না) অনেক ব্যক্তি অফিসে যাইতেছেন। এমন সময় শ্রীমানের মুখে শুনিতেছি, "বিলাতী তুলা শিল্পে"ও জ্বর পড়িবে, উহার দাম আর কমিবে না। শ্রীমানের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। বিলাতী জিনিষের দাম বৃদ্ধি হইলেই তখন ভারতপাল্লার এদিকটা হাল্কা হয়ে উঁচু হইয়া উঠিবে। এখন তোমাদের পাল্লা উঁচু, কাজেই ভারতের গুরুভারকে খুলিয়া তোমাদের পাল্লার সমতার জন্যই আমাদের যাহা কিছু পণ্য তুলিয়া দিতে হইতেছে। ভগবান তোমাদের দিকে গুরু করুক, আমাদের দিকে লঘু করুক, তাহা হইলেই আমরা বাঁচিব। আমরা শস্তা করিতে পারি নাই বলিয়াই বিলাতী দ্রব্য গ্রহণ করি, যখন তোমাদের সেই জিনিষ ভারতাপেক্ষা আক্রা হইবে, তখন কেন আমরা তাহা লইতে যাইব?

বর্ম্মার চেম্বার অফ কমার্স।

ব্রহ্মদেশের চেম্বার অফ কমার্স কমিটির অধিবেশন গত ৪ঠা এবং ২৫শে জুলাই এই দুই তারিখে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই সভা জগতের মধ্যে প্রধান প্রধান বন্দরে, সকল দেশের সকল জাতির, স্ব স্ব রাজাদের কিংবা রাজপ্রতিনিধির সাহায্যে গঠিত। এই শ্রেণীর সভায় স্বদেশীয় শিক্ষিত ধনবান মহাজনের সহিত সেই দেশের বড় বড় অফিসের বিদেশীয় ধনবান বণিকের সম্মিলনে কার্য্য করিতে হয়। চেম্বার অফ কমার্সের কার্য্য

অনেক, তন্মধ্যে মহাজনদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করা. ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যখন যাহা প্রয়োজন হয়, সেই সকল বিষয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে জানান এবং গবর্ণমেণ্ট কিংবা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের যে কোন অফিস হইতে পত্রাদি পাইলে তাহার উত্তর দেওয়া এবং সেই মতে কাজ করা ইত্যাদি প্রধান।

যাহা হউক, বর্ম্মার চেম্বার অফ কমার্স প্রথম দিনের অধিবেশনে সর্ব্ব-প্রথম করাচী চেম্বার অফ কমার্সের ৪১২ নং ১৮ই জুনের (১৯১২ সাল) পত্র-খানি পঠিত হইল। উক্ত পত্রের মর্ম্মার্থ এই যে, "পারস্যদেশ দিয়া ভারত হইতে ইয়োরোপ পর্য্যন্ত রেলওয়ে বিস্তারের যাহা প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহার শীঘ্রই কার্য্যারম্ভ হইবে। এই কার্য্যে বর্ম্মার চেম্বার অফ কমার্স সাহায্য করিবেন কি না?" পত্রখানি সাদরে গৃহীত হইল এবং স্থির হইল, বর্ম্মার চেম্বার অফ কমার্স উক্ত রেলের অংশ গ্রহণ করিবেন।

তৎপরে ৬ই জুন ১৯১২ তারিখে বর্ম্মার কর বিভাগের চিফ কলেক্টার মহোদয় এই সভায় যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইল। উক্ত পত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—"ব্রহ্মদেশের প্রধান প্রধান বন্দর" অর্থাৎ—আকায়াব, বেসিন, মৌলমেন, টেভয়, মারগুই এবং ভিক্টোরিয়া-পয়েণ্ট, এই সকল স্থানে জাহাজী বাণিজ্যের আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য তালিকা প্রস্তুতের জন্য বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর আদেশ করিয়াছেন, এই কার্য্যের সাহায্যের জন্য কতজন লেখক (সাবস্ক্রাইবার) পাইবার সম্ভাবনা?" এই পত্রের উত্তরে "ঐ সকল বন্দরের যাঁহারা যাঁহারা এই কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ৮ই জুন ১৯১২ তারিখের রেভিনিউ সেক্রেটারী বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টকে একখানি পত্রদ্বারা এই প্রশ্ন করেন যে, ভারতবর্ষে স্থানীয় লোক যে সিকিউরিটি (বন্ধকীপত্র) দেন, তাহা ইণ্ডিয়ান সিকিউরিটি আইনের নিয়মানুসারে দেওয়া হয় না, কারণ তাহাদের সিকিউরিটি ইংলণ্ডের অফিসের পাবলিক ট্রষ্টির যে নাম আছে, সেই নামেই দেওয়া হয়। সুতরাং বর্ম্মার চেম্বার অফ কমার্স ঐরূপ ভাবে স্থানীয় লোকের সিকিউরিটি দিবার জন্য অনুমতি করিবেন কি না?"

এই পত্রের উত্তরে কমিটি বলিয়াছেন,—"ভারতগবর্ণমেণ্টের কয়েন্সি ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারির নিকট হইতে গত ১৮ই জুন ১৯১২ তারিখে

যে পত্র আসিয়াছিল, তাহাতে হারান বা চুরি করা নোটের রেজেষ্ট্রী করিবার প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব ছিল।" এই পত্রের উত্তরে কমিটি বলিয়াছেন—"বর্ম্মার করেন্সি অফিস কোন কোন নোটের টাকা দেন, কোন কোন নোটের টাকা দেন না। নষ্ট (lost) নোটের টাকা না দিলে, খুচরা নোট বর্ম্মা হইতে তুলিয়া দেওয়া উচিত, তাহাতে সাধারণের কোন অসুবিধা হইবে না।"

তৎপরে এই দিবস সভাস্থলে করাচি চেম্বার অফ কমার্সের ১৯১২, ৬ই জুলাই তারিখের এক পত্র পঠিত হয়। তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, ভারতের সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের নিকট এখানকার যে টাকা পাঠান হয়, তাহাতে ভারতবর্ষীয় মুদ্রার সহিত বিনিময়ে লণ্ডনে অনেক টাকার বাটা লাগে। একজন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আপত্তি করা হইবে, তাহাতে বর্ম্মার চেম্বার অফ কমার্স যোগ দান করিবেন কি না?" এই পত্রের উত্তরে বর্ম্মার চেম্বার অফ কমার্স উত্তর দিয়াছেন, "যদি করাচির চেম্বার অফ কমার্স ইহার প্রকৃত যুক্তিযুক্ত প্রমাণ দেখান, তাহা হইলে এই কমিটি আপনাদের কমিটির সহিত যোগদান করিবেন।

ভেজালে মজালে।

গত জুলাই মাসের (১৯১২) "বিজ্ঞান" নামক সংবাদ-পত্রে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের প্রদত্ত ১৯১১ সালের রাসায়নিক পরীক্ষার কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, "আলোচ্যবর্ষে বিশ্লিষ্ট পদার্থের মোট সংখ্যা ৪,১৯৮, গতবর্ষে ২,৮৯৫টি। ১৯১১ সালে ২৮ প্রকার ঘৃত বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল। এতন্মধ্যে ১৪ প্রকার ঘৃত উৎকৃষ্ট, অবশিষ্ট ১৪ প্রকারে অন্য জন্তুর মাখন জাতীয় পদার্থ, উদ্ভিজ্জ কিংবা খনিজ তৈল মিশ্রিত ছিল। মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দুই প্রকার দুগ্ধ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, দুইপ্রকার দুগ্ধই উৎকৃষ্ট; অন্য পদার্থ বা দুগ্ধ রক্ষা করিবার জন্য কোন পদার্থ মিশ্রিত ছিল না। ১৫ প্রকার এরোরুট ও ময়দা পরীক্ষিত হইয়াছিল। প্রত্যেকটিই খাদ্যোপযোগী। ২,১৩৮ প্রকারের কোকেন পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত

৮৯ প্রকারের জল পরীক্ষিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১০ প্রকার উৎকৃষ্ট, ২৩ প্রকার ব্যবহারযোগ্য, ১২ প্রকার ব্যবহার করিলে কুফল ফলিতে পারে এরূপ সন্দেহজনক, ৪৪ প্রকার একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ২০,৭২ টি মোকদ্দমা-সংক্রান্ত খুন জখম পরীক্ষিত হইয়াছিল ইত্যাদি।"

মন্তব্য।—এই রিপোর্টের মধ্যে কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা এনালিসিসের সংবাদ কি নাই? যদি থাকে, তাহা হইলে আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, ৩৮ প্রকার ঘীর মধ্যে ১৪ প্রকার ভাল অপর ১৪ প্রকারে অন্য জন্তুর মাখন, তাহার অর্থ কি? ঘৃতসমিতি চাতুর্বিধ জন্তুর দুগ্ধ বা মাখনমিশ্রিত ঘী যাহাকে বলেন, ইহা কি তাহাই? অথবা চর্ব্বি? খোলসা কথা পাওয়া গেল না। যাহা হউক, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বার্ষিক রিপোর্টে ১৪ প্রকার ঘী না হয় দুষিত হইল, কিন্তু মিউমিসিপ্যালিটির ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় কি ঐ ১৪ প্রকার ঘৃত-বিক্রেতার জন্য ১৪জনকে দণ্ডিত করিয়াছেন? আমরা কিন্তু প্রতি সপ্তাহে ঘৃত-বিক্রেতার অনেক দণ্ডের কথা সংবাদ পত্রে পড়িয়া থাকি। এরারুটওয়ালা এবং গোয়ালাদের দণ্ডদ্বারা নিষ্পেষিত করার কথা শুনিতে পাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের রিপোর্টে দেখিতেছি, দুই প্রকার দুগ্ধ ও ১৫ প্রকার এরারুট এবং ময়দা খাদ্যোপযোগী হইয়াছে। অথচ দণ্ডের তালিকাতে যে সকল দ্রব্যের জন্য দণ্ড করা হয়, সে সকলের রাসায়নিক পরীক্ষা কি হয় না? তাহা যদি হয়, সে সকল পরীক্ষার ফল কোথায় গেল? তাহার পর, কথা হইতেছে অন্য জন্তুর মাখন মিশ্রিত ঘী অথবা তেলা ঘী খাইলে কিংবা জলমিশ্রিত দুধ ব্যবহার করিলে অথবা মিশ্রিত এরারুট ভক্ষণ করিলে, লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, অতএব তজ্জন্য দণ্ড হওয়া উচিত, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু ৪৪ প্রকার জল পরীক্ষা করিয়া যখন তাহা একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া স্থির হইল, সে জন্য কাহাদের দণ্ড হইল? কলিকাতায় জলের বড় মহাজন একমাত্র মিউনিসিপ্যালিটি, তাহা ভিন্ন ভিস্তি ও ভারীয়া আছে, কিন্তু ভারীদিগের দণ্ডের কথা সংবাদ-পত্রে শুনি নাই। উঁহাদের ধরা হয় না কেন? তৎপরে "বিজ্ঞান"কে বলি, তিনি যাহাকে "প্রকার" বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা কি "নমুনা" অথবা ২৮ প্রকার ঘী, দুই প্রকার দুগ্ধ ইত্যাদি নামে এইরূপ হইবে যথা,—২৮ রকমের ঘী অথবা দুই রকমের দুধ, অথবা উদ্ভিজ্জ দুগ্ধ

এবং প্রাণীজ দুগ্ধ অথবা মহিষের দুগ্ধ ও ছাগলের দুগ্ধ, এইরূপ দুই প্রকার দুধ হইবে না তো? মোটের উপর, আমাদের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, তিনি কৃপা করিয়া সমুদয় জেলার লোকেরা যাহাতে মন্দ জল ব্যবহার না করে তাহার একটা ব্যবস্থা করুন; কেবল জল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হইবে না। মন্দ দ্রব্য শস্তায় যাহারা ক্রয় করিবে, অথবা মন্দ জল যাহারা ব্যবহার করিবে, তাহাদের দণ্ড করুন।

শিশল-শোণ।

ইহা ঘৃতকুমারী জাতীয় উদ্ভিজ্জ। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের কৃষিবিভাগের ১৮১৯ সালের ৫নং বুলেটিনে এই গাছের গুণধর্ম্মের বিষয় লিখিত হয়, ইহা শোণজাতীয় গাছ, এই শোণ অতিশয় শক্ত ও দেখিতে তসরের ন্যায়, ইহা দ্বারা ইয়োরোপ ও আমেরিকায় শীতবস্ত্র, জামা চাদর, দড়ি প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়। এই গাছ বহুপ্রকারের আছে। উত্তর আমেরিকায় ফ্লোরিডা প্রদেশে "আগেভ" নামক শিশলের চাস বহুদিন হইতে হইতেছে। ইংলণ্ডের বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব বাহমায় নামক স্থানে ইহার চাস করিয়াছেন। পরন্ত মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানের প্রজারা ইহার চাস করে, বাহামায় শিশল কিন্তু মেক্সিকো শিশলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভারতগবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ভারতের বহুস্থানে ইহার চাস আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার জন্য উচ্চ ভূমির প্রয়োজন। পুনা, সাহারণ, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গে ইহার চাস হইয়াছে, ভারতবর্ষে এ গাছের বৃদ্ধি মন্দ হয় নাই। গোয়ালিয়র ও রাঁচিতে শিশলের আবাদ করা হইয়াছে, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি বঙ্গের সকল স্থানেই শিশল গাছ দেখা দিয়াছে। কলিকাতার ইডন উদ্যানে শিশল গাছ আছে। পুনায় ৬০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা আঁস পাওয়া গিয়াছে। শিশলের কাঁচা পাতার ওজন যত মণ হয়, তাহার ২০ ভাগের এক ভাগ শোণ পাওয়া যায়। ২।৩ বৎসরেই পাতা কাটিতে পারা যায়। পাট গাছ যে প্রণালীতে জলে পচাইয়া পাট বাহির করা হয়, এই পাতা হইতেও সেই প্রণালীতে শোণ বাহির করিতে হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় ইহার আবাদের চেষ্টা করা উচিত।

বাগানের উচ্চ আইলের উপর ৫ ফুট অন্তর ইহাকে রোপণ করা চলিবে। জগতের মধ্যে পূর্ব্ব আফ্রিকার শিশল সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

১৯১১ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে লণ্ডন ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটে শিশল শোণের যে নমুনা পাঠান হয়, নিম্নলিখিত প্রণালীতে তাহা পরীক্ষিত হইয়াছে।

১নং এই শিশলশোণ যন্ত্রে পরিষ্কার করিলে, বুরুশ দিলে বেশ পরিষ্কৃত ও ভাল তন্তু প্রস্তুত হয়, দেখিতে সাদা উজ্জ্বল বর্ণ হয়। ইহা খুব শক্ত ও লম্বে ৩॥ ফুট হইতে ৪॥ ফুট পর্য্যন্ত কিন্তু ইহার আয়তন বদলাইয়া যায়।

ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত পদার্থ বাহির হইয়াছে ও তাহার সঙ্গে পূর্ব্ব আফ্রিকার শিশল শোণের তুলনা করা হইয়াছে,—

১নং শিশল বিশ্লেষণ	পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের	পূর্ব্ব আফ্রিকার
জলকণা	৮.৯	১১.১
ছাই (য়্যাস) ক্ষতি	০.৮	১.০
এ, হাইড্রোলিসিস্ ক্ষতি	৭.৮	১১.২
বি, হাইড্রোলিসিস্ ক্ষতি	১০.৭	১৪.১
য়্যাসিড্ পিউরিফিকেশন্ ক্ষতি	০.৭	২.৩
সেলিউলুস	৮০.৫	৭৮.২

এই তন্তুর দর প্রত্যেক টন লণ্ডনে ২৫ পাউণ্ড, মেক্সিকান্ শিশল প্রায় ২২ পাউণ্ড ও খুব উৎকৃষ্ট পূর্ব্ব-আফ্রিকার শিশলের দর প্রত্যেক টন ২৪ পাউণ্ড হইতে ২৬ পাউণ্ড।

রাসায়নিক সংশ্লেষণে এই তন্তুর পূর্ব্ব-আফ্রিকার তন্তুর সহিত অনেক মিল আছে। ইহাকে ক্ষারজলে সিদ্ধ করিলে খুব কম ক্ষতি হয়, (এ ও বি হাইড্রোলিসিস্) ও শতকরা বেশীর ভাগ সেলিউলস পাওয়া যায়, ইহাতে খুব ভাল দড়ি প্রস্তুত হয়। বাণিজ্য-বিষয়ে বিজ্ঞ লোকেরা বলেন যে, ইহার মত এত উৎকৃষ্ট ভারতীয় শিশল আর তাঁহারা দেখেন নাই।

২ নং—শিশল শোণ যন্ত্র দ্বারা পরিষ্কৃত ও ব্রুস দেওয়া হয়। ইহা হইতেও পরিষ্কৃত ভাল তন্তু হইয়াছে এবং ঐ তন্তু সাদা উজ্জ্বল এবং নরম। ইহারও তন্তু খুব শক্ত, ৪ হইতে ৫ ফিট পর্য্যন্ত লম্বে। বিশ্লেষণে ফল, শতকরা,—

জলীয় পদার্থ	৯.২
ছাই (য়্যাস)	০.৮
এ হাইড্রোলিসিস্ ক্ষতি	৮.৬
বি হাইড্রোলিসিস্	১০.৫
য়্যাসিড পিউরিফিকেশন্ ক্ষতি	০.৬
সেলিউলস্	৮০.৩

লণ্ডনে ইহার দর প্রত্যেক টন ২৩ পাউণ্ড, মেক্সিক্যান শিশল ২২ পাউণ্ড, পূর্ব্ব-আফ্রিকার শিশল ২৩ পাউণ্ড।

রাসায়নিক সংশ্লেষণে এই তন্ত্র ১নং তন্তুর সহিত মিল আছে কিন্তু অধিকতর নরম এবং ১নং তন্তুর মত শক্ত নয়।

৩নং—"ব্রাশ্‌ড শিশল হেম্প" খুব পরিষ্কৃত তন্তু, ১নং ও ২নং তন্তু অপেক্ষা কিছু সূক্ষ্ম ও বর্ণে কৃষ্ণবর্ণ। ৪ ফিট ৫ইঞ্চি হইতে ৬ ফিট পর্য্যন্ত লম্বে হয়।

জলীয় পদার্থ	১০.৩
ছাই	১.৯
এ হাইড্রোলিসিস ক্ষতি	১১.৬
বি " " "	১৭.৯
য়্যাসিড পিউরিফিকেসন ক্ষতি	৩.৯
সেলিউলস	৭৫.৪

এই নমুনার বর্ণ মেক্সিক্যান্ শিশলের মত ও ইহার দর লণ্ডনে ১২ পাউণ্ড ও পূর্ব্ব-আফ্রিকার ২৪ হইতে ২৬ পাউণ্ড। যদি এই তন্তু বাহির করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহার বর্ণ আরও ভাল হয়।

তিন নম্বর নমুনাই দড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য ইউরোপে বিক্রয় হইবে।

৪নং—শিশেল টাউ। এই নমুনাতে সূক্ষ্ম, সাদা ও শক্ত তন্তু আছে, লম্বে ২।৹ ফিট পর্য্যন্ত হয় কিন্তু অধিকাংশ প্রায় ১।৹ ফিটই হয়।

এই টাউ লণ্ডনে প্রত্যেক টন ১৩।১৪ পাউণ্ড দর।

সিজা তন্তু।—এই তন্তু ভালরূপে প্রস্তুত, পরিষ্কৃত, অত্যন্ত নরম ও খড়ের বর্ণের মত বর্ণ। ৬ ফিট হইতে ৮ ফিট লম্বে হয়। শিশল চাষ বঙ্গের সর্ব্বত্র হওয়া উচিত।

শ্রীরামকিঙ্কর দত্ত।
রিপণ-কলেজ।

মারওড়ী পত্র ও ঘৃতসভা।

"মারওড়ী" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র হিন্দিভাষায় লিখিত হয়। উক্ত পত্রের উন্নতি দেখিয়া আমরা সুখী, জগতের যে কোন সংবাদ-পত্রের উন্নতি দেখিলে, আমাদের বাস্তবিক আনন্দ হয়। গত ২৭শে আগষ্টের "মারওড়ী" কলিকাতার ঘৃত-সমিতির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া "মহাজন-বন্ধু" সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহাতে স্থানে স্থানে উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের হিংসার কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি অর্দ্ধেক তৈল ও অর্দ্ধেক ঘৃত মিশ্রিত পদার্থকে দূষিত পদার্থ মনে করেন। অর্দ্ধেক ঘৃত ও অর্দ্ধেক তৈল যদি দূষিত হয়, তাহা হইলে সমুদয় তৈল বা সমুদয় ঘৃত কেন দূষিত হইবে না? হিন্দুর নিকট তৈল ও ঘৃত দূষিত হইতে পারে না, কারণ আমরা উক্ত উভয়বিধ বস্তুই ভক্ষণ করি। হিন্দুর নিকট চর্ব্বি দূষিত, কেন না, উহা ব্যবহার করিলে আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ইংরাজ-আইনের চক্ষে এবং ঘৃত-সমিতির নিকট—তথা সাধারণের নিকট কিন্তু তেলা ঘী দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন। আমরা কিন্তু তেলা ঘীকে দূষিত বলিতে ইচ্ছুক নহি। উহা বহুদিন হইতে সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তেলা ঘী না থাকিলে দরিদ্র হিন্দুদিগের ঘৃত ভক্ষণ অদৃষ্টে ঘটিত না। খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা বশতঃ সমাজে উহা স্বতঃই প্রচলিত হইয়াছে। আমাদের মতে নিরামিষভোজীদিগের পক্ষে বরং তেল খাওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু দুধ ও ঘৃতকে নিরামিষ বলিলে এলোপ্যাথিক টিংচার রসটক এবং হোমিওপ্যাথিক রসটক (৬) ছয় এর কথা মনে পড়ে। তেলা ঘী তুলিয়া দিলে চর্ব্বির ঘী প্রবল ভাবে হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিবে, এই ভয়েই আমরা তেলা ঘীর পক্ষ-পাতী; কিন্তু ঘৃত-সমিতি আমাদের এ কথায় পক্ষপাতী নহেন। ঘৃত-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শিউকরণ বাবু আমাদের জানাইয়াছেন, কোন কোন ঘৃত ব্যবসায়ী তেলা ঘী বিক্রয় বন্ধ সম্বন্ধে মনোযোগী নহেন বলিয়া ঘৃত-সমিতির সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা আপনারা সংবাদ-পত্রে লিখুন এবং ইহার প্রতিকারের উপায় কি বলুন?" একথার উত্তরে আমরা উক্ত ঘৃত-সমিতির সভাপতি মহাশয়কে বলি যে, তেলা ঘী যখন কেহই পছন্দ করেন না, কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটিও যখন পছন্দ করেন না, তখন যাঁহারা সমিতির কথা না শুনিয়া তেলা ঘী বিক্রয়

করিবেন, ঘৃত-সমিতির সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিবেন, তাঁহাদিগের নাম ফুড ইন্‌স্পেটারের নিকট পাঠান হউক; কেন না, ঘৃত-সমিতির হস্তেই ইংরাজ রাজ্য! তখন তাঁহাদের ভাবনা কি? কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, কলিকাতা সহরে তেলা ঘী বোধ হয় অর্দ্ধেক পরিমাণ, অতএব উহা বিক্রয় করিব না বলিলে অনেক ঘৃতের দোকান বন্ধ করিতে হইবে। ঘৃত-সমিতি চেষ্টা করুন খাঁটি ঘৃত চালাইবার জন্য। অমৃত ভক্ষণে অরুচি কাহারও হইবে না, তজ্জন্য আমরা আনন্দিত হইব। প্রথমটা ঘৃত-সমিতি মিউনিসিপ্যালিটির আইন লইয়া যাহা আলোচনা করিতেছিলেন, তাহা লইয়া থাকিলেই পারিতেন, এবং তাহাতেই ফল হইত। দুইটা খাদ্যদ্রব্য একত্র করিলে কেন দোষ হইবে? আমাদের কোন খাদ্যদ্রব্য একটি পদার্থে হয় না। তবে মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্যের গুণ ধর্ম্ম কাটিয়া যদি বিষ হয়, তখন তাহা দোষের বলিতে হইবে। এলোপ্যাথিক ঔষধ ৬টা ৮টা একত্রে এক প্রেস্কৃপসনে কেন দেওয়া হয়? এই বিষয় ধরুন এবং চর্ব্বিওয়ালা স্বতন্ত্র মহাজন তাহা সাধারণের চক্ষে অঙ্কিত করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট কার্য্য হইবে।

মারওড়ী লিখিয়াছে,—"ঘৃত ব্যবসা আজকাল মারওড়ীর হাতে আসিয়াছে। মারওড়ী লোকের কলঙ্ক এই যে, যখন তোমাদের হাতে ঘৃতের কাজ, তখন তোমাদের সে বিষয় কিছু করিবার শক্তি নাই, মারওড়ীর তরফসে কেবল কখন কখন বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইতেছে; পরন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে "মহাজন-বন্ধু" কোমর বাঁধিয়া ঘৃতসভার বড় প্রশংসা করিতেছে। ইহাতে উভয় জাতির একত্র সমাবেশ কিরূপে হইবে জানি না।" অন্য স্থলে লিখিয়াছেন, "ঘৃত-সমিতিতে মারওড়ী এবং বাঙ্গালী দুই শ্রেণীর মহাজন আছেন। বাঙ্গালীর "মহাজন-বন্ধু" বড় জোরে ঘৃত-সভার পক্ষ লইয়া রহিয়াছে, ইহাতে ঘৃত-সভার ব্যবসাই মাড়য়ারীরাও জানে না, এদিকে মারওড়ী সমাজের কথা ঘৃত-সমিতির বাঙ্গালী সদস্যের কর্ণগোচর হইতেছে না। ইহা সমস্যার বিষয়।" তাহার পর উক্ত পত্রে আমাদের লিখিত গত মাসের ঘৃতসমিতির প্রবন্ধটি অনুবাদ করিয়া দেখান হইয়াছে। মোটের উপর, মারওড়ীর লেখার ভাবে মনে হয়, যেন "মহাজন-বন্ধু" ঘৃত-সমিতির নিকট অর্থ পাইয়া লিখিতেছে, আর কেহই কিছু পাইতেছে না, তাই উহাদের দুঃখ হইয়াছে, কিন্তু এদিকে শঙ্করাচার্য্য যাহা খাইবে, আপনারাও তাহাই পাইবেন, আসুন না। তাহা হইলে বুঝিব, তোমরা দেশহিতৈষী! মহাজন-বন্ধু ঘৃত-

সমিতির নিকট এক পয়সাও প্রার্থনা করে না এবং গ্রহণও করে নাই। সম্পাদক যোগেন্দ্র বাবুর সহিত মহাজনবন্ধুর অভিন্ন ঘরোয়া সম্পর্ক! বাঙ্গালা দেশে আসিয়া যাঁহারা ব্যবসায় করিতেছে, তাঁহাদের আবার সেই কারবার হাতে গিয়াছে, এ কথার মানে কি? এদেশে মারয়াড়ীর সংখ্যা কত? বাঙ্গালীর সংখ্যা এদেশে অধিক নহে কি? তাহা হইলে কোন্ ভাষায় ঘৃতসমিতির সদুদ্দেশ্য প্রচার করা কর্ত্তব্য? পরন্তু কেবল ঘৃত-সমিতি বলিয়া নহে, বোম্বাই বস্ত্রকলসমিতি, কলিকাতার জুট এসোসিয়েসন, এমন কি, চেম্বার অফ কমার্সের কথার আলোচনা মহাজনবন্ধু করিয়া থাকে, কেন না, এই শ্রেণীর সভার সহিত মহাজনবন্ধুর অভিন্ন উদ্দেশ্য, এই জন্যই এই শ্রেণীর সভা-সমিতি মহাজনবন্ধু প্রিয় ও অধিকারভুক্ত বলিয়া মনে করে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য-পত্র ও পত্রিকা ভিন্ন অন্যান্য পত্র ও পত্রিকাতে এই শ্রেণীর সভা-সমিতির বিষয় আলোচিত হওয়া অনধিকার চর্চ্চা নহে কি? তুমি দোকানদার হও—দোকানদারের প্রাণের কথা বুঝিবে, তখন তোমার এই শ্রেণীর সভার বিষয় বলিবার অধিকার হইবে। আমরা নিকটবর্ত্তী লোক, তাই জানি যে, চর্ব্বি ঘী বিক্রেতা এবং পবিত্র ঘৃত-বিক্রেতা মহাজন এক নহে, কিন্তু সাধারণে ইহাকে "এক" মনে করেন, তাহার কারণ—মিউনিসিপ্যালিটির রিপোর্ট লেখার দোষে। আমরা কিন্তু ইহাকে সাধারণের মন হইতে ফাঁক করিব, তবে ছাড়িব। হিন্দি বিজ্ঞাপন হিন্দি পণ্ডিত দিয়া হিন্দিপ্রেসে ঘৃত-সমিতির সভাপতি শিউকরণ বাবু তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর মাতৃভাষা হিন্দি কিংবা ইংরাজী নহে, তাহা আমরা জানি, কিন্তু বাঙ্গালীরাই হিন্দি বঙ্গবাসী, ভারতমিত্র সম্পাদন করেন; ডেলিনিউস, ষ্টেটসম্যান, ইংলিসম্যান বাঙ্গালী ছাড়া নহে। সেজন্য দুঃখ করিলে কি হইবে? পরিশেষে উনি বলিয়াছেন, "আগামীবার ইসকী ফির আলোচনা করুতে হুয়ে, মতলাবে গে কি, কিস নিয়ম ঔরি নীতিসে কাম করুনে সে ব্যাপার নিষ্কলঙ্ক হোগা ঔরি শুদ্ধ ঘৃতকী উন্নতি হোগী।" সুন্দর কথা! কাজের বিষয় উপদেশ দিউন, যদি পালন করিবার মত হয়, ঘৃতসমিতি পালন করিবে। হিংসার কথা কেন? মহাজনবন্ধুর ন্যায় তুমিও ঘৃত-সমিতির পক্ষ ধর না? তবে তো বুঝিব, তোমার মনের উচ্চতা। তোমার মনের উচ্চতার জন্যই তোমার জাতির মনের উচ্চতা বুঝা যাইবে; একথা সর্ব্বদা মনে রাখিও।

ঘৃত-সমিতির সংবাদ।

ঘৃত-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শিউকরণ বাবু কলিকাতাস্থ রাজার বাজারে ঘৃতের ফেরিওয়ালা ও স্থানীয় দোকানদারগণকে লইয়া এক সভা করিয়াছিলেন। সভাস্থলে ২৫০ শত আন্দাজ ঘীর ফেরিওয়ালা ও দোকানদারগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত সভায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, কলিকাতা সহরে ৫ শত আন্দাজ দরিদ্র মারয়াড়ী ঘৃত ফিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং অধিকাংশ স্থলে উক্ত ফেরিওয়ালারা তেলাঘী ও চর্ব্বির ঘী কম দর বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। যাহা হউক, এই সভায় উপস্থিত দোকানদারগণ ও ফিরিওয়ালারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিয়াছে যে, তাহারা আর তেলাঘী কিংবা চর্ব্বির ঘী বিক্রয় করিবে না।

অতঃপর সহরবাসী ভদ্র মহোদয়েরা ৩০৲ কিম্বা ৩৪৲ টাকা মণের ঘৃত কেহই ক্রয় করিবেন না এবং যে কোন ফেরিওয়ালা ঐরূপ কম দরে ঘৃত বিক্রয় করিতে চাহিলে তাহাদের নাম, ধাম ১৫৪নং কটন ষ্ট্রীট ঘৃত-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শিউকরণ বাবুর নিকট প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে ঘৃত-সমিতি হইতে তাহার প্রতিকার করা হইবে। আশা করি, স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণ এই বিষয়ের জন্ত ঘৃত-সমিতির সাহায্য করিবেন।

সম্প্রতি শত শত কানেস্রা, ৭ চালান ঘী, ভারতীয় অন্যান্য প্রদেশ হইতে ব্যাপারিরা বিক্রয় করিবার জন্ত কলিকাতার বড়বাজার আড়তদারের দোকানে তুলিয়াছিল। তৎপরে উক্ত সকল ঘী, সমিতির সদস্যেরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারেন যে, উহার মধ্যে ৬ চালান ঘী তেলমিশ্রিত, অবশিষ্ট ১ চালান ঘী অধিক দিনের, এ কারণ উক্ত ৭ চালান ঘীকে সমিতির সদস্যেরা বলেন, "উহা যে যে দোকান হইতে আসিয়াছে, সেই সেই দোকানে ফেরৎ দিতে হইবে।" ব্যাপারিরা তাহা কলিকাতা হইতে ফেরৎ লইয়া যায়, কিন্তু এক্ষণে শুনা যাইতেছে যে, সেই ঘীকে তাহারা বর্দ্ধমানে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেছে।

অতঃপর সমিতির সদস্যেরা ঐরূপ ঘটনা হইলে, উহার সবিশেষ তথ্য লইয়া, যে জেলায় গিয়া উহা বিক্রয় করা হইবে, সেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়কে তাহা জানান না কেন?

ঘৃতসমিতি মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে এতদিনেও কোন ফল পাইলেন

না। মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় যে ধারা অনুসারে ইঁহাদের ভেজাখী কিংবা যে কোন দূষিত মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্যের জন্য কেবল অর্থদণ্ড করেন, সে আইনের মর্ম্ম "দ্রব্যং দণ্ডেন শুদ্ধতে" অর্থাৎ দণ্ড দিলেই তাহা শুদ্ধ হইয়া গেল। ধরুন এক চালান হাজার ক্যানেস্রা ঘী, তাহা বাজার ময় সকল দোকানেই রহিয়াছে, অথচ সেই চালানের ঘী জনৈক দরিদ্র দোকানদারের দোকান হইতে ধরিয়া তাহাকে দণ্ড করিলেন, কারণ তাহা মন্দ ঘী, অতএব এই দণ্ডে আমরা সুখী কিন্তু ঐ দরিদ্র দোকানদার যে ঘৃতের জন্য দণ্ড দিল, সেই মন্দ ঘী বাজারময় রহিল এবং সেও দণ্ড দিয়া সেই ঘী বিক্রয় করিতে লাগিল। ইহাতে মন্দ খাদ্যের কি ব্যবস্থা হইল? কিছুই না। অতএব বলিতে ইচ্ছা হয়, ঘৃতসমিতি এই পক্ষে সুন্দর ব্যবস্থা করিতেছেন, এই ব্যবস্থা যদি মিউনিসিপ্যালিটি এতদিন করিতেন যে, মিশ্রিত দ্রব্য সহরে বিক্রয় করিতে পারিবে না, অতএব মিউনিসিপ্যালিটি অর্থদণ্ড না করিয়া, যদি সরল ভাবে বলিতেন, "বাপু, উহা যথা হইতে আনিয়াছ, তথায় লইয়া গিয়া বিক্রয় কর" তাহা হইলে সহরে এতদূর ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় হইত না।

ঘৃত-সমিতির সদস্যদিগের স্ব স্ব দোকানে ঘী অথবা তাঁহাদের বিশ্বস্ত ব্যাপারির ঘীর মধ্যে অনেক মার্কাযুক্ত ঘী আছে, যাহার মার্কা আছে, তাহার কথাই নাই, পরন্তু যাহার মার্কা নাই, এমন ঘী যদি থাকে, তাহার মার্কা হওয়া কর্ত্তব্য এবং সেই সকল মার্কাযুক্ত ঘী সাধারণের নিকট প্রবল ভাবে প্রচার করা উচিত। পরন্তু সমিতির সদস্যেরা মার্কাযুক্ত ঘীর চালান আসিলেও তাহা পরীক্ষা করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে দিবেন। তাঁহাদের জানিত সমুদয় ঘীর মার্কা থাকিলে তাঁহাদেরই কার্য্যে সুবিধা হইবে, কারণ পরীক্ষার পর যদি কোন ঘী মন্দ হয়, তখন অনেক দোকানদারেরা হয় ত বলিবে, উহা আপনারা পাস করিয়াছেন, এখন উহা কিরূপে মন্দ হইল, তাহা জানি না। ইহাতে সমিতির সদস্যদিগেরও সন্দেহ হইতে পারে যে, উহা দেখিয়াছি কি না! কিন্তু মার্কা থাকিলে সমিতির সদস্যদিগের ঐরূপ সন্দেহ হইবার কারণ নাই, অতএব আমরা সমুদয় ঘীর মার্কা প্রার্থী। তৎপরে আমরা কমিটির নিকট এই প্রার্থনা করি যে, গবর্ণমেন্ট বাহাদুরের কমিস্যারিয়েট বিভাগ আজ কাল কম দরা ভেজাল ওনং ঘী ক্রয় করেন কি না? যদি করেন, তাহা কাহারা দেয়? তাহাদিগকে সন্ধান করিয়া বাহির করুন। গবর্ণমেন্ট বাহাদুর যদি কমদরা ঘী ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া না পান, তাহা হইলেই

সমিতির সদস্যেরা জানিবেন যে, তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা অচিরাৎ পূর্ণ হইয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর যখন কমদরা ঘী পাইয়া মিউনিসিপ্যাল মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিবেন "কেয়া কর্ত্তা হ্যায়" মিউনিসিপ্যাল মহাশয় তখন বলিবেন, "দ্রব্যং দণ্ডেন শুদ্ধতে" গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বলিবেন, নেহি মাংতা হ্যায় "দ্রবং মূল্যেন শুদ্ধতে", অর্থাৎ দামের জন্যই জিনিষের ভাল মন্দ জানা যায়; দরিদ্র গৃহস্থেরা যখন কম দরে জিনিষ ক্রয় করে, তখন তাঁহারা কি জানেন না যে, উহা ভাল জিনিষ নহে? অল্প মূল্যের ভেজাল দ্রব্য? যাহা হউক, গবর্ণমেণ্টের ঐরূপ মঙ্গলময় বাণী শ্রবণ করিলে তখন আপনারা দেখিবেন, বড় বড় অধ্যাপকেরা এজন্য মীমাংসা করিতে বসিবেন "দ্রবং দণ্ডেন শুদ্ধতে" কিংবা "দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতে।" অধিকন্তু তখন আপনারা আরও দেখিবেন যে, আমাদের দেশের সংবাদপত্র সম্পাদক মহাশয়েরা অনেকেই বলিবেন, "দ্রব্যং দণ্ডেন শুদ্ধতে" অর্থাৎ হে মিউনিসিপ্যালিটি, ভেজাল বিক্রেতাদিগকে আরও দণ্ড করুন। তাহা হইলেই দ্রব্যং দণ্ডেন শুদ্ধতে" হইয়া যাইবে।

ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের চৈতন্য সম্পাদন জন্য ঘৃতসমিতি, তেলাঘী শীঘ্র শীঘ্র সহর হইতে বিদূরিত করুন। এখনো শুনা যাইতেছে যে, বাজারের ভিতর ষোল আনা ঘীর মধ্যে সাত আনা ভাল, ও নয় আনা তেলা ঘী। ঘৃতসমিতি যেরূপ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায়, শীঘ্রই নয় আনা তেলাঘী সহরে আর থাকিবে না, কিন্তু আমরা সন্দেহ করি যে, তেলাঘী যত উঠিবে চর্ব্বির ঘী ততই বসিবে, পরন্তু চর্ব্বিওয়ালাদের ঘীকেও ঘৃতসমিতি যদি তাঁহাদের তেলাঘীর ন্যায় বাহির করিতে পারেন, তবেই মঙ্গল। পরন্তু চর্ব্বির ঘীকে মিউনিসিপ্যালিটি তাড়া করিবেন না; কেন না, এ পর্য্যন্ত চর্ব্বির কারখানার ঘী কয়টা ধরা হইয়াছে? কেন তাহা ধরা হয় না? মোট কথা, চর্ব্বি ও তেলাঘী উভয়কে তাড়াইতে পারিলে, তখন ঘৃতসমিতির ঘীর দর ৮০ ৲।১০০৲ টাকা মণ হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং তখনই ঘৃত যথার্থ দেবদুর্লভ হইবে, অনেককেই আর ঘৃত খাইতে হইবে না, তখন উহারা বলিবে, ঘৃত নামে একটি পদার্থ ছিল, তাহা আমাদের আর্য্যেরা ভক্ষণ করিতেন। মোট কথা, ঘৃত-সমিতি এইবার ঠিক রাস্তা ধরিয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, কিছুদিন এই ভাবে সমিতি কার্য্য করুন।

বিটের চাস ও ইক্ষুর অবস্থা।

কিউবা দেশের ইক্ষু এ বৎসর ১৮১২০০০ টন পাওয়া যাইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গত বৎসর এ দেশে ১৮৫০০০০ টন ইক্ষু পাওয়া গিয়াছিল। জাভায় এ বৎসর ইক্ষু ১৩০০০০০ টন হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গতবর্ষে ১৩৯৫০০০ টন হইয়াছিল। মরিশশে ইক্ষু এ বৎসর ১৮৫০০০ টন, পূর্ব্ববর্ষ অপেক্ষা ৫০০০ টন কম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। লুই-সিয়েনা নামক স্থানের যে যে জেলা জল প্লাবিত হয় নাই, সেই সব জেলার শস্যে ভাবী আশা খুব ভাল, এদেশে এবর্ষে প্রায় ৩৫০০০০ টন ইক্ষু হইবে, গত বৎসর এদেশে ৪০০০০০ টন ইক্ষু হইয়াছিল।

হেভানা নামক দেশের ইক্ষুতে গড়ে শত করা ১০ ভাগ চিনি কম থাকে, ১৮॥০ অযুত টন ইক্ষু এবর্ষে এই দেশে পাওয়া যাইবে বলিয়া যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তদপেক্ষা অনেক বেশী ইক্ষু পাওয়া যাইবে। ইয়োরোপীয় বিট্ চাসের জমির নির্দ্ধারণ গত বর্ষের সহিত নিয়ে তুলনা করা হইল।

	১৯১২ সালের নির্দ্ধারণ		১৯১১ সালের নির্দ্ধারণ		পরিবর্ত্তন ১৯১২ সালে	
জার্ম্মণি	৫৩৮৩৬৭	হেক্টার	৫০৭, ১১৩	হেক্টার	+	৬. ২
অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী	৪৪০৬০০	”	৪০৭৯০০	”	+	৮. ৮
ফ্রান্স	২২৫১৪০	”	২২৪৮৫০	”	+	০. ১
বেলজিয়ম্	৬৫২০০	”	৬১০৫০	“	+	৬. ৮
হল্যাণ্ড	৬৬,৮৭০	”	৫৪৫৪৩	”	+	২২. ৫
রুশিয়া	৭৭৬৪০০	”	৭৮৭৩৫০	”	—	১. ৪
সুইডেন	২৭,৭০০	”	২৯০৪৪	“	—	৪. ৬

১ হেক্টার = ২. ৪৭ একর। অর্থাৎ প্রায় আড়াই একরে এক হেক্টার। এক একরে প্রায় ৩।০ বিঘা জমি। ১৯১২ সালের নির্দ্ধারণের সহিত এই চিহ্ন + যাহা পরিবর্ত্তনের তালিকাভুক্ত হইয়াছে, উহা নির্দ্ধারণের উপর শত করা ঐ সকল অঙ্ক বৃদ্ধি হইবে এবং '—' এই চিহ্নিত অঙ্কগুলি নির্দ্ধারণের জমি হইতে বাদ যাইবে এইরূপ অনুমিত হইয়াছে।

যাহা হউক, সপ্তাহিক প্রাইস-কারেণ্ট নামক পত্রিকায় ১৯১২; ১লা আগষ্ট তারিখে লণ্ডন হইতে সি, জারনিকো সাহেব চিনির বাজার দর যাহা লিখিতেছেন, তাহা এই,—

বিলাতে আগষ্ট মাসে চিনির দর ১২ শিলিং ৮।৷০ পেন্স হইতে ১১শিলিং ১১ পেন্স। তৎপরে ১২শিলিং ¾পেন্স দর হইয়াছিল, অবশেষে ১২শিলিং ৩পেন্স দাঁড়ায়। দর হ্রাস বৃদ্ধির কারণ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের চিনির কলওয়ালারা গত সপ্তাহে ইক্ষু খরিদ করিয়াছিল এবং এক্ষণে (আগষ্ট মাসে) তাহারা বীট খরিদ করিতে একেবারে বিরত হইয়াছে এবং এবর্ষে বীট গতবর্ষের ন্যায় আমেরিকায় যাইতেছে না। ইহার মধ্যে ১২০০০০ টন বীট ইউরোপের বাজারে বিক্রয় হইতে আসিয়াছে। অধিকন্তু এবর্ষে বীট চাসের পক্ষে আকাশের অবস্থা খুব অনুকূল, এমন কি, পূর্ব্ব জার্ম্মাণীতে যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং শস্যের অবস্থা সর্ব্বত্র খুব আশাপ্রদ। নূতন শস্যের (ইক্ষুর) দর কেবল ১০শিলিং ৪ পেন্স হইতে ১০শিলিং ২।৷০ পেন্স পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আমেরিকাতেও শতকরা ৪.০৫ হইতে ৩.৯৮।৷০ কমিয়াছে, যাহা ১০ শিলিং ৬ পেন্সের সমান কিন্তু পূর্ব্ব দেশীয় খরিদ্দারগণকে ১শিলিং অধিক দর দিতে হয়। ফিলিপাইন দেশীর লোকেরা জাহাজে করিয়া আমেরিকায় যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু যদি বিদেশীয় ইক্ষু আগষ্ট ও ডিসেম্বরে কম পড়ে, তাহা হইলে নিউইয়র্কে যে শীঘ্রই চিনির দর তেজ হইতে পারে। ইতিমধ্যে তথায় চিনির উপর ডিউটি শতকরা ১.৯০ হইতে ১.৬০ কমিবে বলিয়া সিনেট কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে।

রসা-মারিশ চিনি।—জাহাজের উপর চিনির বস্তা রসিলে তাহার বাটা জাহাজ কোম্পানীর নিকট হইতে পাওয়া যায়। অতঃপর কথা হইতেছে যে, কেবল মারিশ চিনি জাহাজের উপর রসিলে তাহার বাটা পাওয়া যাইবে না, কেন না, মারিশের মহাজনেরা ইচ্ছা পূর্ব্বক রসা চিনি জাহাজে বোঝাই দিয়া থাকেন।

চিনিতে ভেজাল।

গত ৫ই ভাদ্রের "নায়ক" পত্রে এই অদ্ভুত কথা লিখিত হইয়াছে,—

"দুষ্টলোকে চিনিতে অনেক সময় অনেক জিনিষ ভেজাল দিয়া থাকে; পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই সকল বালাই ছিল না; লোকে গুড় অথবা খেজুরের দোবরা চিনি খাইত; সুতরাং যাভা অথবা কলের চিনির কোনও আদর ছিল না। উহাতে ভেজাল দেওয়াও তত সহজ

নহে; কিন্তু স্বদেশীর টান যতই ঢিলা হইতেছে, ততই আবার যাভার চিনির আদর বাড়িতেছে এবং দুষ্টলোকের ভেজাল দেওয়ার পক্ষেও তেমনি সুবিধা হইতেছে। সম্প্রতি ফেনিকবাজার থানায় কাশীপুরের চিনিতে ভেজাল দেওয়ার এক অদ্ভুত রহস্য বাহির হইয়াছে; প্রকাশ যে, কাশীপুরের চিনির কারখানা হইতে বস্তা বস্তা চিনি জনৈক মহাজনের গুদামে পাঠান হইত; এদিকে সেই মহাজন আবার সেই চিনির সহিত বস্তা বস্তা বালুকা মিশাইয়া পুনরায় এইরূপ বালুকামিশ্রিত চিনির বস্তা তৈয়ারী করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছিল; এইরূপে কারখানার মালিক ও খরিদ্দার উভয়েই প্রতারিত হইয়াছিলেন এবং জুয়াচোরেরা এই সুযোগে আপনাদিগের পেট মোটা করিতেছিল। মাথাঘসার গলিতে একপ্রকার বাটা চিনি তৈয়ারী হয়; অপেক্ষাকৃত সস্তা বলিয়া কলিকাতার বাজারে গরীব লোকদিগের মধ্যে উহার প্রচলন ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকদিগের মধ্যেও উহার খুব প্রচলন হইয়াছে; ইহাকে আদবেই স্বদেশী চিনি বলা যাইতে পারে না; যাভা হইতে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর একপ্রকার দলা বাঁধা চিনি আসিয়া থাকে; দোকানদারেরা ঐ চিনির সহিত অনেক সময় ধুলা মাটী পর্য্যন্ত মিশাইয়া, পিষিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে; কলিকাতায় প্রায় সমুদয় মুদীখানাতেই এই চিনি বিক্রয় হয় এবং যাহারা চাকর-বাকরের উপর বাজারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহারা এই চিনিই খাইয়া থাকেন। ইহা দেখিতে অনেকটা ধুলার গুঁড়ার ন্যায় এবং খাইতে গেলে শুক্ষ শুক্ষ বলিয়া মনে হয়; কারণ ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে পাথরের গুঁড়া মিশানো থাকে; ইহাতে মিষ্টত্বও সুতরাং অতি কম; বাজারে কম দামে পাওয়া যায় বলিয়া এবং চাকরের দস্তুরী মিলে বলিয়া এই চিনি পাইলে আর অন্য চিনি প্রায়ই লয় না। এতদ্ব্যতীত ইহা স্বদেশী চিনি বলিয়া অনেকের ভুল ধারণা আছে। প্রকৃত স্বদেশী দ্রব্যের ঘরে ঘরে অধিষ্ঠান হয় ইহা সকলেরই ইচ্ছা; কিন্তু তাই বলিয়া স্বদেশীর নামে যদি একদল জুয়াচোর প্রতিপালিত হইতে থাকে, আবার সে জিনিষও প্রকৃত স্বদেশী নহে এইরূপ হয়, তাহা হইলে যত সত্বর এই ভুল ভাজিয়া যায় সকলেরই তাহা করা উচিত। সব চেয়ে ভাল গুড় ও খেজুরের দোবরা চিনি পাওয়া। তাহাতে প্রকৃতপক্ষে খাঁটি

চিনি খাওয়া হয় এবং স্বদেশী অনুষ্ঠানের সহায়তা করা হয়; ইহা তৈয়ারী করিতে কোনও কল-কব্জার দরকার হয় না এবং সেজন্য একটী পয়সাও বিদেশে যায় না। গরীব চাষাদিগের ঘরে ঘরে ইহা তৈয়ারী হয় সুতরাং ইহার সব পয়সা দেশেই থাকিয়া যাইবে, আবার খাইতেও ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মুখরোচক।"

প্রতিবাদ।—চিনিতে কিছুতেই ভেজাল চলিতে পারে না। বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সময় লোকে যে গুড় ও অন্যান্য চিনি খাইত, এখনো তাহাই খায়। সুতরাং তখনও জাভা ও কলের চিনির যে আদর ছিল, এখনো তাহাই আছে। বঙ্গদেশে জাভা চিনিতে গুড় তৈয়ারী হয় এবং সেই গুড়ই বাজারে অধিক বিক্রয় হয়। আদত খেঁজুরে ও ইক্ষু গুড় (সাচিগুড়) কতটুকু হয়? স্বদেশী ঢিলা পড়াতে জাভা চিনির আদর কমিতেছে না বরং বৃদ্ধি হইয়াছে তজ্জন্য জর্ম্মণ বিট্ চিনিকে ভারত ছাড়া হইতে হইয়াছে। এই সব না বুঝিয়া দুষ্ট লোকদিগের "ভেজাল" লিখিবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে। ফেণিকবাজারের থানার হদ্দায় জনৈক চিনি-বিক্রেতার গুদাম মেরামত হইতেছিল, তজ্জন্য বালী আসিয়াছিল, তাহাতে এক বস্তা কাটা চিনি দৈবাৎ পড়িয়া যায়, একারণ সেই দোকানদার উহা কম দরে ক্ষতি করিয়া বিক্রয় করে, উদ্দেশ্য চিনির রস করিবার সময় বালি কড়ার নিম্নে পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু মিউনিসিপালের ডাক্তারে তাহা ধরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দণ্ড করান।

চিনির সহিত বালী মিশান অসম্ভব কথা, কেন না, লোকে কাঁচা চিনি খাইবার সময় উহা মুখে দিলেই জানিতে পারিবে এবং তাহা ফেলিয়া দিবে; সেই দোকানদারের নিকট আর কখন চিনি লইতে আসিবে না। পরন্তু বালী মিশান চিনিতে ভিয়ান করিতে গেলেও, সেই বালী কড়ার নীচে গিয়া জমিবে, গুড়ের গায়ে ভগবানদত্ত যে ময়লা থাকে, তাহাও জ্বালে চড়াইলে বাহির হইয়া পড়ে, উহাকেই গাদ বলে।

জাভা হইতে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর একপ্রকার দলা বাঁধা চিনি আইসে, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। মাতাপসার গলি, গ্রেষ্ট্রীট্ প্রভৃতি স্থানে মিছিরির রসের সহিত এবং জাভা চিনির গলাইয়া রস জমাইয়া বারকোসে ফেলিয়া বেলন যন্ত্র দ্বারা পিষিয়া পিটি চিনি করা হয়, অর্থাৎ কাশীর চিনির ঢং করা হয়। এদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে কাঁচা খাইবার পক্ষে দানাদার

চিনি চলে না, পিটি চিনি বা পেষা চিনি চাই, কাজেই উহা করা হয় পরন্তু উহাকে ভূরা চিনি বলে। ঐ চিনির সৃষ্টি বহুদিনের। মেওয়ার খাবার অর্থাৎ ক্ষীরের খাদ্যদ্রব্য করিতে গেলে ঐ বাটাচিনির বিশেষ আবশ্যক, নতুবা ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী হালোয়াইদিগকে দানাদরা চিনি ক্রয় করিয়া উহা করিতে হয়, কারণ ক্ষীরের খাদ্য অতিশয় কম তাপে হয়, সেই তাপে দানাদার চিনির দানা ভাঙ্গে না, কাজেই ঐ বাটা বা ভূরা চিনি ক্ষীরের খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে প্রচলন হইয়াছে। পরন্তু মান্দ্রাজ, মরিশশ ও জাভা দ্বীপ হইতেও পিটি চিনি আইসে, কিন্তু তাহার দর অধিক এবং মাতাবসা প্রভৃতি স্থানের বাটা চিনি এক মণ চিনি গালাইলে জলের জন্য উহা ১/২॥০, ১/২৸০ পোয়া হয়, অর্থাৎ মণকরা আড়াই সের, এগার পোয়া বৃদ্ধি হয় বলিয়া উহারা যে দরে চিনি ক্রয় করে, তাহাপেক্ষা চারি আনা মণ কম দরেও উহা বিক্রয় করিতে পারে, তাহাতেও উহাদের লাভ থাকে, কিন্তু টাট্‌কা টাট্‌কা বিক্রয় হওয়া চাই, নতুবা উহা যত শুকায়, ততই ধুলা গুঁড়ার ন্যায় হইয়া যায় এবং ওজনেও কমিয়া যায়। যখন যে চিনি সুবিধা হয়, তখন সেই চিনিতেই বাটা চিনি তৈয়ারী হয়। আজকাল জাভার পড়তা, তাই জাভা চিনিতেই হইতেছে নতুবা মারিশ, পীনাং, চীন ও বিট্‌ চিনির যখন পড়তা ছিল, তখন তাহাতেই উহা হইত। বাটা চিনিতে পাথরের গুঁড়া মিশান থাকে উহা আজগুবী কথা। পাথর গুঁড়াইতে গেলে লোকের যে মজুরী দিতে হইবে? সেই মজুরীতে ততক্ষণ বাটা চিনি হইয়া যাইবে, পরন্তু পাথরের গুঁড়ার সঙ্গে চিনি মিশাইলে তাহা কি লোকে খাইতে পারে?

স্বদেশী মেলা।—গত বৎসরের ন্যায় এবারেও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে কলিকাতায়—"স্বদেশী মেলার" অনুষ্ঠান হইবে। আমরা ইহার অনুষ্ঠান-পত্র পাইয়াছি। এ বর্ষে মেলার স্থান হইয়াছে—১৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই মেলা খোলা থাকিবে। অনুষ্ঠান পত্রে প্রকাশ "এবার সমগ্র ভারতজাত শিল্প দ্রব্যাদি একত্র সম্মিলন করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করা হইতেছে।" যাত্রা, ম্যাজিক, বায়স্কোপ, কুস্তী, প্রভৃতি বাদ যাইবে না। সবিশেষ বিবরণ সম্পাদক-গণের নিকট জ্ঞাতব্য।

পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব

অথবা বদলাইয়া দিব। আসল রসস্কোপ ঘড়ী, নিকেল কেস, মুখ খোলা, মূল্য ২।০, ফ্ল্যাট লিভার, মূল্য ৩॥০ টাকা, গ্যারাণ্টি ৩ বৎসর।

রেলওয়ে রেগুলেটার ৪॥০ ও ৬৲ টাকা, হোয়াইট মেটাল সিলভার হান্টিং অর্থাৎ ঢাকনিদার ঘড়ী, চিরদিন রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল থাকিবে, দেখিতে ৩০৲ টাকার ঘড়ীর ন্যায়, মূল্য ৫॥০ টাকা, হাতের কব্জিতে বাঁধিবার রিষ্টওয়াচ, আসল রৌপ্যের, চামড়াসহ ৬॥০ টাকা, মেটাল ৫৲ টাকা; গ্যারাণ্টি ৩ বৎসর। খাঁটি রূপার ঢাকনিদার ঘড়ী ৭॥০ টাকা; গ্যারাণ্টি ৫ বৎসর। কুরুভাইজার এক্‌ষ্ট্রা লিভার ১৫৲ ও ১৮৲ টাকা। ডাক খরচা স্বতন্ত্র।৵০ ছয় আনা। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমরা কলিকাতার বাজারের যাবতীয় সওদাগরী মাল, ঘৃত, চিনি, হার্ডওয়ার বা লোহার মাল এবং বরাবর বিলাত হইতে বরফের কল, বায়স্কোপ, ফটোগ্রাফিক যন্ত্র ও যে কোন দ্রব্যাদি আনাইয়া বিশেষ সুবিধা দরে ষ্টীমার বা রেলযোগে সরবরাহ করিয়া থাকি। পত্র দ্বারা নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

ডি, সনৎ এণ্ড কোম্পানী।

৯৪ নং লোহার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারের দোকান।

Old & famous Jeweller Late Seetal Prosad Shaha & Sons.

হাল্কা ওজন, ভড়ক সহি উত্তম গঠন, বিবাহাদির সর্ব্ববিধ সেটমত স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কার সকল সময়ে প্রস্তুত আছে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ পার্শ্বেলে অলঙ্কার প্রেরিত হয়। অলঙ্কার নির্ম্মাণার্থ যতটুকু পাইন প্রয়োজন, তদতিরিক্ত পাইন ব্যবহার করা হয় না। পুরাতন স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কার খরিদ করা হয়। সোণা রূপা দাদন করিলে যথাসময়ে অলঙ্কার গঠন করিয়া দেওয়া হয়। শ্রীরামশরণ সাহা—মেদিনীপুর, কোতবাজার, বি, এন, আর।

Registered No. C 270.

১২শ বর্ষ।] ভাদ্র ১৩১৯ সাল। [৫ম সংখ্যা।

(বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত)

THE MERCHANT'S FRIEND.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও কল-কারখানা-বিষয়ক
মাসিক-পত্র ও সমালোচন।

কলিকাতা, ২৪ নং গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা হইতে
শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচী।

শ্রীসত্যচরণ পাল কার্য্যাধ্যক্ষ।

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
"বাণীপ্রেসে"
জে, এন্, দে দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৯।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা।] অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা।

চিনি-ব্যবসায়ী সমিতি।

এ কি শুনিতেছি! গ্রেটব্রিটনের চিনি-ব্যবসায়ী সমিতিকে তুলিয়া দিবার জন্য গত ১লা সেপ্টেম্বর (১৯১২ সাল) তারিখে তথাকার গবর্ণমেণ্টের নিকট শ্রীমান্ মিচেল টমসন মহোদয় এক আবেদন-পত্র প্রদান করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তে বলা হইয়াছে যে, "হাউস অব কমনস্" সভার সদস্যেরাও চিনি সমিতিকে আর রক্ষা করিতে চাহেন না। এই চিনি সমিতির দোষে (১) শিল্পোৎসাহবর্দ্ধক দাদন-(প্রিমিয়ম্) প্রথা স্বাধীন ব্যবসায়কে নষ্ট করিয়াছে এবং (২) এই চিনি সমিতির জন্যই ইয়োরোপখণ্ডের প্রায় সমুদয় মহাদেশের প্রজারা অন্যায়রূপ বর্দ্ধিত মূল্যে চিনি পাইয়া থাকে এবং সেই চিনি বিদেশী বাণিজ্যের জন্য যাহা প্রেরিত হয়, সেই সকল বিদেশীরা আমাদের দেশের অপেক্ষা অনেক শস্তায় চিনি পাইয়া থাকে। পরন্তু (৩) এই চিনি সমিতি না ভাঙ্গিলে গ্রেটব্রিটনের মোদক মহাশয়দিগের প্রভূত ক্ষতি হইবে, তাঁহাদের উৎপন্ন দ্রব্য রজনচুস্ ইত্যাদির উপর বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরেরা ডিউটি বসাইবেন বলিতেছেন, অতএব গ্রেটব্রিটনের চিনি-সমিতি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক।

গত ১০ই আগষ্ট তারিখের "ইকনমিষ্ট" নামক সুবিখ্যাত সংবাদ-পত্রে লিখিত হইয়াছে, যে, গত বুধবারে ইউনিয়নিষ্ট পার্টি নামক সমিতির সদস্যেরা দুঃখের সহিত উক্ত চিনি ব্যবসায়ী সমিতির সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন। পরন্তু উক্ত পত্রে শ্রীমান্ লার্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, উক্ত চিনি সমিতির দ্বারা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজেরা কিছুই লাভবান হয় নাই, পরন্তু ঐ সমিতির দ্বারা এই ঘটিয়াছে, যে চিনি আমাদের নিকট মহার্ঘ্য, তাহাই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিগণের নিকট শস্তা বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব উক্ত চিনি সমিতি না থাকাই মঙ্গল।

গ্রেটব্রিটনের চিনি-ব্যবসায়ী সমিতি জগতের মধ্যে চিনি ব্যবসায়ীদিগের সৌভাগ্যমূল হইয়াছিল। পৃথিবীর সমুদয় সুসভ্য দেশে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরেরা

উক্ত সমিতির কথায় পরিচালিত হইতেন। আপনারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন যে, উক্ত সমিতি ভাঙ্গিবার জন্য স্ব স্ব প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের সাহায্য চাওয়া হইতেছে। তাহা হইলেই বুঝুন, উক্ত চিনি সমিতির ক্ষমতা কিরূপ? উক্ত চিনি সমিতি উঠিবে কি না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা আমাদের মনে লাগিতেছে যে, আমেরিকাওয়ালাদের আর গ্রেট-ব্রিটনের চিনি সমিতিতে না থাকাই সম্ভব; কারণ, পূর্ব্বে তাঁহাদের দেশে ইক্ষু বা বিট চাস হইত না, এখনও তাঁহারা বিট চাস করিতে পারেন নাই—ইক্ষুচাসে অবশ্য প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এই কারণ তাঁহারা এক্ষণে চিনি করিয়া খাইতে শিখিয়াছেন—স্বপদে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অতএব সুসভ্য ও শিক্ষার পরিণাম স্ব স্ব প্রধান হওয়া, তাহাতো হইবেই হইবে, কিন্তু ইহা অতি সত্য কথা যে, গ্রেটব্রিটনের চিনি সমিতি স্থাপিত না হইলে আমেরিকা ইক্ষুচাসে এতটা উন্নতি করিতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ ছিল। উক্ত চিনি-সমিতি যখন স্থাপিত হয়, তখন উহার প্রধান উদ্দেশ্য এই দুইটি ছিল—প্রথম, বিট চিনি ও ইক্ষুচিনি এই উভয় চিনিকে সকলের পক্ষে সমান করা অর্থাৎ তখন ইয়োরোপের লোকেরা বিট চিনি অত্যধিক ব্যবহার করিতেন, ইক্ষু হইতে চিনি হয়, তাহা অনেকে জানিতেন না, কাজেই তখন বিটের সঙ্গে ইক্ষুর প্রচার উক্ত সমিতি হইতে করা হইয়াছিল। ইয়োরোপবাসীদিগকে বুঝান হইয়াছিল, বিটের ন্যায় ইক্ষু চিনি পাওয়া যাইবে এবং উহার সমান দর হইবে। সমিতির সে উদ্দেশ্য আজ অল্পদিন মধ্যেই সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে জগতের মধ্যে ইক্ষু ও বিট চিনি উৎপাদন প্রায় সমান হইয়াছে। নিম্নে আমরা ১৮৯৬ সাল হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত এই ১৫ বৎসর পৃথিবীতে কত বিট চিনি এবং কত ইক্ষু চিনি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার একটি হিসাব দিলাম।—

সাল	পৃথিবীতে বিট চিনি উৎপন্ন।	পৃথিবীতে ইক্ষু চিনি উৎপন্ন।
	টন।	টন।
১৮৯৬	———	৪০৯৩৪৮৭
১৮৯৭	———	৪৫৭৮৩৩৪
১৮৯৮	৫৫৪০১৭৬	৪৮৯০৩৬৯
১৮৯৯	৫২৭১৯৫৬	৫০১২২৮৩

সাল	পৃথিবীতে বিট চিনি উৎপন্ন।	পৃথিবীতে ইক্ষু চিনি উৎপন্ন।
	টন	টন
১৯০০	৫৫৩৩০৯৯	৫৫৪২৬৪৫
১৯০১	৬১৯৭১৮৭	৬২৩৭৯০৩
১৯০২	৬৩২৫৭৯৫	৬৩৪৩৬০৯
১৯০৩	৬৪৫০১৫০	৫৭৯৬৩০৬
১৯০৪	৬৮৮০২৩৭	৫৮৬৮৩৬৪
১৯০৫	৬৬০২১৬৮	৪৯৬২৪০৯
১৯০৬	৭৩১৭৪৭২	৬৯৯৫২৪৪
১৯০৭	৭৬৪৫৪২০	৬৯৯৬১০৬
১৯০৮	৭২১৯০৫২	৭০১২৮০০
১৯০৯	৭৮৫৭৭৯১	৭০৭৬৮১৩
১৯১০	৮৬৬০৪৬৩	৬৬০৬৭৮১

এই তালিকায় বুঝিতে পারিবেন যে, কোন্ কোন্ বৎসর বিট ও ইক্ষু চিনি জগতের মধ্যে সমান উৎপন্ন হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ বৎসর ইক্ষু চিনি বিট চিনি অপেক্ষা কম উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন ১৯১০ সালে জগতে ইক্ষু চিনি কম উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ ঐ বর্ষকে ইয়োরোপে সুগার ফেমিন বা চিনির দুর্ভিক্ষ বলা হইয়াছিল, এমন কি, কলিকাতায় আমদানী জাভা চিনি খিদিরপুরের ডক হইতে পুনরায় বিলাতে ফেরৎ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আমরা এই সব কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি বলি যে, গ্রেটব্রিটনের চিনি-সমিতি ইয়োরোপখণ্ডে ইক্ষু চিনির প্রসার না করিতেন, তাহা হইলে বলুন দেখি, কেবল ইয়োরোপের বিট চিনি দ্বারা জগতের চিনির কাজ চলিত কি? প্রতি বর্ষে জগতে ঐ সকল ইক্ষু চিনি না হইলে বোধ হয় চিনি যথার্থ ধনবান বিলাসীদিগের খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইত, সাধারণ লোকে চিনি খাইতে পাইত না। আমরা আরো জানি, তাই বলি যে, এই চিনি সমিতি প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কি ইয়োরোপে ইহা ছিল না যে, "বিট চিনিই জগতের একমাত্র চিনি এবং চিনি মাত্রেই ধনবান বিলাসীদিগের খাদ্য, উহা দেবভোগ্য, সাধারণের খাইবার দ্রব্য নহে।" এই সংস্কার ইয়োরোপে ছিল কি না? সেই স্থলে আজ কি হইয়াছে?

তৎপরে উক্ত চিনি সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল,—জগতের মধ্যে বিট ও ইক্ষু চিনির কাট্‌তি বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যের পথেই, চিনির মহাজনেরা ইক্ষু ও বিট চাসীদিগকে অত্যধিক পরিমাণে বাউন্টি অর্থাৎ দাদন দিতে লাগিলেন, অবশ্য তাহা কনট্রাক্ট সম্বে—এই বৎসর এই পরিমাণ ইক্ষু বা বিট জোগান দিতে হইবে, তজ্জন্য এত টাকা দাদন দেওয়া হইল। ইহাতে দেশময় চাসবৃদ্ধি হইল, ফলন বৃদ্ধি হইল, ইহার ফলেই ইয়োরোপ আমেরিকা চিনির কাজে মস্তক উত্তোলন করিল; আজ কি না, সেই উন্নত প্রণালীর প্রতিবাদ করিয়া আবেদন-পত্রে বলা হইতেছে, ঐ জন্য স্বাধীন ব্যবসায়কে নষ্ট করিয়াছে! ঐ কথায় আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না। কারণ আমরা জানি, দাদন দেওয়া প্রথা তুলিয়া দিলে সে কাজ বা চাস মরিবার দাখিল হয়। বঙ্গে পাটের দাদন তুলিয়া দিলেই এই বিষয়ের সত্যতা তাঁহারা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাউন্টি এড যদি মন্দ প্রথা হয়, তাহা হইলে আমেরিকা ও ইয়োরোপের বড় বড় ফারম কলিকাতায় বেলারদিগকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দাদন দেন কেন? অধিকন্তু পাটের মহাজনেরা ঐ টাকা দাদন লইয়া তাঁহারা আবার মোকামে মোকামে পাট খরিদের গদী হইতে কৃষকদিগকে উহা দাদন দিয়া থাকেন কেন? দাদন অর্থাৎ অগ্রিম কর্জ্জ দেওয়া, দাদনের টাকার সুদ লওয়া হয়, কোথাও বা বিনাসুদে দাদন দেওয়া হয়। মোটের উপর, দাদন প্রথা আমাদের মতে উৎকৃষ্ট প্রথা। এক পক্ষে সমিতি যেমন দাদন দেওয়ার প্রথার পোষকতা করিয়াছেন, অন্যপক্ষে উৎপন্ন চিনির বাণিজ্যের পথও সমিতি প্রশস্ত করিয়াছিলেন। বাণিজ্য ও ব্যবসায় যে এক নহে, তাহা সমিতি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাতের লোকেরা যে এখনো তাহা অনেকে বুঝেন নাই, ইহা অসম্ভব বোধ হইতেছে। তাই আবেদন পত্রে আমাদের দেখিতে হইতেছে যে, "ঐ ঐ দেশের লোকেরা মহার্ঘ্যদরে চিনি পায়, কিন্তু রপ্তানী বাণিজ্যের চিনি বিদেশীরা শস্তায় খায়।" এ কথাতো আমরা বরাবর বলিয়া থাকি, দেশে খাইব, দেশের ভাই দাদাকে দ্রব্য বিক্রয় করিব, ইহা হইল ব্যবসায়নীতি কিন্তু বাণিজ্যনীতি তাহা নহে। বাণিজ্যনীতি এই যে,—বিদেশে মাল না পাঠাইলে তাহাকে বাণিজ্য বলা হয় না, বাণিজ্য অর্থে জাহাজ জাহাজ মাল বিদেশে পাঠান, তাহা না পাঠাইলে পণ্যের ফলন বৃদ্ধি হয় না, জাহাজী কাজ চলে না,

ইয়োরোপ ও আমেরিকায় জাহাজী কাজ নষ্ট হইলে উহাঁদের দেশের শ্রীবৃদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে, পরন্তু জাহাজ না থাকিলে অনেক রাজ্য থাকে কি না সন্দেহ এবং জাহাজ না থাকিলে বিদেশী টাকা স্বদেশে লইয়া যাওয়া যায় কি না তাহাও সন্দেহ। কাজেই গ্রেটব্রিটনের চিনি সমিতি এ পক্ষে সুবিধাই করিয়াছিলেন। নির্দ্ধারিত অর্থাৎ প্রাগাভাস বা ফোর-কাষ্টের শস্যের উপর মাশুল বসাইয়া ছিলেন, এবং ঐ উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে প্রেরণ করিলে উক্ত মাশুল ফেরৎ পাওয়া যাইবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ধরুন, ১০০ শত মণ চিনি অমুকের ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইবে, ইহা নির্দ্ধারিত হইল, উক্ত ১০০ শত মণ চিনির জন্য তাহার ১০০৲ টাকা ডিউটি লাগিবে, ইহাই হইল আইন। তৎপরে সে ব্যক্তি যদি ঐ ১০০/ মণ চিনি ভারতে কিংবা অন্য কোথাও চালান দেয়, স্বদেশে বিক্রয় না করে, তাহা হইলে সে উক্ত ১০০৲ টাকা প্রিমিয়ম বলিয়া ফেরৎ পাইবে। এই কারণ সকলেই বিদেশে চিনি পাঠাইতে উৎসাহী হইয়াছিল। এই কারণ স্বদেশে কোন চিনির মহাজন চিনি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহেন; যদি করেন, তাহা হইলে অধিক দরে, পরন্তু এই অধিক দরের মধ্যে স্বদেশে হাতফেরা ব্যবসায়ীদিগের হাত ফিরিয়া আরও দুর্ম্মূল্য হয়। দেশের লোকসংখ্যা যত বৃদ্ধি হয়, হাতফেরা ব্যবসায় তত বৃদ্ধি হয়; কেন না, দেশের সমুদয় লোকগুলি প্রতিপালন হইবে তো? এইজন্য সকল দেশের মহাজনের ঘরে এক দর এবং ফোড়ের ঘরে ও ফিরিওলার নিকট তাহাপেক্ষা অধিক দর হইয়াই থাকে। এক্ষণে এইজন্যই স্থানীয় লোকেরা এই চিনি সমিতির উপর ঝাল ঝাড়িতেছেন, সভা ছাড়িতেছেন। এখন অনেকে বলিতেছেন, "গ্রেটব্রিটেন তো কাকের বাসায় কোকিলের ছানা! অন্যের মস্তকে চাঁটি মারিয়া, উহারা ফোঁফল-দালালী করিয়া খায়, কেন না, উঁহাদের দেশে তো চিনি হয় না, উঁহাদের প্রচুর শুষ্ক টাকা মাত্র পুঁজি! সেই টাকা দিয়া উঁহারা ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানাস্থানে চাসবাস, কলকারখানা ও আপিস করিয়াছেন; উদ্দেশ্য বাণিজ্য কর। সেই সকল দেশের সঙ্গে উহাঁদের তো মায়া-মমতা নাই, উহাঁদের উদ্দেশ্যই যখন এক দেশের মাল অন্য দেশে লইয়া যাওয়া, তখন উক্ত প্রিমিয়ম নীতিতে উহাঁদেরই সুবিধা হইয়াছে। কেন না, উহাঁরাই বিদেশী বাণিজ্য করেন, কাজেই উহাঁরাই প্রিমিয়ম ফেরৎ পান। আমাদের তাহাতে কি?

আমরা বলি, সুযুক্তি দেখাইয়া না হয় "প্রিমিয়ম" তুলিয়া দেওয়া হউক, তাহা বলিয়া এরূপ সমুন্নত দেবদুর্লভ চিনি-সমিতি উঠাইয়া দেওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। মনে হয় কি, যখন বিটচিনির জন্য পৃথিবীতে ইক্ষু চিনি স্থান পাইতেছিল না, আমাদের ভারতের কথা জানি, শস্তার বিট চিনির জ্বালায় চীন মারিশ চিনি ভারতে আসা বন্ধ প্রায় হইয়াছিল, ৭৲ টাকার কমে চীন ও মারিশ চিনি ভারতে আসিতে পারিত না, কিন্তু সে সময় উৎকৃষ্ট বিট চিনি ৫৷৹,৬৲টাকা মণ ভারতে বিক্রয় হইতেছিল, তখন এই চিনি-সমিতিতে শ্রীমান্ জোসেফ মহোদয় এক চুক্তিপত্র খাড়া করেন যে, ইক্ষু ও বিট চিনি সমান দর হউক, এ কারণ অতিরিক্ত ডিউটি বিট চিনি র উপর বসান হউক, তখন ঐ চুক্তিপত্রের মতানুসারে চিনি সমিতি জর্ম্মণ, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, ইতালি, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের স্বাক্ষর করান, কেবল স্পেন গবর্ণমেণ্ট উহা অনুমোদন করেন নাই। তাহাতে চিনি সমিতি এরূপ হারে বিট চিনির উপর ডিউটি করেন যে, ইক্ষু ও বিট চিনি সমান দর হইয়া গেল। ভারতেও এই সময় জর্ম্মণ বিটের উপর ১৲, ১৷৹ টাকা মণ করা অতিরিক্ত ডিউটি করা হইয়াছিল। তাহাতেই চীন, মারিশ প্রভৃতি দেশের ইক্ষু চিনি ও জর্ম্মণ বিট চিনির দর ৭৲ টাকা সমান করা হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করি, যদি এই চিনি সমিতি না থাকিত, তাহা হইলে কোন গবর্ণমেণ্ট জর্ম্মনিকে ঘাঁটাইতে সাহস করিতেন কি? যিনি উহা একক ভাবে করিতে যাইতেন, তাঁহার সহিত জর্ম্মণ সম্রাটের যুদ্ধ বাধিয়া যাইত কি না? কিন্তু চিনি সমিতির কৃপায় জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট যখন দেখিলেন, জগতের প্রায় সমুদয় গবর্ণমেণ্ট একদিকে হইয়াছেন, চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তখন কাজে কাজেই তাঁহাকে রাজী হইয়া স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল এবং সেই ধাক্কা না সাম্‌লাইলে ইক্ষু চিনির অস্তিত্ব জগতে থাকিত কি না তাহা অনেকে সন্দেহ করেন। তাই বলি, যদি প্রিমিয়ম লইয়া গোল উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে সরল ভাবে উহার মীমাংসা করিয়া গ্রেট ব্রিটনের চিনি-সমিতিকে রক্ষা করা হউক।

উক্ত চিনি সমিতির উপকারের কথা আমরা একমুখে বর্ণনা করিতে পারি না। উহা নষ্ট হইলে, অথবা সমিতির অঙ্গহীন হইলে, জগতে চিনির কাজ ওতঃপ্রোত হইয়া যাইবে। তাহা হইলে জর্ম্মণ বিট চিনি যে পুনরায় জোর করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? ঐ দেখুন, জর্ম্মণ সম্রাট যুদ্ধ কে

মুচ্‌কে হাসিতেছেন, এবং দাড়ি গোঁফ মোচরাইতেছেন ও আস্তে আস্তে হাসিয়া বলিতেছেন, "চুলায় যাও", গ্রেটব্রিটনের চিনি-সমিতি নষ্ট হইলে জর্ম্মণ বিট চিনি হয়তো পুনরায় জগত জয় করিবে। গ্রেটব্রিটনের চিনি-সমিতির আরও উপকার এই যে, আজ ৩ মাসের কথা, ভারতবর্ষে লালী জাভা চিনি ৯৲ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছিল, তখন ঐ চিনি সমিতিই বলিয়াছিল, "ভারতীয় চিনির মহাজনেরা সাবধান হইবেন, জর্ম্মণ বিট চিনি আগষ্ট মাসে ৫ হাজার টন ভারতে চালান যাইতেছে, অতএব ভারতে চিনির দর হ্রাস পাইবে! বস্তুতঃ হইলও তো তাই! ৯৲ টাকা মণের চিনি ৬৸৹ টাকা, ৬৸৹ আনা দাঁড়াইল তো! অনেক ভারতীয় চিনির মহাজন ঐ সংবাদে সতর্ক হইল, তাই এই বর্ষের প্রারম্ভে যেরূপ ভাবে কলিকাতায় চিনি আসিতেছিল, আগষ্টের শিপে একেবারে তাহা কমিয়া গেল। একথা আমাদের ভারত গবর্ণমেণ্টও স্বীকার করিতে হইয়াছে।

আমরা তো ভারতে চিনি-সমিতির ব্যবস্থা উপভোগ করি না, যদি চিনি-সমিতির ব্যবস্থা ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতে চালাইতেন, তাহা হইলে ১২ লক্ষ টন চিনি-প্রসবিনী জাভা, ১৮ লক্ষ টন চিনি-প্রসবিনী ভারতীকে উল্টে চিনি বিক্রয় করিয়া যাইতে পারিত না। আমাদের ভারতের চিনি বাণিজ্যের পণ্য করা হইল না, ইহাই আমাদের দুঃখ! আমরা চিনি-সমিতির মতে স্বদেশে ১৮৲ টাকা মণ চিনি খাইতে চাই এবং তাহাতো স্বদেশী দোবরা ১৪৲ টাকা মণ আমরা বর্ত্তমান সময়ে খাইতেছি। তাই বলি, এই দেশে ঐ প্রিমিয়ম্ প্রথা প্রবর্ত্তিত হউক। ভারতের ইক্ষুচাসী ও চিনির মহাজনদিগকে বলা হউক, যাঁহারা ভারতের চিনি বিদেশে পাঠাইবে, তাঁহারা ১০০৴ মণ চিনিতে ১০০৲ টাকা প্রিমিয়ম ফেরৎ পাইবে। পরন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ইক্ষুচাসে দাদন প্রদান করুন, তাহা হইলে দেখিবেন, ভারতের চিনির কাজ উন্নত হয় কি না? এই সকল কথা আমরা কোথায় আজ গ্রেট ব্রিটনের চিনি-সমিতিকে জানাইব, তাহা না হইয়া আজ এ কি শুনিতেছি, তাঁহাদের ঘরোয়া গণ্ডগোল। আমাদের দুঃখের কথা বলিবার স্থানটিকে ভগবান রক্ষা করুন।

ঘৃতব্যবসায়ী সমিতি।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল নিবারণ কল্পে ভারত-গবর্ণমেন্ট বাহাদুরের তীব্রদৃষ্টি পড়িয়াছে। সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশ, এজন্য তিনি আইন সংস্কারের প্রার্থী হইয়াছেন; প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহের নিকট মতামত গ্রহণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেন্ট বাহাদুর আপন অভিমত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের স্ব স্ব অভিপ্রায় শীঘ্রই জানাইবেন এইরূপ আজ দশ বৎসর হইতে শুনা যাইতেছে। ঘৃত-সমিতিও আজ প্রায় তিন বৎসর হইতে তাঁহাদের দুঃখের কথা গবর্ণমেন্ট বাহাদুরকে জানাইবার জন্য কেবল খসড়া করিতেছেন। ঐ সকল বহুদিনের পুরাতন সংবাদ।

কলিকাতাস্থ ঘৃত-সমিতির সদস্যেরা সকলেই বিশুদ্ধ ঘৃত বিক্রয়ের প্রার্থী হইয়াছেন, এজন্য ঘৃত-সমিতি হইতে ব্যবস্থা হইয়াছে, যে যে মোকামের তেলা ঘী কলিকাতা সহরে আসিবে, সেই সেই মোকামে তাহাকে ফেরৎ পাঠান হইবে। এই নিয়মে অনেক ঘী ফেরৎ পাঠান হইয়াছে ও হইতেছে। একারণ অনেক ব্যাপারী কলিকাতায় আর ঘৃত আনিবেন না বলিতেছেন। পরন্তু শুনিতেছি, ঘৃত আমদানীও সহরে কমিয়াছে, লালীঘীর দর এই নওয়া-লীর সময় কোথায় হ্রাস হইবে, তাহা না হইয়া ২৲ ৩৲ টাকা দর তেজ হই-য়াছে। লালী তেলাঘীর দর প্রায় ৪৯৲, ৫০৲ টাকা মণ হইয়াছে। এক্ষণে সমিতির নিকট ঘৃত পাস করাইবার জন্য অনেকে অনেক কথা বলিতেছে কিন্তু সভাপতি মহাশয় এ বিষয়ে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তব্যপালন করিতেছেন। ঘৃতের ব্যাপারী ও মহাজনেরা কেহই এক্ষণে মন্দ ঘী বিক্রয়ের প্রার্থী নহেন, এখন তাঁহারা সকলেই প্রার্থনা করেন, এবং বলেন, কেহই তাঁহারা সমিতি পরিত্যাগ করার প্রার্থী নহেন। তাঁহাদের ঘীকে পাস করা হউক, নতুবা সমিতি তাঁহাদের প্রতি অবিবেচনার কাজ করিতেছেন, অন্যায় রূপে তাঁহাদের সমিতি হইতে তাড়ান হইতেছে। সমিতির নির্ব্বাচিত পরীক্ষকেরা ঘৃত পরীক্ষা করিতে গিয়া যে স্থলে মতদ্বৈধে নিপতিত হইবেন, সেই স্থলে ডাক্তার দ্বারা রাসায়নিক পরীক্ষা করাইয়া সেই ঘৃতকে পাস করান হউক। ভাল প্রমাণীত হইলে, সেই ঘীকে বাজারে কেন বিক্রয় করা হইবে না।

অন্যপক্ষের কেহ কেহ রসায়ন শাস্ত্রকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না এবং কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহা ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু আমরা বলি, নির্ব্বিবাদের পথ ব্যয় সাপেক্ষ হইলেও তাহা করা সমিতির কর্ত্তব্য। অধিকন্তু একথাও সত্য যে, ঘৃতের দোকানদারগণ সর্ব্বদা ঐ কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা কি জানেন না যে, কোন্ মোকামের ঘৃত কি প্রকার? অতএব এজন্য তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর গোলযোগ করা কর্ত্তব্য নহে। ঘৃতের দরের তারতম্য হইলেও কি তদ্দ্বারা বুঝা যায় না যে, কোন্ ঘী ভাল এবং কোন্ ঘী তাহাপেক্ষা নিরেশ? কলিকাতার সমুদয় ঘী কি একদরের হইবে? দর কমবেশী কি কারণে হয়? সকলেই যখন ভাল ঘী বিক্রয়ের পক্ষপাতী, তখন ইহার মীমাংসা তাঁহাদের মধ্যেই হওয়া কর্ত্তব্য। এই গোলযোগের জন্য অনেকে সন্দেহ করেন যে,এই কারণে ঘৃতসমিতি অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। আবার কেহ কেহ বলেন, উক্ত গোলযোগ দোকানদারগণের স্বার্থে আঘাত লাগিলে হইবেই হইবে, তজ্জন্য ঘৃতসমিতি কিছুতেই নষ্ট হইবে না, কারণ এই গোলযোগে এতদিন ঘৃত-সমিতি হয় তো উঠিয়া যাইত, কিন্তু এবার ঘৃত-সমিতির পশ্চাতে "মাড়য়ারী এসোসিয়েসন" যোগদান করিয়াছেন; তাঁহারা যদি বুঝেন যে, অমুক হিন্দুস্থানী মহাজন মন্দ ঘী বিক্রেতা, তাহা হইলে তাঁহাকে সামাজিক দণ্ড বিধান করিবেন। কাজেই ঘী পাস করা লইয়া ঘৃত-সমিতিতে যতই গোলযোগ হউক, ঘৃত-সমিতি অক্ষয় হইয়া রহিবে।

গত ২৬শে আগষ্ট লক্ষীদাস প্রেমজী এবং গত ২৭শে আগষ্ট শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত (ঘী মার্চেণ্ট) ঘৃত-সমিতিতে যে পত্র দিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহার উত্তর না দিবার কারণ কি? বোধ হয়, এতদিনে উত্তর দেওয়া হইয়া থাকিবে। তৎপরে বাঙ্গালা ভাষায় লক্ষীদাস প্রেমজী এক বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, গণ্টুর লক্ষী মার্কা ঘৃতের "বিশুদ্ধতার প্রমাণ এই যে, ইহা বহুবার কলিকাতা করপোরেশনের খাদ্য-পরীক্ষক নমুনা স্বরূপ তাঁহাদের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন, প্রত্যেকবারই ইহা বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।" পরন্তু ঠিক ঐ ভাবের কথা গত ৬ই সেপ্টেম্বর "বেঙ্গলী" পত্রের প্রেরিত স্তম্ভে বিচারক (Justice) মহাশয় লিখিয়াছেন,—"Lakshmi" mark has never been prosecuted by the Calcutta Corporation. অর্থাৎ লক্ষী মার্কা ঘী কলিকাতার করপোরেশন কর্ত্তৃক কখনই অভিযুক্ত হয় নাই।

কিন্তু গত ৮ই সেপ্টেম্বরের ঘৃত-সমিতির অধিবেশন স্থলে "মহাজনবন্ধু" সম্পাদক ঐ কথার সত্যতা সম্বন্ধে সভার সদস্যদিগকে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইলেন যে, "ঐ ঘৃত বিক্রয় করিয়া সুখদেব সিউনারায়ণ বাবুর ফারমকে কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহোদয় ১০০৲ টাকা দণ্ড করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিলেন, বহুবাজারের একজন বাঙ্গালী দোকানদার (নাম জানিয়া দিব) ৭০৲ টাকা দণ্ড দিয়াছেন। আরো অনেকে ঐ গণ্টুর ঘী বিক্রয় করিয়া দণ্ড দিয়াছেন কি না, সে সংবাদ কে রাখে? লক্ষীদাস প্রেমজী ব্যাপারী, তাঁহার ঘীর আড়ত নাই, তিনি ঘীর দোকান করিয়া ঘী বিক্রয় করেন না, অতএব তাঁহাকে করপোরেসন না ধরিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা ঐ ঘৃত লইয়া গিয়া দোকানে বিক্রয় করিয়াছেন, শুনা যায়, তাঁহাদের অনেককেই দণ্ডিত হইতে হইয়াছে। এ কথা সত্য কি না? ইহাও মহাজনবন্ধু সম্পাদক মিউনিসিপ্যালিটির ফুড ইনসপেক্টার ডাক্তার চুনীলাল সেন মহাশয় যিনি উক্ত সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উক্ত কথা সমর্থন করিলেন, বলিলেন, "হাঁ, গণ্টুর ঘীর জন্য পূর্ব্বে অনেকে দণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে গণ্টুর ঘী ভাল হইয়াছে, তাহা আমি দেখিয়াছি।"

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের ফারমের পক্ষ হইতে অশোকবাবু বলিলেন, "যদি কোন ব্যাপারীর ঘী যাহা পূর্ব্বে মন্দ ছিল, এক্ষণে তাহা ভাল হয়, তাহা হইলে তাহা বিক্রয় করা যাইবে কি না?" এ কথার সন্তোষজনক উত্তর কিন্তু কোন সদস্য দিলেন না। যাঁহারা সমিতি হইতে ঘৃত পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা উক্ত ঘৃতকে মুখে দিবেন না বলিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদের পক্ষে কথা এই যে, আমরা যাহা নিজে না খাইব, তাহা অন্যকে খাইতে বলিব না। উহাঁদের দ্বারা ঘৃত পরীক্ষা হয় এইরূপে যথা,— "বর্ণ দর্শন, গন্ধ আঘ্রাণ এবং আস্বাদ গ্রহণ।" অতএব উহাঁরা না খাইলে আস্বাদ পাইবেন কোথা হইতে? কাজেই গণ্টুর ঘী সম্বন্ধে কোন সুমীমাংসা হইল না। উহা যদি ভাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেন উহাকে বিক্রয় করা হইবে না?

এ দিকে আমরা গত ১২ই আশ্বিনের "বঙ্গবাসী" পত্রে দেখিতেছি যে, ১৬৩ নং কটন ষ্ট্রীটে্ মুরলী চর্ব্বি মিশান ঘৃত বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া তাহার ৩০৲ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। উক্ত কটন ষ্ট্রীটে্ এবং ঐ

১৮৩ নং কটন ষ্ট্রীটের নিকটেই ঘৃত-সমিতি নহে কি? এ জন্য "মাড়য়ারী এসোসিয়েসন" কি বলেন? এবং ঘৃত-সমিতি কি বলেন, আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। পরন্তু "বঙ্গবাসী" সম্পাদক মহাশয়কেও বলি, তিনি ভেজালে দণ্ড ১২ই আশ্বিনের কাগজে যাহা লিখিয়াছেন, ঐ সকল সংবাদ গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠের বঙ্গবাসীতে" তাহাই লিখিয়াছেন কি না, খুলিয়া দেখুন দেখি! উক্ত একই সংবাদ গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ এবং ১২ই আশ্বিন এই দুই তারিখে কেন লেখা হইল? সাধারণকে ভয় দেখান উদ্দেশ্য কি? অথবা ঘৃত-সমিতি কোন কার্য্য করিতেছে না, তাহাই জানান উদ্দেশ্য?

মান্দ্রাজ বিভাগের ঘী।

ভেজাল খাদ্য ধরিবার পক্ষে কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটিকে সোণার চাঁদ বলিতে হয়। কেন না, কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটিকে ভেজাল জন্য যিনিই যাহাই বলুন না কেন, কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি কিন্তু নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করেন না। মান্দ্রাজের মিউনিসিপ্যালিটি এ পক্ষে নিদ্রিত! এই হেতু মান্দ্রাজ বিভাগে ঘৃতের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা মনে করিলে, শরীর শিহরিয়া উঠে। সম্প্রতি মান্দ্রাজ বিভাগে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়া তথাকার কর্ত্তৃপক্ষেরা মান্দ্রাজের মিউনিসিপ্যালিটিকে খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। একারণ তাঁহারা মান্দ্রাজ বিভাগের বহুস্থানের খাদ্যদ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করিয়া যাহা পরীক্ষা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ঘৃতের বিষয় আমরা এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। রেঙ্গুন হইতে আনীত পচা চাউল এবং মান্দ্রাজী ঘৃতকেও তথাকার স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রামক পীড়ার মূলীভূত কারণ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯১২ সাল) কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সুবিখ্যাত "ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস" নামক ইংরাজী সংবাদ-পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, "মান্দ্রাজ বিভাগের রাসায়নিক পরীক্ষক তথাকার ঘৃত পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—

"১নং নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, ইহার বর্ণ উদ্গীরিত পদার্থ—

বমনের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং গন্ধও তদ্রূপযুক্ত। ২ ও ৪ নম্বর নমুনায় তেলাগন্ধ পাওয়া গেল, এই তৈলগন্ধ এক প্রকার শিকড়ের গন্ধের ন্যায়। ৩ নম্বর নমুনার গন্ধ পচা-তেলের ন্যায়। ৪ নম্বর নমুনার বর্ণের সহিত ১ নম্বর নমুনার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ২, ৩, ও ৪ নং নমুনা উদ্ভিজ্জ পদার্থের মণ্ড হইতে প্রস্তুত, ইহাতে ঘী, চর্ব্বি কিংবা মাখনের কিছুই অস্তিত্ব নাই। এই সকল নমুনার দুর্গন্ধের কারণ—ঐ সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থের পচানির জন্য বলিতে হইবে। ১নং ও ৫নং নমুনায় প্রত্যেকটিতে উদ্ভিজ্জের ও জন্তুর চর্ব্বি কিয়ৎ পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে।"

সরকারী রিপোর্টের এই সংবাদে বোধ হইল, মান্দ্রাজ বিভাগে যাহা ঘৃত নামে অভিহিত, তাহা অন্য পদার্থে পরিণত; চর্ব্বির অস্তিত্ব ১নং ঘৃতেও যখন কিয়ৎ পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে, তখনই বুঝুন ব্যাপার কি? অর্থাৎ তথায় চর্ব্বির ঘীও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে? আজ কয়েক বৎসরের কথা, আমরা গঞ্জাম বহরামপুর প্রভৃতি স্থানে (মান্দ্রাজ বিভাগে) ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম, আমাদের বেশ স্মরণ হইতেছে, সর্ব্ব প্রথম বহরামপুরের (গঞ্জাম) চাকরকে যখন আমরা ঘৃত কিনিবার জন্য পয়সা দিতে যাইতেছি, সেই সময় স্থানীয় জনৈক বন্ধু নিষেধ করিয়া বলেন, "এ সকল প্রদেশে ঘী নামে অন্য এক পদার্থ পাইবেন, ঘী পাইবেন না, এই কারণ আমরা পাড়ায় পাড়ায় গবা পুষিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি, অথবা পাড়ায় যাঁহারা ঘৃত করেন, তাঁহাদের নিকট ক্রয় করিয়া আমরা ব্যবহার করি। বাজার হইতে ব্যবসায়ীর দোকানের ঘী কিছুতেই আমরা ক্রয় করি না। আপনারা ঘৃত ক্রয় করিতে দিবেন না, উহা আমাদের বাড়ী হইতে দিব।" আমরা বন্ধুর ঐ কথা শুনিয়া তৎপরে মান্দ্রাজ বিভাগে অপর যে যে স্থানে গিয়াছিলাম, তথাকার ঘী আর স্পর্শ করি নাই। কারণ ঐ সকল স্থানের ঘৃত বমির মত পদার্থ ও তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধযুক্ত। শুনা যায়, মান্দ্রাজ হইতে "মান্দ্রাজী ঘী" রেঙ্গুন সহরে চালান যায় এবং মান্দ্রাজের গরীব দুঃখী লোকেরা উহাই ভক্ষণ করে। কলিকাতা হইতেও রেঙ্গুনে তেলচর্ব্বি ও ভাল ঘী চালান যায়। মান্দ্রাজ বিভাগের ঘী অন্ততঃ ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় অপর্য্যাপ্ত আমদানী হইত, কলিকাতায় ঘৃত মহার্ঘ্য হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাও একটি কারণ যে, বর্ত্তমান সময় উক্ত বিভাগের ঘৃত একেবারে

কলিকাতায় আমদানী বন্ধ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা বন্ধ হইবার একমাত্রে কারণ, কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ আইন। কেন্ না, উক্ত ঘী কলিকাতায় আমদানী হইলেই এখনকার মিউনিসিপ্যালিটি তাহা ধরিয়া দণ্ড বিধান করেন। এজন্য আমরা কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটিকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। নতুবা মান্দ্রাজ বিভাগ হইতে মছলিপত্তন প্রভৃতি স্থানের কুপার ঘৃত প্রচুর পরিমাণে কলিকাতায় আমদানী হইত। এক্ষণে কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির কল্যাণে সেই কুপা কাৎ হইয়াছে। রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে মান্দ্রাজী ঘী রপ্তানী হওয়া অসম্ভব নহে, কেন না, যে রেঙ্গুনে "নাপ্পি" খাওয়া ব্যবস্থা আছে, সেই নাপ্পির স্থলে মান্দ্রাজী ঘী অমৃত লাগিতে পারে, কিন্তু কলিকাতায় তাহা চলে না। নানাদেশের রুচি অনুসারে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যের প্রচলন জগতের মধ্যে দেখা যায়। চর্ব্বির ঘী সাহেবদের দেশে প্রচলন থাকিতে পারে এবং এই সকল কারণে বড় বড় সহরে যথায় সকল দেশের লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করে, তথায় যে কোন পণ্যকে বন্ধ করা চলিতে পারে না। কলিকাতার মিউনিসি-প্যালিটীর কল্যাণে যদিও সহরে এ বিষয় বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গের মফঃস্বলগুলিতে তদ্রূপ ব্যবস্থা কিছু হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ২।১ স্থানের ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহোদয়েরা এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেও সকল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়েরা এ বিষয় এখন নিশ্চিত লক্ষ্য করেন নাই। এই সকল কারণে আমরা বঙ্গের প্রত্যেক জেলা, প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসী ভদ্রমহোদয়দিগের নিকট বিনীতভাবে করযোড়ে বলিতেছি যে, তাঁহারা স্ব স্ব পল্লিতে, অভাবে চাঁদা করিয়া, মহিষ পুষিয়া ঘৃত প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহা ব্যবহার করুন। ব্যবসায়ীরাও স্মরণ রাখিবেন যে, মান্দ্রাজীরা ঘৃতে ভেজাল দিয়া এই ফল পাইয়াছেন যে, কলিকাতার ন্যায় একটি প্রধান গ্রাহক তাঁহারা হারাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের ঘৃতের ব্যবসায়ে উন্নতি হয় নাই বলিতে হইবে, পরন্তু আমরা কলিকাতাস্থ মিউনিসিপ্যালিটির নিকট এ সম্বন্ধে অন্যান্য প্রার্থনার সহিত ইহাও চাই যে, তাঁহারা বাজার হইতে যে সকল ঘৃতের নমুনা তুলেন, সেই সকল নমুনার মধ্যে যেগুলি দূষিত হয়, তাহারই যেন দণ্ড বিধান করেন, কিন্তু ঐ নমুনার মধ্যে যে সকল ভাল ঘী হয়, তাহা যেন ছাড়িয়া দেন। ঐ সঙ্গে তাহার সার্টিফিকেট দোকান-

দারেরা কেন না পান? তাহা পাইলে এই উপকার হয় যে, এখন যেমন সাধারণের ধারণা হইয়াছে যে, কলিকাতায় আদৌ খাঁটি ঘী নাই, সেই ধারণা যে ভ্রমপূর্ণ, তাহার একটা মীমাংসা ঐ সার্টিফিকেটে হইতে পারে। কেন না, সাধারণে জানেন না যে, মিউনিসিপ্যালিটির নিকট অনেক ঘী নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি পাইয়া থাকে। আশা করি, সাধারণের এই ভ্রম কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি ঐ সার্টিফিকেট দিয়া সংশোধন করিবেন। উচিৎ মূল্য দিলে এখনো কলিকাতায় খাঁটি জিনিষ পাওয়া যায়। আমরা শুনিলাম, যে সকল ভাল ঘী মুক্তি লাভ করে, তাহার সার্টিফিকেট যাহাতে ঘৃত বিক্রেতারা পান, তজ্জন্য ঘৃত-সমিতি হইতে পুনরায় চেয়ারম্যানের নিকট পত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

উল্টাডাঙ্গার মহাজনদিগের আবেদন!

"কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট" সভার সভাপতি ও সদস্যবর্গ

মহাশয়গণ সমীপেষু—

৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪৬ নং ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড ও গ্যালিক ষ্ট্রীটের নিম্ন স্বাক্ষরিত পাট ও অন্যান্য দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসায়ীগণের আবেদনপত্র।

সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

১।—মহাভাগ! আমরা বিনীত আবেদনকারীগণ আপনার প্রদত্ত নোটীশ পাইয়া ভীতিপ্রাপ্তি পূর্ব্বক সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি যে, ৪৬ নং ক্যানাল রোডের কিয়দংশ ও সমস্ত গ্যালিক ষ্ট্রীট—"কলিকাতা উন্নতি স্কীমের" জন্য আপনাদের প্রয়োজনে লাগিতেছে এবং উহা খুব শীঘ্র আপনাদের দখলে আসিবে ও উহার দখলের বিরুদ্ধে যদি কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে উহা যেন ১৯১২ সালের ৩১শে অক্টোবরের বা তৎপূর্ব্বে ৫ নং ক্লাইব ষ্ট্রীটস্থ ট্রাষ্ট কমিটীর অফিসে জানান হয়। তদনুসারে আপনার বিনীত আবেদনকারীগণও সুবিবেচনার্থ উক্ত প্রস্তাবিত দখলের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে সাহসী হইয়াছে।

২। প্রায় ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া আপনার অধিকাংশ আবেদনকারীগণ গবর্ণমেণ্ট খাসসহরে বহুদিনস্থায়ী প্রজারূপে ঐ ভূমি ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছে এবং জমীদারের অধীনে প্রজা ও পাঁচ বৎসর অন্তর গবর্ণমেণ্টের নিকট নূতন নূতন লিজ্ (পাট্টা) পায় এবং ঐরূপ পাট্টা গতবারে মঞ্জুর হইয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতে উহা আরও হইবে এই মনে করিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক তদুপরি করগেট আইরণের বিস্তীর্ণ গুদামঘর ও চালা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহাতে "আড়ৎ" এবং কারবার সম্বন্ধে পাট, তিসি, সরিষা ইত্যাদি অন্যান্য দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য গুদামজাত করা হয়।

৩। যে সকল জুট (পাট) অন্যান্য দেশীয় উৎপন্ন শস্য লইয়া আপনার আবেদনকারীগণ ব্যবসায় করে, তাহা নৌকা করিয়া এখানে আইসে (ঐ সব নৌকায় সময়ে সময়ে ক্যান্যাল পরিপূর্ণ থাকে) এবং আড়তে গুদামজাত হয়, বিশেষতঃ ব্যবসার সুবিধার জন্য সেখানে ঐ সব নৌকা রক্ষিত হয়। তজ্জন্য ক্যানাল সাইডের এই অংশ ব্যবসায় কার্য্যের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং তাহারা আপনার নিকট সবিনয়ে এই প্রার্থনা করিতেছে যে, ট্রাষ্ট কমিটী যদি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক এই অংশ (যাহা ক্যানালের পার্শ্বের কিঞ্চিন্মাত্র সংকীর্ণ স্থান) ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে ক্যানাল সাইড ছাড়া, উহার ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী অতিরিক্ত ভূমিতে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

৪। অধিকাংশ আবেদনকারী নিজ নিজ গ্রাম্যভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ব্যবসায় চালাইবার উদ্দেশে কলিকাতায় উপনিবেশের বাসিন্দা হইয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে ও মফঃস্বলের ব্যবসাদারগণকে লক্ষ লক্ষ টাকা বিলাত বাকী ও দাদন স্বরূপ দিয়াছে। কারণ উহা না দিলে তাহাদের ঐ সকল মফঃস্বল ব্যবসায়ীগণের নৌকা ভিন্ন মালপত্রাদি আড়তে পাঠাইবার অন্য কোন উপায় নাই এবং যদি প্রস্তাবিত দখল গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আবেদনকারীগণকে একেবারে ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে হইবে। ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিলে আমাদের বিলাত বাকী বকেয়া টাকার কিছুমাত্র আদায় হইবে না।

৫। যদি তাহাদিগকে ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় উঠিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের ও বাজারের বিশেষতঃ দেশী পাটের বাজারের (যাহা প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে শ্যামবাজারে উঠিয়াছে) অবস্থা কিরূপ

শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে তাহাই আমরা ভীতচকিতনেত্রে দেখিতেছি। কারণ বর্ত্তমান স্থানটীর ন্যায় ব্যবসায়োপযোগী স্থান আর কোথায় যে পাইব না, এবং ক্যানাল সাইড ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে উঠিয়া যাওয়া আর নিজ নিজ কারবার বন্ধ করা একই অর্থ।

৬। যদি ক্যানাল সাইড এবং উপরোক্ত অংশ "কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট স্কিম" উদ্দেশ্যে দখল লওয়া হয়, তাহা হইলে যে ক্ষতি আপনার আবেদনকারীগণকে স্বীকার করিতে হইবে তাহার পরিমাণ প্রায় (কোনও কোনও স্বাক্ষরিত আবেদনকারীর পক্ষে) লক্ষ লক্ষ টাকা হইবে। যদি বর্ত্তমান স্থানটী ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ টাকা আর কোনমতে আদায় হইবে না। অধিকন্তু ওয়ার হাউস ও গুদাম প্রভৃতির ধ্বংস করিতে হইলে তাহাতে যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৭। সুতরাং আপনার আবেদনকারীগণ অতীব সম্মান প্রদর্শন সহকারে প্রার্থনা করিতেছে যে, শ্যামবাজারের দেশী পাটের ব্যবসায় স্থানটী "কলিকাতার ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ২নং স্কীমে প্রদর্শিত ক্যানাল সাইড দখল করিয়া" যদি কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহা হইলে এখানকার লোকের স্বার্থ বজায় থাকিবে (বরং তাহাদের প্রয়োজনীয়তা আরও ভালরূপে সিদ্ধ হইবে)। এ স্থানটী এরূপ জনাকীর্ণ হয় নাই যে, তাহাতে কোনরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে।

৮। আপনার আবেদনকারীগণের আর একটী সানুনয় নিবেদন এই যে, উল্টাডাঙ্গা থানা হইতে বারাকপুর ব্রিজ (পোল) পর্য্যন্ত ক্যানাল সাইড, উন্নতিশীল ও বর্দ্ধিষ্ণু ব্যবসায়ের একটী বৃহৎ কেন্দ্র স্বরূপ, ঐখানকার ভূমি বরং প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতেছে ও দিন দিন উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। উহার পাশে বরাবর যে ব্যবসায় কার্য্য চলিতেছে, তাহা যদি উঠাইয়া দেওয়া হয় ও তথাকার স্থান ইম্প্রুভমেণ্ট স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যবসায়ের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অধিকন্তু উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে একটী অত্যুৎকৃষ্ট স্থান। অতএব ট্রাষ্ট কমিটীর উদ্দেশ্য যে, সহরের স্বাস্থ্য বিষয়ে উন্নতিসাধন ও রাস্তা সকল প্রশস্ত করিয়া ও যাতায়াতের বিঘ্ন দূর করিয়া ব্যবসায়ের পক্ষে সুবিধা করা তাহাতে (সেই উদ্দেশ্যে) এই স্থান দখল পূর্ব্বক সহরের স্বাস্থ্যকর কেন্দ্রস্থান হইতে বহু পূর্ব্বে ব্যবসা উঠাইয়া দিলে যে, কোন উপকার দর্শিবে তাহা বোধ হইতেছে না।

৯। এই সকল অবস্থায় উপনীত হইয়া আপনার বিনীত আবেদনকারী-গণ প্রকৃতপক্ষে সানুনয় ও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছে যে, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট স্কীম হইতে তাহাদের ঐ বাজার স্থান যেন বাঁচান হয় অর্থাৎ উহা যেন উক্ত স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা না হয়। ঐরূপ না করিলে তাহারা চিরকালের জন্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস প্রাপ্তি হইতে উদ্ধার পাইবে।

আপনার বিণীত আবেদনকারী কর্ত্তব্যকার্য্যানুরোধে স্বরূপ প্রার্থনা চিরকালই করিয়া থাকিবে।

স্বাক্ষরিত—৺চন্দ্রনাথ দালাল ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ দালাল ৪৬ নং ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড, শ্রীমহীন্দ্রনাথ সর্দ্দার ঐ ঠিকানা, শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি বেওয়া ঐ ঠিকানা, শ্রীকণিকচন্দ্র পাল ঐ ঠিকানা এবং ২৫ নং গ্যালিফ ষ্ট্রীট, শ্রীচন্দ্র-কান্ত চট্টোপাধ্যায়, ২০ নং গ্যালিফ ষ্ট্রীট, শ্রীআশুতোষ নেউগী, ২১ নং গ্যালিফ ষ্ট্রীট, শ্রীমহীন্দ্রনাথ পাল ২২ নং গ্যালিফ ষ্ট্রীট, শ্রীবিজয়চন্দ্র বসু, ঐ ঠিকানা, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ঐ ঠিকানা, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ দালাল, ঐ ঠিকানা, শ্রীগোপালচন্দ্র কুণ্ডু ঐ ঠিকানা, শ্রীঅখিলচন্দ্র বসু, ঐ ঠিকানা, শ্রীশ্যামাচরণ বসু, ঐ ঠিকানা, শ্রীস্মাইল বিশ্বাস ২৫ নং গ্যালিফ ষ্ট্রীট, শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ ঐ ঠিকানা, শ্রীসীতানাথ দাস ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ২৩ নং গ্যালিফ ষ্ট্রীট, শ্রীজ্যোতিন্দ্রনাথ মণ্ডল ও শ্রীবরদাকান্ত বল্লভ ২৮ নং গ্যালিফ ষ্ট্রীট।

মন্তব্য।—ঐ সকল মহাজনেরা ইংরাজীতে লিখিত আবেদন পত্রের অনুলিপি যাহা আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহারই বাঙ্গালা ভাবার্থ উপরে লিখিত হইল। এই বিপদের সময় আমাদের একটি পৌরাণিক গল্প মনে পড়িল। একদিন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ দুইভাই সরযু-নদীতীরে বালুকাতে স্ব স্ব ধনুক গুঁজিয়া রাখিয়া নদীতে স্নান করিতে নামিলেন। স্নান করিয়া, তীরে উঠিয়া, বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্র বালুকা হইতে ধনুক তুলিবার সময় দেখিলেন, উহার যে দিক্ বালুকাগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল, সেই দিকে রক্ত লাগিয়াছে। তদ্দর্শনে শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, "ভাই লক্ষ্মণ, এই স্থানটার বালুকা সরাইয়া দেখত, কোন প্রাণীহত্যা হইয়াছে কি না, যেহেতু আমার ধনুকে রক্ত লাগিয়াছে। লক্ষ্মণ বালুকা সরাইবামাত্র শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন, এক কোলা ব্যাঙ মুমূর্ষাবস্থায় নিপতিত, সে ঐ বালুকার ভিতর ছিল। শ্রীরামচন্দ্র যখন ঐ স্থানের বালুকাতে সজোরে ধনুক গুঁজিয়া ছিলেন,

সেই সময় ঐ ব্যাঙ আহত হইয়াছিল। যাহা হউক, শ্রীরামচন্দ্র ব্যাঙের ঈদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, আহা! তুই চীৎকার করিলিনি কেন? তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ ধনুক তুলিয়া লইতাম এবং তোকে শুশ্রূষা করিয়া আরোগ্য করিতাম।" উত্তরে ব্যাঙ বলিল, "দেখ রামচন্দ্র, যখন আমাদের সাপে ধরে, তখন আমরা চীৎকার করিয়া বলি, রাম রক্ষা কর, রাম রক্ষা কর, কিন্তু আজ দেখিতেছি, সেই রামে ধরেছে, তখন আর কাহার কাছে নালিশ করিব?"

আমরা এই আবেদন পত্রেও তাহাই দেখিতেছি। এ ক্রন্দন শুনিবে কে? ইহাঁরা তবু মহাজন, ইহাঁরা যতই বলুন—আমাদের ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে হইবে, অথবা বকেয়া বাকী আদায় করা দুর্ঘট হইবে। বস্তুতঃ প্রথম প্রথম ইহাঁদের একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে বটে কিন্তু ইহাঁরা ধনবান মহাজন, ইহাঁরা এ ঘর হইতে না হয় অন্য ঘরে সরিয়া বসিবেন, ইহাঁরা যে স্থানে যাইবেন, সেইস্থানেই বাজার হইবে, তবে খাল হইতে গরুরগাড়ী করিয়া মাল আনিতে অবশ্য অতিরিক্ত খরচা চিরদিনের জন্য চাপিবে, তাহা নিশ্চয়। এজন্য মোটের উপর ইহাঁরা সাম্‌লাইতে পারিবেন কিন্তু সহরের এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ২০।২৫৲ টাকা বেতনে আপিসে চাকুরী করেন, বাটীতে খাইতে ২।৫ জন, এইরূপ অবস্থায় ইহাঁরা পৈত্রিক ভিটায় মাথা গুঁজিয়া একরূপে দিন কাটান। আহা! তাঁহাদের দশা কি হইবে, তাঁহারা কোথায় যাইবেন? এই ভাবনায় তাঁহারা আকুল হইয়াছেন। স্বীকার করি, সহরতলীর চারিদিকে যাতায়াতের সুবিধা করা হইয়াছে এবং আরও হইবে, কিন্তু ঐ সকল স্থান এক্ষণে ম্যালেরিয়াপূর্ণ, অতএব এখনতো তাঁহারা তথায় গিয়া ম্যালেরিয়া ভোগ করুন এবং পরিজনবর্গের জন্য ডাক্তার খরচা ২০।২৫৲ টাকা ব্যয় করুন, তৎপরে তাঁহারা খাইবেন কি? পরন্তু বাস্তুভিটার মূল্য যাহা পাইবেন তাঁহারা আবার তদ্দ্বারা বাড়ী ঘর করিয়া লইতে পারিবেন কি? বোধ হয়, না। তাই বলি, অগ্রে সহরতলীর ইম্প্রুভমেণ্ট করিয়া তৎপরে সহরকে ধরিলে ভাল হইত না? তাহার পর মহাজনপক্ষে এ কথা অতি সত্য যে অনেক পরে আস্তে আস্তে তবে যে কোন স্থান ব্যবসার কেন্দ্র হইয়া উঠিবে, অতএব সেই কেন্দ্রকে ভাঙ্গিয়া দিলে, ঠিক সেটি নিশ্চয় হইবে না। উল্টাডাঙ্গা ও ভবানীপুর এগুলিকে কি সহরতলী বলিয়া অগ্রে ধরা হইতেছে? আমাদের মতে ঐ স্থানগুলি সহরতলী

নহে, আর তাই যদি হয়, তবে বলা চলে যে, উহা সবে মাত্র সহর হইতেছে, যাহা সহর হইতেছে. তাহাকে অগ্রে সহর হইতে দেওয়া হউক, তৎপরে তাহার ইম্‌প্রুভ করিলে ভাল হইত না? কাঁকুড়গাছী. ধাপা, বেলুড়, বালী. বনহুগলী এই সকল স্থানগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ সকল স্থান সহরের সামিল করা হউক না কেন? ঐ সকল স্থানগুলি উন্নত হইলে স্বতই সহর বিস্তৃতি হইবে। তাহার পর সহরের ভিতর হাত দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ঘুরাইয়া নাক দেখান মত হইতেছে। প্রায় প্রতিবর্ষেই সহরের রাস্তা বাহির হইতেছে, তাহাতে অনেকে ভিটস্থ ঘুঘু হইতেছে! আমাদের পাড়ায় এক ব্যক্তির বাড়ী যাওয়াতে সে উন্মাদ হইয়া অদ্যাপিও সেইস্থানের চারিদিকে রাত্রিবাস করিতেছে, তাহার আত্মা বাস্তুভিটার চারিদিকে এখনও ঘুরিতেছে। আহা! লোকের বাড়ীঘর গেলে ঐরূপ কষ্টই হইয়া থাকে। আমরা বলি, না হয় সহরটাকে গড়ের মাঠের সামিল করিয়া সমুদয় সহরটাকে মাঠ করা হউক। তাহা হইলে আমাদের সকল হনুমানেরই মুখ পুড়ে যাবে, দুঃখটা কম লাগিবে। না হয়, তোমরা গড়ের মাঠের উপর মনোমত সহর বানাইয়া লইয়া আমাদের ঐখানে স্থান দাও, তাহার পর আমাদের এদিকটা গড়ের মাঠ করিয়া দাও। দিল্লিতে যাহা যাইবার তাহা গিয়াছে। কিন্তু অনেকে ভাবিয়াছিলেন, কলিকাতার সহরটা বুঝি বা দিল্লি যাত্রা করিল, তাঁহারা এইবার দাশুরায়ের সেই কথা মনে করুন, "কৈ সে লঙ্কা জয় হলো. লঙ্কা যদি ফিরে এল, নাগাদ সন্ধ্যা রাবণ আসিতে পারে।" আমরা বলি, তোমরা কলিকাতার যতই ইম্‌প্রুভমেণ্ট করিবে, আর আমাদের পরমায়ু ততই কমিবে। মেছুনীর আঁস চুবড়ীর ন্যাকড়ার পরিবর্ত্তে গোলাব জলে ভিজান ন্যাকড়া দিলে তাহার অভ্যাসের ব্যতিক্রম হইবেই হইবে। বেহারার পাল্কিবহা বন্ধ করিলে তাহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে কি? ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টে কোথায় উপকার হইবে, তাহা আগামীবারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

কার্পাস-বীজের তৈল।

কার্পাস-বীজের তৈল মানুষের খাদ্যোপযোগী হইয়াছে। ভারতের বহু স্থানের লোকেরা এই তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন. সভ্যজগতেও ইহার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। ইয়োরোপ আমেরিকার অনেক সাহেবেরাও

চর্ব্বি ফেলিয়া কার্পাসবীজের তৈল ভক্ষণ করিতেছেন। সম্প্রতি আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেটসে কৃষিবিষয়ক একটি প্রধান কলেজের অধ্যাপকেরা কার্পাস বীচির তৈল কতদূর খাদ্যোপযোগী হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) কার্পাস-বীচির তৈল খাদ্যোপযোগী কি না, এ সম্বন্ধে রাসায়নবিৎ পণ্ডিতেরাই মীমাংসা করিতে সম্যক পারদর্শী। কারণ আমাদের খাদ্যদ্রব্য মাত্রই রসায়নবিজ্ঞানের অধীন। কেহ কেহ বলেন, কার্পাস-বীজের তৈল প্রত্যহ আহার করিলে শরীরের পক্ষে অনিষ্ট হইতে পারে। এ বিষয়ে আমরা এই বলিতে চাহি যে,—

(২) সম্প্রতি আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেটসে একটি সুবিখ্যাত তৈলের কলের কর্ম্মচারীরা প্রত্যহ এই তৈল, অপরিষ্কৃত অবস্থায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের দেহে কোনরূপ মন্দ ফল প্রকাশ পায় নাই।

(৩) আমেরিকা মহাদেশে সম্ভবতঃ ৫০ হইতে ৭৫ লক্ষ লোক আজকাল চর্ব্বির পরিবর্ত্তে এই তৈল ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতেও কোনরূপ মন্দ ফল প্রকাশ পায় নাই বরং এই তৈলের আদর জন-সমাজে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পৃথিবীতে যত পরিমাণ কার্পাস-তৈল উৎপন্ন হয়, বর্ত্তমান সময়ে তাহার শত করা ৯০ ভাগ মানুষের খাদ্য দ্রব্যের জন্য ব্যবহার হইতেছে।

(৪) কৃশ ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে আমেরিকা ও ইয়োরোপের ডাক্তারেরা এই তৈল ভক্ষণে ব্যবস্থা দিতেছেন। ইহা ভক্ষণে এই সকল ব্যক্তির মাংসপেশী বর্দ্ধিত হইয়া মোটা হইতেছে ও বলবান হইতেছে।

(৫) রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের মতে তরল স্নৈহিক পদার্থ চর্ব্বি প্রভৃতি গাঢ় স্নৈহিক পদার্থ অপেক্ষা সহজে পরিপাকযোগ্য।

(৬) কার্পাস বিচির তৈল চর্ব্বি ও ঘৃত অপেক্ষা সুলভ, এই হেতু দরিদ্র ব্যক্তিরাও ইহা সহজে ক্রয় করিতে পারে। আমেরিকা মহাদেশে কাঁচা, আম্র, কুল প্রভৃতি দ্রব্যের যে আচার প্রস্তুত হয়, তাহাতে এতদিন জলপাই তৈল দেওয়া হইত, এক্ষণে কার্পাস তৈল দেওয়া হইতেছে।

এই তৈল সম্বন্ধে রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা কে কি মতামত দিয়াছেন, তাহাও দেখুন,—

(ক) আটলাণ্টিকস্থিত কলেজ অব ফিজিসিয়ান নামক মেডিকেল

কালেজের রাসায়নিক অধ্যাপক ডাক্তার এভার হার্ট মহোদয় বলেন, "জান্তব চর্ব্বির ন্যায় ইহা মানবদেহে সমান উপকারী।" (খ) জর্জ্জিয়ার ষ্টেট্কেমিষ্টের খাদ্য সম্বন্ধে রাসায়নিক পণ্ডিত মহাশয় বলেন, "পরিশ্রুত কার্পাস তৈল অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য, ইহাতে বিষাক্ত পদার্থের নাম গন্ধ নাই।" (গ) নর্থকারোলিনার ষ্টেট্কেমিষ্ট বলেন, "রুটি প্রস্তুত করিতে, ভাজা ভাজিতে, আচার তৈয়ারী করিতে, এই তৈলের ব্যবহার প্রার্থনীয়।" (ঘ) আমেরিকার ষ্টেট্ বোর্ড অব হেল্থের ডাক্তার হ্যারিস মহোদয় বলেন, "আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে কার্পাস তৈল ব্যবহার করিয়া কেহ কখন মন্দ ফল প্রাপ্ত হন্ নাই।" (ঙ) অধ্যাপক জন হপ্কিন্স্ মহোদয় বলেন, "পরিশ্রুত অবস্থায় এই তৈল কিছুতেই স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী নহে।" (চ) ওয়াসিংটনের কৃষি বিভাগের রাসায়ন অধ্যাপক বিজলো মহোদয় বলেন, "জলপাইয়ের তৈলের ন্যায় ইহা সুস্বাদু না হইলেও উহার সহিত সমান পুষ্টিকর খাদ্য। (ছ) ওয়াসিংটনের প্রধান রসায়নবিৎ পণ্ডিত ডাক্তার ওয়াইলি মহোদয় বলেন, "ইহা সুস্বাদু, মিষ্ট, পুষ্টিকর ও সহজে হজম হয়। (জ) কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক ডাক্তার ভণ্ট মহোদয় বলেন, "পরিশ্রুত কার্পাস তৈল ব্যবহার করিয়া কাহারও কোনরূপ বিপদ ঘটে নাই।"

তাই বলি, আর কেন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে চর্ব্বির ঘী ভক্ষণ করিয়া কুষ্ঠরোগের সৃষ্টি করা হয়। মেদিনীপুর, মানভূম প্রভৃতি স্থানে পেঁয়াজ ও চর্ব্বির ঘী চালাইয়া, কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব হিন্দুদের মধ্যেও দেখা দিয়াছে। উহার অন্যান্য যে কোন কারণ থাকুক না কেন, চর্ব্বির ঘী ও পেঁয়াজ তন্মধ্যে অপর প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাদ্য-দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা যদি ইহার কারণ হয়, তাহা হইলে এ সময় কার্পাস তৈল ব্যবহার করা হউক। কারণ ইহা দামে শস্তা। অভাবপক্ষে তেলা ঘী ভাল, চর্ব্বি কিছুতেই হিন্দুর ভক্ষ্য দ্রব্য নহে এবং উহা এখনো ঘীর মূল্যেই কিনিতে হয়, উহাকে ঘী বলিয়া ঠকাইয়া বিক্রয় করে। বড় বড় ডাক্তারেরা বলিতেছেন, তেল ভাল কিন্তু চর্ব্বি ভাল নহে।

Registered No. C 270.

১২শ বর্ষ।] আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩১৯ সাল। [৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা।

(বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত)

THE MERCHANT'S FRIEND.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও কল-কারখানা-বিষয়ক

মাসিক-পত্র ও সমালোচন।

কলিকাতা, ২৪ নং গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা হইতে

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচী।

শ্রীসত্যচরণ পাল কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

"বাণীপ্রেসে"

জে. এন্. দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৯।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা।] [অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা।

বটকৃষ্ণ পালের
এডওয়ার্ডস টনিক

মহাজন-বন্ধু মাসিক-পত্র।
১২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১৯ সাল।

ভারতবর্ষীয় যুক্তপ্রদেশে চিনি।

বাঙ্গালীরা যে চিনিকে "কাশীর" চিনি বলেন, সেই চিনিই যুক্ত-প্রদেশের চিনি। ভারতবর্ষে কেন্দ্রীভূত চিনির কারখানা কেন হইবে না? এই বিষয় লইয়া, ভারত-গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে অনেকে অনেক উপদেশ দিতেছেন। এই সকল উপদেশদাতার মধ্যে প্রায় সকলেই ইংরাজ। কিছুদিন পূর্ব্বে এলাহাবাদের "পাইওনিয়র" পত্রে ঐ বিষয়ে উপদেশদাতা জনৈক ইংরাজ-লেখক ভারতীয় যুক্ত-প্রদেশের চিনির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে লিখিত হইতেছে। তিনি বলেন,—

বিলাতের এক দল ইংরাজ বণিকের অভিপ্রায় এই যে, উত্তর পশ্চিম ভারতের ছোট ছোট চিনির কারাখানাগুলি একত্র করিয়া একটি বৃহৎ চিনির কারখানা করিবার অনুমতি যদি ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাঁহাদের দেন, তাহা হইলে তাঁহারা মূলধন লইয়া গিয়া ভারতে জাঁকিয়া বসিয়া চিনির কাজ করিতে পারেন এবং ইয়োরোপ ও এসিয়াখণ্ডের বহুস্থানে আধুনিক প্রথায় নূতন নূতন কল-বল দ্বারা চিনির কাজে যে উন্নতি হইয়াছে, সেইরূপ উন্নতি তাঁহারা ভারতীয় চিনির কাজে করিতে পারেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর উক্ত মতে ভারতে চিনির কারখানা হইতে পারে কি না, তদ্বিষয় জানিবার জন্য আমেরিকা হইতে জনৈক দক্ষ চিনির মহাজনকে আনিয়া ভারতক্ষেত্র পরিদর্শন করাইয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত মহাজন এই বলিয়াছেন যে, "ভারতে কেন্দ্রীভূত চিনির কারখানা হওয়া অসম্ভব, কারণ এ দেশে যেমন জাতি বিভাগ, সেইরূপ জমি বিভাগ। এ দেশে এমন একটি জেলা নাই, যেখানে একবিধ শস্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে। উহা করিতে গেলে, অনেক প্রজার কষ্ট হইবে। যদিও ধান চাস ভারতের বহুস্থানে হয়, কিন্তু তাহাকেও একবিধ শস্যের চাস বলা যায় না। কেন না, ধানজমির নিকট অনেক স্থলে সাময়িক অন্যান্য শস্যের চাস হয় এবং ধান তুলিয়া অন্য ফসল

সেই জমিতে লাগাইবার নিয়ম দেখা যায়। পরন্তু ভারতের যে কোন একটি মাঠে একজনকে জমি বিলি করা হয় না. প্রত্যেক মাঠে অনেকের জমি দেখা যায়। অতএব এই প্রথা তুলিয়া দিলে, মফঃস্বলের লোকেরা ইচ্ছানুসারে ফসল করিতে পারিবে না, তজ্জন্য ঐ সকল দেশের কষ্ট হইবে। অতএব ভারতে কেন্দ্রীভূত চিনির কারখানা করিলে ক্ষতি হইবে। ফলে ভারতে কেন্দ্রীভূত চিনির কারখানার মত ভারত-গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর উল্টাইয়া দিয়াছেন। তাহার পর পায়োনিয়রের লেখক মহাশয় বলিতেছেন,—

যাঁহারা ভারতে কেন্দ্রীভূত চিনির কারখানা করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাঁহারা ভারত এবং বিদেশের চিনি উৎপন্নের খরচাদির তথ্য রাখেন না। ভারতবর্ষে অতি উৎকৃষ্ট ইক্ষু জন্মে, এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের রাসায়নবিদ্ ডাক্তার মহাশয়েরা ভারতীয় ইক্ষু বিশ্লেষণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, এ দেশের ইক্ষু হইতে শত করা ১৪ হইতে ২০ অংশ পরিমাণ চিনি বাহির করা যাইতে পারে; কিন্তু এ দেশীয়েরা যে প্রথায় ইক্ষুরস বাহির করে, তাহাতে ইহারা শত করা ৬০ অংশ রস পায়, অবশিষ্ট ৪০ অংশ রস ইহাদের নষ্ট হয়, অর্থাৎ যন্ত্রাদি অভাবে ইহারা তাহা বাহির করিতে পারে না। অতএব কেন্দ্রীভূত চিনির কারখানা ভারতে নাই হউক, এই সকল বিষয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর অনায়াসে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন? তৎপরে উক্ত ৬০ অংশ ইক্ষুরসকে দরিদ্র কৃষকেরা লোহার কড়াতে শুষ্ক পাতা-লতায় জ্বাল দিয়া ঘন করে, তাহাকে ইহারা গুড় বলে। এদেশীয়েরা তাহাই খায়। প্রথমতঃ ইহারা চিনির উদ্দেশ্যে গুড় করে না, যদি গুড়গুলি বাজারে বিক্রয় না হয়, তখন ইহারা চিনির কারখানায় উহাকে বিক্রয় করে, নতুবা নহে। পরন্তু ইহারা যে প্রথায় গুড় প্রস্তুত করে, তাহাও বিশুদ্ধ প্রথা নহে। তাপের হিসাব ইহারা আদৌ রাখে না, রসকে অতিতাপে পুড়াইয়া কয়লা বাহির করিয়া ফেলে, তাই ইহাদের গুড়ের বর্ণ লাল হয়, এজন্য এই সকল গুড় হইতে কারখানাওয়ালারা চিনি বাহির করিবার সময় অন্যান্য বিদেশের (ভারত ছাড়া) তুলনায় চিনির ফলন প্রাপ্ত হন না, ইহাদের প্রথার গুড়ে চিনির অংশ খুব কমিয়া যায়। এই সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কোন প্রতীকার করিতে পারিবেন কি না? ইহার প্রতিকার

করিলে বর্ত্তমান সময়ে যে চিনি ভারতবর্ষে জন্মে, তাহাপেক্ষা ৪০ গুণ চিনির ফলন বৃদ্ধি হইতে পারে।

যুক্তপ্রদেশে ছোট ছোট চিনির কারখানা যাহা আছে, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। ঐ প্রথায় চিনির কারখানা আর জগতের কোন দেশে চলিবে না। এই সকল প্রদেশে চিনির কলে বর্ত্তমান সময়ে যে নিয়মে কাজ হইতেছে, তাহাই এ স্থলে আলোচ্য।

এই সকল দেশের চিনির কলগুলিতে ৬ মাসের মত কল চালান যাইবে, এইরূপ পরিমাণ গুড় সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করা হয়। গুড়গুলি উষ্ণ বাষ্প বা গরম জলের উত্তাপে গলাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া বায়ুশূন্য পাত্রে রাখিয়া ঐ সকল পাত্রকে পুনরায় উত্তপ্ত করা হয়। তৎপরে আবশ্যকমত ঐ গুড়কে রস করিয়া সেণ্টিফ্রুগাল মেসিনে ফেলিয়া ঘুরান হয়। সেণ্টিফ্রুগাল মেসিন বড় বড় কড়া বিশেষ এবং উক্ত কড়া ছিদ্রময়, ঐ কড়াকে কলের সাহায্যে প্রবলভাবে ঘুরান হয়। যখন এই কড়ায় চিনির রস দিয়া ঘুরান হয়, তখন কিছুক্ষণ এই কড়া ঘুরিলেই ঘুরার জন্য বাতাসে রস কতক শুকাইয়া যায়, কতক কড়ার ছিদ্র দিয়া স্বতন্ত্র পাত্রে পড়িয়া যায়। যে রস শুষ্ক হইয়া কড়ার গায়ে লাগিয়া থাকে, তাহাকেই চিনি বলে এবং যে রস ছিদ্র দিয়া ঝরিয়া যায়, তাহাকে চিটে বলে। পরন্তু এই চিটেকে পুনরায় উত্তপ্ত করিয়া উক্ত ঘূর্ণায়মান কড়ায় নিক্ষেপ করা হয়। ইহাতেও পুনরায় চিনি পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা পূর্ব্বের চিনির ন্যায় নহে। প্রথমে যে চিনি কড়ার গায়ে লাগিয়া থাকে, তাহা দানাদার। কেহ কেহ এই চিনি দানাদার অবস্থায় বাজারে বিক্রয় করেন, কেহ বা উহাকে পিষিয়া পিটি চিনি করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। মোটের উপর, এই সকল চিনির কলে, গুড়ের অবস্থা এবং চিনি প্রস্তুতকরণ কারীগরের উপর চিনির ফলন ও চিনির উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা নির্ভর করে।

এই শ্রেণীর চিনির কলে অসুবিধা এইগুলি,—(১) গুড়ে চিনির অংশ কম, চিটের অংশ বেশী। (২) গুড়ের দাম ৩॥০ হইতে ৪৲ টাকা মণ লইতে হয়, চিনি ৮৲ টাকা মণ ও চিটে ২৲ টাকা মণ বিক্রয় করিতে হয়। (৩) দুই মণ ভাল গুড়ে ১ মণ চিনি ও ১ মণ চিটে হয়। ইহাতে লোক লাভ হয় না? সঃ বঃ সঃ) (৪) কলের নিকটবর্ত্তী স্থানে

গুড় পাওয়া যায় না, দূরদেশ হইতে তাহা খরিদ হয়। এজন্য তাহার বহনী খরচা আছে। (৫) চিটে তেমন বিক্রয় হয় না। (৬) কারখানার খরচা অধিক। (৭) কয়লা খরিদের খরচা আছে। (৮) ছয় মাস মজুত গুড়ের জন্য আবদ্ধ টাকার সুদ আছে।

একণে আমাদের দেখিতে হইবে, ঐ সকল খরচ সংক্ষেপ করিবার উপায় হয় কি না? চেষ্টা করিলে নিশ্চিত হয়। নতুবা বঙ্গের বাবুদের তারপুরের কলের মত হয়। আচ্ছা, গতবর্ষে তারপুরের কল চালান হইল না কেন? লালী জাভা চিনির মণ ৯৲ টাকা হইল, সেই সময় দেশী গোঁড় পরিষ্কার করিয়া দিলে ১০৲, ১১৲ টাকা মণ নিশ্চয় হইত। ৭৲ টাকা মণ গোঁড় চিনি তারপুরের কলে বসিয়া ক্রয় করা চলিত, তাহাকে পরিষ্কার করিয়া ১১৲ টাকা মণও বিক্রয় করিলে মণ করা ৪৲ টাকা লাভ থাকিত, খরচ মণ করা ২৲ টাকা হইলেও অর্থাৎ অসম্ভব খরচ ধরিলেও মণ করা ২৲ টাকা লাভ কেহ ঘুচাইত না। মণ করা ২৲ টাকা লাভকে শত করা ২৪ পারসেণ্ট লাভ বলে, এই ২৪ পারসেণ্ট হইতে ১২ পারসেণ্ট লাভ অর্থাৎ শত করা এক টাকা মাসিক সুদ, বর্ষে শত করা ১২৲ টাকা লাভ অংশিদারদিগকে দেওয়া চলিত। এমন সুযোগে যখন তারপুরের চিনির কল চলিল না, তখন আর কি কস্মিনকালেও উহা চলিবে আশা করা যায়? ইহার মধ্যে ঘরোয়া কথা কি? অংশের টাকা উঠে নাই কি?

যাহা হউক, যুক্ত-প্রদেশে এমন অনেক জেলা আছে, সে সকল স্থানে তারপুরের মত ঘরের নিকট বসিয়া ৬ মাস কল চালাইবার মত ইক্ষু ক্রয় করিতে পারা যাইবে। এই প্রদেশে গুড় ক্রয় করিয়া কল চালাইবার ব্যবস্থা করা উচিত নহে। কৌশলে গুড় খরিদ প্রথা এই প্রদেশের কলওয়ালাদের ভুলিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদের প্রথম অসুবিধা "গুড়ে চিনির অংশ কম" সে বিষয় সংশোধন হইবে এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে কলের খরচও অনেক কমিয়া যাইবে। কেন না, একণে গুড় ক্রয় করিয়া তাহাকে বাষ্প দ্বারা গলাইয়া ৬ মাস মজুত রাখিবার প্রক্রিয়ার জন্য যে খরচা হয়, সেই খরচায় চিনি হইয়া যাইবে এবং টাকার সুদও কমিয়া যাইবে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, "যুক্ত-প্রদেশ" স্থানে, যথায় প্রচুর ইক্ষু খরিদ করিতে পারা যায়, এমন জায়গায়

ভারতীয় চিনির কলগুলি করা উচিত। পরন্তু ইক্ষু খরিদ করিয়া কল চালাইলে উহার চিব্‌ড়াতে কল চলিবে, কয়লার খরচ উঠিয়া যাইবে। এজন্য ইক্ষুচাসীদিগকে বিনাস্বদে দাদন দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং উহাদের ইক্ষুর মূল্য সঙ্গে সঙ্গে মিটাইয়া দেওয়া উচিত। দরিদ্র কৃষককে দাদন দিলে এবং উহারা বাজারে লোকদের খাইবার জন্য যে দামে ইক্ষু বিক্রয় করে, ধরুন একগাছা আক্‌ দুই পয়সা মূল্যে, তাহা যদি উহারা কলওয়ালার নিকট পায়, তাহা হইলে নিশ্চিতঃ উহারা গুড় করিতে চাহিবে না, যেমন গুড় বিক্রয় না হইলে উহারা চিনির জন্য কারখানাওয়ালাদের গুড় বিক্রয় করে, তেমনি বাজারে ইক্ষু বিক্রয় না হইলেই উহারা গুড় করে, নতুবা কেন গুড় করিতে যাইবে? মোটের উপর, উহাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতে হইবে। অতএব শান্ত শিষ্ট ম্যানেজার চাই। পরন্তু চিনির কলে বারমাস বেতনভুক্ত লোক রাখা চলিবে না, চিনি করিয়া লইয়া গুদামজাত করা পর্য্যন্ত উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন, তৎপরে অল্প বেতনের ২।১ জন লোক থাকিবে মাত্র. তাহারা চিনি ওজন দিবে, গুদাম রক্ষা করিবে এবং টাকা আদায় করিবে। এজেণ্ট দ্বারা চিনি বিক্রয় করান কর্ত্তব্য।

এক্ষণে যুক্ত-প্রদেশে ।৵০ আনা মণ ইক্ষু পাওয়া যায়, ইহার স্থলে ।৶০ মণ ইক্ষু খরিদ হউক, এবং এক্ষণে যুক্ত-প্রদেশে ১৩৲ টাকা মণ সাদা চিনি বিক্রয় হয়, তৎস্থলে ৮৲ টাকা মণ চিনি বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হউক; এই দরে সাদা জাভাও এ দেশে বিক্রয় হয় না, হইলেও এই চিনির সঙ্গে জাভা চিনি তুলনায় নিশ্চিত নিকৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে বিদেশী চিনির সহিত ভারতীয় চিনি প্রতিযোগিতায় হটিবে না বরং জিতিবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ডাক্তারেরা বলেন, ১৪ হইতে ২০ পারসেণ্ট চিনি ভারতীয় ইক্ষুতে পাওয়া যায়, এবং দেশীয় কৃষকেরা ইক্ষু হইতে ৬০ অংশ রস বাহির করে। এই প্রথা সংস্কারের জন্য ভাল কল আনিতে হইবে। ইক্ষু হইতে ৯০ পারসেণ্ট রস বাহির হইবে—এমন কল আনা চাই। মোটের উপর, শত করা অভাব পক্ষে ১৬।১৭ পারসেণ্ট চিনি বাহির হয় তাহার উপায় করা চাই এবং কলের সাহায্যে ইহা করা অসম্ভব নহে।

বর্ত্তমান সময়ে মাদ্রাজের চিনির কলটিতে প্রত্যহ ১৫০টন ইক্ষুর প্রয়োজন

হয়, ১০০ দিনে ৪ লক্ষ টন ইক্ষু উক্ত কলে চাই। তাহা হইলে ১০০ দিনে ১৮ শত টন চিনি উক্ত কলে জন্মে। ঐ চিনির মধ্যে ৭০ অংশ দানাদার সাদা চিনি, ২০ অংশ মাপ্রাজ পিটি এবং ১০ অংশ চিটে পাওয়া যায়। তাহা হইলে ধরুন,—

মান্দ্রাজ দানাদার ৩১৫৯০/০ মণ (৫৫ পারসেণ্ট রস হইতে) ১০৲ হিসাবে ৩১৫৯০০, মান্দ্রাজ পিটি ৩.২০/মণ ৮৲ হিসাবে ৭৭৭৬০৲ এবং চিটে ৭২৯০/০ মণ ২৲ হিসাবে ১৪৫৮০, মোট ৪০৮২৪০৲ টাকা।

উক্ত কলে চিনি করিতে মণ করা ১।০ এক টাকা চারি আনা খরচা পড়ে, তাহা হইলে ৪৫৩১০/ মণ চিনি করিতে মণ করা ১।০ হিসাবে ৫১৩৭৲, কলের ক্ষয় জন্য ৩০০০০৲, ইক্ষু ক্রয় ১৩৭৫০০৲ টাকা, মোট ২১৯১৩৭৲ টাকা, লাভ ১৮৯১০৩৲ টাকা, অর্থাৎ শত করা ৫০৲ টাকা লাভ।

যদি ৬ লক্ষ টাকার মূলধনে এই শ্রেণীর একটি চিনির কল করা যায়, তাহা হইলে জমি ও কল-বাটী করিতে ১ লক্ষ টাকা, কল খরিদ ২॥০ লক্ষ টাকা, ইক্ষু খরিদ ১॥০ লক্ষ টাকা এবং তহবিল মজুত ১ লক্ষ টাকা রাখিলে বর্ত্তমান প্রথায় শত করা ৩০৲ টাকা লাভ হইতে পারে। কিন্তু আমরা যদি ৯০ পারসেণ্ট রস বাহির করিতে পারি এবং খরচা বাঁচাইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে সাদা জাভা চিনি যদি উহারা ৬৲ টাকা মণ এ দেশে বিক্রয় করে, আমরা ঐ শ্রেণীর চিনি ৫৲ টাকা মণ এ দেশে কেন বিক্রয় করিতে পারিব না? আমরা ৩০ পারসেণ্ট লাভ না রাখিয়া যদি ১২ পারসেণ্ট লাভ করি, তাহা হইলে, ভারতীয় কলের চিনি নিশ্চিত বিদেশে বিক্রয় করা চলিতে পারিবে। আসুন, আমরা এই সকল দিকে লক্ষ্য রাখি, ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কেন্দ্রীভূত চিনির কারখানা করিবার অনুমতি নাই দিন, তাহাতে ক্ষতি নাই। পরন্তু চিটে পরিষ্কার করিলে, তাহা হইতে মদ তৈয়ারী হইবে, তাহাতেও কম লাভ হইবে না।

ভারতবর্ষীয় তুলার প্রাগাভাস।

১৯০৫-৬ হইতে ১৯১০—১১ পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে এই প্রবন্ধে যে কয় প্রদেশের উল্লেখ আছে, তাহাতে মোট ১৫৯৪৮০০০ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। সমস্ত ভারতবর্ষের যত জমিতে তুলা জন্মে, তন্মধ্যে

শতকরা ৭৪ অংশের হিসাব পাওয়া যায়, অবশিষ্ট ২৬ অংশ ছোট ছোট দেশে যাহা হয় তাহার হিসাব পাওয়া কঠিন। যুক্ত-প্রদেশে যে কত একর জমিতে তুলা বপন করা হয়, তাহার কোন নির্দ্ধারিত সঠিক হিসাব নাই, কারণ এদেশের কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় ডিরেক্টার নাই। সমস্ত ভারত-বর্ষের তুলার জমি শত করা ৬.৫ অংশ। ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশ ও রাজপুতানার কতিপয় রাজ্য হইতে তুলার কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই। অন্যান্য প্রদেশ ও মিত্র রাজ্য হইতে যে রিপোর্ট আসিয়াছে, তদনুসারে বর্ত্তমান বর্ষে মোট সমগ্র ভারতে ১০৪২১০০০ একর জমিতে তুলার বীজ বপন হইয়াছে এবং গতবর্ষে ১০৯৭৮০০০ একর জমিতে তুলা চাস হইয়াছিল: সুতরাং এ বৎসর মোট শতকরা ৫ একর জমিতে ভারতে তুলার চাস কমিয়াছে।

এক্ষণে সময়ে সময়ে বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া কোন কোন স্থানে তুলার পক্ষে ক্ষতি হইবে, এই আশঙ্কা থাকিলেও মোটের উপর বর্ত্তমান সময়ে ভারত-বর্ষে তুলা গাছের অবস্থা উৎকৃষ্ট বলিয়া অনুমিত হইতেছে। নিম্নে কোন কোন্ প্রদেশে কত একার ভূমিতে তুলার চাস হইয়াছে, তাহার একটি ৩ বর্ষের হিসাব দেওয়া হইল,—

প্রদেশ	১৯১২-১৩	১৯১১-১২	১৯১০-১১
বম্বে দাক্ষিণাত্য (ক)	১৭৫৭০০০	১৪১৭০০০	১৫৫৫০০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৪২৭২০০০	৪১৭৫০০০	৪[illegible]৯১০০০
মাদ্রাজ	৬০০০০	১২৬০০০	১৩৬০০০
পাঞ্জাব (ক)	১২২৮০০০	১৩২২০০০	১৯৮৫০০০
যুক্তপ্রদেশ	(খ)	(খ)	(খ)
ব্রহ্মদেশ	১৯২০০০	১৭৯০০০	১৬৮০০০
বঙ্গদেশ	৫০০০০	৬৫০০০	১৬১০০০ (বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, আসাম একত্রে)
বিহার ও উড়িষ্যা	৮০০০০	৮৫০০০	
আসাম	৫৫০০০	৫৬০০০	
উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ	১৮০০০	৪৫০০০	৩১০০০
আজমির মাড়বার	১৪০০০	১৮০০০	২৪০০০

(ক) ইহার মধ্যে দেশীয় রাজার রাজ্য শুদ্ধ আছে।
(খ) চিকিৎস রিপোর্ট আসে নাই।

প্রদেশ	১৯১২-১৩	১৯১১-১২	১৯১০-১১
হায়দারবাদ	২২১৩০০০	২৫০৯০০০	২৮৩৩০০০
মধ্যভারত (গ)	৬৭৫০০০	৭৫৭০০০	১২৮৫০০০
রাজপুতানা (ঘ)	২৩৮০০০	২৩০০০০	৩৮৪০০০
মহীশূর	১১০০০	৬০০০	১২০০০

বম্বে (শতকরা ২৯) এই বিভাগে দাক্ষিণাত্যের শতকরা ৭.৭ অংশ জমিতে আশু ফলন তুলা গাছ জন্মে। মোট বোম্বাই বিভাগের আগষ্ট পর্য্যন্ত ১৩৫৭০০০ একর জমিতে তুলার আবাদ হইয়াছে। গতবর্ষ অপেক্ষা শতকরা ৭ অংশ কম; কারণ বৃষ্টি বিলম্বে আরম্ভ হইয়াছিল ও বপন-কার্য্য সর্ব্বত্র দেরীতে হইয়াছিল। স্থানে স্থানে ক্রমাগত বৃষ্টির দরুণ ক্ষতিও হইয়াছিল কিন্তু আবাদ উন্নত বলিতে হইবে। অনেক স্থানে গাছে শিকড় জন্মিতেছে!

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—(শতকরা ২০.৫) গতবর্ষে জুন মাসে যেরূপ বৃষ্টি হয়, এবার তাহা অপেক্ষা কিছু কম। কোন কোম জেলায় ইহার জন্য পুনরায় বপন কার্য্য করিতে হইতেছিল। জুলাই মাসে সমস্ত প্রদেশ ধরিয়া খুব ভাল বৃষ্টি হইয়াছিল। আগষ্ট মাসের প্রথমে পরিমিত বৃষ্টি হইয়াছিল, এ প্রদেশের তুলাচাষের ভাবী আশা খুব অনুকূল। এবর্ষে এই প্রদেশে ৪২২২০০০ একর ভূমে তুলার চাষ গতবর্ষ অপেক্ষা শতকরা ২ অংশ বেশী।

মান্দ্রাজ —(৭ ৯) রাইয়তারি গ্রাম সমূহে সকাল সকাল আবাদ হইয়াছে, এবর্ষে ৪৭৫০০ একর, গতবর্ষে ১১১৫০০ একর ছিল। শীঘ্র শীঘ্র বৃষ্টি না হওয়ায় ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে ঐ কম পরিমাণ ক্ষেত্রে বোনা হইয়াছে পরন্তু এক্ষণে বোনা হইতেছে ; বপন কার্য্য সমূহ শেষ হইলে পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা এ প্রদেশে তুলার আবাদ যে কম দাঁড়াইবে তাহা নহে। রাইয়তারী গ্রাম ছাড়া ১২০০০ একরে আরও বোনা হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ষ ২৪০০০ একরে বপন হইয়াছিল।

পঞ্জাব শতকরা (৬.৮) জুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত ব্রীটিশের অধীন জেলা সমূহে ১১৩৮০০০ একর, গতবর্ষ ১২০৬০০০ একর ছিল। এবার শতকরা ৬.৩ কম। নেটিভ ষ্টেটের মোট ৯৮০০০ একর ; পূর্ব্ববর্ষে ১১৬০০০ একর

(গ) গোয়ালিয়র ও বাঘেল খণ্ড রাজ্য সমূহ ছাড়া।
(ঘ) মেওয়ার ও বুণ্ডি রাজ্য সমূহ ছাড়া।

ছিল।, এ বৎসর এরূপ কম হইবার কারণ এই যে, বৃষ্টি কম ও নালা হইতে কম জল সারবরাহ। শস্যের বর্ত্তমান অবস্থা খুব ভাল। কিন্তু পাঞ্জাব কৃষি ও শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিষ্টার বি, টি, গিবসন সাহেব মহোদয় এই বিভাগের তুলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, মৌশুমি বায়ু অসময়ে অর্থাৎ বিলম্বে প্রবাহিত হওয়াতে সম্ভবতঃ তুলাক্ষেত্রের সংখ্যা কমিয়াছে কিন্তু হৈমন্তিক তুলাক্ষেত্র সংখ্যা মোট বোধ হয় ঠিকই থাকিবে ও জুলাই মাসের শেষ লায়নপুরে "বল" নামক এক প্রকার পোকা তুলাক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিল। মোটের উপর, সমুদয় শস্যের অবস্থা এখনো খুব ভাল। দেশীয় গ্রাম্য তুলাতে "বল" নামক পোকা আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু আমেরিকাদেশীয় তুলাতে উক্ত কীট লাগে নাই। পাঞ্জাবের বাজারে যদিও তুলা শস্তা কিন্তু তাহাতে জল দেওয়া হয়। করাচী চেম্বার অব কমার্স ও বলিয়াছেন, যদিও পাঞ্জাবের তুলা অপেক্ষাকৃত কম দরে পাওয়া যায় বটে, তাহার কারণ, সে তুলাতে জল দিবার ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ তাহা ভিজে তুলা, যদি ঐ ব্যবস্থা ক্রমাগত থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তৎপ্রদেশস্থ সমুদায় তুলার ব্যবসায়ে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবে।

যুক্ত প্রদেশ—(শতকরা ৬.৫) যে সকল জেলায় খাল কাটিয়া জল-সেচনের বন্দোবস্ত আছে, সেই সকল জেলায় জল-সেচন করিয়া মে মাস হইতে জুন পর্য্যন্ত ২২১০০০ একর জমিতে তুলা বোনা হইয়াছে, গতবর্ষ ২১৪০০০ একর জমীতে ঐরূপ করিয়া তুলা বপন হইয়াছিল। অন্যান্য স্থানে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন প্রায় সমস্ত জেলায় অজস্র পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সময়ে বপনকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। গাছের শিকড় গজাইয়াছে। এই বিভাগে গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর বেশী পরিমাণ তুলা জন্মিবে বলিয়া আশা আছে।

ব্রহ্মদেশ—(০.৯ শতকরা) ১৯২০০০ একর জমিতে তুলা বোনা হইয়াছে, গতবর্ষে ১৭৯০০০ একরে বোনা হইয়াছিল, বপনকার্য্য খুব সকাল সকাল সম্পন্ন হইয়াছে এবং গাছের বর্ত্তমান অবস্থা খুব ভাল।

বঙ্গদেশীয় পাটের স্থির নির্দ্ধারণ।

১৯১২ খৃঃ ২১শে সেপ্টম্বর তারিখে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টার মহোদয় শ্রীযুক্ত মিঃ ব্ল্যাকউড কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গদেশীয় পাটের স্থির নির্দ্ধারণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই,—

১৯০৬-১৯০৭—১৯১০-১১ পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরের সমস্ত বঙ্গদেশে (প্রাগাভাস মতে) পাট-ক্ষেত্রের পরিমাণ এবং সমস্ত ব্রিটিস ভারতবর্ষীয় সমস্ত ক্ষেত্রের পরিমাণ শতকরা ৮৯.৩ অংশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাথমিক প্রাগাভাসে জুন পর্য্যন্ত ঋতুর অবস্থার বিষয় দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ গড়ে ঋতুর অবস্থা পাট চাষের পক্ষে অনুকূল, কেবলমাত্র পূর্ব্ব বঙ্গের পাট এপ্রেল মাসের শেষভাগে অতিবৃষ্টি বশতঃ কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জুলাই মাসে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের জেলা সমূহে নিয়মিত অপেক্ষা বৃষ্টির পরিমাণ কিছু বেশী কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গের জেলা সমূহে কিছু কম। আগষ্ট মাসে কতিপয় জেলা ছাড়া বৃষ্টির পরিমাণ নিয়মিত অপেক্ষা কিছু কম। ইহার ফল যে পূর্ব্ব বৎসরের মত তথাকার নদী সমূহে বন্যা আসে নাই।

ক্ষেত্রের পরিমাণ—সর্ব্বশেষ প্রাগাভাসে দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশে পাট-ক্ষেত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, উহা এক্ষণে ২০২২৫০ একর। বিহারে ও আসামের ক্ষেত্রও বৃদ্ধি পাইয়াছে, যথাক্রমে উহা ৪০২২২ একার ও ৪৯২২০ একর। এই তিন প্রদেশের সর্ব্ব সমেত মোট বৃদ্ধি ২৪৭৩৯৪ একর এবং উহা শতকরা ৭.৯।

উৎপত্তি—বঙ্গদেশে স্থির ৮৫০২১৩৫ গাঁইট পাট প্রস্তুত, বিহারে ৮৭৪১২ গাঁইট বৃদ্ধি ও আসামে ১২৯৩০ গাঁইট কম। প্রায় প্রত্যেক স্থানীয় জেলায় পাটের কাজ গত বৎসর অপেক্ষা বেশী। কারণ ঐ সব স্থানে পাটের উৎপন্ন অবস্থা ভাল। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকায় ডিষ্ট্রীক্ট অফিসারও ফাইবার এক্সপার্ট লইয়া পাটের বিষয় আলোচনার জন্য এক সভা হইয়াছিল। যাহা হউক, আমরা প্রত্যেক জেলায় কত জমিতে পাট চাস এবং এই বর্ষে কত গাঁট পাট জন্মিবে, তাহার সঠিক প্রাগাভাসের তালিকা দিয়ে দিলাম,—

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ।—

জেলা	একার ভূমির চাস	বেল বা গাঁট
চাম্পারণ	৯০০	২২৯৫
কটক	১২০০০	৩৪৯২০
সাঁওতাল পরগণা	৭৫০০	২২৯৫০
মজফরপুর	১৪০০	৪২০০
বালেশ্বর	৩৪০০	৯৬৯০
ভাগলপুর	৩১৪৪	১০০৯২
পূর্ণিয়া	২৭০০০০	৭০৮৭৫০
	২৯৮৩৪৪	৭৯২৮৯৭

আসাম প্রদেশ।—

জেলা	একার ভূমির চাস	বেল বা গাঁট
গারোপাহাড়	৪৬০০	১২৪২০
কাছাড়	৮০০	২৪০০
কামরূপ	৩২০	৮৬৪
শ্রীহট্ট	৫৮০০	১৫৩১৬
নওগাঁ	৩৬০০০	৬৪৮০০
শিবসাগর	২০০	৪৮০
লক্ষ্মীপুর	১২৭	৩৮১
গোয়ালপাড়া	৪৬০০০	১২৪২০০
ধারাং	১৮০০	৫৯৪১
	৯৫৬৪৭	২২৬৭৯৭

বাঙ্গালা প্রদেশ।—

জেলা	একার ভূমির চাস	বেল বা গাঁট
ময়মনসিং	৭৫৬০০০	২১৫৪৬০০
ঢাকা	১৮৮০০০	৫৩৫৮০০
ফরিদপুর	১৫০০০০	৪২৭৫০০
ত্রিপুরা	২৬৮০০০	৭৬৩৮০০
নোয়াখালি	২৬০০০	৭৪১০০
বাখরগঞ্জ	২৯০০০	৮২৬৫০

জেলা	একার ভূমির চাষ	বেল বা গাঁট
রাজসাহী	৮০৯০০	২১৮৪৫০
দিনাজপুর	১১৬৮০০	৩৭[illegible]৪৬০
জলপাইগুড়ি	৯৪৮০০	২৪১৭৪০
দারজিলিং	৫০০০	১০৫০০
রংপুর	২৯০০০০	৭৮৮০০০
বগুড়া	১৩০০০০	৩১২০০০
পাবনা	২২০০০০	৬৯৩০০০
মালদহ	৩৮০০০	১১৪০০০
কোচবিহার	৩২৭৫০	৮৮৪২৫
২৪ পরগণা	৮৯২০০	২৯১৩৬০
নদীয়া	৯১০০০	২৫৯৩৫০
মুর্শিদাবাদ	৪০০০০	১১৪০০০
যশোহর	১৬৫০০০	৫৪৪৫০০
খুলনা	৩৮১০০	১২০০১৫
বর্দ্ধমান	১৫০০০	৪৭২৫০
মেদিনীপুর	১১০০০	২৬৪০০
হুগলী	৬০০০০	১৯৮০০০
হাওড়া	২৫০০০	৮২৫০০
চট্টগ্রাম	৩০০	৮৫৫
	২৯৫৯৮৫০	৮৫০২১৩৫
	মোট ৩:৫:৮৪১	৯৫২১৮২৯

ধান চাষের প্রাগাভাষ।

সমস্ত বৃটিশ ভারতে শতকরা ৮৬ অংশ ক্ষেত্রের ধান্য আবাদ এবর্ষে ধরা পড়িয়াছে। এইবার প্রথম ইউনাইটেড প্রদেশের শস্যের পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ ঠিক করা হইল। ১৯১১ সালের সঙ্গে তুলনা করিলে বর্ত্তমান বর্ষে শতকরা ১.৬ অংশ বা ৯২৫০০০ একর ভূমে এবার ধান চাস অধিক হইয়াছে। নিম্নে

অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ধান্য আবাদের তিনবর্ষের জমির নির্দ্ধারণ যাহা প্রদত্ত হইল, ঐ সকল অঙ্ক একার ভূমি বুঝিতে হইবে।

প্রদেশ	১৯১২-১৩	১৯১১-১২	১৯১০-১১
বঙ্গ	২০৪১৩৯০০	২০৪৩৬৯০০	
বিহার ও উড়িষ্যা	১৭০৫২৭০০	১৭৩৬৩১০০	৪২৭৯৩৬০০
আসাম	৪০৪২৫০০	৪০৪৫৪০০	
মান্দ্রাজ	৪২২৪৬০০	৪০৬৬৫০০	৪৫৩৫৪০০
নিম্নবর্ম্মা	৭৮৩৪৯০০	৭৪০০৩০০	৭৪৪৮৭০০
যুক্তপ্রদেশ	৫৮৯৯০০০	৫২২০০০০	———
মোট	৫৯৪৬৭৬০০	৫৮৫৩২২০০	

বঙ্গদেশ।— ২৭.) আউশ ধান এবর্ষে এই বিভাগে ৫০০২৮০০ একারে বপন হইয়াছে, গতবর্ষে ৫০৯২২০০ একারে বোনা হইয়াছিল। সুতরাং যুক্তবঙ্গে এবার শতকরা ১.৮ অংশ জমিতে আউশ ধান্য বপন কম হইয়াছিল। কারণ পাট চাস বৃদ্ধি। বঙ্গের অধিকাংশ জেলায় ধান্য আবাদ সাধারণতঃ প্রতিবর্ষে যাহা হয়, সেইরূপ এবর্ষেও নিয়ম মত হইয়াছিল। কিন্তু ঋতুর প্রথম ভাগে অতিবৃষ্টি, শেষভাগে অল্প বৃষ্টি বশতঃ শস্যোৎপাদনের ক্ষতি করিয়াছিল। কোন কোন স্থানে বন্যা আসিয়া শস্যের ক্ষতি করিয়াছিল। কোন কোন স্থানে পোকা মাকড়ে ক্ষতি করিয়াছিল। সুতরাং বঙ্গের অনেক জেলায় আউশ ধান্য উৎপন্ন বিষয়ে কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক জেলার কর্ত্তারা (ডিষ্ট্রীক্ট অফিসারেরা) অনুমান করিয়াছিলেন যে, এবর্ষে গড়ে নর্ম্ম্যাল শতকরা ৮৮ ভাগ আউশ ধান্য বঙ্গে পাওয়া যাইবে, গত বৎসর শতকরা ৮৯ ভাগ এই ধান পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্গদেশে ধানের পুরা ফসল হইলে গড়ে এক একারে ৮০০ পাউণ্ড ধান হয়, সেই স্থলে জেলার কর্ত্তারা বলিয়াছেন, খাস বঙ্গে এবার এক একারে ৬৭২ পাউণ্ড এবং পূর্ব্ব বঙ্গে ও অন্যান্য স্থানে প্রতি একারে ৮২৩ পাউণ্ড আউশ ধান্য গড়ে পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ পূর্ব্ব বঙ্গ প্রভৃতি স্থানে এবর্ষে ষোল আনা অপেক্ষা কিছু অধিক আউশ ধানের ফসল পাওয়া গিয়াছিল।

বোরধান।—গত এপ্রেল মাসে এই বিভাগে ৩৮৩১০০ একার ভূমিতে বোরধান আবাদ হয়, গতবর্ষে ৩৮০৮০০ একারে বঙ্গে আবাদ হইয়াছিল।

আমনধান (হৈমন্তিক ফসল) ইহাই বঙ্গদেশের প্রধান শস্য। এবর্ষে ১৫০২৮০০০ একার ভূমে যুক্তবঙ্গে আমনধানের আবাদ হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। গতবর্ষে ১৪৯৬৩৯০০ একার ভূমে আমনধানের আবাদ হইয়াছিল, সুতরাং এবর্ষে ০.৪ ভাগ অধিক বপন হইয়াছে। শস্যের অবস্থা এখনও দেশের আবহাওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু কর্ত্তারা বলিতেছেন."সাধারণতঃ বঙ্গের জলবায়ুর অবস্থা শস্য জন্মাইবার পক্ষে অনুকূল, আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে আবশ্যক অপেক্ষা কম বৃষ্টি হইয়া শস্যের পক্ষে ক্ষতি-জনক হইবে বলিয়া যাহা আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা হয় নাই কিন্তু আর একটু অধিক বৃষ্টি হইলেই শস্যের পক্ষে উপকার হইত।" জেলার কর্ত্তারা (ডিষ্ট্রীক্ট অফিসরেরা) আমন ধান্য বিষয়ে এবর্ষে অনুমান করিয়াছেন, খুব কম হইলেও এবার ৯৭ অংশ আমনধান যুক্তবঙ্গ হইতে পাওয়া যাইবে, গতবর্ষে এই স্থলে ১০১ অংশ ছিল. প্রত্যেক প্রকারে গড়ে ১২৩৪ পাউণ্ড আমন ধান এবার পাওয়া যাইবে।"

বিহার ও উড়িষ্যা।—(২২.) এই বিভাগে আউশ ধান্য এবর্ষে ৩৬৫৬৩০০ একারে বপন হইয়াছিল, গতবর্ষে হইয়াছিল ৩৬৪৮২০০ একারে। সুতরাং এবর্ষে এই প্রদেশে আউশ ধান্য ০.২ ভাগ বেশী। জল বায়ুর অবস্থা সাধারণতঃ বপনের সময় অনুকূল ছিল। আগষ্ট মাসে এই বিভাগে প্রায় সমুদয় জেলায় প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে শস্যের পক্ষে উপকার হইয়াছিল কিন্তু পোকায় শস্যের কিছু ক্ষতি করিয়াছিল। উড়িয়া ও বিহারি কর্ত্তারা বলিয়াছেন, খুব কম ধরিলেও এবার এই বিভাগে প্রতি একারে গড়ে ৮২৩ পাউণ্ড আউশ ধান পাওয়া যাইবে।

আমন ধান্য।—এই বিভাগে এবর্ষে ১৩৩৫২৩০০ একার ভূমে আমন ধানের আবাদ হইয়াছে, গতবর্ষে ১৩৬৭২৮০০ একার ভূমে আমন আবাদ হয়, সুতরাং এবর্ষে উড়িষ্যা ও বিহার বিভাগে বৃষ্টির অভাবে শতকরা ২.৩ অংশ জমিতে আমন আবাদ কমিয়াছে। উপস্থিত শস্যের অবস্থা বেশ ভাল। প্রতি একারে গড়ে ১২৩৪ পাউণ্ড আমন ধান্য পাওয়া যাইবে।

বরোধান।—গত মার্চ্চ মাসে এই বিভাগে ৪৪১০০ একার ভূমিতে বরো-ধান বপন করা হয়। গত বর্ষে ৪২১০০ একরে রোপণ হইয়াছিল।

আসাম।—(১০.২৫) রাইয়তী গ্রাম সমূহে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত ৩৭১০৭০০ ক্ষেত্রে (যাহা শতকরা গত বৎসর অপেক্ষা ৪.৮ অংশ বেশী)

বপন হইয়াছিল। রাইয়তী ভিন্ন অন্যান্য স্থানে ৩১৪৬০০০ একার ক্ষেত্রে ধান্য বপন হইয়াছিল। গত বৎসর ঠিক এই সময় পর্য্যন্ত এই প্রদেশে ২২৬০০ একার ভুমিতে ধান্য বপন হইয়াছিল। শস্যের অবস্থা আশাপ্রদ।

নিম্ন বর্ম্মা।—(১০.২) এই বিভাগে ষোলটি জেলায় ধান্য-আবাদী জমি আছে, উক্ত ১৬ জেলায় এবর্ষে ৭৭৩৪৯০০ একারে ধান্য আবাদ হইয়াছে, গত বৎসর অপেক্ষা ৫.৯ অংশ বেশী চাস। বন্যা আসিয়া কিছু ক্ষতি করিয়াছিল। ৬৫৩০০ একার ভুমি বন্যার সময় ডুবিয়া যায়। বৃষ্টি মোটের উপর অনুকূল হইলেও কোন কোন স্থানে বৃষ্টির দরকার হইয়াছিল। ক্ষেত্রে যে শস্য রহিয়াছে, তাহার অবস্থা খুব ভাল কিন্তু অন্য কোন উপদ্রব না হইলেই মঙ্গল। আপার ব্রহ্মের সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই, অনুমান তথায় এবর্ষে ১৯৮৩৫০০ একার ভুমিতে আবাদ হইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশ।—(৮.৬) এই বিভাগেরও সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যে সব রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তদনুসারে ধরিলে ৫৯০০০০০ একার জমিতে ধান্য আবাদ হইয়াছে বলা চলে। আগষ্ট মাসে এই বিভাগের সর্ব্বত্র প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, কোন কোন স্থানে অতি বৃষ্টি হইয়াছিল, হেমন্ত ধানের জন্য জলের দরকার, আউশ ধান্য ভাল হইয়াছে।

আসাম।—(৫.৪) আউশ ধান এ বিভাগে ৮০৩২০০ একারে, গত বর্ষে ৮৩০৪০০ একারে বপন হইয়াছিল, সুতরাং এবার শতকরা ৩.৩ ভাগ জমিতে আবাদ কম। ব্রহ্মপুত্রের সমতল ক্ষেত্রে বপনের সময় বৃষ্টি অধিক হইয়াছিল কিন্তু সুর্ম্মার সমতল-ভুমিতে বৃষ্টি কম হইয়াছিল। শস্য জন্মিবার পক্ষে জল-বায়ুর অবস্থা অনুকূল। মোট উৎপত্তি এবর্ষে ৯১ ভাগ অনুমান, গতবর্ষে শতকরা ৮৯ ভাগ ফসল পাওয়া গিয়াছিল। প্রতি একারে গড়ে ৬৭২ পাউণ্ড আউশ ধান্য পাওয়া যাইবে।

আমন ধান।—এবর্ষে আসামে ৩২৩৭৩০০ একারে আমন বপন হইয়াছে, গতবর্ষে ৩২১৫০০০ একারে তথায় আমন বপন হইয়াছিল। সুতরাং .৮ অংশ বেশী। ফেব্রুয়ারি হইতে এপ্রেল পর্য্যন্ত অত্যধিক বৃষ্টি বশতঃ বপনকার্য্যে অসুবিধা ঘটিয়াছিল কিন্তু পরবর্ত্তী জলবায়ু অনুকূল অবস্থার দরুণ পুনর্ব্বার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া রোপণ করিবার সময় ক্ষেত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্ত জুলাই মাসের শেষ হইতে আগষ্টের শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টি ভাল না হওয়াতে জমিতে চাস দেওয়া ও শস্য রোপণের কার্য্য স্থগিত

ছিল। মোট উৎপত্তি শতকরা নর্ম্যাল ৯৭, গতবর্ষে ৯৫ ছিল, আসাম বিভাগে প্রতি একারে আমন ধান ১০০৮ পাউণ্ড পাওয়া যাইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট প্রকাশের পর কার্ত্তিক মাসে ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে।

ভাদই ধান।

এবর্ষে (১৯১২ খৃঃ) মোট ৬১৫৩৫০ একর জমীতে বঙ্গে ভাদুই ধান বপন হইয়াছে, গত বৎসর ৬২৯৪১০০০ একর জমিতে বোনা হইয়াছিল। সমগ্র বঙ্গে এবর্ষে ৬৭৩২২০০ একর ভূমে ধান বোনা হয়। ইহার মধ্যে এ বৎসর আউশ ধান ৫০০২৮০০ একর ক্ষেত্রে বোনা হইয়াছে, গত বৎসর ৫০৯২২০০ একর ক্ষেত্রে বোনা হইয়াছিল। এ বৎসর এরূপ কম হইবার কারণ এই যে, পাটের চাষ বঙ্গের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেওয়া হইয়াছে। বর্দ্ধমান ও মালদহ রিপোর্টে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, নিয়মিত ভাদুই ফসল শতকরা ১০৮, পাবনা রিপোর্টে শতকরা ১০৫, নদীয়া, খুলনা ও হাবড়া গড়ে প্রায় সমান। চব্বিশপরগণা, যশোর, বীরভূম, ঢাকা ও বাখরগঞ্জে শতকরা ৮৯ ও ৯৮ এর মধ্যে। মুরশিদাবাদ, বাঁকুড়া, হুগলি, জলপাইগুড়ি, বগুরা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, টিপারা, নোয়াখালি ও রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার রিপোর্টে শতকরা ৭৫ ও ৮৫ মধ্যে লিখিত আছে। দিনাজপুর রাজসাহী, মেদিনীপুর, দার্জ্জিলিং শতকরা ৬৭ ও ৭৪ মধ্যে।

"চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস্" নামক জেলায় শতকরা ৫২, ইহার কারণ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি ও পোকা মাকড় দ্বারা ক্ষতি। ডিষ্ট্রীক্ট অফিসারদের নির্দ্ধারণানুসারে সমস্ত বঙ্গ প্রদেশের বিভিন্ন ভাদই শস্যের পরিমাণ শতকরা ৮৯ ও আউস শস্যের পরিমাণ ৮৮, গত বৎসর ৮৯ ছিল।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ।—এ বৎসর উক্ত প্রদেশদ্বয়ে ৮৫৫৬৪০০ একর, গত বৎসর ৮৫০৬৬০০ একর জমীতে বোনা হইয়াছিল। কিন্তু নিয়মিত শস্য ক্ষেত্রের পরিমাণ ৮৭৯৫৭০০ একর, তন্মধ্যে সম্বলপুর শতকরা ১১৫ হইবে বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছে ও চম্পারণ, বালেশ্বর, রাঁচি ও পোলামৌয়ে গড়ে সমান বলিয়া আশা করিতেছে। পাঁচটী জেলায় শতকরা ৯২ ও ৯৬ এর মধ্যে ও আর পাঁচটী ৮০ ও ৮৬ এর মধ্যে ও ৪টী জেলায় ৭৪ ও ৭৯ এর মধ্যে নির্দ্ধারণ করিতেছেন। গয়া ও আঙ্গুল শতকরা ৬৯ ও ৫৭ এর মধ্যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ডিষ্ট্রীক্ট অফিসারদের নির্দ্ধারণ মত সমস্ত প্রদেশে গড়ে শতকরা ৯০ বলিয়া আশা হইয়াছে।

ফর্ম্মোজায় চিনির কল।

১৯০৩-৪ সালে ফর্ম্মোজা দেশে একটিমাত্র চিনির কল ছিল। এই কলের জন্য ইক্ষু তথাকার স্থানীয় পুলিস কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইত। কেন না, উন্নত প্রথায় চিনির কল ফর্ম্মোজায় চলিতে পারিবে না, ইহাই ঐ সকল দেশবাসীর ধারণা ছিল, এজন্য শক্রতা করিয়া তাঁহারা বিদেশী চিনির আমদানী করতঃ আমাদের ন্যায় চিনি ভক্ষণ করিতেন। আমাদের দেশে যেমন প্রাচীন প্রথায় চিনির কারখানা স্থানে স্থানে অদ্যাপিও অনেক আছে, উহাদেরও তাই ছিল। ঠিক ভারতের ন্যায় চিনির বিষয়ে ফর্ম্মোজারও অবস্থা সুবিধাজনক ছিল না। এ সকল কথা আমরা ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাসের মহাজন-বন্ধুতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

যাহা হউক, ফর্ম্মোজা গবর্ণমেণ্ট যখন দেখিলেন, তাঁহার দেশে চিনির কাজে বড়ই অসুবিধা, বিদেশী চিনির উপর নির্ভর করিতে হয়, তখন তিনি তাঁহার কৃষিবিভাগ হইতে উৎকৃষ্ট ইক্ষুর বীজ, সার, এবং খালের জলের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে চাহিলেও স্থানীয় প্রজারা অন্যান্য শস্যের চাষ ত্যাগ করিয়া ইক্ষু আবাদে কিছুতেই মনোযোগী হইল না, বরং সকলে সন্দেহ করিয়া বলিল, গবর্ণমেণ্ট যতই আমাদের ইক্ষু চাষ করিবার জন্য অনুকূল ব্যবস্থা করুন না কেন, গবর্ণমেণ্ট উহা বিনামূল্যে কখন দিবেন না, সময় পাইলে, ইক্ষু ভাল জন্মিলে, তখন বিবিধ উপায়ে টেক্স খাজনা বসাইয়া আমাদের পরিশ্রমের ধন তাঁহাদের সিন্দুকজাত করিয়া লইবেন, অতএব গবর্ণমেণ্টের আশ্বাস-বাণীতে আমাদের কর্ণপাত করিবার আবশ্যক নাই। পরিশেষে ফর্ম্মোজা গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং উহাদের অনেককে বেতন দিয়া ইক্ষু আবাদ করাইয়া দেখাইলেন যে, ইক্ষু চাষে প্রভূত লাভবান হওয়া যায়। তবু উক্ত দেশবাসীর সংস্কার নষ্ট হইল না। পরিশেষে তিনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আইন করিলেন যে, "যিনি প্রাচীন নিয়মে এদেশে চিনির কারখানা করিবেন, তাঁহাকে প্রত্যহ ৩০০ শত টাকা অর্থ

দণ্ড দিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া ফর্মোজায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না, বরং ৩৮ নম্বর নোটিফিকেসনে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে চিনি বিষয়ে এই প্রচার করিলেন যে,—

(১) যিনি আধুনিক প্রথায় চিনির কল করিতে ইচ্ছুক, তিনি ফর্মোজা কৃষিবিভাগে আবেদন করুন। (২) ডিরেক্টারের সীমাবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট জেলায় চিনির কল করিতে হইবে। (৩) যদি কেহ নির্দ্দিষ্ট জেলা পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহাকে পুনরায় আবেদন করিতে হইবে। (৪) কৃষকেরা স্থানীয় কল ভিন্ন অপর কাহাকেও ইক্ষু বিক্রয় করিতে পারিবে না। যদি চাষারা প্রাচীন প্রথায় গুড় বা চিনি প্রস্তুত করে, তবে তাহারা দণ্ডনীয় হইবে। (৫) স্থানীয় কলওয়ালাদের নিকট যত ইক্ষু আসিবে, তাহা উচিত মূল্যে গ্রহণ করিতে হইবে। ইক্ষু আর চাই না, ইহা বলা চলিবে না। (৬) কৃষকদিগকে দাদন দিতে পারিবে না, কৃষকেরা ইচ্ছানুসারে ইক্ষু চাষ করিবে। (৭) অন্য চাষে অর্থ অধিক পাইলে ইক্ষু চাষ করিবে না। (৮) চিনির কলওয়ালাদের কল যদি ইক্ষু অভাবে অচল হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য সাহায্য করিবেন, অর্থাৎ কলওয়ালাদের টাকা ও নিষ্কর জমি ইত্যাদি প্রদত্ত হইবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই আইনের পর ফর্মোজা দেশে ১৭॥০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে ৯টি যৌথকারবারের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তথায় ৯টি চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা ১৯০৬ সালের কথা। তৎপরে ১৯১১ সালের শেষে তথায় ১৭টি যৌথ কোম্পানীতে ৩২টি নূতন ধরণের চিনির কল করিয়াছেন। এই সকল কলে প্রতিদিন ২৪৪৫০ টন ইক্ষুপেষণ হইতেছে। ইহার মধ্যে ১১টি কলে প্রতিদিন ৭২০০ টন ইক্ষু মাড়া হইয়া থাকে। এই সব কোম্পানীর মূলধন ৪ কোটি ইয়েন অর্থাৎ ৪০ লক্ষ ৮৩ হাজার পাউণ্ড (১৫৲ টাকায় এক পাউণ্ড), পরন্তু ১৯১২ সালে নভেম্বর মাসে আর ৩টি চিনির কল ফর্মোজায় বসিবে, তাহাদের মূলধন একত্র করিলে ৮৫ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড হইবে। অধিকন্তু নূতন যে তিনটি কল খুলা হইবে, সেই তিনটি কলে প্রত্যহ ১৬॥০ শত টন ইক্ষুপেষাই হইবে। ইংরাজ ভাই কোথায়? ফর্মোজায় গিয়া ইংরাজেরাও দুইটি চিনির কল খুলিয়া-

ছিলেন, কিন্তু গত বৎসর জাপানীরা উক্ত কল দুইটি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। বৃটিশ ফারমের বোধ হয় পোষাইল না। এদিকে কিন্তু ফর্ম্মোজায় চিনির কলের কাজে বিদেশীর মূলধন শূন্য হইল। তথায় আর চিনির কল বিদেশীর রহিল না। বিদেশীরা এখন ফর্ম্মোজায় চিনি দেশে দেশে বিক্রয় করিবার জন্য রহিল।

ইতিমধ্যেই ফর্ম্মোজা চিনির স্পেকুলেসন আরম্ভ হইয়াছে। কেন না, বিদেশী ক্রেতারা তথায় বসিয়া আছেন। তখন আর ভাবনা নাই। জাপানী চিনির কলওয়ালারা ফর্ম্মোজার চিনির কলওয়ালাদের নিকট ১৯১১ সালে ১ লক্ষ ৫০ হাজার পিকল (এক পিকলে ১৩৩৬ পাউণ্ড) কাঁচা চিনি প্রতি পিকুল ১৭ শিলিং ৪ পেন্স দরে সওদা করিয়াছিল। ঐ চিনির কণ্ট্রাক্ট সত্বে লিখিত ছিল, যদি নিয়মিত সময়ে আমরা চিনি সরবরাহ করিতে না পারি, তাহা হইলে প্রতি পিকুলে দুই ইয়েন অর্থাৎ ৪ শিলিং ১ পেন্স দর অধিক দিতে হইবে। এরূপ সুবিধা সত্ত্বেও উঁহারা জাপানী কলওয়ালাদের চিনির ডুক্তান দিতে পারেন নাই। উক্ত চিনির ডুক্তান না দিলে, অনেক টাকার ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ ডিফারেন্স ধরিয়া দিতে হইবে। এজন্ত তাঁহারা মহাভাবিত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে জাভা চিনির দর কমিয়া গিয়াছে, এই জাভা চিনি দেখিতে অবিকল ফর্ম্মোজা চিনির ন্যায়, একারণ ফর্ম্মোজার চিনির মহাজনেরা ভাবিতেছেন, জাভা হইতে চিনি ক্রয় করিয়া ডুক্তান দিলে হয়, কিন্তু জাভা হইতে জাপানে চিনি পাঠাইতে ৭ শিলিং ২ পেন্স খরচা পড়িবে, তাহাতে প্রত্যেক পিকুলে ১০ ইয়েন বা ১ পাউণ্ড ৫ পেন্স পড়িয়া যাইবে; এদিকে উঁহারা জাপানের নিকট ১৭ শিলিং ৪ পেন্স এবং কণ্ট্রাক্টের অতিরিক্ত দর ৪ শিলিং ১ পেন্স, মোট ২১ শিলিং ৫ পেন্স দর পাইবে, ইহাতে কিছু ক্ষতি বাঁচিবে, কিন্তু জাপান জাভা চিনি লইবে কি না, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিতেছেন। যাহা হউক, ইহার মীমাংসা হইলেই মঙ্গলের বিষয়। ফর্ম্মোজা দেশ জাপান সম্রাটের অধীন, জাপান বিদেশী চিনি গ্রহণ করিবেন না বলিয়াই ফর্ম্মোজা গবর্ণমেন্টকে দিয়া উক্ত দেশে চিনির কাজে উন্নতি করাইয়াছেন। ১৯১১-১২ সালে জাপান গভর্ণমেন্ট চিনি রিফাইন করাইবার জন্য প্রতি পিকুলে ১ ইয়েন ৬০ সেণ্ট বা ৩ শিলিং ৩ পেন্স হিসাবে ২৬ লক্ষ ৪০ হাজার ইয়েন অর্থাৎ ২ লক্ষ ৬৯ হাজার পাউণ্ড ব্যয়

মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ১৯১২ সালের শেষভাগে বুঝি বা ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। ফর্ম্মোজা গবর্ণমেণ্ট ইক্ষু আবাদের জন্য সার ও ইক্ষুর ডগা দিয়া কলের মহাজনদিগকে সাহায্য করিতেছেন ও ক্রমে ঐ মহাজনগণ জেলা সমূহে কৃষকগণকে উহা দিতেছেন। ১৯১১-১২ সালে ৭ লক্ষ ১৭ হাজার ইয়েন অর্থাৎ ৭৩ হাজার পাউণ্ড মূল্যের ঐ সব দ্রব্য চিনির কলওয়ালাদের সাহায্য করিয়াছেন। ১৯১২-১৩ সালের জন্য ৭ লক্ষ ১১ হাজার ইয়েন বা ৭২ হাজার পাউণ্ড মূল্য চিনির কলওয়ালাদের ঐ বিষয়ে সাহায্য করা হইবে বলিয়া ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়া রহিয়াছে। এ সময়ে ফর্ম্মোজার কলওয়ালারা কি করিয়া বসিল!! লাভের লোভে উঁহারা বিদেশীকে চিনি বিক্রয় করিয়া ফেলিল! জাপানের কন্‌ট্রাক্ট সত্বের চিনি জুক্তান না দিলে এই সব বিষয়ে অনেক কথা উঠিবে।

১৯১১ সালে জাপানে ও বিদেশে ফরমোজা হইতে ৪৮ লক্ষ ৫৬ হাজার হন্দর চিনি রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯১০ সাল অপেক্ষা ১৯১১ সালে প্রায় ১০ লক্ষ হন্দর চিনি অধিক রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯১১ সালে ফর্ম্মোজা হইতে চীনে ৮৩ হাজার, কোয়াংটঙে ৩৭ হাজার, যুক্ত-প্রদেশে ২০ হাজার, হংকং নগরে ২৪ শত, যুক্তরাজ্যে ১২ শত হন্দর, মোট ১ লক্ষ ৪৪ হাজার হন্দর চিনি রপ্তানী হইয়াছিল।

ইংরাজরাজদূত শ্রীমান্ জে, বি, রেণটিয়ার মহোদয় ফর্ম্মোজায় বসিয়া আছেন, তিনি সংবাদ দিতেছেন, ১৯১০ সালের নভেম্বর হইতে ১৯১১ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত ৫৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭ শত ৩৭ হন্দর চিনি ফর্ম্মোজার ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার ১২ হন্দর (৩৮৫০০১২) চিনি কলে পরিষ্কার করা হইয়াছিল এবং ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৪ শত ৫২ হন্দর লালী চিনি এবং ৪ হাজার ২ শত ৭৩ হন্দর থাঁড় চিনি তথায় জন্মিয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৩ হন্দর কাঁচা (১৯৬৩০৭৩) চিনি নিজ জাপানে রপ্তানী গিয়াছিল এবং ১৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯ শত ৩৯ হন্দর চিনি স্থানীয় কাট্‌তি ও জাপানের অধিকৃত অন্যান্য দেশে রপ্তানীর জন্য রাখা হইয়াছিল।

১৯১২-১৩ সালের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার পিকুল চিনি ফর্ম্মোজায় কাট্‌তি হইবে এবং ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার হন্দর চিনি ভ্যাঙ্কোবার, লিভারপুল, কলিকাতা ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু

১৯১২ সালে ফর্ম্মোজায় ইক্ষু ভাল হইবে না। কেন না, ইক্ষু বপনের সময় অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তৎপরে যদিও বারিপাত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে ইক্ষু ক্ষেত্রে পোকা লাগিয়াছে। ১৯১১ সালে জুলাই মাসে মোট ৫৯ লক্ষ ৫২ হাজার হন্দর চিনি পাওয়া যাইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু তৎপরে আগষ্ট মাসে ভয়ানক টাইফুন (ঝড়) হইয়াছিল। উক্ত টাইফুনের পর পুনরায় নির্দ্ধারিত করিয়া বলা হয় যে, ৪ লক্ষ ১৬ হাজার হন্দর চিনি ফর্ম্মোজায় এ বৎসর জন্মিবে কিন্তু ফর্ম্মোজা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর অনুমান করিয়া বলিতেছেন, ৩৫ লক্ষ ৫ হাজার হন্দর চিনি এবর্ষে তথায় পাওয়া যাইবে। ইহার মধ্যে ৩০ লক্ষ ৬ হাজার হন্দর সাদা এবং ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার হন্দর লালী চিনি উৎপন্ন হইবে। ইনি ঝড়ের পর শত করা ৩০ ভাগ ইক্ষু পাওয়া যাইবে এবং ১০ ভাগ ইক্ষু নষ্ট হইয়াছে অনুমান করিয়াছেন। গত বৎসর ইক্ষুর ডগার অভাব হইয়াছিল, এবার তাহা রীতিমত রাখা হইবে। ফর্ম্মোজা গবর্ণমেণ্ট ইক্ষু চাষে বরাবর যেমন মনোযোগী আছেন, তাহাই থাকিবেন। প্রজারা অতিরিক্ত জমিতে ইক্ষু চাষ করিতে নারাজ, একারণ কলওয়ালারা ইক্ষু-ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া নিজেরা চাষ করিবেন বলিয়া শ্রেয়ঃ মনে করিতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কোন কথা কহিতেছেন না। ১৯১১ সালে ইক্ষুক্ষেত্র ১ লক্ষ ৮২ হাজার ১ শত ৯৭ একার ছিল, ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার একার উন্নত বা ভাল ইক্ষু ও ৯ হাজার একারে সাধারণ ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। ১৯১০ সাল অপেক্ষা এবর্ষে ৩৮ হাজার একার ভূমে ইক্ষু চাষ কম, ইহার কারণ কি? রিপোর্টে তাহা লেখা হয় নাই। অথচ ফর্ম্মোজা গবর্ণমেণ্ট টেকো নামক স্থানে চিনি পরীক্ষাগার খুলিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। চিনি শিল্পের যাবতীয় কার্য্য এই স্থান হইতে সমাধা করা হইবে। দানাদার সাদা চিনি ফর্ম্মোজায় যাহাতে অধিক হয়, তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। ফর্ম্মোজা হইতে জাপানে যে চিনি যাইবে, তাহার জাহাজ ভাড়া কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯১১ সালে ফর্ম্মোজা হইতে ৫৭৫০৯১ লিটার সুরা প্রেরিত হইয়াছিল, চিনির কল হইতেই ঐ সুরা তৈয়ারী হইয়াছিল, উহার মূল্য ৪৭৪৩০৭৬ পাউণ্ড। এই সুরা রপ্তানী ১৯১০ সাল অপেক্ষা ২।০ গুণ অধিক হইয়াছে।

রেশম বাণিজ্য।

আমেরিকা দেশের শিল্ক সমিতি কর্ত্তৃক সদ্য প্রকাশিত শিল্ক ব্যবসায়ের ষাণ্মাসিক রিভিউ হইতে প্রধান প্রধান উৎপন্ন দেশের কাঁচা রেশমের অবস্থার কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণী ও তৎসঙ্গে নূতন রেশমের ভাবী আশা সম্বন্ধীয় কতিপয় টীকা প্রাপ্ত হইয়াছি।

জাপান আগামী সালের রেশম পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের রেকর্ডানুযায়ী হইবে বলিয়া নিশ্চিত এবং ইহাও স্মরণ রাখা ভাল যে, কয়েক বৎসর অন্য দেশের রপ্তানির (প্রেরণের) জন্য রেশম অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। এ বৎসর খুব সম্ভব যে, নিজ জাপানে রেশমের কাট্‌তি অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কম হইবে, তাহার কারণ, জাপান সম্রাট্ মুশিটো মহোদয়ের মৃত্যুতে শোকচিহ্ন-স্বরূপ অনেক জাপানী রেশম প্রস্তুত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন না; তৎপরিবর্ত্তে তুলার পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন। ইহাতেই নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, রপ্তানির জন্য প্রাপ্তব্য শিল্কের পরিমাণ অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। অন্যান্য শিল্কের তুলনায় গত বৎসর জাপান শিল্কের দর খুব কম হইয়াছে।

ইতালী।—ইতালীর কাঁচা শিল্ক গত বৎসরাপেক্ষা এবর্ষে বেশী হইবে, এ কথা তথাকার রেশমী-মহাজন মাত্রেই বলিতেছেন। ১৯১১।১২ সালের শিল্ক ঋতু নিঃসন্দেহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, যাহা ইতালীর রেশমী তাঁতিরা আর কখন এরূপ দেখে নাই।

বসন্তকালে বৃষ্টির প্রাবল্য হেতু ককুনস্থ রেশম উৎপাদন গড়ে খুব কম। যুক্তরাজ্যে শিল্কের কাট্‌তি অনিশ্চিত ও অনিয়মিত দেখিয়া ইতালীয় শিল্ক চরকাওয়ালারা ইউরোপে তাহার বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। রুশিয়া দেশেই ইতালীর শিল্ক খুব বেশী প্রচলিত এবং গত বৎসর তাহারা (রুশিয়া) যেরূপ ইতালীর শিল্ক লইয়াছিল, পূর্ব্বে আর কখনও তত গ্রহণ করে নাই। সুইশ, জারম্যান্ ও ফরাসী প্রভৃতি জাতি ইতালীর শিল্ক যেরূপ পচ্ছন্দ করে, তেমন পূর্ব্বদেশীয় শিল্ক করে না। এইজন্য ইতালীরা তাহাদের এ বিপদ হইতে (যুক্তরাজ্যে আর লইবে না) উদ্ধার পাইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ককুনের (Cocoon) বাজার অনুকূল ও ইহার উৎপাদনও অত্যুৎকৃষ্ট।

ক্যাণ্টন।—পূর্ব্বে কয়েক বৎসর ক্যাণ্টন দেশবাসী নিজ দেশে তুলার কাট্‌তি অত্যধিক পরিমাণ করিয়া তুলাকলের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। কিন্তু গত বৎসর তাহারা অভিযোগ করিয়াছে যে, তুলা ও রেশম নির্ম্মিত বস্ত্রে তাহাদের দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং আর সরবরাহের জন্য নূতন আদেশ দেয় নাই। এক্ষণে রিপোর্টে জানা গিয়াছে যে, রেশম ও তুলাবস্ত্রের দ্রব্য বাজারে কম হইয়া আসিয়াছে এবং আরও রেশম ও তুলার বস্ত্র লইবে বলিয়া আশা হইয়াছে।

চীন।—চীনদেশে রাজনৈতিক হাঙ্গামা বন্ধ হইয়া শাঙ্গাই শিল্ক বাজারের অবস্থা অনুকূল হইয়াছে, ইহাই ভাবী আশা। নূতন রেশমের ভাবী আশাও খুব ভাল এবং বিশ্বাস করা হইয়াছে, এ বৎসর কিছু পরিমাণে শস্যের বৃদ্ধি হইবে। ১৯১১।১২ সালে ১০৫০০০ গাঁইট শিল্ক শাঙ্গাই হইতে রপ্তানি হইয়াছিল এবং এবর্ষে প্রায় ১৬০০ গাঁইট বেশী রপ্তানী হইতে পারিবে। চীন দেশে বিলাতী বস্ত্র প্রচলনের ফ্যাশান হওয়ায় শিল্কের কাট্‌তি কিছু কম পড়িয়াছে।

চীনদেশীয় লোকেরা "রাজকীয় উৎসব উপলক্ষ ছাড়া" এখনও তাহাদের দেশীয় কাপড় চোপড় পরিতেছে এবং অনেকে ইউরোপীয় ধরণে নির্ম্মিত রেশমের বস্ত্রও ব্যবহার করিতেছে। ১৯১২।১৩ সালে মোট নির্দ্ধারিত কাঁচা শিল্কের উৎপাদন (টুসা শিল্ক লইয়া) ৫৬৭৭২০০০ পাউণ্ড। ১৯১১-১২ সালে ৫৩,২৫৫০০০ পাউণ্ড ছিল। শ্রীঃ—

বিদেশী শস্য উৎপন্ন।

আমাদের দেশে অনেকের ধারণা, সাহেবদিগের দেশে কিছুই শস্য হয় না, কাজেই উঁহারা ভারতবর্ষ হইতে তথা বঙ্গদেশ হইতে সমুদয় শস্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। বাস্তবিক এই ভুল ধারণা আমাদের দেশের লোকের যাহাতে না থাকে, তজ্জন্য আমরা অদ্য বিদেশী শস্য উৎপন্নের বিষয় এস্থলে কিছু বলিতেছি।

যব।—আলোচ্য (১৯১২) বর্ষে হাজারী প্রদেশে ১০০৩২০০০০ হন্দর, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৩৩৬৯৭২০০০ হন্দর, ইটালীতে ৯৩৫০৫০০০ হন্দর,

তৎপরে বেলজিয়ম; স্পেন, অষ্ট্রহাঙ্গরী, সুইজারল্যাণ্ড, গ্রেট বৃটেন এবং ভারতের গম ধরিয়া ৮৪৫০০০০০০ হন্দর, মোট পৃথিবীতে এবর্ষে ১৩৭৫৭২২০০০ হন্দর গম জন্মিয়াছে।

রাই।—হাঙ্গারীতে (১৯১২) ২৯৯৫০০০০ হন্দর, প্রশিয়াতে (শীতকালে) ৯৭১৮৩৪০ হন্দর রাই সরিষা জন্মিয়াছে।

যব।—হাঙ্গারীতে (১৯১২) ৩০১৭১০০০ হন্দর, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৮৬১৪২০০০ যব জন্মিয়াছে।

ছোলা।—বেলজিয়মে (১৯১২) ১২৫৭৩০০০ হন্দর, হাঙ্গারীতে ২৩০৩৩০০০ হন্দর, ইটালীতে ৯০৫৫০০০ হন্দর, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৩২৫৪৩২০০০ হন্দর ছোলা জন্মিয়াছে।

ভুট্টা।—আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সম্ভবতঃ ১৯১২ সালে ১১৮১৩৩০০০ একার জমিতে ভুট্টা ফসল পাওয়া যাইবে।

শণ।—ভারতবর্ষে করদরাজ্যে ১৭০১০০০ একার, ভারতবর্ষীয় যুক্তরাজ্যে ২৯৯২০০০ একার শণ চাস হইয়াছে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১৪০০০০০০ হন্দর শণ জন্মিয়াছে।

তামাক।—আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এবর্ষে ১১৯৪০০০ একার জমিতে তামাক আবাদ হইয়াছে।

তুলা।—আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৩৪০৯৮০০ একার ভূমে এবর্ষে তুলা বপন হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন জগতের অন্যান্য দেশে বহুবিধ শস্যের চাস হইয়া থাকে। ইক্ষু, বিট প্রভৃতি জগতের মধ্যে বহুদেশে জন্মিয়া থাকে।

মানকচু।

মানকচুর নানা প্রকার খাদ্য হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং খাইতেও বেশ সুস্বাদু। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার নানা প্রকার উপকারিতার বিষয় লিখিত রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে মান শীতল, লঘুপাক, শোথ নিবারক ও রক্তপিত্তনাশক। তাহা ছাড়া—শোথ, আমাশয়, অর্শ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগেও মানকচু একটী অতি প্রয়োজনীয় পথ্য। অনেক রোগেই মানের মণ্ড খাদ্য ও পথ্য উভয়েরই কাজ করিয়া থাকে।

ভাদ্র মাসের শেষ হইতে আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত মানকচু রোপণের উপযুক্ত সময়। কচু রোপণ করিবার উচু রৌদ্রযুক্ত স্থান প্রশস্ত।

প্রথমে জমির একধারের এক কোণ হইতে তিন তিন হাত অন্তর করিয়া একটী চিহ্ন করিয়া যাইবে; ঐরূপ চিহ্ন হওয়ার পর, ঐ চিহ্নিত স্থানে একটি করিয়া গর্ত্ত খুঁড়িবে—গর্ত্তটী ১ হাত দৈর্ঘ্য, ১ হাত প্রস্থ ও ১ হাত গভীর করিবে। এইরূপে সমস্ত জমিতে গর্ত্ত করা হইলে, তাহার পর ঐ গর্ত্তের ভিতর যে গাছ পুঁতিতে হইবে ঐ গাছের অনুযায়ী আর একটী করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং উহাতে গাছটিকে বসাইয়া, ঐ ছোট গর্ত্তটি ধূলার মত ভিজা মাটি দ্বারা পূর্ণ করতঃ সামান্য চাপিয়া দিবে। তাহার পর ঐ বড় গর্ত্তেও চারি আঙ্গুল পরিমাণ ধূলার মত ভিজা মাটি দিয়া আল্‌গা ভাবে রাখিয়া দিবে। এইরূপে কচু পোঁতা শেষ হইল।

প্রত্যেক গাছটির গোড়ায় যে কচু থাকে উহা যেন কাটিয়া ফেলা না হয়। কচুর গোড়া কাটিয়া ফেলিলে উহা হইতে শিকড় গজাইতে অনেক দেরী লাগে, গোড়া রাখিলে শীঘ্র শিকড় মাটিতে বসিয়া যায়। গাছগুলি এইরূপ হওয়া দরকার যে, উহার গোড়ায় যেন অন্ততঃপক্ষে ১ পোয়া কচুর কম না হয় এবং তিন পোয়ার বেশী না হয়। গাছগুলি পুঁতিবার সময় উহার ডাঁটা এবং পাতা যেন একটীও কাটা না হয়।

কচু পুঁতিবার পর হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত উহাদিগকে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া হউক। যদি ২।১টি গাছ মরিয়া যায়, তবে বদলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। চৈত্র মাসের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত উহার পাট করিবার সময়। কচু গাছের গোড়ায় যে গর্ত্ত আছে, উহা প্রথমে সার দিয়া পূর্ণ করিবে; তারপর সমস্ত জমিটি ভাল করিয়া কোপাইয়া ঐ জমির সমস্ত মাটি গুঁড়া করিয়া দিবে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ঐ জমিতে অনেক ঘাস জন্মিবে, উহা সমস্ত সময়ই পরিষ্কার রাখিতে হইবে। আশ্বিন মাসের প্রথমে আর একবার ঐ জমি কোপাইয়া দিবে এবং এমন ভাবে পাট করিবে যাহাতে সমস্ত মাটি গুঁড়া হইয়া যায় এবং ঐ কচু গাছের একটি শিকড়ও না কাটে। মাঘ ফাল্গুন মাস কচু তুলিবার সময়; ইহার পূর্ব্বে কচু তত সুস্বাদু হয় না এবং কচুর ভিতরে মোটা মোটা আঁশ থাকে।

কচুর শত্রু অনেক আছে। শূকর ও সজারু ইহার প্রধান শত্রু। যদি কচুতে শূকর অথবা সজারু অত্যাচার করে, তাহা হইলে প্রত্যহ রাত্রে ঐ

জমিতে ২।৩ জায়গায় আলো দিবে, এইরূপ তিন চারি দিন আলো দিলে আর শত্রু আসিবে না, অথবা কচুর গোড়া খুব উঁচু করিয়া বাঁধিয়া দিবে।

উপরোক্ত নিয়মে কচু তৈয়ার করিলে প্রতি বিঘাতে অন্যূন চারিশত করিয়া কচু উৎপন্ন হইবে। একজন লোকে খুব কম করিয়াও দুই বিঘা জমিতে কচু তৈয়ার করিতে পারে। তাহা হইলে একটী লোকে ভাদ্র, আশ্বিন, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই চারি মাস এবং উহা উঠাইবার সময় এক মাস এই পাঁচ মাস কাজ করিয়া ৩০০ শত কচু লাভ করিতে পারেন।

প্রথম বৎসর যে জমিতে কচু করা হইবে, তাহার পর বৎসর আর সে জমিতে কচু হইবে না। তবে অন্য ফসল হইতে পারে। এইরূপে এক বৎসর অন্তর কচু করার নিয়ম।

সজিনা।

সজিনা গাছের অন্য নাম শোভাঞ্জন। শ্যাম, শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে সজিনা তিন প্রকার। সজিনার বীজকে শ্বেত মরিচ বলে। দেশভেদে ইহার নামভেদ এইরূপ ঃ—হিন্দুস্থানে—শোহিঞ্জন ও সঞ্জন, মহারাষ্ট্রে—কালা সেগুবা ও সোব্গা বলিয়া থাকে, কর্ণাটে—করিয়নুগ্গি, তৈলঙ্গে—মুলঙ্গা, তামিলে—মোরুঙ্গ, এবং বোম্বায়ে—শেগব ও সেগত বলে। ইহার ইংরাজী নাম—"দি হর্স র‍্যাডিশ্ ট্রি" এবং ডাক্তারী বা লাটিন নাম "মোরিঙ্গা টেরিগোস্পারমা।

ভৈষজ্য গুণঃ—

"শিগ্রুঃ কটুঃ কটুপাকে তীক্ষ্ণোষ্ণো মধুরো লঘুঃ।
দীপনো রেচনো রুক্ষঃ ক্ষারান্তক্তো বিদাহকৃৎ॥
সংগ্রাহী শুক্রলোহৃদ্যঃ পিত্তরক্ত প্রকোপনঃ।
চক্ষুষ্য কফবাতঘ্নো বিদ্রধিশ্বয়থুক্রিমান্॥"

অর্থাৎ সজিনা, কটু মধুর তিক্তরস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিদীপক রুচিকারক, রুক্ষ, ক্ষারযুক্ত বিদাহি, ধারক, শুক্রবর্দ্ধক, হৃদয়গ্রাহী, রক্তপিত্ত প্রকোপক ও চক্ষুর হিতকারক। শ্বেত সজিনাও এই সকল গুণ বিশিষ্ট, তবে ইহা দাহজনক এবং প্লীহা, বিদ্রধি, ব্রণ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক। রক্ত সজিনাও ঐ সকল গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা অগ্নিপ্রদীপক এবং সারক।

সজিনা পুষ্প কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ বীর্য্য, স্নায়ুশোথকারক, এবং ইহা ক্রিমি, কফ, বায়ু, প্লীহা ও গুল্মনিবারক। রক্ত সজিনা-পুষ্প চক্ষুর হিতকর এবং রক্তপিত্তের প্রসাদক। সজিনার ডাটা মধুর, কষায় রসযুক্ত, অগ্নিদীপক, পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্মনিবারক। সজিনার ছাল বেদনা-প্রশমনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু মূলের ছাল বিষাক্ত বলিয়া বিষাক্ত প্রাণীর দংশন জ্বালা ও স্ফীতি প্রশমনার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গঁদ বা আঠা।—সজিনা গাছের ক্ষত হইতে যথেষ্ট পরিমাণে গঁদ বা আঠা বাহির হয়। ইহা প্রথমে শ্বেত ও পরে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। অবশ্য বিলাতী বাজারে এ গঁদের তেমন আদর নাই, কারণ ইহা নিকৃষ্ট। কিন্তু এদেশের বাজারে ঔষধিরূপে এই গঁদ বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহা শিরঃপীড়া ও দৈহিক বেদনা প্রশমনার্থে প্রয়োগ করা হয়। আঠা তৈয়ার করিবার জন্য বাঙ্গলার গঁদের সহিত ইহা মিশ্রিত করিলেও চলিতে পারে। এই গঁদ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের রঙ্গরেজ বা কাপড় ছোবাই ও রঞ্জনকারিগণের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকে।

চর্ম্ম-শোধন।—খৃষ্টি সাহেব তদীয় "নিউ কমার্শিয়াল্ প্ল্যাণ্টস্" নামক গ্রন্থে শোভাঞ্জনকে চর্ম্মশোধন ও পরিষ্করণের উপাদানের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু সজিনা ছালের কষ যে চর্ম্মশোধন করে তাহার বিশেষ পরিচয় অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

আঁশ।—সজিনার বল্কল হইতে এক প্রকার মোটা ও অপরিষ্কার আঁশ বাহির করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তদীয় "হ্যাণ্ডবুক অফ ইণ্ডিয়ান্ প্রডাক্টস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই আঁশ হইতে দড়ির-মাদুর, মোটা দড়ি হইয়া থাকে এবং এই আঁশ ঘেটে কাগজ তৈয়ার করিবার একটি উপকরণ মধ্যে গণনীয়।

তৈল।—খাঁটি সজিনার তৈল এদেশে বিশেষ ভাবে প্রচলিত নাই। সজিনার বীজ ঘানিতে প্রচলিত প্রথায় পেষণ করিলে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা প্রায় বর্ণহীন, স্বচ্ছ ও একটু গাঢ়। ইহা এদেশে কচিৎ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, এই তৈল বাতে উপকারী। সে যাহা হউক, সজিনা তৈল দ্বারা যে একটি উত্তম ব্যবসায় চলিতে পারে, তাহা কর্ণেল ওয়াট সাহেব বলিয়া দিয়াছেন। এই তৈল বৈদেশিক "মরিঙ্গা অয়েল" বা "বেন অয়েল" নামক তৈলের অনুরূপ। যদি ভারতবর্ষে এই

তৈলের কারবার স্থাপিত হয়, তাহা হইলে ভারতীয় সজিনা তৈল বৈদেশিক বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হইবে। এমন কি, সমগ্র জগতে এই তৈল সরবরাহ করিবার উপযোগী উপাদান ভারতে রহিয়াছে। বিশেষতঃ ভারতীয় তৈলে "আয়লিন্" "মারগারিন্" ও "ষ্টিরিন্" নামক পদার্থত্রয় প্রচুর পরিমাণে থাকায় ইহার আদর বাড়িবে। অগ্নিতাপে এই তৈলের গাঢ়ত্ব প্রশমন করিয়া তরল করিয়া লইলে, ইহা ঘড়ি মেরামতকারিদিগের কর্ম্মের উপযোগী হয়। এই তৈলে ঘড়ির মত স্প্রীং সহজে অয়েল করা যাইতে পারিবে। আবার সুগন্ধি ব্যবসায়ীদিগের নিকট এই তৈলের আদরও বড় অল্প নহে। কারণ এই তৈল, অতি সূক্ষ্ম সৌরভ, সহজে ও অল্পকাল মধ্যে আকর্ষণ ও সংগ্রহ করা বহুদিন অবধি ধারণ করিয়া রাখিতে পারে।

খোয়া নম্বরী নোটের আইন রদ।

গত ১৫ই নভেম্বর (১৯১২ সাল) শিমলা-শৈল হইতে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর চোরাই নোটের নম্বর যাহা করেন্সি আপিশে ষ্টপ্ করা অর্থাৎ চোর ধরিবার জন্য উক্ত আপিশে হারাণ নোটের নম্বর যাহা রেজেষ্ট্রী করা হইত, তাহা আর করা হইবে না, নম্বরী নোটের সেই নিয়ম উঠিয়া গেল—এই হুকুম জারি হইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান সময়ে আইন আছে, নম্বরী নোট খোয়া গেলে, তাহা করেন্সি আপিশে জানাইলে, ঐ সকল খোয়া নোটের নম্বর রেজেষ্ট্রী করিয়া রাখা হয়। ৫০৲ টাকার নোট হইতে ৫০০৲ টাকার নম্বরী নোট এক বৎসর পরে রেজেষ্ট্রী কাটিয়া দেওয়া হয় এবং হাজার টাকার ৩ বৎসর বাদে রেজেষ্ট্রী কাটিয়া দেওয়া হইত। এই জন্য করেন্সি আপিশের কাজ বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং অনেক গোমস্তাদি রাখিয়া বৃথা অর্থব্যয় করা হইত এবং সাধারণের সহিত সত্বর কার্য্য করাও দুরূহ হইত। কারণ, যে নোটের নম্বর স্থগিত (ষ্টপ্ করা) আছে, সে নোটের টাকা দিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য, অতএব চোরাই নোটের টাকা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া তৎপরে তাহাকে পুলিশে দেওয়া হইত। কিন্তু নম্বরী নোট (৫০৲ ১০০৲ ৫০০৲ ১০০০৲ ও ১০০০০৲ টাকার নোটকে নম্বরী নোট বলে) ষ্টপ্ করিবার

পূর্ব্বেই উক্ত নোট অসাধু লোকেরা অনেক স্থলে ভাঙ্গাইয়া লইয়া চলিয়া যাইত এবং তাহারা নাম ধামও সঠিক বলিত না। পুলিশ বলেন, এই প্রথা থাকাতে বিশেষভাবে চোর ধরিবার উপায় ছিল না। কারণ নম্বরী নোটের নম্বর মহাজনদিগের খাতায় লেখা থাকিবার নিয়ম যদিও ছিল, তাহা অনেকে লিখিত, কেহ কেহ লিখিত না, অনেক চোর করেন্সিতে উহা না ভাঙ্গাইয়া অন্যত্র ভাঙ্গাইত। তৎপরে ষ্টপ নোট ধরা পড়িলে, পুলিশকে ঐ নোটের নম্বর ধরিয়া পর পর সকল স্থানেই অনুসন্ধান করিতে হইত, তাহাতে অনেক সাধু লোকের কষ্ট হইত। পুলিশ অনর্থক হায়রাণ হইত। তবে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বলেন, স্থলবিশেষে দু'একস্থলে চোর যে ধড়া পড়িত না এমন নহে। মোটের উপর, এই প্রথায় অসুবিধা অধিক ছিল। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য স্বাধীনভাবে নোট চলিবে। নম্বরী নোট সম্বন্ধে সেই স্বাধীনতা খর্ব্ব ছিল, সাধারণে সন্দেহ করিয়া প্রায় লইত না। পরন্তু ষ্টপ্ করা খোয়া নম্বরী নোট ধরা পড়িলেও আদালতের আইনের প্রমাণে তাহাকে অনেক সময়ে পাওয়া যাইত না। এইরূপ নানাবিধ কারণে সুবিধাপেক্ষা অসুবিধা অনেক বেশী বলিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল বাহাদুর উক্ত প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। এই প্রথা তুলিবার জন্য চেম্বর অফ কমার্শের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারাও এই প্রথা উঠিয়া যাউক বলিয়া মত প্রদান করিয়াছেন।

মন্তব্য।—খোয়া নোটের পরিত্রাণ। চোরের সুবিধা। মুহুরীদিগের কষ্ট দূর। নম্বরী নোট বলিয়া দ্বারবান প্রভৃতির নিকট যাহা অবাধে দেওয়া চলিত, এখন হইতে তাহাতে সন্দেহ হইবে। বায়না ও দলিল পত্রে অনেক স্থলে নম্বরী নোট দেওয়া হইত, এখন তাহা দাও না দাও সমান কথা। নম্বরী নোটের নম্বর পরস্পরের খাতায় লিখিবার প্রথা ছিল, এখন হইতে আর তাহা লিখিবার আবশ্যক হইবে না। জাল নোট যে ভাবে ধরা পড়ে, খোয়া নম্বরী নোট সেই ভাবে পুলিশ ধরিতে পারিবেন কি? দরিদ্রের হাতে অধিক টাকার নম্বরী নোট দেখিলে সন্দেহ হইবে বটে, কিন্তু তাহারা এখন হইতে বড় লোককে দিয়া তাহা ভাঙ্গাইয়া ফেলিবে। আমরা শুনিয়াছি, খোয়ানোট খরিদ বিক্রয় করিবার জন্য একশ্রেণীর ব্যবসায়ী ছিল। আশা করি, পুলিশ তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

—

রাজ্যেশ্বরের অভিমত।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, ভারতের বীরক্ষেত্র, মারবারের অন্তর্গত যোধপুরাধীশ্বর মহারাজাধিরাজ স্যার প্রতাপ সর্দার সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস, আই, কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"কেশরঞ্জন তৈল মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে অদ্বিতীয় এবং সুগন্ধেও ইহার তুলনা নাই।" ভারতের একজন রাজ্যেশ্বরের নিকট এইরূপ উচ্চদরের প্রশংসাপত্রলাভে কেবল যে "কেশরঞ্জন" গৌরবান্বিত তাহা নহে, ইহার আবিষ্কর্ত্তাও নিজ পরিশ্রম সাফল্যে বিশেষরূপে উল্লাসিত। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করদ ও মিত্র রাজন্যবর্গ হইতে হাইকোর্টের জজ, জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকিল প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ "কেশরঞ্জন" ব্যবহার করেন। সুগন্ধে "কেশরঞ্জন" অদ্বিতীয়, মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে, কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের কোমলতা ও মসৃণতা সম্পাদন করিতে ইহা অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন। আপনি যদি কেশরঞ্জন ব্যবহার না করিয়া থাকেন ত একবার পরীক্ষা করুন।

এক শিশি ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ॥/০ এগার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ মফঃস্বলের রোগীগণের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস কেমিক্যাল, সোসাইটী, লণ্ডন
সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী, আমেরিকান কেমিক্যাল
সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অব কেমিক্যাল
ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ,

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮। ১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুররোড, কলিকাতা।

সুরমা

Registered No. C 270.

১২শ বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ সাল। [৮ম সংখ্যা।

(বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত)

THE
MERCHANT'S FRIEND.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও কল-কারখানা-বিষয়ক
মাসিক-পত্র ও সমালোচন।

কলিকাতা, ২৪ নং গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা হইতে
শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচী।

শ্রীসত্যচরণ পাল কার্য্যাধ্যক্ষ।

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
"বাণীপ্রেসে"
জে, এন্, দে দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৯।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা।] অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা।

মহাজন-বন্ধু মাসিক-পত্র।
১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ সাল।

লাভের কাজ।

কলিকাতায় আজকাল লালীজাবা চিনি, সাদাজাবা চিনি, মান্দ্রাজ হইতে আনীত মান্দ্রাজপিটি চিনি এবং কাশীপুরের (কলিকাতার নিকট) কলের চিনি বিক্রয় হইয়া থাকে, ইহা ভিন্ন স্বদেশী-পিটি চিনি বলিয়া যে চিনি বিক্রয় হয়, তাহা লালীজাবা চিনিকে গুঁড়াইয়া বিক্রয় করা হয় মাত্র।

পিটিচিনি অর্থে পেষাই করা চিনি, ইহাকে নকল কাশীর চিনি বলা হইয়া থাকে; অর্থাৎ ইহা দানাহীন চিনি। ইহা মান্দ্রাজ হইতে আনীত হয়, কাশীপুরের কলেও হয়, এবং কলিকাতায় এজন্য পাড়ায় পাড়ায় চিনির কল হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এই সকল কল কোথাও সুরকী ভাঙ্গা কল ভাড়া লইয়া তাহাতে চিনি পেষাই হইতেছে, কোথাও বা ইলেকট্রিক মেসিনের সাহায্যে করা হইতেছে। এই পেষাই বিশুদ্ধ স্বদেশী পিটি চিনি বলা হয়। ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। [illegible]কে সামান্য সংস্কারের বশীভূত বশতঃ এই চিনি ব্যবহার করে, [illegible]বা লালজাবা চিনির যে দানা বড় বড় তাহাও নহে, তবু তাহাকে [illegible]ষিয়া যাহা স্বদেশী পিটি হয়, লোকে তাহাই লইবে। এ বাতিক লোকেরা [illegible]তেই ছাড়িবে না। এই বাতিকের জন্য সময়ে সময়ে লোকেরা ১৲ ১।০ সিকা দর লালীজাবা চিনি অপেক্ষা অধিক দিয়াও লইবে, অথচ ঐ চিনি যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহার দানা তত নয়, তবু তাহা ১৲ ১।০ [illegible]কা কমদরেও লইবে না। লালীজাবা চিনি অপেক্ষা ইহার দর ১৲ ১।০ সিকা বেশী হয় কেন? সকল সময়ে ১৲ ১।০ সিকা অধিক না হইলেও সময়ে সময়ে ৷৵০ ৸০ আনা, কোন সময় বা উহার দর লালী-জাবা চিনির দর অপেক্ষা ।০, ।৵০ আনা অধিক থাকে। মোট কথা, লালীজাবা চিনির দর অপেক্ষা উহার দর অধিক থাকিবেই থাকিবে, সমান কখনই হইবে না, অথচ উহা লালীজাবা পেষা চিনি। ইহার

হয় অধিক থাকিবার কারণ হাতফেরা ব্যবসার জন্য। প্রথম ধরুন, লালীজাবা চিনিপটির মহাজনদিগের নিকট হইতে উহারা ক্রয় করে, তাহার পর ওয়াগান্ ভাড়া, গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাকে কলে লইয়া যাওয়া হয়, তাহার পর কল খরচা আছে, উহার ঝড়্‌তি পড়্‌তি অর্থাৎ চিনির কমিকম্‌তা আছে; তাহার পর উহা কলে পেষাই হইলে, উহাকে আবার গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া বিক্রয় স্থান যথা বাজারে লইয়া যাইতে হয়। এতগুলি খরচা লালীজাবা চিনির উপর নিঃসঙ্কোচকে চাপিয়া তবে স্বদেশী পিটিচিনি হইয়া থাকে। ঐ খরচা কম নহে, মণ করা ৵০ আনা পড়ে, কোন কলে বা কিছু কম পড়ে। তাহার পর উহাদের লাভ আছে, তাহাও উহার উপর চাপে। তৎপরে ঐ স্বদেশীপিটি চিনি পূর্ব্ববঙ্গ যথা রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিং, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে এবং নিজ বঙ্গের হুগলী, হাবড়া, ২৪ পরগণা, যশোহর, ঘাটাল, মেদিনীপুর সর্ব্বত্রের দোকানদারেরা উহা বিক্রয়ের জন্য লইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে সমুদয় খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য, এ সময় কেন যে উহারা এই হাত-ফেরা, মণ করা ১৲ ১।০ সিকি বেশী দরের চিনি লইয়া যায়, তাহা উহাদের সম্পূর্ণ মূর্খতা বলা কর্ত্তব্য। অথচ যাঁহারা ঐ সকল দেশে ইহাদের নিকট হইতে চিনি ক্রয় করিয়া ব্যবহার করেন, তাঁহারা অনেকেই যাহা পান, তাহাই ক্রয় করেন। কেহ কেহ বা স্বদেশীপিটি চিনি বলিয়া না যে চাহেন এমন নয়। নতুবা দোকানদারেরা কলিকাতা হইতে স্বদেশী পিটি চিনি লয় কেন?

যাহা হউক, বঙ্গের সকল জেলায় এমন লোক অনেক আছেন যে, তাঁহারা অল্পমূলধনে যে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা এক কাজ করুন। জেলায় জেলায় যে সকল মহাজনেরা কলিকাতা হইতে চিনি লইয়া গিয়া তথায় বিক্রয় করেন, তাঁহাদের বলুন, আপনারা কলিকাতা হইতে স্বদেশীপিটি চিনি কদাচ আনিবেন না, উহার পরিবর্ত্তে লালীজাবা চিনি আনিবেন। আমরা উহাকে পিষিয়া স্বদেশী পিটি চিনি করিয়া দিব; অথবা আপনারা আমাদের লালীজাবা চিনি দিউন। আমরা স্বদেশীপিটি চিনি ঘরে তৈয়ারী করিয়া দিব, আপনারা তাহা স্বদেশীপিটি চিনির দরে বিক্রয় করিয়া দিউন। উহা করা হাতি ঘোড়া কিছুই নয়। লালীজাবা চিনি উহাদের নিকট লইয়া কতকগুলি গরীব লোক

রাখিয়া, প্রত্যেক গরীব লোককে একখানি করিয়া শিল ও নোড়া দিবেন, তাহারা উহা বাটিয়া দিবে, তৎপরে উহাদের সেই চিনির বোরায় বাটা চিনি পুরিয়া বস্তা সেলাই করিয়া দিউন, উহাই হইল, "স্বদেশী-পিটি চিনি।" • •

যদি স্থানীয় চিনির মহাজনেরা লালীজাবা চিনি আপনাদের না দেয়, তাহা হইলে আপনারা কলিকাতা হইতে উহা ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া গরীব লোক দিয়া উহাকে বাটিয়া স্বদেশী-পিটি চিনি বলিয়া বিক্রয় করিবেন। ইহাতে কলিকাতার হাতফেরা ব্যবসায় যথা কলে চিনি লইয়া যাওয়া ও কল হইতে তাহা লইয়া আসা এবং উহাদের লাভ ও দালালী খরচা ইত্যাদি মণ করা।৴০ আনা কোথাও যাইবে না, তাহা ত আপনারা নিশ্চয়ই পাইবেন; তাহা ছাড়া কলে যেরূপ চিনি উড়্তি যায় অর্থাৎ নষ্ট হয়, ওজন কমে, হাতে বাটিলে কখনই তাহা হইবে না। একটী দরিদ্র লোক যদি ৭॥০ টাকা মাসিক বেতনে রাখা যায়, এবং তাহার দ্বারা যদি প্রত্যহ ১৴০ মণ চিনি বাটান যায়, তাহা হইলেও সাত আনার মধ্যে উহার বেতন প্রত্যহ চারি আনা বাদে মণ করা ৵০ আনা লাভ নিশ্চিত থাকিবে। এইরূপ ৬ খানা শিল পাতিয়া দিলে প্রত্যহ ১৵০ আনা নিশ্চিত পাওয়া যাইবে, পরন্ত একটা লোকে প্রত্যহ ৪৴০ ৫৴০ মণ চিনি বাটিবে; কেন না, উহা তত পরিশ্রমের কাজ নয়, লালীজাবার সরুদানা ভাঙ্গিয়া মিহি করা, কাজেই উহার উপর একবার নোড়ার চাপ দিলেই কর্ম্ম করসা হইবে। একজন ৭॥০ টাকা মাসিক মাহিনার লোকে যদি প্রত্যহ ৫৴০ মণ চিনি ভাঙ্গিতে পারে, তাহা হইলে একটা লোকেই আপনাকে প্রত্যহ ৮৵০ আনা লাভ দিবে। তাহার পর স্বদেশী পিটি চিনি বাজার দরে বিক্রয় করিলে, আরো লাভ হইবে। ইহা স্থানীয় চিনির মহাজন বা দোকানদারকে একেবারে বস্তা বস্তা গাড়ী গাড়ী বিক্রয় করিবেন। ঢাকা প্রভৃতি স্থানে ইলেক্‌ট্রিকের সুবিধা আছে, অতএব ঢাকাতে পেষাই মেসিন একটা লইয়া গিয়া উহার সহিত ইলেক্‌ট্রিক্ শক্তি যোগ করিলে তথায় কলিকাতার ন্যায় চিনি ভাঙ্গাই কল হইবে এবং কলিকাতার কলের খরচাটা ঢাকার লোকেরা অনায়াসে পাইতে পারেন। তাই বলি, এ কাজ জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে করা উচিত। ইহাতে প্রত্যেক জেলার দরিদ্র এবং ভদ্রলোক প্রতিপালিত হইতে পারিবেন এবং এ কাজ যার

যাগ চলিবে। চাউল ও পাট প্রভৃতি কাজে শুকৃতি আছে, এ কাজে তাহা নাই। বর্ষাকালে চিনি রসিয়া আরও ওজন বৃদ্ধি হয় এবং চিনি পচিয়া যাইবার দ্রব্য নহে। শ্রীকমলকৃষ্ণ দত্ত।

মন্তব্য।—লেখক এই প্রবন্ধে পিটি চিনিকে সংস্কার বশতঃ লোকে লইয়া থাকেন এবং দোকানগণের মূর্খতার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে; কোন কোন খাদ্যদ্রব্যের কাজে এবং এদেশে চিনি কাঁচা খাইবার পক্ষে পিটি চিনি উৎকৃষ্ট। এইজন্যই উহা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। কেহ অগ্রে ১/০ মণ চিনি লইয়া তাহাকে শিলে বাটিয়া, পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। লেখকের অন্যান্য কথার সমর্থন করি। ইহা লাভের কাজ বটে; কিন্তু যাহাতে লাভ তাহাতেই ক্ষতি হয়, অতএব সব কাজ বুঝে করা উচিত।

মঃ বঃ সঃ।

তেল, ঘীর দম্বল আবিষ্কার।

গত সেপ্টেম্বর মাসের আমেরিকাস্থ "কটন্ সিড অয়েল ম্যাগাজাইন" নামক মাসিক পত্রিকায় কার্পাস বীজের তৈলের "ষ্টীরাইন" এবং "ওলীনস্" নামক পদার্থদ্বয়ের রাসায়নিক কার্য্যবিবরণী অর্থাৎ "ষ্টীরাইন" এবং "ওলী-নসের" গুণধর্ম্ম তন্ন তন্ন করিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি। আমাদের দেশে অদ্যাপিও সাধারণ লোকেরা ঐ প্রকার রাসায়নিক বিজ্ঞান আলোচনা করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই বলিয়াই আমরা ঐ সকল অংশ এই প্রবন্ধে মুদ্রিত না করিয়া উহার উপকারী অংশ যাহা এদেশের পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

এক শ্রেণীর তেল আছে, যেমন—নারিকেল তৈল, উহা শীতকালে জমিয়া যায়। কেন উহা জমিয়া যায়? ইহার উত্তরে উক্ত মাসিক পত্রের প্রবন্ধ হইতে এই পাওয়া গেল যে, "তৈল রসের পরমাণুর গুরুত্ব সমান নহে; অতএব উহার যে সকল পরমাণুর গুরুত্ব অধিক, তাহারা পাত্রের তলদেশে গিয়া উপস্থিত হয়, এবং যে তৈলরসের গুরুত্ব কম, তাহারা পাত্রের উপর ভাসিতে থাকে। নারিকেল তৈল, কার্পাস বীজের তৈল এবং যৌয়ার তৈল এই শ্রেণীর অন্তর্গত তৈল, পরন্তু সরিষাদি তৈলের গুরুত্ব উহার সকল

অংশেই সমান, অতএব তাহা সহজে জমে না। আরও পূর্ব্বোক্ত তৈল যাহারা জমিয়া যায়, তাহারা শীতকালের বাতাস হইতে শীতল বায়ু শোষণ করিয়া উহাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়া ফেলিয়া, এমন কি, উহাদের মধ্যে যে অংশের গুরুত্ব কম ছিল, অর্থাৎ যাহা পাত্রের উপর ভাসিত, তাহাও জমিয়া গিয়া গাঢ় হয়, কিন্তু গুরুত্বের পরিমাণ তখনও এইরূপ ভাবে পরীক্ষিত হইতে পারে যে, গাঢ় নারিকেল প্রভৃতি তৈল শীতকালে যাহা জমিয়াছে, আমরা যদি সেই তৈল অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া পরীক্ষা করি, তাহা হইলে জানিতে পারিব যে, উহার উপরের অংশ তাদৃশ কঠিন নহে, কিন্তু নিম্নের অংশে অঙ্গুলী প্রবেশ করিতেছে না, ঐরূপ ভাবে কঠিন হইয়াছে। ইহাই হইল,— গ্রীষ্মপ্রধান দেশের শীতের তৈলের অবস্থা, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশাপেক্ষা শীত অধিক, এই জন্য ঐ সকল দেশে এই শ্রেণীর তৈল দ্বারা শিল্পকার্য্যাদি করা শীতকালে বড়ই কষ্টকর প্রথা ছিল। অর্থাৎ উক্ত তৈল আগুনের তাপে গলাইয়া কার্য্য করিতে করিতে জমিয়া যাইত ; এই জন্য নানা বিষয়ে অসুবিধা হইত।

পরন্তু ঐ সকল দেশে কার্পাস বীজের তৈলে কিংবা নারিকেল তৈলে ঘৃত হয়। আমাদের দেশের ঘীকেও ঐ শ্রেণীর রসবিশিষ্ট জান্তব তৈল বলা চলে এবং ঘৃতও গুরুত্বের তারতম্যে কতক পাত্রের নিম্নে জমিয়া থাকে ও কতক পাত্রের উপর তরলাবস্থায় ভাসিতে থাকে। যাহা হউক, ঐ সকল দেশের বৈজ্ঞানিকেরা পূর্ব্বোক্ত তৈল দ্বারা যখন ঘৃত প্রস্তুত করেন, তখন ঐ সকল তৈলের গন্ধ নষ্ট করিয়া দিয়া উহাকে ঘৃতের ন্যায় জমাইয়া ব্যবহার করেন। এইজন্য উহাঁদের অনেক ব্যয় ও নানাবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হইয়াছিল ; তাহাতে উহাঁরা যদিও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং ইয়োরোপখণ্ডে শীতপ্রধানদেশমাত্রেই উক্ত ঘৃত এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইলেও উক্ত ঘৃতকে পৃথিবীতে বাণিজ্য স্বরূপ করা হয় নাই, কারণ জগতের গ্রীষ্মপ্রধানদেশে উহাকে পাঠান অসুবিধা ছিল, কেন না, উহাকে গ্রীষ্মপ্রধানদেশে পাঠাইলে উহা গলিয়া গিয়া যে তরল তৈল সেই তরল তৈলেই পরিণত হইত। এই সকল অসুবিধা বিদূরিত করিবার জন্য রাসায়নিক-পণ্ডিতমণ্ডলী ঐ সকল তৈলের গুরুত্ব নষ্ট করিয়া জমান তৈলকে তরল করা এবং তরল অংশকে কঠিন করা মানুষের ইচ্ছাধীন কাজে পরিণত করিতে বহু চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহা কেন হইবে না? এই বিষয়

লইয়া তাঁহারা বহুদিন যাবৎ রাসায়নিক বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বহুতর পরীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু এ কার্য্য এতদিন তাঁহাদের নিকট প্রহেলিকা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছিল। উক্ত সকল দেশে যে তৈল পাত্রের তলদেশে জমিয়া যায়, তাহাকে ব্যবসায়ীরা "ষ্টীরাইন" এবং ঐ পাত্রের উপর যে তৈল তরলাবস্থায় ভাসে, তাহাকে "ওলীনস্" বলিত। আমরা এক্ষণে এই প্রবন্ধের মধ্যে জমান তৈল বা গাঢ় কিংবা ঘনীভূত তৈল অথবা তরল তৈল যাহা জমান তৈলের উপর ভাসিতে থাকে, তাহা না বলিয়া গাঢ় তৈলকে "ষ্টীরাইন" এবং উহার তরলাবস্থাকে "ওলীনস্" বলিব। কেন না, নারিকেল তৈলাদি যাহা "জমে" অথবা যাহা তরল থাকে, তাহার কোন নাম বাঙ্গালা ভাষায় নাই। কাজেই উক্ত শব্দদ্বয় বাঙ্গালায় আনীত হইল। ইহাতে বারে বারে উহাদের রূপ বর্ণনা করিতে হইবে না, নাম ধরিয়া ডাকিলেই হইবে।

যাহা হউক, মহামতি সেবেটিয়ার ও সেণ্ডারনস্ নামক বৈজ্ঞানিকদ্বয় দেখিলেন, এই পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সকল পদার্থের একটি ধর্ম্ম এই যে, উহারা "স্যাচিউরেটেড" প্রণালীর অন্তর্গত, ইহাতে কোন কোন পদার্থের স্পষ্ট স্যাচিউরেটেড দর্শন করা যায়, কোন কোন পদার্থের মধ্যে তাহা অস্পষ্ট। এই স্যাচিউরেটেড শব্দটিও বাঙ্গালায় নাই। এই জন্য ইহাকেও আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। স্যাচিউরেটেড কাহাকে বলে তাহা জানেন কি? যেমন চিনি বর্ষাকালের বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করিয়া "রসিয়া" যায়। যে শক্তিতে চিনি জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে, তাহাকে স্যাচিউরেটেড কহে। স্যাচিউরেটেড শব্দটি রাসায়নিক বিজ্ঞানের রক্ষিত শব্দ। উহার ইংরাজী শব্দ য়্যাবজর্ভড। পৃথিবীর লোকেরা একভাষী হইয়া যাহাতে বিজ্ঞানের প্রত্যেক শব্দের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এজন্য বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় নূতন নূতন শব্দ দিতে হয়। ইহাকেই "সূত্র" বলে। যিনি যে ভাষার লোক হউন না কেন, যখন তিনি বিজ্ঞানের যে কোন অংশ অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিজ্জবিজ্ঞান, রাসায়নবিজ্ঞান, দেহতত্ব বা শারীর-বিজ্ঞান ইত্যাদি যাহা শিখিতে যাইবেন, তাহাকে সেই সকল বিজ্ঞানের সূত্র অর্থাৎ শব্দগুলির ভাবার্থ অগ্রে শিখিতে হইবে। কাজেই বিজ্ঞান সূত্রের ভাষার শব্দ একবিধ করিবার আবশ্যক হয় এবং তাহা পাঠ করিয়া জগতের যে কোন ভাষার লোকেরা স্ব স্ব ভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রালোচনা করিতে পারেন। য়্যাবজর্ভ কথাটী ইংরাজী বলিয়া জগতের লোকেরা উহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে

পারিবে না, কাজেই সকল দেশের জন্য সকল শব্দ পরিত্যাগ করিয়া রাসায়ন-বিজ্ঞান "স্যাচিউরেটেড" শব্দটী রক্ষা করিয়াছেন।

ঐ স্যাচিউরেটেডের মধ্য দিয়া শ্রীমান্ সেবেটিয়ার ও সেণ্ডারন্স সাহেবদ্বয় দেখিলেন, চিনি যে স্যাচিউরেটেডের জন্য বর্ষাকালে জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিয়া "রসিয়া" বা "ভিজিয়া" উঠে, কার্পাস বীজের তৈল, এবং নারিকেল ইত্যাদির তৈল সেই স্যাচিউরেটেরড প্রথায় শীতকালের শীতল বায়ু হইতে জলীয়বাষ্প গ্রহণ করিয়া "ষ্টীরাইন" অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব আমরা যদি ষ্টীরাইনকে ঠিক এক নিয়মে রক্ষা করিতে চাই, অথবা উহাকে অগ্নিতাপে তরল করিয়া যদি ঐ তরলাবস্থা চিরদিন রাখিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমরা যথাক্রমে ওলীনসের (তরল তৈল) হাইড্রোজেন অর্থাৎ শীতের জলীয় বাষ্প দ্বারা উহাকে ষ্টীরাইন বা কঠিন করিতে পারিব এবং ষ্টীরাইনকে চিরদিনের মত ওলীনস্ অবস্থায় রাখিতে হইলে, উহার সহিত আন্ স্যাচিউ-রেটেড পদার্থ, যথা—ট্রাইগ্লিসারাইডের পরমাণু যোগ করিলে হইতে পারিবে। অর্থাৎ সাধারণ বায়ু হইতে লৌহ যেমন অক্সিজেন বাষ্প স্যাচিউ-রেটেড করে—বা আকর্ষণ করিয়া "জং" বা মরিচা পড়িয়া যায়, কিন্তু যদি উহাতে আন্-স্যাচিউরেটেড কিছু দেওয়া যায়, যেমন কিছু তৈল লোহার গাত্রে মাখাইলে, লোহাতে আর মরিচা পড়ে না, এস্থলে তৈল হইল লোহার পক্ষে আন্-স্যাচিউরেটেড পদার্থ। সেইরূপ উক্ত সাহেবদ্বয় মনে করিলেন যে, জলযান বাষ্পের (হাইড্রোজেন) আভরণে উহাকে কঠিন এবং গ্লিসিরিণের আভরণে উহাকে চিরদিনের মত তরল করিয়া রাখিব, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে, সাধারণ বাষ্প হইতে শীতের জলযানবাষ্প তৈল টানে না। তৈল জলে মিশে না, উহা তৈলের পক্ষে আন্-স্যাচিউরেটেড। অতএব ইহাঁদের পরীক্ষা নিষ্ফল হইল। কিন্তু তাঁহারা ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় তাঁহারা যাহা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা এই,—

"বিভিন্ন প্রকারের আন্-স্যাচিউরেটেড মিশ্র পদার্থ লইয়া কার্য্য করিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, তৈলকে অনায়াসে স্যাচিউরেটেড শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে। এজন্য অতিসূক্ষ্ম ধাতব পদার্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐ সকল ধাতু রিয়্যাক্‌শন (প্রতিকার্য্য) দ্বারা কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হয় না। এবং ধাতুঘটিত দ্রব্যের জন্য হাইড্রোজেন লঘুকৃত হইয়া যায়। পরন্ত ধাতুঘটিত দ্রব্যের মহিমায় হাইড্রোজেন বাহকের ন্যায় কার্য্য

করে, তাহাতে আন্-স্যাচিউরেটেড মিশ্র পদার্থের পরমাণুর সহিত হাইড্রোজেন সংলগ্নীকরণ-কার্য্যে খুব সহায়তা করে। তদনুসারে শ্রীমান্ সেবেটিয়ার ও শ্রীমান্ সেণ্ডারস সাহেব মহোদয়দ্বয় হাইড্রোজেন গ্যাসের সহিত নিকেলের সূক্ষ্ম গুঁড়া যে কোন এসিডে মাখিয়া চট্‌চটে পদার্থে পরিণত করিয়া এই পদার্থ কার্পাস বীজের তৈলে মিশাইয়া চিরদিনের মত উহাকে তরল বা কঠিন যে অবস্থায় রাখিতে ইচ্ছা, তাহা তাগানুসারে মিশাইয়া করিতেছেন, ইহা আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা জগতকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছেন। ঈশ্বরের এই কাজটি তাঁহারা আয়ত্বাধীন করিয়াছেন।

এক্ষণে সরিষা, রেড়ী প্রভৃতি তৈলের চাপ চাপ খণ্ড বরফের মত কঠিনাকারে বাজারে বিক্রয় হইবে। পিচ্‌কে গলাইবার জন্য আর অগ্নির কয়লায় খরচ করিতে হইবে না। ঘৃতকে ইচ্ছানুসারে তরল বা কঠিন করা যাইবে। কার্পাস বীজের ঘৃত অথবা নারিকেল তৈলের ঘৃত জগতের গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও বিক্রয় করিবার সুবিধা হইবে। এক কানেস্ত্রা অৰ্দ্ধ মণ তরল তৈল যে পাত্রে ধরিত, সেই অৰ্দ্ধ মণ পাত্র কানেস্ত্রায় এক মণ, দুই মণ চাপ বাঁধা গাঢ় তৈল স্থানান্তরে পাঠান যাইবে। এইরূপ কত দিকে এই কার্য্যের কত সুযোগ সুবিধা হইল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু একটা কথা এই হইতেছে যে, মহামতি সেবেটিয়ার ও মহামতি সেণ্ডারস মহোদয়দ্বয়, যাহা চট্‌চটে পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, এক কলসী দুধে যেমন এক কৌটা দম্বল (অম্বল) দিলে, তাহা জমিয়া দধি হইয়া চিরকাল থাকে, আবার সেই দধিকে প্রবল আলোড়ন করিলে দুধের জল বাহির হইয়া যায়। তাঁহাদের আবিষ্কৃত পদার্থ না হয় ঐরূপ তৈল ও ঘীর দম্বল হইল, তাহা না হয় বুঝিলাম, কিন্তু উহার প্রস্তুত-প্রণালী তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা কতক হাতে রাখিয়াছেন, খুলিয়া বলেন নাই। কেবল বৈজ্ঞানিক অংশগুলি কিছু কিছু খুলিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি যে, জার্ম্মনদেশের এক বৈজ্ঞানিক শ্রীমান্ প্রফেসর কারলপাল মহোদয় এইরূপ একটি তৈল ও ঘীর দম্বল আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার পেটেণ্ট লইবার জন্য জার্ম্মনীর রেজেষ্ট্রী আপিসে ইউ, এস, পেটেণ্ট লেটারে এই বস্তুর আবিষ্কার [illegible] যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই,—

[illegible] অংশ তৈলের জেলের সহিত ১৭২ অংশ প্ল্যাটিনাম ক্লোরাইডের [illegible] হইয়াছে এবং উহার সহিত সমপরিমাণ-সোডা ম্যাপেথ

দিলেও চলে বা না দিলেও চলে। এই মিশ্রিত পদার্থ একটা চাপবুক্ত পাত্রে সম্ভবমত বায়ুশূন্য করিয়া রাখা হইল ও ২ ও ৩ য়্যাটমসফারিক প্রেসারের হাইড্রোজেন প্রবেশ করান হইল। এই মিশ্রিত বেগবানভাবে রাখা ভাল এবং উহা ঐরূপে রাখিতে হইলে এক নড়ান যন্ত্র দ্বারা প্রেসার ভেশেলে নাড়িতে হইবে এবং ঐ পাত্রটী ১৭৬. ডিগ্রি (ফারেণহিট) পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিতে হইবে। যখনই কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রেসার (তাপ) অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে, তখনই তদ্দ্বারা লক্ষিত হইবে যে, হাইড্রোজেন নিঃশেষিত অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। যখন এই লঘুকরণ কার্য্য শেষ হইবে, তখন এই রিডাক্শন প্রডাক্ট এক ফিল্টার প্রেসস্থ ক্যাটালাইজার পদার্থ হইত শূন্য থাকে এবং ঐ ফিল্টার প্রেস উত্তপ্ত করিতে হইবে। উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা এই পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।"

উক্ত পেটেন্ট লেটারের মধ্যে একস্থানে একটি "ক্যাটালাইজার" শব্দ লিখিত হইয়াছে। উহার বাঙ্গালা এইরূপ অর্থ বোধ হইল—"কোনও পদার্থের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যে পদার্থ মিশ্রিত করা যায়, সেই পদার্থটি উহার সহিত শীঘ্র মিশিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিবে, অথচ সে পদার্থটি বিকৃত হইবে না।" ইহাকেই বলে ক্যাটালাইজার। উদাহরণ—যেমন Mno ২ সহিত Mno ২+Kel ৩ মিশ্রিত করা হইল অর্থাৎ ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড ২ পরমাণুর সহিত যদি ম্যাঙ্গানিজ পটাশিয়ম্ ক্লোরাইড ৩ পরমাণু মিশাইয়া অল্প গরম করা যায়, তাহা হইলে পটাশিয়ম ক্লোরাইডের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, অথচ উহা হইতে শীঘ্র অক্সিজেন গ্যাস বাহির হয়। ইহাকেই রাসায়নিক ভাষায় বলে, ক্যাটালিটিক এজেণ্ট বা ক্যাটালাইজার। বৈজ্ঞানিক শ্রীমান্ করাল মহোদয় উক্ত ক্যাটালাইজার কি পদার্থ দ্বারা করিয়াছেন, তাহাও খুলিয়া বলেন নাই। এ সকল বিষয় আমাদের এদেশীয় রাসায়নিক মহোদয়গণের কারখানায় পরীক্ষিত হইয়া, ইহার আবিষ্কার করা কর্ত্তব্য। শ্রীঃ—

হংকঙ।

হংকঙে দুইটি প্রধান বাজার আছে, তন্মধ্যে সহরের মধ্যস্থলে যেটী অবস্থিত সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা জমকাল। বাজারটি দ্বিতল। ইহার সম্মুখে

পশ্চাতে দুইদিকেই দুইটি প্রধান রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। যদি সম্মুখভাগ দিয়া প্রবেশ করা যায়, তাহা হইলে প্রথমে নীচের তলে যাইয়া অবশেষে সোপান দ্বারা উপরে উঠিতে হয়। পশ্চাতের রাস্তা দিয়া প্রবেশ করিলে একেবারে দ্বিতীয় তলে যাওয়া যায়, কেন না, পশ্চাতের রাস্তা ক্রমে উচ্চ হইয়া গিয়াছে। নীচের তলে আসিতে হইলে সোপান দ্বারা রাস্তা হইতে নামিতে হয়। হংকঙের রাস্তাগুলি ক্রমশঃ পর্ব্বতগাত্রে উঠিয়াছে, এ কারণ রাস্তাগুলি কোথাও উচ্চে উঠিয়াছে, কোথাও নিম্নে নামিয়াছে। বাজার-গৃহটী রক্তবর্ণ ইষ্টকে নির্ম্মিত, মাথায় ঢালু ছাদ, দুর হইতে শোভা বড়ই মনোরম, বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, কারণ ইহা চীনেদের বাজার নহে; জাহাজের লোকেরা এখানেই কেনা বেচা করিয়া থাকে। দ্বিতীয় তলে কেবল মাংসের দোকান। গোমাংসই অধিক। জাহাজে এই সকল মাংস প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইয়া পরে বরফে রক্ষিত হইয়া থাকে। বাজারের দ্বিতীয় তলে নানা প্রকার ফল, তরিতরকারী ও মৎস্য। আমাদের দেশের প্রায় সকল প্রকার তরকারী এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মৎস্যও নানা প্রকার প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীতে বেশ সযত্নে রক্ষিত। বাজারটীর বন্দোবস্ত ভাল। সকল দ্রব্যের বেশ পৃথক পৃথক স্থান। কোন দ্রব্য আবশ্যক হইলে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইতে হয় না। অপর বাজারটী দ্বিতল নহে এবং সেখানে এত অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি বিক্রীত হয় না। তবে দুইটী বাজারের বাহ্যিক আকার অনেকটা একই প্রকার।

সরবতের দোকান।—অন্যান্য উষ্ণপ্রধান দেশের ন্যায় এখানেও পথের ধারে সর্ব্বত্র সরবৎ বিক্রয় হয়। এখানকার সরবৎ-প্রস্তুত-প্রণালী একটু বেশ নূতন রকমের ও বেশ আনন্দজনক। একটা কাষ্ঠের ফ্রেমে একটা গোল পিত্তলের সুবৃহৎ থালা রক্ষিত এবং তাহার কেন্দ্রস্থলে একটা ছিদ্র, নিম্নে একটা ছোট নল সংলগ্ন করা হইয়াছে। এই ছিদ্রোপরি একখণ্ড বৃহৎ বরফ রক্ষিত হইয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি কাচের গেলাস সজ্জিত করা হইয়াছে। ক্রেতা সরবৎ চাহিলে পার্শ্বের একটা কলস হইতে একটা গেলাসে জলপূর্ণ করিয়া এক হস্তে তাহা বরফের উপর ঢালা হয়, অপর হস্তে আর একটী গেলাস ছিদ্র নিম্নে ধরিয়া সরবৎ পূর্ণ করিতে হয়। এই প্রকারে ছয় সাতবার ঢালাঢালির পর বেশ সুশীতল সরবৎ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পিক্‌-ট্রামওয়ে।—হংকঙে সর্ব্বাপেক্ষা অভিনব দ্রষ্টব্য "পিক্‌-ট্রামওয়ে।" এরূপ শকট প্রাচ্যে আর কোথাও নাই। গিরিশিখর হইতে একখান ট্রাম্‌-গাড়ী পাদমূলে নামিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে আর একখানি গাড়ী পাদমূল হইতে পর্ব্বতশিখরে উঠিতেছে। পথ সরল, অতিদূর হইতে মনে হয়, যেন দুইটী বৃহৎ বিষধর-সর্প পর্ব্বতগাত্র বহিয়া উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইহা বেশ সুকৌশলে নির্ম্মিত। পর্ব্বতের শিরোদেশে এঞ্জিন দ্বারা একটা অতি সুবৃহৎ স্তম্ভ লম্বিতভাবে বেষ্টিত হইতেছে। সূক্ষ্ম তারের সমষ্টিতে একটা মোটা তার নির্ম্মিত হইয়া তাহার মধ্যভাগ এই স্তম্ভে বিজড়িত। তারের দুই প্রান্তে দুইখানি শকট সংলগ্ন। স্তম্ভটী ঘূর্ণিত হইলে তারের এক প্রান্ত জড়িত ও অপর প্রান্ত স্খলিত হইতে থাকে। এঞ্জিন ঘর হইতে পর্ব্বতের তলদেশ পর্য্যন্ত পাশাপাশি সরলভাবে, দুইটী ট্রাম লাইন চলিয়া গিয়াছে। তারের প্রান্ত-সংলগ্ন শকট দুইখানি এই লাইনের উপর স্থাপিত। যখন এঞ্জিন দ্বারা স্তম্ভ ঘূর্ণিত হয়, তখন জড়িত-প্রান্তের গাড়ীখানি শিরোদেশে আরোহণ করে ও স্খলিত প্রান্তের গাড়ীখানি পাদমূলে অবতরণ করে। এই লাইনের মধ্যে মধ্যে শকটে অধিরোহণ ও অবতরণের জন্য প্লাটফরম্‌ আছে। এই সকল প্লাটফরম্‌ হইতে পর্ব্বতগাত্রের চারিদিকে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। একারণ অদ্রি কলেবরস্থিত অট্টালিকাগুলিতে যাতায়াতের কোন অসুবিধা নাই।

আমরা এই ট্রামে পর্ব্বতে উঠিয়াছিলাম। পর্ব্বতগাত্রে একটু অধিরোহণ করিয়াই ট্রাম আরম্ভ হইয়াছে, সেখানকার প্লাটফরমটীর বেশ বন্দোবস্ত আছে। স্ত্রী-পুরুষের পৃথক বিশ্রামের স্থান, পানীয় ও ধূমপানের সুন্দর বন্দোবস্ত, খবরের কাগজ প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। কারণ যতক্ষণ না গাড়ী নামিয়া আইসে, ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করিতে হয়। গাড়ীতে পর্ব্বতশিখরের দিকে মুখ করিয়া বসিতে হয়, পিঠের ঠেসগুলি বেশ উচ্চ। গাড়ী যখন পর্ব্বতগাত্রে উঠিতে থাকে, তখন ইহার সম্মুখভাগ পশ্চাদ্ভাগ হইতে এত অধিক উচ্চ হয় যে, কেবল পশ্চাতের ঠেস ব্যতীত বসিয়া থাকা যায় না। ইহা চড়িতে বেশ আমোদজনক। মধ্যে আবার একটা পুলের উপর গাড়ী দিয়া চলিতে থাকে; ইহার ভাড়া অতি সামান্য। পথের দুই দিকের পার্ব্বতীয় শোভা বড়ই নয়নমুগ্ধকর।

পর্ব্বত শিখর।—আমরা এই ট্রাম করিয়া পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিয়া-

ছিলাম। ট্রাম লাইনের শেষ হইতে শিখর অনেক উচ্চ। ঠিক টার্ম্মিনস হইতে কিয়দ্দূরে গোরাদের একটা ছোট বারিক আছে। এখানে গোরারা বেশ আরামে থাকে। গোরা-বারিকের সম্মুখ দিয়া একটী রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া পর্ব্বতের শিরোদেশে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার মধ্যে মধ্যে বাড়ী এবং সেগুলির চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত উদ্যান। এই রাস্তা হইতে নিম্নে সমুদ্রের ও চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদ্রির শোভা বেশ মনোরম। আমরা এই রাস্তা ধরিয়া একবারে গিরিশিখরে উপস্থিত হইলাম। এখানে একটী সুন্দর উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছে। ঠিক উদ্যানটীর মধ্যস্থলে একটী আচ্ছাদিত চবুতারা। ইহার উপর একটা নিশানের দণ্ড। সেখানে বসিবার একটা বেঞ্চ আছে। এইখানে বসিয়া চারিদিকের দৃশ্য দেখিলে মনে এরূপ একটা বিস্ময় উপস্থিত হয় যে, পর্ব্বত অধিরোহণের ক্লান্তি আর থাকে না। সেখানে বসিয়া যে মহান্ দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা চিরদিন স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিবে। চারিদিকে বিস্তৃত পর্ব্বতরাশি, তাহার গাত্রে পারাবতের খোপের ন্যায় ছোট ছোট অট্টালিকা এবং চতুর্দ্দিকে সমুদ্রের মহান্ দৃশ্য! এ দৃশ্য বর্ণনাতীত।

প্রমোদ উদ্যান।—এই পিক্-ট্রামওয়ের অনতিদূরে পর্ব্বতগাত্রে সান্ধ্য-বিহারের জন্য একটী বেশ সুন্দর উদ্যান আছে। উদ্যানটী পর্ব্বতগাত্রে অবস্থিত বলিয়া ভ্রমণ করিতে বেশ একটু ক্লান্তি অনুভূত হয়। তবে স্থানে স্থানে বসিবার বেশ সুরম্য স্থানের বন্দোবস্ত আছে। পর্ব্বতগাত্র নানা প্রকার সযত্নরক্ষিত তরুলতাদিতে সুশোভিত। বিটপীর কেশরীগুলি লাল ছন্দে নির্ম্মিত, এজন্য বেশ নয়নতৃপ্তিকর। সান্ধ্যবায়ুসেবীদিগের পক্ষে যে ইহা বড়ই আরামপ্রদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ওয়ানচাই।—এই উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া আমরা পর্ব্বতের এক-প্রান্তে উপনীত হইলাম। পর্ব্বতের এই প্রান্তের নাম "ওয়ানচাই।" এ স্থানটী বেশ মনোরম। এখানে একটী সরল পথ গিরিগাত্রে উঠিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে অনেকগুলি সুন্দর চিত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একতল গৃহ বিরাজিত। সকল গৃহগুলিরই সম্মুখভাগ বেশ সুসজ্জিত; তথায় চীন ও জাপানী যুবতীরা চেয়ারে বসিয়া রসালাপ করেন। তাহারা সকলেই অভিনব বেশভূষায় সুসজ্জিত; মাঝে মাঝে এসিটিলিন গ্যাসের আলোক তাহাদের সুন্দর মুখোপরি পতিত হইয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃজন

করে। স্থান, কাল, পাত্রের একত্র সমাবেশে তাহা এত মনোহর, যেন কবির কল্পনা বলিয়া মনে হয়। যেন মনে হয়, কে পর্ব্বতগাত্রে চিরবসন্তের মধ্যে নন্দনের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অমরার পারিজাত সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। হংকঙে কেনারী পাখী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যুবতীরা সুরম্য পিঞ্জরে বিহগদের ঝুলাইয়া রাখে। তাহাদের কলকল গীতিতে স্থানটী মুখরিত। যুবতীরা বিদেশী দেখিলে মুচকিয়া হাসে, ডাকিয়া কথা কয়, ও পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়ে। বিদেশীদের পক্ষে এ স্থান দেখিবার যোগ্য হইলেও সকল সময়ে নিরাপদ নহে।

ব্যবসা বা বাণিজ্য।—ইংরাজের উপনিবেশ হইলেও এখানে চীনেরাই প্রধান ব্যবসায়ী। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয় পার্সী সম্প্রদায়ের অনেক দোকান আছে। আমি কুইন্স রোড সেণ্ট্রালে "ওয়াসিমেল" নামক একজন পার্সীকের দোকানে গিয়াছিলাম। তাঁহার দোকানে নানা প্রকারের সিল্ক ও জরীর কারুকার্য্য বিক্রীত হইয়া থাকে। জরীর কার্য্যটা সমস্তই ভারতে প্রস্তুত। আমি ইয়োকোহামায়ও পার্সীদের দোকান দেখিয়াছি, ইহারা যথার্থ ব্যবসায়ী বটে। এখানে বেতের নানা প্রকার তৈজসাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বেতের কেদারা, বেতের সোফা, বেতের টেবিল, বেতের সকল প্রকার দ্রব্যই দেখিলাম। চন্দন কাষ্ঠের নানা প্রকার বাক্স ও সিন্দুক স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কাঠের খেলনায় এবং মাটীর অতি ছোট ছোট পুত্তলিকায় চীন-শিল্পের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

রাত্রে হংকঙের শোভা।—সমুদ্রবক্ষ হইতে রাত্রে হংকঙের শোভা বড়ই মনোহর। পর্ব্বতগাত্রে সকল বাটীতেই নানাবর্ণে আলোক প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। অন্ধকারে পর্ব্বত দৃষ্ট হয় না। মনে হয়, যেন নানাবর্ণের তারকা-রাজি আকাশ হইতে নামিয়া ধরার এক প্রান্তে উদিত হইয়াছে। এ শোভা বড়ই চিত্তাকর্ষক।

সমুদ্রবক্ষে নৌকা-বিহার।—হংকঙে একটা অপূর্ব্ব প্রথা দেখিলাম। সভ্য জগতের মধ্যে কোথাও এ প্রথা আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। নদীতে যে সকল নৌকা আছে, সেই নৌকার অধিবাসীরা রাত্রে রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, বড় একটা যাত্রী লইয়া যাইতে চাহে না। কিন্তু অনেক চীন-যুবতী নৈশভ্রমণের জন্য নৌকা-স্বামী বা স্বামিনীদের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। প্রায় রাত্রে আহারাদির পর এই

[illegible] যুবতীরা অভিনব সাজসজ্জায় আপনাদের দেহ সুশোভিত করিয়া সাগরবক্ষে নৈশবিহার করিয়া থাকেন। যুবতী দাঁড়ি দাঁড় টানিতেছে, যুবতী-মাঝি হাল ধরিয়াছে, যুবতী-যাত্রীরা গান গাহিতেছে। বোধ হয় সে গানের মর্ম্ম এই :—

"তরী ধীরে বাহ, যেন না যায় টলে।"

এক এক নৌকায় ৭।৮টী যুবতী, কাহারও শিরে বিচিত্র পুষ্পে সুশোভিত সুচিক্কণ কবরী, কাহারও পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী ললাটে কেশদাম কুঞ্চিত কবরীতে পরিণত। যুবতীদের পদযুগল সুগঠিত। পরণে ঢিলা পায়জামা, অঙ্গে কাল ডুরির কাজ করা আসমানী রঙের চাপ্পনা কোট। কোন কোন নৌকায় একজন যুবতীদের তত্ত্বাবধারণ করে। অপর নৌকায় তাঁহারা স্ব স্ব প্রধানা। যুবতীরা এই প্রকারে অনেক রাত্রি অবধি বিহার-সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। আবার বন্দরস্থিত জাহাজগুলিতে যাইয়া জাহাজের কর্ম্মচারী বা যাত্রীদের সহিত রহস্যালাপেও সময় অতিবাহিত করেন। অনেকে একটু আধটু ইংরাজী বলিতে পারায়, আমোদ-প্রমোদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। এরূপ আনন্দে কখন কখন অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত করিতেও যুবতীরা কুণ্ঠিত হয় না।

কুলুন।—হংকঙ হইতে ষ্টীমারে করিয়া অপর পারে "কুলুনে" যাইতে হয়। ভাড়া তিন পয়সা মাত্র। "কুলুন" যাইতে "ক্যান্টন্" পর্য্যন্ত এখন একটী ক্ষুদ্র রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। কুলুন সহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সমতল ভূমির উপর নির্ম্মিত। রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত। এখানে সৈন্য-দের জন্য একটা বৃহৎ বারিক আছে। তন্মধ্যে শিখ-সৈন্যই অধিক। একটী বেশ বৃহৎ মিলিটারি হস্পিটাল দেখিলাম। সেখানকার ডাক্তার আমাদের দেশীয় একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। তিনি আমাদের সহিত এক জাহাজে ভারতবর্ষ হইতে পরিবার লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া খুব সমাদরের সহিত আমাদের সহরটী দেখাইয়াছিলেন।

কুলুনের ঠিক মধ্যস্থলে ভগ্ন মাস্তলের আকৃতি একটী স্তম্ভ প্রোথিত আছে। তাহার চারিদিকে অনেক সাহেবের নাম লেখা। ১৮৯৯ সালে একবার ভীষণ "টাইফুনে" একখানা বৃহৎ অর্ণবপোত কুলুনের কূলে আসিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। সেই সময়ে জাহাজের অনেকগুলি লোক মারা পড়ে। এই স্তম্ভ তাহাদের ও সেই জাহাজখানির স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

কুলুনের বাটীগুলি বেশ পৃথক পৃথক অবস্থিত। অনেকগুলি বাটীর চারিদিকে প্রশস্ত উদ্যানও দেখিতে পাওয়া যায়। সকল অট্টালিকাই ইষ্টক-নির্ম্মিত। হংকঙে স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে অনেক ইংরাজ একখানে বসবাস করিতেছেন। এখানে চীন অধিবাসীর সংখ্যা অল্প।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম।

ব্যবসায় নূতন পন্থা।

ফল সংরক্ষণ।—জর্ম্মণ দেশের রাসায়নিক বৈজ্ঞানিকেরা "নিউসিরাপ" নামক একপ্রকার চিনির পাক আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা জর্ম্মণ বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। এই সিরাপের এক পোঁচ যে কোন ফলের গাত্রে মাখাইলে, সেই ফলের গাত্র হইতে যতদিন উক্ত পোঁচ না উঠিবে, ততদিন ফলটি পচিবে না। ইহার অন্য নাম "প্রিজার্ভড্ সিরাপ।" এই সিরাপ ১ অংশ এবং পরিষ্কৃত চিনির রস ২ অংশ একত্রে মিশাইয়া ফলের গাত্রে লাগাইতে হইবে। ইহা যদি সত্য হয়, এবং শস্তায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে, বহু ব্যবসায়ী দেশের ফল ভিন্ন দেশে আমদানী রপ্তানী করিবে, অপিচ, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে।

কলিকাতার যে সকল অফিশের সহিত জর্ম্মণীর ইণ্ডেণ্টের কার্য্য আছে, তাঁহারা ইহার নমুনা আনাইয়া স্বদেশবাসীকে একটি নূতন কাজের পথ দেখাইয়া দিউন। ফল-ব্যবসায়ীদিগের পক্ষেই ইহা সুসংবাদ।" শুনা যায়, দেশী নিয়মে, যে কোন তৈল কিংবা মধুর মধ্যে ফল ডুবাইয়া রাখিলে তাহা বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মৎস্যের ব্যবসায়।—সাগরজাত মৎস্য কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করিবার জন্য সহরে "বেঙ্গল কোম্পানী" নামক এক যৌথ কারবার গঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানী কপোতাক্ষী নদীর মোহানা হইতে হাসনাবাদ পর্য্যন্ত মোটার নৌকায় মাছ আনিবেন। নৌকা তৈয়ারী হইয়াছে। তৎপরে হাসনাবাদ হইতে কলিকাতায় রেলে মাছ আসিবে। কাশীমবাজারের মহারাজ ও রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি এ অনুষ্ঠানের উদ্যোগী। মিঃ কে, চৌধুরী কার্য্যাধ্যক্ষ। যাহা হউক, এই কার্য্যটী অনুষ্ঠানে না থাকিয়া কার্য্যতঃ হইলেই কলিকাতাবাসী শস্তায়

মৎস্য ভক্ষণ করিতে পাইবেন। আমাদের এমন অদৃষ্ট হইবে কি? ঢাকায় গিয়া শস্তায় মৎস্য খাইয়াছি। গোয়ালন্দ হইতে রেলযোগে বরফ দ্বারা সংরক্ষিত মৎস্য প্রাতঃকালে সিয়ালদহ ষ্টেষণে আমদানী হইয়া যথেষ্ট বিক্রীত হয় এবং এই কার্য্য বহু বাঙ্গালীরা করিতেছেন। বাবুদের মৎস্য ব্যবসায়ের সহিত এই সকল প্রকৃত মাছের মহাজনদিগের নাম থাকিলে, আমাদের আশা ভরসা আরো বৃদ্ধি হইত, কেন না, বাবুরা কোন্ কর্ম্মে কর্ম্মী?

বঙ্গে বিদেশী দ্রব্য আমদানী।

স্বদেশীর জয় জয়কার হইয়াছে। বাড়ুর্য্যে মহাশয় স্বদেশীর মুকুট মস্তকে দিয়া বঙ্গ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং ভূপেন বাবু উক্ত রাজার মন্ত্রী হইয়া জাতীয় পতাকা তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। পাঁচকড়ি ঠাকুর তখন মনে ভবিয়াছিলেন, বঙ্গরাজ্য বাঙ্গালীর অধিকার-ভুক্ত হইয়া গেল, তাই তিনি কথায় কথায় বক্তৃতা দিবার সময় বলিতেন, "যিনি বিলাতী পণ্যের কথা কহিবেন, এবং দেশী দ্রব্য ব্যবহার না করিবেন, তিনি আমাদের দেশের শত্রু।" আজ সেই ঠাকুর ইংরাজের নিকট বিনীতভাবে বলিতেছেন, বারিন্ প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দাও, আমরা অমন কাজ আর করিব না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বদেশীরাজাকে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়কে ইংরাজ রাজা তাঁহার স্বকীয় মন্ত্রী-সভায় টানিয়া লইয়াছেন।

বাঙ্গালীর এক কাট্টার কাণ্ড দেখিয়া, তখন আমাদের অবাক হইতে হইয়াছিল। "মহাজনবন্ধু" সেই সময় যাহা যাহা বলিয়াছিল, এখন তাহার ছত্রে ছত্রে মিল হইয়াছে। সঞ্জীবনী আমাদের বৈদ্যনাথের (মহাদেবতার) মস্তকে জুতা রাখিয়াছিল, তাহা আমরা মহাজনবন্ধুতে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন হিন্দু পত্রিকা সে সময় সঞ্জীবনীকে কিছুই বলেন নাই অর্থাৎ কেহই লক্ষ্য করেন নাই, লক্ষ্য করিলেও তখন হিন্দু মুসলমানে দুই ভাই হইয়াছিলেন। সঞ্জীবনী কোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়াছিলেন। বায়স্কোপ প্রচারকেরা যেমন এখন বলিতেছেন, বায়স্কোপ দ্বারা বিলাতী সমাজের আচার ব্যবহার এবং আনন্দ উত্তর

একযোগে প্রচার হয়, সঞ্জীবনীও সে সময় নিরাকার এবং নৈরাকার একযোগে প্রচারের সুযোগ পাইয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটীর কৃপায় কলিকাতা সংস্কার আইনের মহিমায়, ইঁহারা কালীঘাটে উপস্থিত হইয়া পুনরায় হিন্দু সাজিতেছেন। কিন্তু দেবতা লইয়া ব্যবসা কেবল বঙ্গেই চলে। কালী মন্দিরের দ্বারদেশে পয়সা প্রদান করিতে না পারিলে যে, কাহাকেও কালী দর্শন করিতে দেওয়া হয় না, তাহার সংস্কার করিবার কি বলুন দেখি? অনেক গরীব দুঃখী লোক যে, মা'কে দেখিতে গিয়া অর্থাভাবে ফিরিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা কি বলুন দেখি? যখন কালীমন্দিরটী ব্যবসার স্থান, তখন উহাকে হগ্ সাহেবের বাজার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব উক্ত বাজারটি কেন পরিষ্কার রাখা হইবে না। তোমরা দেবতার নামে ব্যবসা চালাইবে তাহাতে কি দোষ নাই? কলিকাতার ডাক্তারেরা প্রাতেঃ একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিনামূল্যে রোগী দেখেন, তাহার পর দর্শনী গ্রহণ করেন। মা'কালীর স্থান সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্কারটি করিবার কোন কথা বক্তারই মুখে শুনা গেল না। আমরা দেবতাকে লইয়া স্বদেশী ব্যবসা চালাইব, ইংরাজ, তুমি সে স্থানের গলি ঘুঁজি নষ্ট করিতে পারিবে না! ঐ সকল গলি ঘুঁজিতে ভোগ আনিবার ছলনায় কত মজার ভোগ হয়, তাহাতো ইংরাজ রাজা, তুমি জান না! কালী-কুণ্ড বুজাইবার পক্ষপাতী আমরা আদৌ নহি, কিন্তু মন্দিরের গলি ঘুঁজি নষ্ট হউক, মা'র মন্দির কাচের ঘরে করা হউক, ভক্তেরা পয়সা না দিয়া রাস্তা হইতে মাকে দেখিতে পাউক, গৃহস্থের সতী স্ত্রীলোকেরা যেন রাজপথে গাড়ীতে বসিয়া মা'কে দেখিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা হউক, আমরা এইরূপ ধরণের সংস্কার-প্রার্থী। নতুবা তোমরা যেমন লেটার পেপার, রুমাল প্রভৃতির আবিষ্কার করিয়া মস্ত মস্ত স্বদেশী দোকানদার হইয়া বিডন বাগানটি বাজার বানাইয়াছিলে, কিন্তু কাজে কতদূর স্বদেশী হইয়াছিলে বলুন দেখি? তাহার হিসাব আজ দিন দেখি? অন্যান্য বৎসরের আমদানী পণ্যের তুলনা করিব না, প্রতিবর্ষেই তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের পূর্ব্বে আমদানী রপ্তানি দ্বিবিধ উপায়ে ভারতবর্ষে ৫০ কোটি টাকার উপর হইত, আজ সেই স্থলে ৪০০ শত কোটি টাকার বাণিজ্য চলিতেছে। কলিকাতার স্বর্গীয় রামদুলাল সরকার আমেরিকার সঙ্গে সর্ব্ব প্রথম কারবার করেন। তোমরা ঐরূপ কারবার কাহার সঙ্গে খুলিয়াছ?

তোমরা না দিয়াশলাই স্বদেশী করিয়াছিলে? কিন্তু তাহাতে বিদেশী দিয়াশলাই বন্ধ হইয়াছে কি? গত বর্ষে কলিকাতায় ২৭২৯০০০৲ টাকার দিয়াশলাই আমদানী হইয়াছে।

তোমরা না সাবানের কারখানা খুলিয়াছ? তাহাতে সাবান আমদানী বন্ধ হইয়াছে কি? গতবর্ষে কলিকাতায় ১৩৪৪০০০৲ টাকার সাবান আনীত হইয়াছে। যে সকল মা-লক্ষ্মীরা কাচের চুড়ী স্ব স্ব হস্ত হইতে ভাঙ্গিয়াছিলেন, তাঁহারা এইবার দেখুন, গতবর্ষে ১৬০০০০৲ টাকার কাচের চুড়ী কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন, বিদেশীরা আমাদের দেশ হইতে খাদ্য ও শস্য লইয়া যায়, এবং উহারা তৎবিনিময়ে কাচ ইত্যাদি আনিয়া দেয়, তাঁহারা মনে রাখিবেন, ক্রমেই উহারা চাউল, গম প্রভৃতি এদেশে আনিয়া দিবে, এতদিন তাহাও দিতেছিল; কিন্তু বাবুদের মত ভারতের জমির অদৃষ্ট এখন ততদূর মন্দ হয় নাই। তবু গতবর্ষে বিদেশীরা ৭ লক্ষ টাকার বিস্কুট এবং ৭ লক্ষ টাকার জমাট দুগ্ধ আনিয়া দিয়াছেন।

তাহার পর চিনি আমদানীর কথা—মশলা আমদানীর কথা, কুইনাইন আমদানীর কথা, পেটেন্ট ঔষধ আমদানীর কথা আছে। কাচের কারখানা ভারতে যে না ছিল, এমন নয়, তবু বোতল আমদানী প্রতিবর্ষেই অধিক হইতেছে, গতবর্ষে ২ লক্ষ টাকার বোতল বঙ্গে আসিয়াছিল। ঘোরতর স্বদেশীর সময় কতকগুলি ধর্ম্মধ্বজী করকচ লবণকে খাঁটি স্বদেশী, উহা এদেশে হয় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ উহা দেশী লবণ বলিয়া তোমাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সেই সকল লোকগুলাকে এখন মনে আছেত? বঙ্গের ইতিহাসে উহাদের মিথ্যা ভাষণ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হউক।

লৌহ ও ইস্পাতের পা'ন।

অস্ত্রের পা'ন দেওয়া অর্থ উহা প্রস্তুত শেষ হইলে উত্তপ্ত অবস্থায় তৈল অথবা লবণাক্ত জলে ডুবাইয়া উহা ব্যবহারযোগ্য করা। পানিতে দেওয়া হয় বলিয়া উহাকে পানির স্থলে পান দেওয়া বলে। লৌহ ও ইস্পাতনির্ম্মিত অস্ত্র ঐরূপ পা'ন না দিয়া আপনা হইতে শীতল হইতে দিলে উহা

কোমল হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হয়। পা'ন দিয়া অচিরাৎ শীতল করিলে উহা কড়া বা কঠিন হয়। যত অধিক উত্তপ্ত অবস্থায় পা'ন দেওয়া যায়, ততই অধিক কড়া হয়। কিন্তু অতি কড়া পা'ন হইলেও ব্যবহারে ভগ্ন হইয়া যায়। পাশ্চাত্যদেশীয় শিক্ষিত শিল্পীরা অস্ত্র শস্ত্রে ঠিক পা'ন দিবার জন্য তাঁতসহ তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করেন, তাহার ডিগ্রি দেখিয়া পা'ন দিতে আর ভয় হয় না। অস্ত্রের পা'ন নিম্নলিখিত বর্ণ ও তাপমানের ডিগ্রি অনুসারে অস্ত্র চিকিৎসার ল্যানসেট নামক—

অস্ত্রের জন্য ফিকা খড়ের বর্ণ,	৪৩০ ডিগ্রি।
ক্ষুর প্রভৃতির জন্য ঘোর পিতাভ বর্ণ	৪৭০ ডিগ্রি।
কলমকাটা ছুরীর জন্য ঘোর খড়ের বর্ণ,	৪৮০ ডিগ্রি।
কাঁটালী ও বড় কাঁচি পীতকর্দ্দমবৎ,	৪৯০ ডিগ্রি।
বাইস ও রেন্দার ফলের জন্য ব্রাউন পীত,	৫০০ ডিগ্রি।
মেজের ছুরীর জন্য অতি ফিকা পর্পলবর্ণ,	৫২০ ডিগ্রি।
তরবারী ও ঘড়ির স্প্রীং জন্য ঈষৎ পর্পলাভ বর্ণ	৫৩০ ডিগ্রি।
কোমল তরবারী ও ঘড়ির স্প্রীং ঘোর পর্পল বর্ণ	৫৫০ ডিগ্রি।
ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ করাতের জন্য ঘোর নীল বর্ণ	৫৭০ ডিগ্রি।
বড় করাত ও তদ্রূপ অস্ত্রজন্য নীল বর্ণ,	৫৯০ ডিগ্রি।
অতি বড় (করাতীর) করাত জন্য ফিকা নীল বর্ণ,	৬১০ ডিগ্রি।
অতি কোমল পা'ন জন্য সবুজাভ নীল বর্ণ,	৬৩০ ডিগ্রি।

উক্ত ক্ষুদ্রাকৃতি অস্ত্রাদি উত্তপ্তকরণ জন্য এক বৃহৎ লৌহপিণ্ড হাপরে ভাতির উত্তাপে অত্যুত্তপ্ত করিয়া তাহার উপর সুমার্জ্জিত অস্ত্রগুলি স্থাপন করিলেই উহা অচিরাৎ উত্তপ্ত হইয়া পূর্ব্বকথিত বিবিধ বর্ণ ধারণ করিতে থাকিবে. তখন উহাদিগের বর্ণ দৃষ্টে তাপমান না হইলেও পা'ন দিতে সহজসাধ্য হইবে। অস্ত্রাদি পা'ন দিবার পূর্ব্বে বিশেষ মার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক, তদবস্থায় উত্তপ্ত লৌহ পিণ্ডের উপর স্থাপন করিলে পা'নের যোগ্য বর্ণ বিশিষ্ট হইবামাত্র পা'ন দিবে।

পেটা লৌহ—ফ্লুওরিক এসিড ২ আঃ, নাইট্রিক এসিড ১আঃ, সোরা ১আঃ, প্রত্যেক ১০ পাউণ্ড লোহের জন্য, মুচিতে ধাতু গলিলে এই তরল দ্রব্য মিশ্রিত করিবে। তাহার পর নমুনার দ্রব্য ঢালাই হইলে দ্রব্যগুলি উত্তপ্ত থাকিতে লোহার বাক্সে ভরিয়া তিন চারি দিন পর্য্যন্ত উত্তাপের

মধ্যে বাক্স স্থাপন করিয়া রক্তিম বর্ণে সমান তাঁতে রাখিবে, তাহার পর শীতল হইলে ঐ সকল দ্রব্য বিলক্ষণ ধাত সহ পেটা লৌহ হইবে। লোহার পাত এই প্রকারে প্রস্তুত হয়, তবে উহা উত্তম লৌহ হইতে হয়।

ঢালাই লৌহের কোমলতা সাধন—(১) লৌহ উজ্জ্বল রক্তবর্ণে উত্তপ্ত হইলেই তৎক্ষণাৎ জলে ডুবাইয়া শীতল করিবে, পুনরায় ঐরূপ উত্তপ্ত করতঃ ভস্মের মধ্যে পুতিয়া ক্রমে শীতল হইতে দিবে।

(২) লৌহ উত্তাপে রক্তিমবর্ণ হইলে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিবে। যখন প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে, তখন উহা সাবান-গোলা জলে ডুবাইবে।

নূতন চা।

আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশে চা ও কফির সমগুণবিশিষ্ট এক প্রকার বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তত্রত্য বনে ইহা প্রচুর পাওয়া যাইত, এক্ষণে স্থানীয় অধিবাসিগণ ইহার চাষ আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমে ইহার পাতা সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক করিতে হয়, পরে কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র সহযোগে চূর্ণ করিতে হয়। চূর্ণপত্র হইতে ঠিক চায়ের ন্যায় কাথ বাহির করিয়া পান করে। এই নূতন চা যাহাতে ইউরোপের বাজারে আদৃত হয়, তজ্জন্য ব্রেজিলে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় ইহাতে ট্যানিন, শর্করা লবণ প্রভৃতির অস্তিত্ব নিরূপিত হইয়াছে। জীব-শরীরে ইহার কার্য্যকারিতা ঠিক চায়ের ন্যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় ইহা "মেলি" নামে অভিহিত।

সংবাদ।

ভারতের কয়লার খনি।—১৯১১ সালে কয়লার খনি সমূহে সর্ব্ব সমেত ১০৬৫৭৮ লোক কাজ করিয়াছে এবং ১২০৪৮৭২৬ টন কয়লা উত্তোলন করিয়াছে।

বঙ্গদেশীয় কাগজের কল।—এই কল বহুদিন ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। ১৯১২ গত জুন মাস পর্য্যন্ত এই কলে ৩৫৫৮২।৶৮ লাভ হইয়াছে। অংশিদারেরা শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা ও ৭৲ টাকা লাভ বা সুদ

প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর এই জন্য হইতে অল্প মূল্যের কাগজ ক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

সমুদ্রে স্বর্ণ।—এক টন পরিমিত সাগর-জলে ১ গ্রেণ স্বর্ণ পাওয়া যায়।

চাউলের কুঁড়ায় তেল।—এতদিন অনেকের ধারণা ছিল, বঙ্গদেশ হইতে বিলাতে চাউলের কুঁড়ো যাহা রপ্তানী হয়, তাহা দ্বারা পাশ্চাত্য দেশে প্রস্তর জমান কার্য্য হয়, কিন্তু এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, রাসায়ণিক প্রণালী দ্বারা ঐ কুঁড়ো হইতে তৈল বাহির করা হয় এবং সেই তৈল সাবানের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে; পরন্তু পশুখাদ্যের জন্যও এদেশী কুঁড়ো বিদেশে প্রচুর রপ্তানী হইয়া থাকে।

বিদেশ জাত দ্রব্যের আমদানি।—বিগতবর্ষে কলিকাতায় নিম্নলিখিত মূল্যের বিদেশী দ্রব্য আমদানি হইয়াছে।

দিয়াশলাই	২৬,২৯,০০০	টাকা।
সাবান	১৩,৪৭,০০০	"
ছাতা	২৪,১৪,০০০	"
ঔষধ	৩৮,২৪,০০০	"
বস্ত্র	২২,৭৩,৯১,০০০	"
পেটেণ্ট ঔষধ	১৯,০০,০০০	"
কুইনাইন	৮,০০,০০০	"
কাঁচের চুড়ি	১৬,০০,০০০	"
বোতল	২,০০,০০০	"
মদ্য	৬২,০০,০০০	"
বিস্কুট	৭,০০,০০০	"
জমাট দুগ্ধ	৭,০০,০০০	"

কেরোসিন—বিগত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর কোন্ দেশে কত গ্যালন কেরোসিন তৈল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা মার্কিন গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বৎসরে সমগ্র পৃথিবী ১৩,৭৫,৫০,০০০০০ গ্যালন তৈল পাওয়া গিয়াছিল। অবশিষ্ট তৈলের মধ্যে রুষিয়াতে ২,৯৫৪১, ১২০০০, গ্যালিসিয়াতে ৫৩,২৩,৮০০০, ডচইষ্ট-ইণ্ডিয়াতে ৪৬,৩৩,০২০০০, রুমেনিয়াতে ৫৯,৮৩,৬৬,০০০ এবং ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২৫,৭৭,৯৬,০০০, গ্যালন তৈল পাওয়া গিয়াছিল।

Registered No. C 270.

১৪শ বর্ষ।] পৌষ, ১৩১৯ সাল। [৯ম, সংখ্যা।

(বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত ও বহু[illegible])

THE MERCHANT'S FRIEND.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও কল-কারখানা-বিষয়ক

মাসিক-পত্র ও সমালোচন।

কলিকাতা, ২৪ নং গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা হইতে

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচী।

শ্রীসত্যচরণ পাল কার্য্যাধ্যক্ষ।

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

"বাণী প্রেসে"

জে, এন্ দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৯।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা।] [অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা।

এডওয়ার্ডস টনিক
য়্যান্টি-ম্যালেরিয়্যাল স্পেসিফিক।

ভারতে খইলের বাণিজ্য।

তিসি, সরিষা, রেড়ী প্রভৃতি তৈলবীজ ঘানীগাছে পিষিয়া তৈল নিষ্কাষণ করিলে পরে যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে বাঙ্গালা দেশে খইল বলিয়া থাকে। পশ্চিম ভারতবর্ষেই খইলের উৎপন্ন অত্যধিক। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় খইল রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যে কারণে খইল ব্যবহৃত হয়, ঐ সকল দেশেও সেই কারণে যথা—জমিরসার এবং পশুখাদ্যে খইল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশ হইতেই ঐ সকল দেশের সহিত খইলের বাণিজ্য প্রবলভাবে চলিয়া থাকে। এক্ষণে বিদেশী বণিকেরা উক্ত বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বলিতেছেন যে, তাঁহারা ভারতে আসিয়া ঐ সকল স্থানে বৃহদাকারে তৈলের কল-কারখানা করিয়া, খইল রপ্তানীর উন্নতি সাধন করিবেন। একারণ তাঁহারা ধুয়া ধরিয়াছেন যে, "ভারতবাসী খইল করিতে জানে না, উহারা যে খইল প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে বিক্রয় করে, তাহাতে জল থাকে, জাহাজে আসিতে আসিতে তাহা পচিয়া দুর্গন্ধ হয়, ছাতা পড়ে, এজন্য তাহা পশুরা খায় না, তজ্জন্য আমাদের খইলের কাজে ক্ষতি হয়। আমরা পশুদিগকে রেড়ির খইল খাইতে দিই না, উহা পশুখাদ্যের পক্ষে বিষাক্ত পদার্থ। অতএব রেড়ির খইল আমরা জমির সাররূপে ব্যবহার করি, কিন্তু ভারতবাসীরা রেড়ির খইল ভিন্ন সরিষাদির খইলও জমিতে সার দিয়া নষ্ট করে, ইহার জন্য আমরা আশানুরূপ খইল ভারত হইতে ক্রয় করিতে পাই না। ইত্যাদি ইত্যাদি।" অতএব আমরা ভারতে গিয়া এই কারবার খুলিতে চাই

ঐ সকল কথার উত্তরে বোম্বে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের পক্ষ হইতে বোম্বের কৃষি-বিভাগের রসায়নবিদ্ ডাক্তার মহামতি হেরল্ড এইচ, মান মহোদয় বলিয়াছেন যে, "খইলের কাজ ভারতে বৃদ্ধি করিতে চাহিলে তৎসঙ্গে উহার মূল কাজ তৈল উৎপন্ন এত বৃদ্ধি হইবে যে, সে তৈল ভারতে কাটিবে না, অতএব তখন উহাকে ইয়োরোপে লইয়া যাইতে হইবে, তাহাতে

ইয়োরোপের তৈলের কলগুলি হীনবল হইয়া যাইবে। ভারতের মধ্যে বোম্বে প্রদেশ তৈলবীজ রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্রস্থল। কিন্তু স্থানীয় প্রদেশে খইলের কাট্‌তি খুব কম বা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খইলে তৈলবীজের শতকরা ৬০ ভাগ গুরুত্ব থাকিলে, তাহাতে আর জল থাকিবে না, পচিবে না, গন্ধ হইবে না, ছাতা পড়িবে না। আমরা ভারতবাসী খইল-বিক্রেতাকে বলিয়া দিতেছি যে, উহা করা খুব সহজ, সূর্য্যকিরণে খইলকে ২।১ দিন রীতিমত শুষ্ক করিয়া তৎপরে ঐ খইল ভালভাবে প্যাক্ করিয়া রাখিয়া বিক্রয় করিবে। ইতিপূর্ব্বে অতি অল্প বৎসর হইল, যখন ভারতীয় খইলের কারবার ইয়োরোপের সহিত তীব্রভাবে চলিয়াছিল, তখনও ঐ গোল উঠিয়াছিল; ভারতবাসী খইল-বিক্রেতারা সে সময় সতর্ক হইলেন না, তাহার ফলে ২।৩ বৎসর মধ্যে উক্ত বাণিজ্য হীনাবস্থায় পতিত হইল। আবার এই বাণিজ্য ভারতবর্ষে পূর্ব্বাবস্থায় আসিয়াছে; এ সময় ভারতীয় খইল-ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য, যাহাতে এই বাণিজ্য ভারতে স্থায়ী হয় তাহার চেষ্টা করা।

ডাণ্ডিতে পাটের বাণিজ্য।

১৯১২ সালের ২৬ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত "ডাণ্ডি কোরিয়ার" নামক সংবাদ-পত্রে গত বৎসরের পাট ব্যবসা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

১৯১২ সালে পাটের বাজার যেরূপ ভাবে চলিয়াছিল, তাহা দেখিয়া পাট-ব্যবসায়ীরা একেবারে হতাশ হইয়াছিল কিন্তু তাহা ক্রমে সহ্য হইয়া গিয়াছে। প্রথমাবস্থায় যেরূপ দেখা গিয়াছিল, তাহা আশাপ্রদ না হইলেও পাটের বাজার দর ডাণ্ডি নগরে খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠিয়াছিল; তৎপরে প্রথমাবস্থার দরুণই পাট ব্যবসায় ডাণ্ডিতে পরিণামে লাভবান্ অবস্থা হইয়াছিল এবং ইহাতে ম্যানুফ্যাক্‌চারারস্ (কুঠিওয়ালাগণের) ও চরকা-ওয়ালাগণের সিন্দুক পুনরায় পরিপূর্ণ হইল। পৃথিবীতে পাটের বাণিজ্য ১৯১২ সালে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় পরিণত বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়া রহিল।

পৃথিবীর বাণিজ্যে সাধারণভাবে বৃদ্ধি ও বিস্তার না ঘটিলে কেবলমাত্র পাটের ব্যবসায় এরূপ দর বৃদ্ধির অনুকূল আকার ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু পাট সম্বন্ধে স্থানীয় কতকগুলি কারণও ছিল, তাহাতেই পাটের দর এত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯১১ সালের শেষভাগে ডাণ্ডিতে পাটকলের শ্রমজীবীদিগের ধর্ম্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে আমদানি পাটের অতিরিক্ত মজুত নিঃশেষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তৎপরে ১৯১১ সালের বসন্তকালে কয়লার খনির শ্রমজীবীগণের ধর্ম্মঘট হইয়াছিল এবং তাহাতে জ্বালানি কাষ্ঠ সরবরাহ এবং কল-কারখানা সমস্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকারিগণ বেতন বৃদ্ধির আশায় ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। তাহাতে এই ফল হইল যে, বঙ্গের পাট আমদানী কমিয়া গেল, সওদা কম হইল।

ডাণ্ডির মজুত পাট নিঃশেষিত হইয়া গেল, তজ্জন্য ডাণ্ডিতে পাটের বাজারের অবস্থা ভালই হইল, এবং পৃথিবীর পাট সরবরাহ হ্রাস হওয়াতে কলিকাতার পাট অতীব প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধন করিয়াছিল। ভারতীয় কল সমূহ ১৯১০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১১ সালের ১লা জুলাই ইণ্ডিয়ান্ ফ্যাক্টরী য়্যাক্ট প্রচলন হইবার পূর্ব্বে পাট ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে কলওয়ালারা পাট ক্রয় করিয়া গুদামে মজুত করিয়া কাজ চালাইতেন, এক্ষণে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, সকলেই নগদ পাট ক্রয় করিয়া থাকেন। ইহাতেই পাটের বাজারের স্থিরতা স্থায়ীরূপে হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশের কৃষিশিল্প।

গত বর্ষে বাঙ্গলা দেশের কোথায় কিরূপ কৃষিশিল্পির উন্নতি অবনতি হইয়াছে, সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে একটা বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে নদীয়ায় তাঁতের বস্ত্র বেশ আদরের সহিত বিক্রয় হইয়াছে, কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল বেশ উন্নতি দেখাইয়াছে; কিন্তু শান্তিপুরের সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের অবনতি হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পের উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্দেশকল্পে ফরাসী দেশ হইতে একজন রেশম তত্ত্ববিদ অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আনয়ন করা হইয়াছে। যশোহরের গুড়ের ব্যবসায় বেশ উন্নতি হইয়াছে।

খুলনা হইতে যশোহর ও কলিকাতায় টাট্‌কা মৎস্য চালানের ব্যবসাও বেশ চলিতেছে। বরিশাল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউলের রপ্তানী হইয়াছে, ইহার ফলে রেঙ্গুণ হইতে চাউলের রপ্তানী অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়াছে। শ্রীরামপুরে একটী নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বর্দ্ধমানে বরণ কোম্পানীর পটারি, টালি ও চুণের ব্যবসায়, বাঙ্গালার লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, বেঙ্গল পেপার মিল নামক কাগজের কল ও চর্ম্ম পরিষ্কার করণের ব্যবসায় উন্নতি দেখা গিয়াছে। বাঁকুড়া সহরে একটী তাঁতের বিদ্যালয় খুলিবায় ফলে তত্রত্য তন্তুবায়শ্রেণীর উপকার হইয়াছে। বস্ত্রবয়ন প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীরামপুরে গভর্ণমেণ্ট যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা হইতে অনেকে শিক্ষালাভ করিয়া বাহির হইয়াছেন। হুগলী কাটোয়া রেলপথের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় কালনা ও কাটোয়া মহকুমায় শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। হাওড়ার মেসার্স সাওয়ালেস কোম্পানী একটী নূতন ও উন্নত প্রণালীর ময়দার কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের কারখানায় সহস্র সহস্র শ্রমজীবির অন্ন সংস্থানের উপায় হইয়াছে। ইহা ছাড়া মেদিনীপুরে আর উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। রামকৃষ্ণপুর ও মগরাহাটে চাউলের ব্যবসায়ে বেশ উন্নতি হইয়াছে। রাজসাহী বিভাগেও ব্যবসায়ের বেশ উন্নতি হইয়াছে।

পীনাঙ।

ভারতের অর্থনীতি বর্ষের পর বর্ষ যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, ভারতবাসীরা যে কেবল ভারতে থাকিয়া ব্যবসা চালাইবেন, তাহা আর হইবে না। আমাদিগকে বাহির হইতেই হইবে। অতএব পূর্ব্বাহ্নে জগতের কোন্ দেশ কেমন, আমরা তাহার তত্ত্ব সংগ্রহ করিব। সেইজন্য আজ আমরা পীনাঙের কথা তুলিতেছি।

আপনারা ইহা জানিবেন যে, কলিকাতা, ঢাকা, কাশী এলাহাবাদ, দিল্লি, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতির ন্যায় সহর বলিলে ঐ সকলের মত তথায় সমুদয় দ্রব্য পাইবেন; তবে কোথাও মান্দ্রাজী, কোথাও হিন্দুস্থানী, কোথাও বাঙ্গালী, কোথাও ইংরাজ, কোথাও চীনা, কোথাও

কাবুলী, কোথাও তুরস্কী, কোথাও অষ্ট্রেলিয়ান, কোথাও জাপানী, কোথাও আমেরিকান্, কোথাও ফরাসী প্রভৃতির অধিবাসী অধিক। অর্থাৎ যে সম্রাটের অধিকারভুক্ত, তথায় সেই সম্রাটের জাতিরাই অধিক বাস করে। আচার ব্যবহার মোটের উপর জগৎবাসী একাচারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দয়া ধর্ম্ম প্রায় সকল দেশেই এক নিয়মাধীন। অপত্য-স্নেহ, পিতা মাতা গুরুজনের প্রতি ভক্তি, স্ত্রীলোকের সতীত্ব প্রভৃতি ঈশ্বর-প্রদত্ত মূলনীতিগুলির কোথাও প্রভেদ নাই। আবার চোর ডাকাতের ভয় এবং সাধুজনের নির্ভয় জগতে সকল দেশেই বিরাজিত। প্রভেদ কেবল ভাষায়। কিন্তু বড় বড় দেশে গেলে, ভাষার জন্য তাঁহাদের সহিত মিশিতে কষ্ট হয় না। কিছুদিন থাকিলে, অতি প্রয়োজনীয় কথাগুলি সহজেই আয়ত্বাধীন হইয়া যায়। তাই বলি, আর এক জায়গায় থাকিয়া গুতাগুতি করিও না। ভারতে যত লোকসংখ্যা হইয়াছে, তত দোকানের সংখ্যাও হইয়াছে। এখানে আর ঘরোয়া ব্যবসা চলিবে না—পথ দেখিতেই হইবে। জগতে অনেক দেশ আছে, যথায় হিন্দুদিগের দেবমন্দির প্রভৃতি সকলই আছে। অন্ততঃ সে সকল দেশে হিন্দু-দিগের যাওয়া কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে পিনাঙ্ একটি। কলিকাতা কয়লা-ঘাট কিংবা খিদীরপুরের ডক হইতে পিনাঙের জাহাজে উঠিতে হয়। যে কোম্পানীর ষ্টীমার, সেই কোম্পানীর অফিশ হইতে পূর্ব্বাহ্নে টিকিট ক্রয় করিতে হয়। পীনাঙ যাইতে ২০।২৫৲ টাকা ব্যয়, সাতদিনে যাওয়া যায়। চীন ও মালয়ী ভাষা মিশ্রিত পীনাঙের ভাষা। চীনা দোকানদারই তথায় অধিক। খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া জাহাজে উঠিতে হয়। জাহাজের উপর উনান পাওয়া যায়, সবই পাওয়া যায়, কিন্তু দাম বেশী, খাদ্যদ্রব্য সহ টিকিটও পাওয়া যায়, ইহাতে দাম বেশী লাগে এবং মুসলমানের হাতে রগুই খাইতে হয়। আজকাল কোন কোন ষ্টীমারে বাঙ্গালী বামুনও রগুই করে, ষ্টীমারের উপর ডাক্তারও আছে। পীনাঙের বাজারে ঘর ভাড়া খুব অধিক। পীনাঙ হইতে কলিকাতায় চিনি আমদানী হইত, এখন তাহা বন্ধ আছে। আমাদের দেশের কৃষ্ণনগরের মাটীর খেলানা, ঝুড়ি, কলিকা, বিলাতী ছাতা প্রভৃতি বিলাসের দ্রব্য পীনাঙে খুব বিক্রয় হয়। উক্ত দেশের বেনে মশলা পাঠাইয়া কলিকাতার পোস্তার দোকানদারগণকে বিক্রয় করা চলে এবং

এদেশী ঘৃত উক্ত দেশে খুব বিক্রয় হয়। বাঙ্গালীরা তথায় গিয়া উহাদের ঘী খাইতে শিখাইয়াছে। শুনিয়াছি, ঘৃত ষ্টীমার অফিসেই মণ করা ৫৲ টাকা লাভে বিক্রয় হয়, পরন্তু উহা বন্দরে লইয়া গিয়া দোকান করিয়া বিক্রয় করিলে মণ করা ১০৲ টাকা লাভ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অধিকাংশ স্থলে ধারে দিতে হয়। উহাদের ধারে মাল কিছুতেই বিক্রয় করিতে নাই, কারণ উহাদের দেশের আইন আদালত আমরা বুঝি না। পীনাঙে একজন বাঙ্গালী ঘী, চিনি, ময়দা এবং মণিহারীর দোকান করিয়াছিলেন, সে দোকান বেশ চলিতেছিল, তাহার পর তিনি অধিক লাভের আশায় উহাদের দেশী দোকানদারগণকে ধারে মাল দিয়া দোকানখানি নষ্ট করিয়া, বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমরা স্বদেশে বসিয়া দুই চারিপয়সা লাভে দ্রব্য বিক্রয় করি সত্য, কিন্তু আমাদের উহা বাঁধি লাভ। কাজ করিব বলিয়া তুমি ভাব কেন? তোমার গ্রামে ঐ মহাজন যে দ্রব্য আনে, সেই সেই দ্রব্য উনি কোথা হইতে আনেন তাহার সন্ধান লইয়া তুমিও তথা হইতে ঐ সকল দ্রব্য আনিয়া দোকান কর, বাঁধি লাভ কোথাও যাইবে না। অল্প পুঁজি; ঐ অল্প পুঁজিতে তোমার দেশে কাহারা কি ব্যবসা করিয়াছে,—সেই অল্প পুঁজির দোকান খুঁজিয়া দেখ এবং সেই সঙ্গে সুর বাঁধ, দেখিবে, তাহারাও যাহা পায়, তুমিও তাহাই পাইবে। এইরূপ সকল কাজের লাভ ও লোকসান হওয়া বাঁধি গৎ। কিন্তু দেশী ব্যবসার বাঁধাগৎ এক আনা, আধআনা মণকরা। বিদেশী জাহাজী বাণিজ্যে এ স্থলে ১৲ ২৲, কোথাও বা ৪৲ ৫৲ টাকা মণকরা লাভ হইল উহাদের বাঁধা গৎ, নতুবা উহারা জাহাজে মাল তুলিবে কেন? মোটের উপর, নিজের পুঁজির মত, বাঁধাগৎ অনুসন্ধান করিয়া সেই দেশে গিয়া দোকান করা কর্ত্তব্য এবং ঐ বাঁধিগদে সন্তুষ্ট থাকা উচিত, নতুবা হারমোণিয়মের বাঁধাগৎ ছাড়িয়া, আমি মস্ত ওস্তাদ, একটা কাঠের বাঁশীতে আল্‌গা সুরে তাহা বাজাইতে গেলেই প্রথমটা হাস্যকর—ছেলেমানুষী কাজ হইবে। পিনাঙের বাঙ্গালী দোকানদারেরা বাঁধাগদে সন্তুষ্ট থাকেন নাই, কাজেই তাঁহাদের পতন হইয়াছে।

পীনাঙে গিয়া বাঙ্গালী মহাশয়েরা অনায়াসে তথায় থাকিতে পারিবেন, এই জন্য আমরা "অর্চ্চনা" হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের পীনাঙের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পিনাঙের বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান।

এসপ্লানেড টাউনহল।—পিনাঙের এস্‌প্লানেড বা সান্ধ্যবিহারের ময়দানটী ঠিক সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। ইহার চতুষ্পার্শ্ব একটী বেশ সুন্দর সুপরিষ্কৃত পথ দ্বারা বেষ্টিত। যে দিকে সমুদ্র, সে দিকে অনেকগুলি বসিবার ও বিশ্রামের জন্য বেঞ্চ সুরক্ষিত হইয়াছে। যুবক যুবতীরা ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে এইখানে বসিয়া সাগর-বায়ুতে আপনাদের শ্রম অপনোদন করিয়া থাকেন। ময়দানটী ছোট, কলিকাতার গড়ের মাঠের মত বিস্তৃত নহে। মধ্যস্থলে কেবল শ্যামল তৃণরাজি, কোন প্রকার বৃক্ষাদি নাই। কিন্তু চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি সুবৃহৎ বিটপী সংরক্ষিত। ইহাদের অনেকগুলির তলদেশে বিশ্রাম করিবার বেঞ্চ রাখা হইয়াছে। ময়দানের একপার্শ্বে একটী 'ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড' আছে, কিন্তু তাহাতে ভ্রমণার্থীদের বিশ্রাম করা ব্যতীত কখনও কোনরূপ বাদ্যের আলাপন হয় না। এখানে অনেকে ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি খেলিয়া থাকেন। বোধ হয় এ স্থানটী এরূপ ব্যায়াম ক্রীড়ার জন্যই রক্ষা করা হইয়াছে।

সন্ধ্যার প্রারম্ভেই অনেক যুবক যুবতীরা এইস্থানে বিহারার্থে আগমন করিয়া থাকেন। আমার এস্থলে বলা উচিত যে, অনেক মালব রমণী এখনও পরদা রাখিয়া থাকেন।

যখন সন্ধ্যার ঘন ছায়া ধরণীর কলেবরটীকে আবরণ করিয়া ফেলে, তখন পরদা থাকে না, তাঁহারা এই এসপ্লানেডে আসিয়া সমুদ্র-উপকূলস্থ বেঞ্চে বসিয়া নিভৃতে বিশ্রান্তালাপ করিয়া থাকেন। অদূরে 'চা' বাহক তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে।

এসপ্লানেডের একপার্শ্বে এখানকার মিউনিসিপ্যাল অফিস ও টাউন হল। ঠিক এসপ্লানেডের উপর ও সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া ইহার শোভা বড়ই নয়নমুগ্ধকর। ইহার সকল অংশই শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হওয়াতে দূর হইতে সন্ধ্যার ছায়ায় বেশ সুন্দর দেখায়।

পিনাঙ দুর্গ—এসপ্লানেডের অপর পার্শ্বে সমুদ্রতীরে পিনাঙ দুর্গ অবস্থিত। দুর্গটী বহু পুরাতন ও অনেক দিবসাবধি জীর্ণ সংস্কার হইতে বঞ্চিত বলিয়া মনে হয়। দুর্গের চারিদিক প্রথমতঃ পরিখা-বেষ্টিত। কিন্তু দুর্গ-প্রাচীর মোটেই উচ্চ নহে। দুর্গ মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখিবার নাই।

পিনাঙের বাজার।—অল্পদিনের মধ্যে কোন স্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে সেখানকার বাজার দেখা উচিত। আমি অনেকবার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিতে বাজারে গিয়াছিলাম। নিত্য আহার্য্যের জন্য এখানে দুইটী বড় বড় বাজার আছে। বাজার দুইটির আকৃতি প্রায় একরূপ, লাল ইষ্টকে নির্ম্মিত, মাথায় করোগেট টীনের ছাদ। একটী বাজার বন্দরের অনতিদূরেই অবস্থিত। জাহাজের লোকেরাই এই বাজারে বেশী কেনা-বেচা করিয়া থাকে। দ্বিতীয় বাজারটী সহরের মধ্যে অবস্থিত এবং প্রথমটী অপেক্ষা জমকাল। বাজারে সকল রকম তরকারীই দেখিলাম। প্রচুর পরিমাণে আলু, বেগুণ, মুলা, বরবটী, গাঁজর, শালগম, বীট প্রভৃতি। তবে একটী দ্রব্যের এখানে বড়ই অভাব। সর্ষপ তৈল এখানে মোটেই ব্যবহৃত হয় না। আমি দেখিলাম, বাজারে নারিকেল তৈলে বেশ গরম বেগুনী ভাজা হইতেছে।

দুইটী জিনিষ এখানকার বিশেষত্ব। একটী আনারস, অপরটী ম্যানগোষ্টীন বা "গাব"। চীনেরা আনারসের চাকা বেশ বাহারি করিয়া পথের ধারে বিক্রয় করে। এমন সুমিষ্ট আনারস আমাদের দেশে হয় না। ম্যান্‌গোষ্টীন যাঁহারা খাইয়াছেন, তাঁহারাই ইহার গুণ জানেন। বাজারে সকল দ্রব্যই মহার্ঘ্য।

মৎস্য।—বাজারে নানাপ্রকার ও নানা বর্ণের মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশই সাগর হইতে ধৃত। এখানে খুব বৃহৎ ও বিবিধ বর্ণের চাঁদামাছ বিক্রীত হয়। শঙ্করমাছ এখানে অতি বৃহৎ ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বাজারের বন্দোবস্ত অনেকটা কলিকাতার হগসাহেবের বাজারের মত।

কালীবাড়ী।—সহরের মধ্যস্থ বাজারের নিকট এখানে একটী কালীবাড়ী আছে। আমি সেখানে প্রতিমা দর্শনে গিয়াছিলাম। মন্দিরের অধিকারী আমাদের দেশীয় একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। তাঁহার সহিত আলাপে জানিলাম যে, পূর্ব্বে এখানে একজন ধনী হিন্দু বাঙ্গালী বাস করিতেন। তিনিই এই বাটী ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বাটীটীর সম্মুখে সমস্ত দোকান-ঘর। এই সকল ঘরের ভাড়া হইতে দেবতার সেবা চলিয়া থাকে। তবে এখন সকল জিনিষই মহার্ঘ্য, সেইজন্য পূর্ব্বের ন্যায় স্বচ্ছল অবস্থা নাই।

পিনাঙ হসপিট্যাল।—আমার একজন বাঙ্গালী বন্ধু এখানকার ডাক্তার। তাঁহার অনুরোধে আমি একদিন হাঁসপাতালটী দেখিতে যাই। ইহার দুইটী অংশ দেখিলাম। একদিকে চীনা ও মালব-রোগীগণ থাকেন; অপরদিকে সাহেব রোগীদের থাকিবার স্থান। চীনাদের থাকিবার স্থানটী তেমন পরিষ্কার বলিয়া মনে হইল না। সাহেবদের হাঁসপাতালটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

চীনাদিগের বৌদ্ধমন্দির।—যাঁহারা একদিনের জন্যও পিনাঙে অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহাদের এ সুন্দর দৃশ্যটী দেখা উচিত। এরূপ কারু-কার্য্যময় স্থান, এরূপ বিরাট পুত্তলী (আইডল) আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। পিনাঙের নিকট যে পর্ব্বত আছে, তাহারই গাত্রে এই মন্দির অবস্থিত। পূর্ব্বে আমার মনে হইয়াছিল যে, পর্ব্বত অতি সন্নিকট, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। পিনাঙে বৈদ্যুতিক ট্রাম আছে। তাহা বন্দর হইতে আরম্ভ হইয়া এই গিরির সানুদেশে শেষ হইয়াছে। বন্দর হইতে প্রায় ৬।৭ মাইল দূরে গিরি অবস্থিত। ট্রামপথ প্রথমতঃ সহরের মধ্য দিয়া, তার পর নানা তরুলতা-শোভিত কানন-পথ দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে ছোট ছোট নদী প্রবাহিত, তদুপরি সুন্দর সেতু। ট্রাম লাইন এই সকল সুন্দর স্থান অতিক্রম করিয়াছে। আমি দুইবার এই মন্দির দর্শন করি। প্রথমবার অশ্বযানে আসিয়াছিলাম। দ্বিতীয়বার বৈদ্যুতিক ট্রামযোগে আসি। এই দ্বিতীয়বার আমি যেরূপ আমোদ উপভোগ করিয়াছিলাম তাহা অতিশয় কৌতুকপ্রদ।

ট্রাম প্রথমতঃ সহরের রাস্তা অতিক্রম করিয়া একটি ছোট নদীর উপরিস্থ সেতু অতিক্রম করিল। তারপর যে রাস্তায় আসিল, তাহার দুই পার্শ্বে সুন্দর উদ্যানরাজি। এই পথটী ক্রমে অতি সঙ্কীর্ণ হওয়াতে ট্রামগাড়ী একটী নারিকেল-কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিল। দুই দিকে যতদূর চক্ষু যায় কেবল নারিকেল বৃক্ষের বন। এই বনমধ্যে আবার একটী নদী; তাহার উপরের সেতু পার হইয়া গাড়ী পুনরায় রাস্তায় আসিল। কিয়দ্দূর এই প্রকারে পথ অতিক্রম করিয়া পুনরায় আর একটী কুঞ্জে প্রবেশ করিল। কুঞ্জের পরই একটী রাস্তা। রাস্তাটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং প্রশস্ত; তৎপরে আর একটি কুঞ্জ। এই কুঞ্জটি অতি বৃহৎ। ট্রামগাড়ী প্রায় ৫ মিনিট এই কুঞ্জ মধ্যে দিয়া চলিল। বিটপী-শাখে নানাপ্রকার

বিহগের সঙ্গীতের কলরব শ্রবণ করিতে করিতে পুনরায় পথিমধ্যে আসিয়া পড়িলাম। তখন সম্মুখে গিরিবরের ভীষণ কলেবর দৃশ্যমান হইয়াছে। প্রায় পর্ব্বতের পাদমূলে আসিয়া ট্রামলাইন শেষ হইল। আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। দেখিলাম, সম্মুখে একটি দোকানে নানা-প্রকার সরবৎ, লিমনেড, সোডাওয়াটার, ডাব প্রভৃতি নানাপ্রকার পানীয় বিক্রয় হইতেছে। এরূপ সুবৃহৎ ডাব আমাদের দেশে দেখা যায় না। আমি বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম। তাহারা আমায় একটী ডাব কাটিয়া দিল। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলাম যে, ডাবটিতে প্রায় এক সের জল রহিয়াছে। একটী ডাবেই আমার বেশ তৃষ্ণা নিবারণ হইল। কলি-কাতার হিসাবে ডাবটীর দাম তিন পয়সা, পিনাঙের হিসাবে প্রায় এক আনা।

পর্ব্বতের পাদদেশে একটী ছোট নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। সেই নদীটী পার হইয়া আমরা পর্ব্বতপথে উঠিতে লাগিলাম। সামান্য উঠিয়াই আমরা একটি সুবৃহৎ তোরণদ্বারে উপনীত হইলাম। এই তোরণ মধ্য দিয়া আমরা একটী সুবৃহৎ চতুষ্কোণ গৃহে উপনীত হইলাম। গৃহটির মধ্য-স্থলে ছাদ নাই। চতুস্পার্শ্বে ছোট ছোট নানাবিধ দেবতার প্রতিমূর্ত্তি। একস্থানে বেদীর উপর ধূপধূনা প্রজ্বলিত রহিয়াছে। এই গৃহের একপার্শ্বে সোপানশ্রেণী দিয়া বহির্গত হইয়া আমরা একটী উদ্যানে আসিয়া পড়িলাম। উদ্যান মধ্যে একটা স্বচ্ছবারিপূর্ণ জলাধার। মধ্যে একটি উৎস হইতে জলাধারে অবিরল বারিধারা পতিত হইতেছে। দুঃখের বিষয়, জলাধারটি কচ্ছপে পরিপূর্ণ। কচ্ছপ চীনাদের মধ্যে মঙ্গলের চিহ্ন।

জলাধারের পার্শ্বে আবার সোপান-শ্রেণী। আমরা উদ্যানের দ্বিতীয় তলে উঠিলাম। এখানে একটি চতুষ্কোণ জলাধারে নানাবর্ণের জললতা রহিয়াছে। ইহার পার্শ্বে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর উদ্যানের ত্রিতল। এখানে কারুকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই স্থানটি নানাবর্ণের ঋতু-পুষ্পের দ্বারা সুশোভিত। বিবিধ সুগন্ধ পুষ্প-বৃক্ষের কেয়ারী দ্বারা একটি সুরম্য উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছে। পার্শ্বে পর্ব্বত-গাত্রে চীনা অক্ষরে নানাপ্রকার সদুপ-দেশ খোদিত হইয়াছে। ইহারও মধ্যস্থলে একটি জলাধার। এই জলাধার হইতে বিটপীরাজিতে বারিসেচন করা হয়।

পর্ব্বত-গাত্র দিয়া সোপান-শ্রেণী আঁকিয়া বাঁকিয়া কিঞ্চিদূর্দ্ধে একটী সুবৃহৎ গৃহ-দ্বারে আসিয়াছে। আমরা এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

গৃহমধ্যে পাঁচটী বিরাট মূর্ত্তি পাশাপাশি দণ্ডায়মান দেখিলাম। এক একটী মূর্ত্তি প্রায় উচ্চে দশ বার ফুট হইবে।

মধ্যস্থলের মূর্ত্তিটীর হাস্যবদন, হস্তে একটী নিহত বিষধর সর্প। বাম পার্শ্বে দুইটী মূর্ত্তি। একটী ছত্রধর, অপরটী হস্তে ভীষণ ড্রাগন লোল জিহ্বা নির্গত করিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটী মূর্ত্তি। একটীর হস্তে বীণা, অপরটীর ভীষণ দর্শন—হস্তে নিষ্কাসিত অসি।

মধ্যস্থলের মূর্ত্তিটীর পাদমূলে তিনটী ছোট ধ্যাননিরত বৌদ্ধ-মূর্ত্তি। ইহাদের সম্মুখভাগে ধূপ ধূনা প্রজ্বলিত দেখিলাম।

গৃহের পার্শ্বে আবার সোপান-শ্রেণী। তাহা অতিক্রম করিয়া আমরা আর একটী বৃহৎ গৃহে প্রবেশ করিলাম। এই গৃহটী অতিশয় সুসজ্জিত। এইটীই মন্দির মধ্যে প্রধান গৃহ। চারিদিকে উজ্জ্বল বর্ত্তিকাধার। গৃহের মধ্যস্থলে তিনটী সুবিশাল পদ্মাসনে বৌদ্ধ-মূর্ত্তি। মুখমণ্ডলের ভাব এত সুন্দর ও প্রশান্ত, যেন মনে হয়, শান্তি ও নির্ব্বাণের পুণ্য-আলোক তথায় উদ্ভাসিত রহিয়াছে। এ মূর্ত্তিগুলিও প্রায় দশ বার ফিট উচ্চ হইবে। মূর্ত্তিত্রয়ের উভয় পার্শ্বে সারি সারি অনেকগুলি মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। সকলের মুখের ভাব বিভিন্ন। কেহ ভগবদ্-চিন্তায় নিমগ্ন, কেহ হাস্যবদন, কেহ বা বিষাদক্লিষ্ট; এইরূপ জীবনের বিভিন্ন অবস্থার, বিভিন্ন ভাবের পরিচায়ক। মধ্যস্থলে বৌদ্ধের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড কারুকার্য্যখচিত পিত্তলের বাটী রহিয়াছে। তাহাতে দর্শকেরা ইচ্ছামত অর্থদান করিয়া থাকেন। এ মূর্ত্তিগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত ও উপরিভাগ সোনালী রঙ্গে রঞ্জিত।

আর একটী সোপান-শ্রেণী দিয়া আমরা গিরি-শিখরদেশে উপনীত হইলাম। এই সোপান-শ্রেণী হইতে পর্ব্বত পাদবর্ত্তী সমুদ্র-উপকূলস্থিত পিনাঙ নগরীর শোভা বড়ই মনোরম। অদূরে বন্দরে নানাদেশীয় বাষ্পীয় পোত রহিয়াছে। সমুদ্রের অপর পার্শ্বে পোর্ট সুইটেনহ্যামের দৃশ্য বেশ মনোরম বলিয়া বোধ হইল।

এইখানে পাশাপাশি দুইটী অনতি-বৃহৎ গৃহ আছে। বাম দিকের গৃহটীতে পাঁচটী ছোট ছোট প্রতিমূর্ত্তি আছে। সকলগুলিই চীনদেশীয় পুরোহিতের প্রতিমূর্ত্তি। সকলেই দণ্ডায়মান, হস্তে পূজার মালা, আননে বড়ই মধুর ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত। শিল্পচাতুর্য্যে এ মূর্ত্তিগুলি পূর্ব্বকার বৃহৎ মূর্ত্তিগুলি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ও সম্পূর্ণ।

দক্ষিণ দিকের গৃহটীতে কেবল অনেকগুলি চীন-ভাষায় লিখিত দীর্ঘ কাষ্ঠফলক রহিয়াছে। আমরা অবগত হইলাম যে, ইহার মধ্যে অনেকগুলি উপদেশ ও অনেকগুলি মহা মনিষিগণের স্মৃতি। সেখানে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নাই।

এখানে আর দু'একটী ঘর আছে, সেগুলি সাধারণের জন্য নহে। মন্দির-রক্ষকেরা এই সকল গৃহে বাস করিয়া থাকেন।

আমরা চীনাদের এই অসাধারণ শিল্পচাতুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। পিনাঙে ইহাই একমাত্র বিশেষ করিয়া দেখিবার যোগ্য।

জলপ্রপাত (পিনাঙ) ও বোটানিকাল গার্ডেন।—বৌদ্ধমন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটী পর্ব্বত-গাত্রে পিনাঙের বোটানিকাল গার্ডেন অবস্থিত। এই গিরির শিখরপ্রদেশে একটী জলপ্রপাত আছে। ইহার দৃশ্য অতি মনোরম। অনেক দূর হইতে এই জলপ্রপাতের নির্ঘোষ শুনা যায়।

বোটানিকাল গার্ডেনটী পর্ব্বত-গাত্রে অবস্থিত বলিয়া, ইহার দৃশ্য এত মনোরম যে, তাহা না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। পর্ব্বত-গাত্রে পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, কোথাও উচ্চে উঠিতেছে, কোথাও বা নীচে নামিতেছে, কারণ পথ সর্ব্বত্র সমতল নহে। দুই পার্শ্বে নানা প্রকার বৃক্ষ সুরক্ষিত হইয়াছে। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে দেখিতেছি নানাবর্ণে সুরঞ্জিত নানা প্রকারের তরুলতা, আবার যখন সেইস্থানে উপনীত হইলাম, নিম্নের নানাপ্রকার বৃক্ষরাশি নানাছন্দে রক্ষিত, আমাদের নয়নরঞ্জন করিল। এরূপ মনুষ্য-শিল্পের সহিত সম্মিলিত প্রাকৃতিক শোভা বড়ই চিত্তাকর্ষক। দার্জ্জিলিঙ্গে যে বোটানিকাল গার্ডেন আছে, তাহা অপেক্ষা প্রাকৃতিক দৃশ্যে ইহা অনেক শ্রেষ্ঠ। আবার স্থানে স্থানে ঝরণার জল, ক্ষুদ্র নালাতে পরিণত হইয়া ইহার শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। ক্রমে আমরা ঝরণার সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলাম। ঝরণার জল বহু উচ্চ হইতে অতিশয় বেগে একস্থানে পতিত হইতেছে। এই স্থানটী একটী অতি ক্ষুদ্র হ্রদে পরিণত হইয়াছে। একপার্শ্বে একটি নালা দ্বারা এই হ্রদের জল গিরির পাদমূলে আসিতেছে। আর একপার্শ্বে পর্ব্বত-গাত্রে মনুষ্য কর্ত্তৃক খোদিত একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী। পুষ্করিণীটি চতুষ্কোণ, চারিদিক বেশ সমতল ও নানাপ্রকার বৃক্ষাদির দ্বারা বেষ্টিত। এইখানে আর একটি খোদিত নালার দ্বারা ঝরণার নির্ম্মল

জল রক্ষিত হইয়াছে। এই পুষ্করিণী হইতেই নলের দ্বারা সহরে অহোরাত্র প্রকৃতির সুশীতল জল সরবরাহ করা হয়। পর্ব্বত-শিখরে উঠিয়া আমরা বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম। আমরা তখন শ্রম অপনোদনার্থ হ্রদের ধারে উপবেশন করিলাম। সে স্থানটি কি মনোরম! চারিদিক হইতে সুশীতল মলয়ানিল আমাদের উত্তপ্ত দেহ শীতল করিয়াছিল। আমরা হ্রদের জলে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া দুই হস্তে প্রাণ ভরিয়া জল পান করিলাম। এমন সুশীতল ও সুমিষ্ট বারি আমরা কখনও পান করি নাই। আমার বন্ধুটি হ্রদে স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু প্রপাতের ভীষণ বেগ দেখিয়া আমি তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠিক এই হ্রদের পার্শ্বে আমরা একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাইলাম। একটি হিন্দু সন্ন্যাসী তথায় পূজায় মগ্ন রহিয়াছেন। মন্দিরটি দেখিয়া বহু পুরাতন বলিয়া মনে হইল। বোধ হইল, উদ্যান প্রস্তুত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে ইহা তথায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। কোথা হইতে সন্ন্যাসী আসিয়া কখন যে সে পুরাতন মন্দিরটি দখল করিয়া বসিয়াছে, তাহার কোন সংবাদ পাইলাম না।

বিষ্ণু মন্দির—বৌদ্ধ মন্দির হইতে বোটনিকাল গার্ডেনে আসিবার পথে আমরা একটি এদেশী মন্দির দেখিলাম। মন্দিরটির চারি পার্শ্বে দ্বিতল গৃহশ্রেণী। মধ্যে বিস্তৃত চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ। ঠিক এই প্রাঙ্গণটির মধ্যস্থলে মন্দিরটি অবস্থিত। ইহা যে একটি দেবমন্দির, বাহির হইতে তাহা বোঝা যায় না; একটি বৃহৎ অট্টালিকা বলিয়া মনে হয়। মন্দিরটি একটি মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণের দ্বারা রক্ষিত। তাহাতে মনে হইল, মান্দ্রাজীরাই এই মন্দিরটি স্থাপনা করিয়াছেন। চারিদিকের গৃহগুলি ধর্ম্মশালার ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মন্দিরের সম্মুখভাগে গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি। অভ্যন্তর ভাগে বিষ্ণুমূর্ত্তি। মন্দিরটির অবস্থা সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বোধ হইল। এত দূরদেশে এরূপ হিন্দুমন্দির দেখিয়া আমার মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল।

মন্দিরের দুইটি লোক আমাদিগকে পার্শ্বের দু'একটি গৃহে লইয়া গেল। সেখানেও দুই চারিটি দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। তার পর তাহারা পার্শ্বের এক সিঁড়ি দিয়া আমাদিগকে উপরে একটি বৃহৎ গৃহ মধ্যে লইয়া গেল। সেখানে আমরা অনেকগুলি প্রায় ৭।৮ ফুট ফাঁপা

প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। কোন প্রতিমূর্ত্তিরই পা নাই, কেবল জানু অবধি পোষাকে ঢাকা। দুইটি মূর্ত্তি রাম ও রাবণের মত বোধ হইল। আমাদের সঙ্গের লোকে সেই মূর্ত্তি দুইটিকে হেলাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। অত বড় মূর্ত্তিগুলি ফাঁপা বলিয়া এত লঘু যে, তাহারা অনায়াসে সে মূর্ত্তি দুটি তুলিয়া ফেলিল। তাহাদের জানু অবধি সর্ব্বাঙ্গ মূর্ত্তি দুইটির কলেবরে আবৃত, কেবল জানুর নিম্ন হইতে পাদদ্বয় মূর্ত্তির পদদ্বয়ে পরিণত হইল। তখন তাহারা যুদ্ধ করিবার রঙ্গে ভঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিতে লাগিল। আমাদের দেশের পুতুল নাচ যেমন পর্দ্দার আড়াল হইতে হইয়া থাকে, ইহা তাহা অপেক্ষা বেশ আমোদপ্রদ। যুদ্ধের রঙ্গ ভঙ্গ শেষ হইলে পর তাহারা দুইটি স্ত্রী মূর্ত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নাচিতে লাগিল। আমরা তাহাদের এই প্রকার নাচ দেখিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। তাহার পর তাহাদের কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া আমরা সে স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিলাম।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম।

সুদনে বাণিজ্য প্রসার।

আফ্রিকা মহাদেশের সুদনের বাণিজ্যে ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে। অনেক ভারতবাসী সুদন বন্দরে যাত্রা করিয়া কারবার খুলিতেছেন। সুদনের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরও তথাকার বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির জন্য স্বয়ং বহুবিধ দ্রব্যের কলকারখানা ও কৃষিবিভাগ খুলিয়াছেন। গত বৎসর বিদেশজাত দ্রব্য সুদনে যাহা গিয়াছিল, তাহার শতকরা ৫৪ ভাগ উক্ত দেশের অধিবাসীরা এবং ৪৬ ভাগ সুদন গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। নীল নদীর পথ দিয়া মিসরে যে সকল গবাদি পশু ও দ্রব্য প্রেরিত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, সুয়েকিনের প্রেরিত দ্রব্যাদি ভিন্ন আমদানী ও রপ্তানীর মাল বার আনা অংশ পোর্ট সুদান হইতে গিয়াছে।

সুদান দেশের খাটুমের দক্ষিণদিকে রেলবিস্তার এবং হোয়াইট ও ব্লু নদী দিয়া লাজা নামক স্থানে সমুদ্রপথে ষ্টীমার ষ্টেষণ স্থাপন হওয়াতে গেজিরা প্রভৃতি জেলার লোকের সামুদ্রিক বাণিজ্য করিবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। পরন্তু অল্পদিন হইল, তথাকার কৃষি-বিভাগ হইতে কার্পাস চাসের

পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীরা কার্পাস চাসে মনোযোগী হইয়াছেন। ইতিমধ্যে সুদান হইতে দুই প্রকার তুলা উৎপন্ন হইয়াছে; উহার এক প্রকার তুলার নাম গিও। গিও একটি প্রদেশের নাম; এই স্থানের তুলা মিসরের তুলার ন্যায় উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সুদানের অন্যান্য প্রদেশের তুলার নাম আনগিও তুলা; গত বৎসর ১৯১২ সালে, সুদান হইতে মিসর এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গিও তুলা ৬৭,৭৫২ কণ্টার (এক কণ্টারে ৩ কোয়ার্টার ১৪ পাউণ্ড ওজন) এবং আনগিও তুলা ৪৮,৫৪১ কণ্টার রপ্তানী হইয়াছিল। সুদানের তুলা দর্শন করিয়া ম্যানচেষ্টারের তুলা উৎপাদনকারী সমিতির সদস্যেরা ধন্য ধন্য করিয়াছেন এবং সুদান দেশের সমুদয় মৃত্তিকা তুলায় পরিণত হইবে বলিয়া আশা করিয়াছেন। কেবল তুলা নহে, গত বৎসর সুদানের তুলার বিচি, ঘৃত ও তৈল করিবার জন্য মিসর ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য ৮,৩৬৯ টাকা (সুদানী টাকায়) লইয়া গিয়াছেন।

সুদানে বাণিজ্য-প্রসার বশতঃ জগতের অন্যান্য অনেক রাজ্যের সুবিধা হইয়াছে। গতবৎসর সুদানের বণিকগণ রোমানিয়া ও রুশিয়া রাজ্য হইতে ১৬৫৮৬ পাউণ্ড মূল্যের ময়দা মিসর ও অষ্টহাঙ্গরী হইতে ১০৯৫৮৮ পাউণ্ড মূল্যের চিনি, ভারতবর্ষ হইতে ১৩৩০৩ পাউণ্ড মূল্যের চা, আমেরিকা যুক্ত-রাজ্য ও ফ্রান্স হইতে ২১,২১৭ পাউণ্ড মূল্যের মদ, যুক্তরাজ্য ও ইতালী হইতে ১৮৫,৮৩৭ পাউণ্ড তুলার বস্ত্রাদি, ভারতবর্ষ ও মিসর হইতে ১১৫৭ পাউণ্ড মূল্যের বারুদ, পরন্তু যুক্তরাজ্য ও জর্ম্মনী হইতে লৌহ ও ইস্পাত ১৯২৮২ এবং কলকারখানার দ্রব্য ৯৭৭৭ পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন।

অধিকন্তু সুদানের বণিকগণ গতবর্ষে তাঁহাদের দেশের চামড়া ৩৩৭০০৲, হস্তিদন্ত ৬৫১২৫৲, ডুরা ১৬০০০৲, সিসেম ৭০৮৯৩৲, নারিকেল ১১৬৯৩৲, সুপারি ১৪৭৩৬৲, গঁদ ৪৩৩১১৭৲, (১৪২২৩ টন), জর্ম্মনী, ফ্রান্স যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রহাঙ্গেরী, বেলজিয়ম, ইজিপট, ইতালি ও মাল্‌টা দেশে বিক্রয় করিয়াছেন। বেলজিয়ম সুদানের হস্তিদন্ত, ইজিপট ও মাল্‌টা ডুরা (ইহা কি জিনিষ বুঝা গেল না), ফ্রান্স ও মিসর সিসেম (ইহাও কি দ্রব্য বুঝা গেল না), অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি অন্যান্য দেশে বিক্রীত হইয়াছে। টাকার যে তালিকা দেওয়া হইল, তাহা সুদানের টাকা বুঝিতে হইবে।

সুদানের বণিকগণ মার্সিলস্, হাভর, বোর্ডো, হামবুর্গ, ব্রিমেন, লণ্ডন,

ম্যানচেষ্টার, লিভারপুল, আন্টয়েস,ও ট্রিষ্ট প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া অফিশ করিয়াছেন এবং কারবার খুলিয়াছেন। এতদিন সুদানের বণিকেরা সুয়েজ পর্য্যন্ত দ্রব্যাদি পাঠাইতে পারিতেন; তৎপরে সুয়েজ হইতে ঐ সকল দ্রব্য অন্যত্র পাঠান হইত। ১৯০৯ সাল হইতে ভারতবাসী মাননীয় গান্ধি প্রভৃতির দুর্দ্দান্ত পরিশ্রম, নির্য্যাতন ও বক্তৃতার মহিমায় আফ্রিকার বণিকদিগের বাণিজ্যের সংকুচিত সংকীর্ণ পথ স্বতঃই প্রসার হইয়া সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, আফ্রিকাবাসী বড় বড় ধনবান বণিকেরা "কোম্পানী গঠিত" হইয়া ইয়োরোপের পূর্ব্বোক্ত দেশগুলির মধ্যে এবং সুদান প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রবয়ন-কল প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

সুদন! তুমি ভারতবাসীকে প্রাপ্ত হইয়া তোমার সাধন সিদ্ধির পথে দাঁড় করাইলে; কিন্তু আমরা ভারতবাসী হইয়া, স্বদেশী করিতে গিয়া, বলিলাম, "বাণিজ্য করিব না, দেশের বাহির হইব না, অথচ স্বদেশী দ্রব্য মুড়ীমুড়কির উন্নতি করিব।" গান্ধি. তুমিও ভারতবাসী, আমরাও ভারতবাসী! আমাদের বাণিজ্য বিষয়ে মুর্খতা তুমি দূর হইতে পরিদর্শন কর। বাঙ্গালী দেশের বাহির না হইলে, তোমার মৃত্যু নিশ্চিতঃ।

বেলগেছিয়ার মহাজনদিগের আবেদন-পত্র।

ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ে-

ম্যানেজার মহোদয় সমীপেষু—

বেলগেছিয়াস্থ নিম্নস্বাক্ষরিত রেলওয়ে কনষ্টিটিউয়েন্ট-

ব্যবসায়ী ও অধিবাসিগণের সবিনয় আবেদন।

সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

১। যে আপনার আবেদনকারিগণ ১৯১৩ সালের ২২শে জানুয়ারির কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত, ১৯১৩, ১৬ই জানুয়ারিতে বেঙ্গলগবর্ণমেণ্ট কৃত ২৮৪নং এম্. আর, ডিক্লেয়ারেশন দ্বারা সভয়ে সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছে যে, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডিহি পঞ্চান্ন গ্রাম, যাহা বেলগেছিয়ার নূতন ক্যানাল রোডের পশ্চিম, ই, বি, এস, রেলওয়ের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ও বেলগেছিয়া রোডের উত্তর, এই চতুঃসীমাভুক্ত প্রায় ২৮ বিঘা ৭ কাঠা ৬ ছটাক পরিমাণ একখণ্ড জমি ই, বি, এস, রেলওয়ের উল্টাডিঙ্গি উঠান

বিস্তার উদ্দেশ্যে আবশ্যক হইয়াছে। আপনার আবেদনকারিগণ আপনার সানুগ্রহ সুবিবেচনার্থ উক্ত প্রস্তাবিত জমি-দখলীকরণ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবরণী প্রেরণ করিতে সাহসী হইয়াছে।

২। ঐ প্রস্তাবিত জমির উপর কতকগুলি পাট-গুদাম, আড়ৎ ও ওয়্যার-হাউস অর্থাৎ অন্যান্য দ্রব্যের ভাড়াটিয়া গুদাম, আপনার আবেদনকারিগণ বিপুল অর্থব্যয় করিয়া, দেশী পাট ব্যবসায় ও অন্যান্য দ্রব্যের যথা—ছোলা, তিসি প্রভৃতির স্থানীয় ব্যবসায় চালাইবার জন্য উক্ত গুদাম-ঘর সমূহ প্রস্তুত করিয়াছে। আপনার আবেদনকারিগণ ভীত হইতেছে যে, ঐ প্রস্তাবিত জমি দখল করা হইলে ঐ সব ব্যবসায় তুলিয়া স্থানান্তরিত করিতে হইবে; তাহাতে অধিকাংশ আবেদনকারী গৃহশূন্য হইবে।

৩। সন্নিকটে এমন কোন ব্যবসায়োপযোগী স্থান নাই যে, সেখানে এই স্থানের চলিত ব্যবসায় স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়। টালা, উল্টাডিঙ্গি ও চিৎপুর যেখানে বর্ত্তমান সময়ে দেশী পাটের ব্যবসায় রহিয়াছে, ঐ সব স্থানের জমি এরূপ ভাবে সন্নিহিত করা হইয়াছে যে, ঐ দেশী পাটের ব্যবসায় অন্য আর কোন স্থান অধিকার করা অসম্ভব।

৪। আপনার অধিকাংশ আবেদনকারী আড়ৎদার, দেশী পাটের ব্যবসায়ী। ঐ পাট ও অন্যান্য দ্রব্য ই, বি, এস ও বি, এস রেলযোগে কলিকাতায় আইসে।

৫। ঐ প্রস্তাবিত ভূমির দক্ষিণভাগস্থিত প্রায় ১১ বিঘা জমি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহে ঘনভাবে আবৃত। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাহারা ঐ সব আড়ৎ ও বাসভূমির জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে; বেপারিদিগকে অনেক লক্ষ টাকা দাদন দিয়াছে। ঐ স্থান দখলীকৃত হইলে তাহারা ঐ সব টাকা আদায় করিতে পারিবে না, সুতরাং তদ্বিষয়ে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। অধিকন্তু, অন্যান্য বিষয়ে তাহাদিগকে অনেক ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। ঐ স্থানের উন্নতি সাধনে ও বর্ত্তমান অবস্থায় আনয়নে তাহারা অনেক সাহায্য করিয়াছে। তাহাদিগকে পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতে না দিলে অন্যায় কার্য্য হইবে।

৬। ঐ স্থান অধিকৃত হইলে তাহাদের ব্যবসায়ের স্থান বেলগেছিয়া, উল্টাডিঙ্গি ও চিৎপুর ও ক্যানালসাইডের ও বর্ত্তমান রেলওয়ের অনেক দূরে পরিবর্ত্তন অবশ্যই করিতে হইবে ও তাহাতে এই ফল দর্শিবে যে, পাট ও

অন্যান্য দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য তাহারা রেলযোগে না আনাইয়া, জলপথ দিয়া কলিকাতায় আনয়ন করিবে। রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষ এই আয়ের পথ বন্ধ করিয়া সম্ভবপর ক্ষতিস্বীকার করিবেন কি না, তাহা আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। প্রস্তাবিত ভূমির বিস্তার সাধন যাহা বিপুল ব্যয়সাধ্য, রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষ যে আয়ের আশা করেন, ইহা বন্ধ হইয়া গেলে সেরূপ আয় প্রাপ্ত হন কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়।

৭। পূর্ব্ব হইতেই ই, বি, এস, রেলওয়ে দক্ষিণদাড়ীতে কয়েক বিঘা জমি দখল করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এখনও অব্যবহৃত হইয়া রহিয়াছে। আপনার আবেদনকারিগণ বলিতে সাহস করিতেছে যে, প্রথমে ঐ উক্ত জমিই উঠানের জন্য সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হউক, তৎপরে যে স্থানে আপনার আবেদনকারিগণ কার্য্য চালাইতেছে ও যাহা দখল করিলে তাহাদের সমস্ত পার্থিব সম্পত্তি নষ্ট হইবে, তাহা অধিকার হইবে। অধিকন্তু আপনার আবেদনকারিগণ প্রার্থনা করিতেছে যে, যদি সমস্ত ২৮ বিঘা জমি ছাড়িয়া দেওয়া অসাধ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে, মিউনিসিপ্যাল ড্রেনের (যে ড্রেন রেলওয়ে কোয়ার্টারাদি বেলগেছিয়া রোড পর্য্যন্ত গিয়াছে) পশ্চিমাংশে অবস্থিত যে ১১ বিঘা জমি আছে ও যাহার উপর ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ সমূহ গুদাম ও আড়ৎ অবস্থিত, তাহা যেন আপনার সানুগ্রহ বিবেচনায় অনুকূল ভাবে বিচারিত হয়।

৮। ১৯০০ সালে বর্ত্তমান উল্টাডিঙ্গি রাস্তা আপনাদের আবেদনকারিগণের ও তাহাদের ব্যবসায়ের সুবিধার্থ খোলা হয় এবং যখন বর্ত্তমান রেলওয়ে ইয়ার্ডের অন্তর্বর্ত্তী ও একটী বৃহৎ পুষ্করিণী সহ জমি ও অন্যান্য ভূমি যাহা প্রস্তাবিত ভূমির দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত জমি সমূহ রেলওয়ে বোর্ড কর্ত্তৃক দখল করিবার উদ্দেশ্যে পরিদৃষ্ট হইতেছিল, তখন ঐ ১১ বিঘারও কতকাংশ তৎসঙ্গে অধিকার করা হইয়াছিল, কিন্তু তখনকার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ম্যানেজার ও অন্যান্য কতিপয় ইউরোপীয় ভদ্রলোকসহ যিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা ঐ স্থানে পাকা ইষ্টকনির্ম্মিত বাসভূমি, গুদাম ও আড়ৎ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, উহা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত অফিসিয়াল রেকর্ডে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। আপনার কতিপয় আবেদনকারী ঐ কথার উপর নির্ভর করিয়া ঐ স্থানে তাহাদের সম্পত্তি আরও বৃদ্ধি করিয়াছে ও ঘরচপত্রাদি ও

করিয়াছে ও তদনুসারে বাসভূমি, গুদাম, আড়ৎ ও অন্যান্য গৃহ তাহারা বৃদ্ধি করিয়াছে। যাহাদের উপকারে ও টাকায় বর্ত্তমান উল্টাডিঙ্গি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের ব্যবসায় ও কারবারাদি কেন যে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বন্ধ করিয়া দিতেছেন, তাহার কারণ আপনার আবেদনকারিগণ বুঝিতে পারিতেছে না। উক্ত জমি-দখলীকরণ হইতে ছাড়িয়া দিবার জন্য তাহারা সকলেই প্রার্থনা করিতেছে।

৯। স্থানীয় ব্যবসায়-বিষয়ক একটী আয় ব্যয় হিসাবের তালিকা আপনার আবেদনকারিগণ এতৎসহ আপনার সুবিবেচনার্থ প্রেরণ করিতেছে। আপনার আবেদনকারিগণ বলিতেছে যে, যেহেতু প্রস্তাবিত জমি দখল করিলে তাহাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইবে ও বিষময় ফল প্রাপ্ত হইবে, এমন কি, তাহারা ভয় করিতেছে যে, তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে এবং যেহেতু খুব সম্ভবতঃ রেলওয়ে কোম্পানীর আয়ের পথ বন্ধ হইয়া গেলে বিশেষ ক্ষতি হইবে, সুতরাং ঐ প্রস্তাবিত জমি দখল বিষয়ে আপনার ও গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের বিশেষভাবে সুবিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

আপনার আবেদনকারিগণ প্রার্থনা করিতেছে যে,আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক যথাসময়ে নোটিশ প্রদান করিয়া ঐ স্থানে পরিদর্শন করিবার জন্য আমাদের এবং যাহাতে উক্ত জমি ছাড়িয়া দেওয়া হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিতেও আজ্ঞা হয়।

১। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দালাল, ৺চন্দ্রনাথ দালালের পুত্র, ২। শ্রীশেখ জাহিরুদ্দিন, ৩। শ্রীনটবর ঘোষ, ৪। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘোষ এণ্ড সন্স, ৫। শ্রীআনন্দগোপাল দত্ত, ৬। শ্রীভোলানাথ ঘোষ, ৭। শ্রীসাধুচরণ পাল ও ভীমচরণ পাল। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দালাল, ৯। শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ, ১০। মুখার্জি ব্রাদার্স ইত্যাদি ইত্যাদি ৭৪ জন মহাশয় ব্যক্তি এই আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া উপরোক্ত দুঃখের কথা জানাইয়াছেন। উক্ত ইংরাজী আবেদন-পত্রের সারাংশ আমরা উপরে প্রকাশ করিলাম। আবেদন পত্রে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, প্রতিবর্ষে গড়ে ঐ স্থানে রেলযোগে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার মণ পণ্যদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। কোন্ আড়ৎ হইতে কত দ্রব্য আমদানী রপ্তানী হয়, তাহার তালিকা এবং প্রত্যেক আড়তের নাম লিখিত হইয়াছে। আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়েরা এই সকল মহাজনের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথায় কর্ণপাত করিয়া, সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। মঃ-বঃ-সঃ।

নিকেল-কাগজ।

"কাগজ নানা উপকরণে প্রস্তুত হইয়া থাকে, ছেঁড়া ন্যাক্ড়া-কানি, চট ও থলিয়া ছেঁড়ার টুক্‌রা, কলা গাছের বাসনা ও নানা আঁশযুক্ত গাছের ছাল এবং ইদানীং গাছ-পালাই কাগজের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ হইয়াছে।

ইতিমধ্যে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক টি, এ, এডিসন সাহেব নিকেল্ ধাতু হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন। আমাদের দেশে "এক-আনী"-গুলা যে ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত, উহাকেই নিকেল্ ধাতু বলে। শুনা যাইতেছে, তাড়িত সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এডিসন্ সাহেব ইস্পাৎ, তাম্র ও নিকেল হইতে ইহা করিতেছেন। আর এই কাগজ ছাপিতেও বিশেষ কষ্ট হয় না। এই ৩ প্রকার ধাতুর মধ্যে নিকেলই কাগজ প্রস্তুত জন্য বিশেষ সুবিধাজনক। এডিসন্ সাহেবের নবাবিষ্কৃত প্রক্রিয়া দ্বারা এক ইঞ্চি পুরু নিকেলের পাতে ২০ হাজারখানা কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, কাষ্ঠনির্ম্মিত কাগজের ন্যায় ইহা ক্ষণভঙ্গুর নহে, বরং তদপেক্ষা অনেক সুলভ দৃঢ় ও নমনীয়।

এডিসন্ সাহেব বলিয়াছেন, উৎকৃষ্ট ও পাতলা ভারত-জাত কাগজের ১,৫০০ তা উপর্য্যুপরি রাখিলে এক ইঞ্চ পুরু হয়; আর চলিত সাধারণ পুস্তকের কাগজ ৩৫০ তা ঐরূপে রাখিলে তত্তুল্য হয়; কিন্তু এডিসন্ সাহেবের প্রক্রিয়ানুসারে তৈয়ারী কাগজের ২০হাজার তায় ১ইঞ্চর বেশী পুরু হইবে না।

এডিসন্ সাহেব বলিয়াছেন, সচরাচর এখন যে কালী দ্বারা কাগজ ছাপা হইয়া থাকে, সে কালী দ্বারা নিকেলকাগজ ছাপা হইবে না। আপাততঃ কালী প্রস্তুতে যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার কালী তৎসমস্তে প্রস্তুত হইবে না, ভিন্ন উপকরণ দ্বারা তৈয়ার করিতে হইবে। আর ইহাও তেমন কঠিন কার্য্য নহে—অনায়াসে প্রস্তুত করিতে পারা যায়। তবে একটু বুদ্ধির প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন যে কোন বর্ণের কালীর ছাপ নিকেল কাগজে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কাররূপে হইতে পারিবে এবং কাঠ, হাফ্-টোন ব্লক আদিও অনায়াসে ছাপা হইতে পারিবে।

নিকেল কাগজ প্রস্তুতের ব্যয় সম্বন্ধে এডিসন্ সাহেব বলিয়াছেন যে, অল্প পরিমাণে তাঁহার আবিষ্কৃত প্রক্রিয়ানুসারে কেহ কাগজ তৈয়ার করিতে চাহিলে প্রতি পাউণ্ড কাগজে ৭ শিলিং অর্থাৎ প্রায় ৫।০ সওয়া পাঁচ টাকা

হিসাবে পড়িবে। তবে যদি কোন কলওয়ালা গোলাকৃত (Rolled) নিকেল-পাত একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে চাহেন তাহা হইলে ব্যয় অপেক্ষাকৃত কমই পড়িবে, অর্থাৎ গড়ে ৪ শিলিং—অর্থাৎ প্রায় ৩৲ টাকা। পরন্তু ইহা তৈয়ার করিতে অধিক সময় লাগে না; তাড়িৎ-চালিত কলে উল্লিখিত হিসাবে ২০ হাজার তা ১॥০ মিনিটে প্রস্তুত হইতে পারে।

এই কাগজে অনেক সুবিধা হইবে। (১) সচরাচর পুস্তক, দলিল ও নথি-পত্রাদি অধিক কালের পুরাতন হইলে, সেগুলি একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে; উঁই পোকায় কাটিয়া কতক নষ্ট করে, প্রাচীনতা বশতঃ কতকগুলার পাত উল্টাইতে না উল্টাইতেই খসিয়া পড়িয়া যায় এবং কতকগুলির লেখা বা ছাপা মোটেই পড়া যায় না—স্থানে স্থানে মাত্র দাগ বা চিহ্ন দেখা যায়; (২) চলিত সকল রকম কাগজই (পার্চমেণ্ট ভিন্ন) জলে ভিজিয়া ও অগ্নিতে পুড়িয়া যায় এবং (৩) নানা আকারের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব-দোষ এখনকার চলিত সকল পাঁজি-পুঁথি আদিতেই লক্ষিত হয়। নিকেল-কাগজ সহজ-লভ্য হইলে এই সকল দোষ দূর হইবে। আশা করা যায়, নিকেল-কাগজের পুস্তকাদি এক শতাব্দী কেন, বহু শতাব্দীর পুরাতন হইলেও, এখনকার মত খসিয়া পড়িবার, কীটদষ্ট হইবার ও অগ্নিতে পুড়িবার ভয় মোটেই থাকিবে না। নিকেল ধাতু সামান্য অগ্নির তেজে গলে না এবং জলেও ভিজে না; আর ভিজিলেও একবার মাত্র রৌদ্রে দিলেই শুকাইয়া আবার নূতনের মত হইবে, এবং ব্যাপকতার পরিমাণ হিসাবেও কম সুবিধা নহে। এখন যেমন ৪০ হাজার পৃষ্ঠাবিশিষ্ট এক পুস্তকের উচ্চতা সচরাচর ৯ ফুট ৬ ইঞ্চ, নিকেল-কাগজে প্রস্তুত হইলে উহা এক ইঞ্চির অধিক হইবে না।

মেদিনীপুরে শিল্প প্রদর্শিনী।

এই বৎসর মেদিনীপুরের শিল্প-প্রদর্শিনীতে তমলুকের এক ব্যক্তি একটি দেশীয় উপাদানে টাইপ রাইটিং যন্ত্র তৈয়ারী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মেদিনীপুর জজ কোর্টের নাজির শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় "গুলিসুতা" প্রস্তুত করিবার একটি কল যাহা করিয়াছেন, তাহা পাঠাইয়াছিলেন। মেদিনী-পুরের মৃত্তিকা-শিল্পের ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাস এই প্রদর্শিনীতে ১৮ প্রকার সিরাপ সকলকে পান করাইয়া স্বর্ণপদক পাইয়াছেন।

কার্পাস তৈলের সাবান।

কার্পাস বীজ এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে পওয়া যায়। এই বীজ ঘানিতে পেষিত করিয়া যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা তৈলের বা ঘৃতের পরিবর্ত্তে আহারীয় দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু ইহার অন্যরূপ ব্যবহারও আছে। ইহা হইতে গৃহস্থের বস্ত্রাদি ধৌত করিবার সাবান অতি সহজ উপায়ে তৈয়ারী করা যাইতে পারে। সে উপায় নিম্নে লিখিত হইল।

প্রথমতঃ একখানি বৃহৎ লৌহ-কটাহে প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ কার্পাস-তৈল পরিপূর্ণ করতঃ অগ্নির উপর বসাইয়া জ্বাল দিতে হইবে। তৈল উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে থাকিলে উহাতে উপযুক্ত পরিমাণে "কষ্টিক সোডা" মিশাইয়া দিতে হয়। এই 'সোডা' মিশাইবার ফলে তৈলের সকল অনিষ্টকর পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। সোডা উত্তমরূপে মিশিলে পর, কটাহ অগ্নি হইতে নামাইয়া রাখিতে হইবে। তৈল শীতল হইলে দেখা যাইবে যে, কটাহের তলায় কর্দ্দমবৎ পদার্থ পড়িয়া আছে, তাহা হইতে সাবান তৈয়ারী হয়।

তৈলের ভাল মন্দ গুণানুসারে এই কর্দ্দমবৎ পদার্থের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বাতাস লাগিলে এই পদার্থ ঘোর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয় এবং ইহা হইতে পচা মৎস্যের গন্ধ বাহির হয়। ইহাতে জলীয় ভাগের আধিক্য হইলে শীঘ্রই ইহা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং জলীয় ভাগ কমাইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে 'কষ্টিক সোডা' মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য।

এই কর্দ্দমবৎ পদার্থকে সাবানে পরিণত করিতে হইলে ইহা পুনরায় অগ্নির উত্তাপে চড়াইয়া কিছু 'কষ্টিক' মিশ্রিত করতঃ উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইতে হয়। যখন ইহা বেশ ঘন হইবে, তখন অগ্নি হইতে নামাইয়া ইচ্ছা-মুরূপ ছাঁচে ঢালিয়া যে কোন আকার করিতে পারা যায়।

বস্ত্রাদি ধৌত করিবার পক্ষে ইহাই উৎকৃষ্ট সাবান। বাজারে যে সকল গুঁড়া সাবান বা "ওয়াশিং পাউডার" পাওয়া যায়, তাহা এই সাবান ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সাবান রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া ইহার প্রত্যেক শতাংশে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি পাওয়া যায়. যথা :—

জল ৩৬ ভাগ, চর্ব্বি ৪৮৷৹ ভাগ, গ্লিসিরিণ ৪ ভাগ, 'কষ্টিক সোডা' রং উৎপাদনকারী দ্রব্য ২৷৹ ভাগ, জান্তব পদার্থ ৬ ভাগ। মোট একশত ভাগ।

দরিদ্রভাণ্ডার ঔষধালয়।

পত্র লিখিবার ঠিকানা—শ্রীঅখিলচন্দ্র শীল।

১৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, পোষ্ট আঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

ভারতবাসীকে বিশুদ্ধ ঔষধ সরবরাহ করিবার জন্ম দরিদ্রভাণ্ডার ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বহুদর্শী সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি দ্বারা এই ঔষধালয় পরিচালিত।

সালসার গুণ কি? ইহা রক্ত পরিষ্কারক, পারাদোষ নাশক, বলবীর্য্যকারক, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যনাশক বাত বিনাশক ও স্ত্রীরোগনাশক মহৌষধ। জ্যামেকা দ্বীপের অদ্বিতীয় সদগুণ সম্পন্ন ও বহুপ্রশংসিত সালসা। জগতে আজ পর্য্যন্ত যত প্রকার সালসা আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে জ্যামেকা সালসা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহা চিকিৎসা গ্রন্থে বিশেষ বর্ণিত ও চিকিৎসকগণ কর্তৃক মুক্তকণ্ঠে উপকারিতা সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসিত সালসা।

বিলাতে বহুদর্শী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রক্সবর্গ ফ্লোর ইণ্ডিকা গ্রন্থে ১৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে শ্রীহট্ট গারো প্রদেশে "হরিণাস্থক চায়না" (এক প্রকার অনন্তমূল) ভারতবর্ষেরও অন্যান্য স্থানে মান্দ্রাজে, মালয় উপদ্বীপে এবং চীন হইতে যে সমস্ত সালসামূল এদেশে আমদানী হয় সকলের ধারণা যে ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট কিন্তু বিজ্ঞান বিশারদ ডাক্তারগণের মতে "জ্যামেকা সালসায়" মানব শরীরের সর্ব্বপ্রধান উপযোগী ও পোষণকারিতা সম্বন্ধে বহুতর গুণ বিদ্যমান আছে রসায়নিক পরীক্ষকদিগের মতে অনন্তমূল চীনে সালসা শ্রীহট্ট এবং মান্দ্রাজী সালসার সারভাগ অত্যল্প অর্থাৎ শতকরা ৪৷৷০ ভাগ পর্য্যন্ত জ্যামেকা সালসায় তদপেক্ষা ১০ গুণ অর্থাৎ শতকরা ৪৫ ভাগ সারাংশ বিদ্যমান আছে। ইহা সেবনে শরীরস্থ পারাদুষ্ট রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ রক্তের কণিকা সমূহ বৃদ্ধি করে শারীরিক দুর্ব্বলতা নষ্টকরে, প্রচুর পরিমাণে দেহের বলবৃদ্ধি ও শরীরের কান্তি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে ও কৃশ ব্যক্তিকে স্থূলাকায় এবং রুগ্ন ব্যক্তিকে সাতিশয় বলবান করে ইহার তুল্য সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ও আশু বলকারক সালসা আজ পর্য্যন্ত কুত্রাপি ও কোনদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পারদদুষ্ট চর্ম্মরোগে—পারার তুল্য অপকারী ও রক্তদূষিতকারী ও দুঃসাধ্য ব্যাধি জগতে আর নাই এমন কি সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত অবলীলা ক্রমে সন্তান সন্ততিগণ ভোগ করে ও অকালে জীবন বিসর্জ্জন করে ইহা সেবনে চাকা চাকা ফোটা, গর্ম্মির ঘা, বাউ, বাগী, নালী ঘা, খোস, পাঁচড়া ও চুলকানী সমস্ত সমূলে

বিনষ্ট হয় ও প্রসূতীগণের জরায়ুর পারদদোষ নষ্ট হইয়া গর্ভ প্রসূত সন্তানগণ দীর্ঘায়ুঃ ও নীরোগী হয়।

নার্ভাস ডিবিলিটি বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ও গণোরিয়া রোগে—

অনৈসর্গিক উপায়ে পুরুষের রেতঃপাতে শুক্রনষ্ট হইলে সন্তানোৎপাদনের শক্তির হ্রাস হয় মেহরোগ প্রস্রাবের সঙ্গে বা পরে ধাতু নির্গম, অত্যধিক মধুমেহ বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, প্রভৃতি রোগে আমাদের "কল্কি নিউসিস" সেবনে শুক্রের তরলতা ক্ষীণশুক্র, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি অতীব তীক্ষ্ণ মন প্রফুল্লিত ও মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয়।

বাতরোগে—যথা পঙ্গু, অবসাঙ্গ, হাত, পা, হাঁটু ও সন্ধিস্থানের বেদনা কনকনানি, ফোলা, বুকের বেদনা, ফিক বেদনায় আমাদের বাত ও বেদনা নাশক তৈল মালিশ ও জ্যামেকা সালসা সেবন করিলে বহু দিনেরও যে প্রকার কঠিন বাত হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

স্ত্রীরোগে—যথা বাধক, মৃতবৎসা, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, প্রস্রাবের পর দুর্ব্বলতা, অত্যধিক রজঃস্রাব জনিত শারীরিক দুর্ব্বলতায় জ্যামেকা সালসা অতীব উপকারী ও সকল প্রকার স্ত্রীরোগের ব্রহ্মাস্ত্র।

ধ্বজভঙ্গ বা নামর্দ্দানী রোগে—অধিক শুক্রক্ষয় জনিত উক্তরোগ জন্মিলে আমাদের "সোমেশ্বর মোদক" ও তৎসঙ্গে সালসা সেবন করিলে ইন্দ্রিয় শৈথিল্য দুরীভূত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন হয়।

উপদংশ ও গর্ম্মিরোগে—জ্যামেকা সালসা সেবন ও গর্ম্মির মলম ব্যবহার করিলে সমস্ত ক্ষত একেবারে নষ্ট হয়।

এই সালসায় ফস্ফরাস বা অন্য কোনপ্রকার বিষাক্ত বা দূষিত পদার্থ আদৌ নাই। উহা কেবল বিশুদ্ধ জ্যামেকা রুট ও দেশীয় মসলার দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ামতে প্রস্তুত।

জ্যামেকা সালসা সেবনের কোনরূপ বাঁধাধরা নিয়ম নাই, সকল ঋতুতে ও সকল অবস্থায় সেবন করা যায়। ইচ্ছামত স্নানাহার, স্বেচ্ছামত পরিশ্রম ও স্ত্রী সম্ভোগ করিতে নিষেধ নাই।

মূল্য ১ শিশি ১৷৷০ দেড়টাকা, ডাক মাশুল ।০ আনা। ৩ শিশি ৪৵০, ডাক মাশুল ৷৷/০ নয় আনা।

সর্ব্বজ্বরনাশক।

সকলপ্রকার জ্বর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইবে।

এই ঔষধ সেবন করিলে নূতন ও পুরাতন জর, একজর সকল প্রকার ম্যালেরিয়া ও দূষিত জর, জীর্ণজর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জর, মজ্জাগত জর, নেবাসংযুক্ত শোথ জর, হাত পা ফোলা এবং তৎসঙ্গে জর, কুইনাইনের আটকান জর, কম্পজর, সর্দ্দি কাশি সংযুক্ত জর ইত্যাদি সকল প্রকার জর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। এই ঔষধের আরও গুণ এই যে, ইহা জর এবং বিজর উভয় অবস্থায় সেবন করিতে পারা যায়। এক শিশি ঔষধে অনায়াসে ছুইজন আরাম হয়।

মূল্য এক শিশি ।৵০ আনা, ডাঃ মাঃ ।০ আনা ডজন ৩৷৷০ টাকা, ডাঃ মাঃ ১৷৷০

বাত ও বেদনানাশক তৈল।

এরূপ ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন ও বেদনা নিবারক ঔষধ জগতে আর নাই।

সভ্য জগতের উৎকর্ষ স্থান আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেট নিবাসী জগৎবিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশারদ খ্যাতনামা ডাক্তারগণের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

এই ঔষধ ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়া কিম্বা ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইটালি প্রভৃতি ফার্ম্মাকোপিয়ার মধ্যে নাই। আয়ুর্ব্বেদ, হাকিমী, অবধৌতিক প্রভৃতি গ্রন্থে নাই। যে সকল আমেরিকান ডাক্তারগণ চিকিৎসা ও সার্জ্জারি-বিদ্যায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, যাহারা মৃতপ্রায় মুমূর্ষু রোগীকে পুনর্জ্জীবন প্রদান করিয়া পৃথিবীস্থ ব্যক্তিকে মোহিত করিতেছেন। যাহারা দৃষ্টিহীন অন্ধব্যক্তিগণকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিতেছেন এবং খঞ্জকে গমনশক্তি প্রদান করিতেছেন, সেই মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক এই অত্যাশ্চর্য্য নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই তৈল মালিশ করিলে বাত, গেটে বাত, সন্ধিস্থলের বেদনা, পঙ্গুতা, চলিত বাত, জ্বালাবাত, গর্ম্মি পারাজন্য বাত, বহুদিনের কঠিন বাত, ফিক বেদনা, শ্লেষ্মা জন্য বেদনা, কোমরে বেদনা, পার্শ্ববেদনা, সর্দ্দিজন্য বুকের বেদনা, আঘাতজন্য বেদনা, উচ্চস্থান হইতে পতনজন্য বেদনা ইত্যাদি সকল প্রকার কঠিন বাত এবং সর্ব্বপ্রকার বেদনা অতি শীঘ্র নির্দ্দোষে আরোগ্য হয়।

বাতরোগে রক্তবাহি শিরাসমূহের ভিতরে মোমের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জমিয়া শরীরস্থ রক্তবাহি শিরা সকল সঙ্কুচিত করিয়া অথবা একবারে বন্ধ করিয়া রক্তের গতির হ্রাস কিম্বা স্রোত একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়, সেই জন্য বাতরোগে গুরুতর বেদনা উপস্থিত হইয়া রোগী সাতিশয় কষ্টভোগ করে। অন্যান্য বেদনা যথা—ফিক ব্যথা, আঘাতজন্য ব্যথার ঐরূপ হঠাৎ কারণে শিরাবদ্ধ হইয়া রক্তের চলাচল বন্ধ করে, কাজেই ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হয়। যদি ঔষধ দ্বারা ঐ বদ্ধ শিরাকে কার্য্যক্ষম না করা যায়, তবে দূষিত হইয়া যায় এবং পীড়া কঠিন হইয়া পঙ্গুতা প্রভৃতি দুঃসাধ্য ব্যাধি উপস্থিত হয়।

আমাদের এই বাতনাশক তৈল সেই দূষিত ভয়ানক পদার্থকে নাশকরতঃ বদ্ধ ও সঙ্কুচিত শিরা সকলকে অচিরে কার্য্যক্ষম করিয়া দূষিত রক্তকে স্থানান্তর করতঃ রক্তের গতি বৃদ্ধি করে। সুতরাং বাত ও বেদনা প্রভৃতি পীড়া একেবারে সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই বাতনাশক তৈল ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় কার্য্য করে। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার গুণ জানিতে পারিবেন।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ।০ আনা, ৩ শিশি ২৷৵০ আনা ডাঃ মাঃ ৷৵০ আনা, ৬ শিশি ৪৸০ ডাঃ মাঃ ৷৵০ আনা, ১ ডজন ৯৲ টাকা ডাঃ মাঃ ১৲ টাকা।

চম্পক কুসুম তৈল।

বিশুদ্ধ জলপাই তৈল হইতে প্রস্তুত।

সুগন্ধযুক্ত মনোমুগ্ধকর চম্পক কুসুম কেশ তৈল।

এই তৈল ব্যবহার করিলে চুলের গোড়া শক্ত হয়। চুলের রং ফেরে, কাল হয় এবং অকালপক্কতা নিবারণ হয়, মাথা শীতল হয়, হাত পা এবং শরীরের জ্বালা নিবারণ হয়, মন প্রফুল্ল থাকে, মেধা স্মৃতি ও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হয়। চুল খুব ঘন হয়, মাথায় মরামাস আরোগ্য হয়। শরীরের রক্ত পরিষ্কার হইয়া চেহারা গোলাপ ফুলের ন্যায় সুন্দর হয়, চক্ষের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয় মাথার টাক ভাল হয়। এই তৈলের সুগন্ধ এত উৎকৃষ্ট এবং মনোহর যে মৃগনাভি, অটোডিরোজ, আতর, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধ দ্রব্য ইহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এই তৈল একবার মাখিলে ৩০ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত দেহে সুগন্ধ থাকিবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ।০ আনা, ৩ শিশি ২॥৵০ ডাক মাশুল ॥৵০ আনা, ৬ শিশি, ৫৸০ ডাক মাশুল ॥৵০, ১ ডজন বা ১২ শিশি ৯৲ মাশুল ১৲ টাকা। প্রত্যেক শিশির সহিত ১ খানি অতি উৎকৃষ্ট কমলে কামিনী ছবি পাইবেন।

অম্লনাশক চূর্ণ।

তিন দিবস মাত্র সেবন করিলে সকল প্রকার অম্লরোগ আরোগ্য হয়।

এই ঔষধে অম্লশূল, অম্লপিত্ত, বুকজ্বালা, অম্লোদ্গার, অম্লজন্য পেটব্যথা প্রভৃতি অতি শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে চিরকালের জন্য আরোগ্য হয়। এ পর্য্যন্ত অম্লরোগের এরূপ ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১৲ টাকা, মাঃ ।০ আনা, ডজন ৯৲ টাকা মাঃ ১৲ টাকা।

হিমবিন্দু তৈল।

মূর্চ্ছা, মৃগী এবং হিষ্টিরিয়ার একমাত্র মহৌষধ।

এই তৈল ব্যবহারে মূর্চ্ছা, মৃগী, হিষ্টিরিয়াফিট, স্ত্রীলোকদিগের ফিট, মস্তিষ্ক বিকৃতি ইত্যাদি নির্দ্দোষরূপে চিরকালের জন্য আরোগ্য হয়। এই তৈলের গুণ অতি আশ্চর্য্য। যেহেতু যতকালের পুরাতন মূর্চ্ছা, মৃগী, হিষ্টিরিয়া ফিট হউক না কেন, এই তৈলে আরোগ্য হইবে। মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রারম্ভে এবং পাগলের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশিত হইবার সময় বা পাগলের পূর্ব্ব অবস্থায় এই তৈল ব্যবহার করিলে আশু উপকার হয়। মূল্য ১ শিশি ২৲ দুই টাকা, ডাঃ মাঃ ।০ আনা।

মহাদিপীকা তৈল।

সর্ব্বপ্রকার কর্ণরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই তৈলে কর্ণশূল, কর্ণনাদ, অর্থাৎ সর্ব্বদা ভেরী মৃদঙ্গ শঙ্খ প্রভৃতির ন্যায় শব্দ বধিরতা (কালা), কর্ণক্ষেড় অর্থাৎ কর্ণকুহরে বাঁশীর ন্যায় শব্দ উৎপাদন, কর্ণস্রাব (কর্ণ হইতে পূঁজ নির্গত) কর্ণগূথক, কর্ণকণ্ডু, কর্ণে ময়লা অর্থাৎ খইল উৎপন্ন, কর্ণ প্রতিনাহ। (কর্ণমূল তরল হইয়া মুখ এবং নাসিকার দ্বার দিয়া নির্গত হইলে তাহাকে কর্ণপ্রতিনাহ রোগ বলে) আধকপালে শিরঃপীড়া কর্ণকীট (কাণে পোকা জন্মান) কর্ণে পতঙ্গ এবং শতপদী (কেন্না) প্রবেশ জন্য অসহ্য যন্ত্রণা ফড় ফড় করা বিদ্রধি (রোগীর অন্ধকার) কর্ণবেদনা, কর্ণজ্বালা, কর্ণ হইতে রক্তপাত কর্ণপাকা, পূতিকর্ণ, কর্ণশোথ প্রভৃতি সকল প্রকার কর্ণরোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

মূল্য একশিশি ॥০ আট আনা, ডাক মাশুল ।০ চারি আনা।

শীল্‌স কলেরা ক্যাম্ফর।

কলেরা, ডাইরিয়া, দমকাভেদ, পেটব্যথা প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

মূল্য প্রতিশিশি ॥০ আনা, ডাঃ মাঃ ।০ আনা, তিন শিশি ১৸০ আনা, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা, ৬ শিশি ২৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা, ১ডজন ৩৸০ আনা, ডাঃমাঃ ॥০ আনা

সোমেশ্বর মোদক।

ধ্বজভঙ্গ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের একমাত্র মহৌষধ।

এই ঔষধ সেবন করিলে ধ্বজভঙ্গ (নামর্দ্দানি) ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষাঙ্গের শিথিলতা, ধাতুক্ষয় জনিত ধ্বজভঙ্গ, মেহজন্য ধ্বজভঙ্গ, ধারণাশক্তির অভাব প্রভৃতি পীড়া আরোগ্য হইয়া ধাতুপোষ্টাই করে ও শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে দেহে প্রচুর বলাধিক্য হয় ধারণাশক্তির বৃদ্ধি হয় এবং শরীরস্থ সপ্তধাতুকে সতেজ করে।

মূল্য ১ শিশি ২৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা। ইহার সহিত এক শিশি মালিশের ঔষধ পাইবেন।

দন্তরক্ষক চূর্ণ।

এই দন্তমার্জ্জনে দাঁতের গোড়া বেদনা, দাঁতের গোড়া ফোলা, দন্তমূলের ক্ষত দাঁতের গোড়া আলগা হওয়া, ঊর্দ্ধগ জন্য দন্তপীড়া, ক্রিমি জন্য দন্তরোগ পারা সেবন জন্য দন্তমূলের ক্ষত প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মুখের দুর্গন্ধ জিহ্বার ঘা শ্লেষ্মা জন্য মুখের ঘা আরোগ্য হয় ও দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। মূল্য ১ কৌটা ।০ আট আনা। ডাঃ মাঃ ।০ আনা। ৩ কৌটা ১৸০ ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা।

শীল্স ফস্ফিনিউসিস্।

মেহ এবং ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতির একমাত্র মহৌষধ

সপ্তধাতু যথা রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা এবং শুক্র, এই সপ্তধাতু উপাদানে জীবদেহ গঠিত তন্মধ্যে শুক্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শুক্র জীবের জীবন স্বরূপ। সেই শুক্র কোন কারণে ক্ষীণ অথবা বিকৃতি হইলে কত অনিষ্ট হয়, তাহার বর্ণনা করা যায় না। শুক্র ক্ষীণ ও বিকৃতি হইলে সংসারের সকল সুখ সম্পদ এবং ভরসা নষ্ট হইয়া যায়। অতএব যে পীড়ায় শুক্র ক্ষীণ কিম্বা বিকৃতি হয় সে পীড়া আরোগ্যের জন্য উপায় করা একান্ত কর্ত্তব্য।

"ফস্ফি নিউসিস" সেবনে মেহজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রতা মূত্রনালীর জ্বালা, ঘোলাবর্ণ প্রস্রাব দুঃস্বপ্ন ধাতুদৌর্ব্বল্য শুক্রতারল্য, শুক্রমেহ শুক্রদোষে সন্তান না হওয়া, মূত্রকালীন শুক্র নিঃসরণ ধারণা শক্তির হীনতা, বহুমূত্র ধাতুক্ষীণ জন্য স্নায়বিক দুর্ব্বলতা অজীর্ণ কোষ্টবদ্ধতা, রক্তহীনতা, হৃদকম্পন, হস্তপদ জ্বালা ও কম্পন, কার্য্যে অক্ষম, মস্তক জ্বালা, মস্তক ঘূর্ণন দৃষ্টি বৈষম্য উঠিতে বসিতে চক্ষে অন্ধকার দর্শন স্মরণশক্তির হীনতা, অবশভাব প্রভৃতি মেহঘটিত যাবতীয় উপসর্গ মূল পীড়ার সহিত সমূলে বিনষ্ট হইয়া শরীর স্থূল সবল ও বলিষ্ট হয়, মনে স্ফূর্ত্তি হয় এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ স্নায়ুমণ্ডলীর পরিপোষণ জীবনশক্তির বলবিধান জননেন্দ্রিয়ের শক্তিবর্দ্ধন শুক্রদোষ দূরীকরণ এবং প্রমেহ দোষ নিবারণ করিয়া শরীর সতেজ করে।

"ফস্ফি নিউসিস" স্মরণশক্তি বৃদ্ধিকারক। কোন কারণে যাহাদের স্মরণশক্তির হ্রাস হইয়াছে তাহারা এই ঔষধ সেবন করুন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে উপকার পাইবেন। ইহা স্বপ্নদোষের একমাত্র মহৌষধ।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা ডাঃ মাঃ।০ আনা ৩ শিশি ২৷৵০ আনা; ডাঃ মাঃ ।০ আনা, ডজন ৯৲ টাকা ডাঃ মাঃ ৸০ আনা।

প্লীহানাশক মহৌষধ।

প্লীহা, লিভার; (যকৃৎ) উদরী, অগ্রমাস বুকের কড়া প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ ঔষধ।

এই ঔষধ সেবনে বহুদিনের প্লীহা, লিভার, উদরী, অগ্রমাস, বুকের কড়া প্রভৃতি কঠিন পীড়া এবং তৎসঙ্গে জ্বর, শোথ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

মূল্য ১ শিশি ৸০, ডাঃ মাঃ ।০, ৩ শিশি ১৸০, ডাঃ মাঃ ৷০ আনা।

প্লীহানাশক মলম।

এই মলম পেটে মালিস করিলে ও প্লীহা নাশক মহৌষধ সেবন করিলে যে কোনপ্রকার প্লীহা, লিভার, উদরী এবং অগ্রমাস হউক না কেন, শীঘ্রই আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ শিশি ৷০ ডাঃ মাঃ ।০, ৩ শিশি ১৵০ ডাঃ মাঃ ।৵০।

উপদংশ বা গর্ম্মির মহৌষধ।

এই ঔষধ সাতদিন মাত্র ব্যবহার করিলে বহুদিনের কঠিন গর্ম্মি পীড়া এবং অন্যান্য সকল প্রকার গর্ম্মির ঘা ইত্যাদি নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই ঔষধে পারা প্রভৃতি দূষিত এবং বিষাক্ত পদার্থ নাই। এই ঔষধের চমৎকার গুণ এই যে, যে কোন প্রকার গর্ম্মির ঘা হউক না কেন নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। আরও এই ঔষধ ব্যবহার করিলে পারার ঘা, নালী ঘা, শোথ ঘা, পোড়া ঘা, পৃষ্ঠাঘাত, টক্লন্তু কাটা প্রভৃতি নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাহাদের শরীরে পারা আছে, তাহাদিগকে আমাদের "জ্যামেকা সালসা" সেবন করিতে হইবে ও এই মলম লাগাইতে হইবে। মূল্য ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৹ চারি আনা।

সকল প্রকার দাদের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই ঔষধে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই। এই ঔষধে দাদ, কাউর, বহুকালের পুরাতন দাদ, কোঁচদাদ, বেগোদাদ, সর্ব্বাঙ্গিক দাদ, দূষিত দাদ, প্রভৃতি সকল প্রকার দাদ ২।৩ দিন মধ্যে একেবারে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে এবং সেই স্থানে আর কোনকালে দাদ হইবে না। পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন। মূল্য ১ শিশি ॥৹ আট আনা, ডাঃ মাঃ ।৹ আনা, ৩ শিশি ১৵৹ আনা, ডাঃ মাঃ ।৵৹ আনা, ৬ শিশি ২৲টাকা, ডাঃ মাঃ ৷৵৹ আনা, ১২ শিশি বা এক ডজন ৩৸৵৹ আনা, ডাঃমাঃ ॥৹আনা।

প্রত্যেক পাইকারকে একখানি সাইনবোর্ড দেওয়া হয়।

মহানিম্ব তৈল।

(অণ্ড পীড়কার আশু ফলপ্রদ মহৌষধ।)

অর্থাৎ অণ্ডকোষজাত নানাবিধ চর্ম্মরোগ, ক্ষত, চুলকানি এবং প্রমেহ ও উপদংশ জন্য নানাপ্রকার চর্ম্মবিকার এই তৈল প্রয়োগে আশু প্রশমিত হয়, ইহা কণ্ডুয়ন নিবারক, ক্ষত শুষ্ক কারক এবং নানাপ্রকার ফুস্কুড়ি (গোটা) নিবারণ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা আনয়ন করে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ একটাকা, ডাকমাশুল ।৹ চারি আনা।

নখকুনীর মহৌষধ।

ইহা দ্বারা নখকুনী, নখক্ষত অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। মূল্য ১ শিশি ॥৹ আট আনা, ডাক মাশুল ।৹ চারি আনা।

শিরঃপীড়ানাশক তৈল।

সকল প্রকার শিরঃরোগের অমোঘ ও অদ্বিতীয় মহৌষধ।

বহুকাল ধরিয়া যাঁহারা শিরঃপীড়ার অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা এই তৈল ব্যবহারে নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিবেন।

প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ যে সকল শিরঃপীড়াগ্রস্থ রোগীকে আরোগ্য করিতে পারেন নাই এবং শিরঃপীড়া আরোগ্য হইবে না বলিয়া বড় বড় ডাক্তার কবিরাজগণ যে সকল রোগীকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমাদের এই "শিরঃপীড়ানাশক তৈল" অতি অল্পদিন মাত্র ব্যবহার করিয়া সেই সকল রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

শত শত শিরঃপীড়াগ্রস্থ রোগী এই ঔষধে আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

এই তৈল ব্যবহার করিলে বহুদিনের কঠিন শিরঃপীড়া, মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথার দপদপানি, অতিরিক্ত অধ্যয়ন ও চিন্তার জন্য শিররোগ বাতিক জন্য শিরঃপীড়া, পৈত্তিক শিরঃপীড়া, শ্লেষ্মাজন্য শিরঃপীড়া, ক্ষয়জ শিরঃপীড়া, উর্দ্ধগজনিত শিরঃপীড়া, আধকপালে, সূর্য্যাবর্ত্ত, মস্তক সূচিকাবিদ্ধবৎ তীব্রযাতনা মস্তক ভারবোধ প্রভৃতি সকল প্রকার শিরঃরোগ চিরকালের জন্য নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যতদিনের কঠিন শিরঃপীড়া হউক না কেন, এই ঔষধ একবার মাত্র মস্তকে মালিশ করিলে তৎক্ষণাৎ উপশম হইবে ও মূহুর্ত্ত মধ্যে যন্ত্রণার লাঘব হইবে। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা, ৩ শিশি ২৷৶০ আনা, ডাক মাশুল ৷৶০, ৬ শিশি ৪৸০ ডাঃ মাঃ ৷।০ ডজন ৯৲ টাকা, ডাক মাশুল ১৲ টাকা।

উৎকৃষ্ট জোলাপ।

এই ঔষধ সেবন করিলে, বিনাকষ্টে সহজে দুই তিন বার বাহ্যে হইয়া শরীর খোলসা করে। কোষ্ঠবদ্ধ রোগে যাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা এই ঔষধ সেবন করিলে অতি আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নানাপ্রকার পীড়া উপস্থিত হয় কিন্তু এই ঔষধে অতি সুন্দররূপে কোষ্ঠশুদ্ধ হইয়া থাকে। বায়ুকুপিত জন্য কোষ্ঠ বদ্ধ প্রভৃতি কোষ্ঠ সম্বন্ধীয় পীড়া আরোগ্য হয়। এই জোলাপ অন্যান্য জোলাপের ন্যায় মারাত্মক নহে এবং ইহা খাইতে অতি সুস্বাদু। মূল্য একশিশি ৷।০ আট আনা, ডাঃ মাঃ ।০ চারি আনা। তিন শিশি ১৶০ আঠার আনা, ডাঃ মাঃ ।৶০ ছয় আনা।

বাতব্যাধি ও পক্ষাঘাতনাশক মহৌষধ।

এই ঔষধে পক্ষাঘাত, আংশিক পক্ষাঘাত, বাতব্যাধি হস্তপদ অসাড়তা অবসাঙ্গ হস্তপদ কম্পন, শিরকম্পন, হাত পা ছিনে পড়া (হাত পা সরু হওয়া) পক্ষাঘাত জন্য কথার জড়তা ও উত্থানশক্তি রহিত ইত্যাদি পীড়া সকল আরোগ্য হয়। উপরোক্ত পীড়া সকল যতই কঠিন হউক না কেন, এই মহৌষধ ব্যবহার করিলে ঐ সকল পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া শত শত রোগী দুঃসাধ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মূল্য দুই শিশি ২৲ টাকা ডাঃ মাঃ ।৶০ আনা।

স্বাধীন জীবিকা।

যদি স্বদেশী বাণিজ্যের উন্নতি করিয়া লাভবান হইবার ও স্বায়ত্তবৃত্তি অবলম্বন ও স্বহস্তে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া ধনবান হইবার ইচ্ছা থাকে তবে এই পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া স্বদেশের দুঃখ মোচন করুন।

ইহাতে হরেক রকমের কালী দিয়াশালাই নকল হস্তীর দন্ত ও শৃঙ্গ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি নানাবিধ বার্ণিশ ফ্রেঞ্চ পালিস নানাবিধ ফলের সিরাপ এসেন্স ল্যাভেণ্ডার অডি-কলন ম্যাকেসার অয়েল সুগন্ধ তৈলের মসলা গোলাপজল আতর পমেটম রঙ্গরঞ্জন বিস্কুট চর্ম্ম প্রস্তুত প্রণালী দারুচিনি লবঙ্গ কর্পূরের আরক লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্র সকল লাল নীল সবুজ ও হলদে রং ফলান তাম্র পিত্তল রং করিবার নিয়ম আয়না অয়েল-ক্লথ মার্ব্বেল পাথর ধাতু ভস্ম লিথোগ্রাফ গিল্টি করিবার নিয়ম ষ্টিরিও ইলেকট্রো টাইপিং কেমিকেল স্বর্ণের ও রৌপ্যের প্রস্তুত প্রণালী গিল্টির নিয়ম এবং লাল নীল হলদে ও সাদা স্বর্ণের প্রস্তুত প্রভৃতি দুইশতাধিক দ্রব্যের শিক্ষাপ্রণালী অতি সহজ ভাষায় বিশদরূপে লিখিত আছে॥ ইহা মনুষ্য মাত্রেরই অতি আবশ্যকীয় ও নিত্য প্রয়োজনীয় পুস্তক সন্দেহ নাই।

মূল্য মাশুল সমেত ১৸৹ আঠার আনা।

পীরিতের পেত্নী।

এরূপ পুস্তক আর নাহি পৃথিবীতে। যে জন পড়িবে তার ঘুচিবেক দুঃখ।
অদ্ভুত রহস্য কথা পাইবে দেখিতে॥ হেসে হেসে সারা হবে মনে পাবে সুখ॥

মূল্য ডাক মাশুল সহ ৷৶৹ এগার আনা।

সচিত্র হেকমতে জানানা।

এই কেতাবে কিস্মত আছে ভারি, আছে কথা মজাদারি। পড়িলে খোস হবে জান। হাসতে হাসতে লবেজান॥ কলির নারীর ফেরেব্বাজি। স্বামীর কাছে সর-ফরাজী। শুন যদি তাজ্জব কথা। হেসে হবে পেটে ব্যথা॥ কত চালাক কলির নারী কিরূপে করে দাগাদারি॥ স্বামীর চক্ষে দিয়ে ধূলা। কত করে লীলাখেলা॥ তাজ্জব কথা সকল গুলি। মিথ্যা নয় একটি বুলি॥ মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ৶৹ আনা।

রাইরাজা গীতাভিনয়।

৺গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের যে রসময়ী লীলাবর্ণন করিয়া এক সময় বঙ্গদেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, যে গীতাভিনয় বা যাত্রা শুনিয়া পাষণ্ডের পাষণ্ড হৃদয় বিগলিত হয় এই গীতাভিনয়ে সেই সুধাময় রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত শ্রীমতির মান, রসময়ী বৃন্দার রসময়ী দূতীগিরি, গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেম রাধাশ্যামের কোটাল বেশ প্রভৃতি লীলা বর্ণনা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষরূপে সন্নিবিষ্ট। ইহার সুমধুর গান শ্রবণে এবং অভিনয় দর্শনে সকলেই মোহিত হইবেন।

মূল্য মাশুল সহ ১৸৹ আঠার আনা।

পাঁচুবিবি

কি রঙ্গ ভবের হাটে দেখবি কিরে মন।
কত কাণ্ড লণ্ড ভণ্ড ঘটে অনুক্ষণ॥
ভাবলে পরে দেখলে পরে তাক লেগেযায়।
বিধিলীলা একি খেলা পরাণ শুকায়॥
এত ছল এত কল মনুষ্যেতে জানে।
কি চাতুরী হয়ে নারী এত ছল মনে॥
পড়িতে পড়িতে মনে লেগে যাবে তাক।
পাঁচুবিবি কাণ্ড দেখে হইবে অবাক॥
কত জাল কত চুরি কত বা চাতুরী।
কত কাণ্ড করে পাঁচু কত দস্যুগিরি॥
পড়িতে পড়িতে কভু কাঁদিতে হইবে।
হাসিতে হাসিতে কত দম বন্ধ হবে॥
কখন মোহিত হবে পাঠকের মন।
স্তম্ভিত হইয়ে রবে সুস্থির নয়ন॥
রঙ্গরস আছে কত ইহার ভিতরে।
কত মজা পাবে ইথে হৃদয় মন্দিরে॥
নূতন ধরনে পুথি হয়েছে রচনা।
সন্তাদরে কিনে লয়ে পুরাও কামনা।
মূল্য মাশুল সহ ॥৶০ আনা॥

সুন্দর সুন্দর ৯ খানি রঙ্গিন চিত্রসহ এরূপ আসল বিশদ রতিশাস্ত্র এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইচ্ছানুসারে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবি সন্তান সন্ততি এবং নিজ ইচ্ছামত পুত্র অথবা কন্যা সন্তান উৎপন্ন করিবার উপায় এই পুস্তকে বিশদরূপে বিবৃত আছে বন্ধ্যাদোষ মৃতবৎসার সন্তান রক্ষা সন্তান সন্ততির অকালমৃত্যু নিবারণের প্রকৃত উপায় এই গ্রন্থে অবগত হইতে পারিবেন॥

মূল্য মাশুল সহ ১৵০ এক টাকা দুই আনা।

রতিশাস্ত্র শ্রেষ্ঠশাস্ত্র পৃথিবী ভিতর।
ব্রহ্মাণ্ড চলিছে এই শাস্ত্রে করি ভর॥
বিশেষ বিচার করি দেখ সর্ব্বজন।
কোনমতে নহে তুচ্ছ ইহার বচন॥
জনমি জননী গর্ভে ভুমিষ্ঠ হইয়া।
যত কিছু করে কর্ম্ম সংসারে থাকিয়া॥
সকলি আছয়ে এই শাস্ত্রের মধ্যেতে।
পড়িলে সকল তত্ত্ব পাবে পুস্তকেতে॥
চারিজাতি নারী আর চারিজাতি নর।
গঠন প্রকৃতি আদি চিহ্ন সুবিস্তর॥
কিরূপ পুরুষে মেলে কিরূপ বা নারী।
বিবরণ আছে সব বিশেষ বিস্তারি॥
কি কারণে জন্মে পুত্র কন্যা কি কারণে।
গর্ভে জন্মে নপুংসক কিসের কারণে॥
বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী কেন নাহি হয়।
কিরূপে বা সেই দোষ প্রশমিত হয়॥
কেহ সুখী কেহ দুঃখী জগত ভিতরে।
ভুমিষ্ঠ হইয়া কেন অল্পদিনে মরে॥
শতবর্ষ জীয়ে নর কিসের কারণ।
পরমায়ু অল্প কেন ধরে জীবগণ॥
কেহ রোগী কেহ ক্ষীণ কেহ বলবান॥
কেহ বা অক্ষম হয় কেহ ক্ষমবান॥
দরিদ্রের ঘরে জন্মি হয় ধনবান।
নির্দ্ধনী বা হয় কেন ধনীর সন্তান॥
কার পাতে দধিদুগ্ধ অপমান পায়।
কেহ ধরে পর পায় পেটের জ্বালায়॥
দশ মাস দশদিন গর্ভের ভিতরে।
কি কারণে জীবগণ নিবসতি করে॥
কি কারণে পতিব্রতা হয় নারীগণ।
ব্যভিচারী হয় কেহ কিসের কারণ।
কেহ অধার্ম্মিক হয় কেহ ধর্ম্মাত্মন।
অধার্ম্মিক গৃহে জন্মে ধার্ম্মিক সুজন।
এই সব বিবরণ এই শাস্ত্রে আছে।
অন্য অন্য শাস্ত্র সব কেন খুজ মিছে।
সকল শাস্ত্রের আদি এই শাস্ত্র হয়।
পুরাণ বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়॥

নিষ্ঠামনে এই শাস্ত্র করিলে পঠন।
নির্দ্ধনীর ধন হয় শাস্ত্রের বচন॥
পুরাকালে এই শাস্ত্র সকলে পড়িত।
সকল পুরাণে তাহা আছয়ে লিখিত॥
সেই জন্য নিরোগী আছিল সর্ব্বজন।
অকালেতে নাহি ছিল মৃত্যু সংঘটন॥
রূপে গুণে অদ্বিতীয় ছিল নরগণ।
অতি বলবান লোক আছিল তখন॥
এখন পড়িয়া সবে সভ্যতার স্রোতে।
এই রতিশাস্ত্র নিন্দা করে অনেকেতে॥
কিন্তু রতিশাস্ত্র হয় অতি মনোহর।
মর্ম্ম নাহি বুঝে মূর্খ নিন্দে নিরন্তর॥
রতিশাস্ত্র অবিদিত থাকে যেই জন।
পশু সম সেই নর শাস্ত্রের বচন॥
রতিশাস্ত্র পড়ে যেবা নারীসঙ্গ করে।
দীর্ঘজীবি হয় সেই শঙ্করের বরে॥
রাবণাদি মহাবীর এই শাস্ত্র পড়ে।
সর্ব্বত্র বিজয়ী ছিল সংসার ভিতরে॥
মহাবীর পুত্রগণ পায় সে কারণ।
বশীভূত ছিল শত শত নারীগণ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ব্রজেন্দ্র নন্দন।
যত্ন করি এই শাস্ত্র কৈল অধ্যয়ন॥
কৃষ্ণ হলধর মিলে ভাই দুইজন।
সান্দীপনি ঘরে শাস্ত্র কৈল অধ্যয়ন॥
পড়িয়া সকল শাস্ত্র প্রভু নারায়ণ।
পরিশেষে রতিশাস্ত্র করিল পঠন॥
ইহার প্রমাণ আছে বিবিধ পুরাণে।
পড়িয়া দেখহ যদি সন্ধ হয় মনে॥
মহাযোগী মহেশ্বর এই গ্রন্থ পড়ে।
ঊর্দ্ধরেতা হয়েছেন ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
যত্নে পাঠ করিতেন পুর্ব্বকার লোক।
সেই জন্য না পাইত দুঃখ তাপ শোক॥

কামরত্ন বা বশীকরণ তন্ত্র।

এই তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

তিথিনির্ণয় মাহেন্দ্রাদি যোগ নির্ণয় অঙ্গুলি নির্ণয় মুলিকাগ্রহণ বিধি সর্ব্বজন বশীকরণ রাজবশীকরণ দুষ্টা স্ত্রী বশীকরণ আকর্ষণ প্রকরণ সৌভাগ্য বিধান দেহ রঞ্জন মুখজাত ব্রণ বিনাশ শুক্লকেশ কৃষ্ণকরণ কেশের নিখ্যাদি বিনষ্ট করণ শত্রুর মুখস্তম্ভন অগ্নিস্তম্ভন বলাধান বিধান শ্রীমন্মমোদক জয় ও ঈশ্বরাদির ক্রোধপশম। নিগুড়াদি ভঞ্জন অতি রজো নিবারণ বন্ধ্যানারীর গর্ভধারণ জন্য বন্ধ্যা কাকবন্ধ্যা মৃতবৎসা চিকিৎসা গর্ভরক্ষা সুখপ্রসব করণ বালক ও প্রসূতিদিগের ভুতগ্রহাদি নিবারণ দুর্ভিক্ষ করণ সর্ব্বানিষ্ট নিবারণ গৃহক্লেশ নিবারণ উচ্চাটন বিধান ব্যাধিকরণ ও তন্নিবারণ মারণ প্রকরণ কাম্যসিদ্ধি ধনধান্য অক্ষয় প্রকরণ বিষ নিবারণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয় ইহাতে লিখিত আছে। মূল্য মাশুল সহ ১৷০ পাঁচসিকা।

বিবিধ পাক প্রণালী।

পান সাজা হইতে পথ্য কুল্পীবরফ লোজেন্স সিরাপ বিস্কুট আচার মোরব্বা সুক্ত ঝোলবৰ্জ্জিত অন্ন খিচুড়ী পলান্ন মৎস্য ও মাংসের নানারকম পোলাও পানিফলের পোলাও পাঠার কালীয়া কোপ্তা ক্যাটলেট চপ মটনচপ দোপিঁয়াজি হরিণমাংস খাস্তার কচুরী পানতুয়া রসগোল্লা ক্ষীরমোহন সরপুরিয়া বরফী রাবড়ী ক্ষীর প্রভৃতি প্রায় ৩।৪ শত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত শিক্ষা করা যায়। মূল্য মাঃ সহ ৷৷৵০ বার আনা।

কায়েত ধূর্ত্তরা যমের দর্পচূর্ণ।

যমদ্বারে কোন কালে নাহিক নিস্তার।
কর্ম্ম যথা ফল তথা জগতে প্রচার॥
বলিহারি কি চাতুরী কায়েৎবাচ্চা করে।
কোথা সাজা যমরাজা পড়েন ফাপরে॥
পূজানাই নিষ্ঠা নাই নরলোকে থাকি।
বুদ্ধিজোরে ফেলেফেরে যমে দেয় ফাঁকি॥
কি কৌশলে ছলেবলে আত্মকাজ সারে।
পড়িলে বা শুনিলে বা চমকে অন্তরে॥
তাই বলি হয়ে অলি এই রস মধু।
প্রাণভরে রাগ ভরে পান কর বঁধু॥

রস পাবে সুখ পাবে পড়িতে পড়িতে।
চমক লাগিবে প্রাণে দেখিতে দেখিতে॥
চাতুরী দেখিয়া হদ্দ হইবে সবাই।
হায়রে কায়েতি বুদ্ধি বলিহারি যাই॥
অঙ্গুষ্ঠ দেখায়ে ধুর্ত্ত গোলকেতে যায়।
ফ্যাল ফ্যাল যমরাজ ফ্যাল ফ্যাল চায়॥
ভ্যাবাচাকা যমরাজা যেন কোলাব্যাঙ।
গোলকে কায়েৎচল্লো ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ॥
এ গ্রন্থ পড়িবে যেবা অনুরাগ ভরে।
যমেরে দেখায়ে রম্ভা যাবে বিষ্ণুপুরে॥
মূল্য মাশুল সহ ৷৷৵০ দশ আনা।

সচিত্র বেশ্যালীলা।

কি জন্যেতে কুলত্যাগ করে নারীগণ॥
পাপপথে পদার্পণ করে কিকারণ॥
ত্যজি পতি উপপতি প্রতি কেন মন।
যাচাই প্রণয় কেন করে বেশ্যাগণ॥

ধন জন পতি পুত্র অতুল বৈভব।
প্রণয়ের জন্যে কেন ত্যাগ করে সব॥
এই সব বিবরণ আছে পুস্তকেতে।
পড়িলে সকল কথা পারিবে জানিতে॥

মূল্য ডাক মাশুল সহ ৷৷৶০ এগার আনা।

বিন্ধ্যবাসিনী চরিত।

আদ্যাশক্তি ভগবতী মহামায়ার প্রায় সকল মূর্ত্তিরই প্রকাশ ও আবির্ভাব রহস্য যথাক্রমে অনেক ভাষাতেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু মহাশক্তি বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর (যিনি মির্জ্জাপুরে বিন্ধ্যাচলে অবস্থিতা) উৎপত্তি, প্রকাশ ও লীলারহস্য এ পর্য্যন্ত কোন ভাষাতেই প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এই নিমিত্ত বহুতর পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে বিবিধ পুরাণ ও প্রাচীন তন্ত্র সমূহ হইতে "বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর" উৎপত্তি, প্রকাশ ও লীলারহস্য সংগ্রহ করিয়া সরল পদ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলাম। এতদিনে সাধক ও ভক্তগণের একটী প্রধান অভাব দূর হইল। দেবীমাহাত্ম্য দেবীতত্ত্ব এবং দেবীর লীলামঙ্গল কাহিনী পাঠ করিয়া সকলে একবার "মা" আনন্দময়ীর নামে নৃত্য করিতে থাকুন। মূল্য ডাক মাশুল সহ ॥৵০ দশ আনা।

প্রহ্লাদচরিত্র বা হরি অন্বেষণ গীতাভিনয়।

হয় মোক্ষ যাঁরে লক্ষ্য করিলে অন্তরে। যিনি তারে পারাবারে এ ঘোর সংসারে॥ হয়ে মত্ত তাঁর তত্ত্ব ভাবিয়া প্রহ্লাদ। হরিনামে মধুপানে লভিলা আহ্লাদ॥ নরপুরী সুরপুরী তুচ্ছতার কাছে। চিদানন্দ সদানন্দ হৃদয়ে বিরাজে॥ অবহেলে পাল তুলে ডঙ্কা মারি তিনি। করি ভক্তি নৈলা মুক্তি ভাবি চিন্তামণি॥ হে পাঠক নাহি ঠক থাকিলে বাসনা। হৃদিপদ্মে সে প্রহ্লাদে করহ ভাবনা॥ সে চরিত সুচরিত কর অধ্যয়ন। পাবে হরি যাবে তরি এ ভব ভীষণ॥ কিবা ধন হরিধন পড়িলে বুঝিবে। মোহমায়া কায়া জায়া সকল ভুলিবে॥ নাহি সন্দ হেন গ্রন্থ আর নাহি হয়। ভক্তি করি হরি স্মরি পড় সাধুচয়॥ মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাক মাশুল ৵০ দুই আনা।

শঙ্কর-বিজয় নাটক।

নানাবিধ সুললিত গীত সহ। শ্রীজহরলাল ধর প্রণীত।

শঙ্কর বিজয় থিয়েটারে অভিনয় করিবার পুস্তক। এই পুস্তক এত মনোহর যে, পাঠ করিলে প্রেমরসে হৃদয় পূর্ণ হইবে। এই পুস্তকের গীতগুলি অতি মনোমুগ্ধকর। নমুনাস্বরূপ একটী গীত এই বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত হইল।

গীত—কত সুখোদয় হয় প্রণয়ের কাননে। যে জেনেছে সে মজেছে অপ্রেমিকে কি জানে॥ আবেশেতে ভুজপাশে বাঁধা বাঁধি দুইজনে। সোহাগে সোহাগ ভরি মিলি মিলি নয়নে॥ মূল্য ডাঃ মাঃ সহ।৵০ ছয় আনা।

সেনপ্রেস।

Registered No. C 270.

(বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত)

THE MERCHANT'S FRIEND.
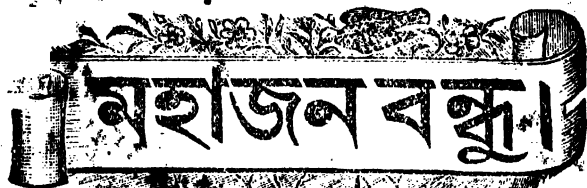
কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও কলকারখানা-বিষয়ক

মাসিক-পত্র ও সমালোচন।

কলিকাতা, ২৪ নং গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা হইতে

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

দ্বাদশ খণ্ড।

সন ১৩১৯ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

(ইংরাজী ১৯১২।১৯১৩ সাল।)

শ্রীসত্যচরণ পাল কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

৩০ [illegible] তলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

"[illegible]প্রেসে"

জে, এন্, দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২০।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু-শান্তিকারক মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

মূল্য বড় বোতল ১।০, প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।

" ছোট বোতল ৸০, ঐ ঐ ৸০ আনা।

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভ হয়।

পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

পদ্মকুসুম তৈল।

উপকারিতা ও স্নিগ্ধ সৌরভে চিরবাঞ্ছিত কেশ-তৈল।

কেশ বৃদ্ধি করিতে ও মস্তক শীতল রাখিতে ইহা অদ্বিতীয়।

মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা মাত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং'র

স্বর্ণ-ঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত করিতে, পারদের বিষ নষ্ট করিতে, শরীরে নববল সঞ্চারিত করিতে ইহার সমতুল্য মহৌষধ নাই।

মূল্য ২॥০ টাকা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং,

৭ ও ১২নং বনফিল্ডস্ লেন, চীনাবাজার, কলিকাতা।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ভারতে অভ্র।

ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে অভ্রের খনি আছে না আছে, তাহার এখনও নিঃসংশয় নির্দ্দেশ হয় নাই, তবে দেখা যাইতেছে :—

বঙ্গের হাজারিবাগ, গয়া এবং মুঙ্গের, এই তিন জেলার খনি হইতেই অধিক অভ্র উঠিতেছে। মান্দ্রাজের নেল্লোর জেলার এবং রাজপুতানার আজমীঢ় ও মৈহেরবরার খনি হইতেও কিছু কিছু অভ্র উঠিতেছে।

অভ্র বহুকাল হইতেই কাজে লাগিতেছে। ভারতের সৌধ প্রাসাদে যখন কাচের সার্শী ছিল না, তখন অভ্রের আবরণ কাচের সার্শীর কার্য্য করিত। পালিশ করা ইস্পাতে দর্পণ প্রস্তুত হইত বটে, কিন্তু অভ্রও যে পারদ-সংযোগে দর্পণে পরিণত হইত না, এরূপ মনে হয় না।

ঔষধে যে অভ্রের যথেষ্ট ব্যবহার হইত, তাহা আমাদের বৈদ্যকশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্ণভস্ম, লৌহভস্ম প্রভৃতির ন্যায় অভ্রভস্মও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের মুখ্য উপাদান বলিয়া পূর্ব্বকালে পরিচিত ছিল—এখনও পরিচিত আছে।

দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর সাজে অভ্রের ব্যবহার নিতান্ত আধুনিক নহে। আলোকাধারেও যে অভ্রের আবরণ থাকিত না, এরূপ মনে করিবেন না।

এখন ইঞ্জিনের বয়লার এবং নলে অভ্র আবশ্যক হয়, টেলিগ্রাফে অভ্র আবশ্যক হয়। বড় বড় অখণ্ড অভ্রফলকের উপযোগিতা অধিক। কিন্তু খণ্ডিত ভগ্ন টুক্‌রা অভ্র এখন লাক্ষাসংযোগে পিষ্ট হইয়া, পাতলা পাতলা পিষ্টকে বা ফলকে পরিণত হইয়া, নানাকার্য্যে প্রযুক্ত হইতেছে।

অখণ্ড ও বড় অভ্রের মূল্য অধিক, কুচা অভ্রের মূল্য কম। এইজন্য লাক্ষাময় অভ্রফলকে খরচ অনেক কম পড়িতেছে। অথচ অখণ্ড বহুমূল্য অভ্রের অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করিতেছে, এইজন্য টুক্‌রা ও কুচা অভ্রের মূল্য বাড়িতেছে। শিল্পে এইরূপ অভ্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। টেলি-

গ্রাফের তারে তাড়িতসংক্রমণ বিশ্লিষ্ট বিযুক্ত করিবার জন্য এইরূপ অভ্রই ব্যবহৃত হইতেছে এবং বয়লার ও নলে যে অভ্র ব্যবহারের কথা বলিলাম, তাহাও চূর্ণ অভ্র। পূর্ব্বে যে সকল ভগ্ন ছিন্ন অভ্র কোন কাজে লাগিত না, এখনও যে-গুলি লাক্ষা সংযোগে ফলকে পরিণত হয় না, সেগুলি চূর্ণ হইয়া ব্যবহৃত হয়। এই চূর্ণই বয়লারে ও ফলকে অধিক ব্যবহৃত হয়। গৃহসজ্জার কাগজে এবং রঙ্গে এইরূপ অভ্রচূর্ণই আবশ্যক হইয়া থাকে।

সকল ধাতুর ন্যায় অভ্র ধাতুরও উপযোগিতা দিন দিন বাড়িতেছে। পাশ্চাত্য শিল্পাদিঘটিত কার্য্যে যত অভ্র লাগিতেছে তাহার শতকরা ৬০ ভাগ ভারত হইতে রপ্তানী হইতেছে।

১৯০৪ অব্দে	...	...	২২১৬৪ হন্দর।
১৯০৫ "	...	...	২৫৬৬১ "
১৯০৬ "	...	...	৫২৫৪৩ "
১৯০৭ "	...	...	৫২২০৩ "
১৯০৮ "	...	...	৫৩৫৪৩ "

বিলাত ও আমেরিকা হইতেই ভারতের অভ্র রপ্তানী হইয়া থাকে। দর—বিলাতে প্রতি হন্দর গড়পড়তায় প্রায় ৯০৲ টাকা। আমেরিকায় গড়পড়তা ৯৫৲ টাকা। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, অখণ্ড অভ্রের দর অধিক। খণ্ডাভ্রের দর তদপেক্ষা কম। আর কুচা কাচের দর একেবারেই কম।

ভারতের রেলে, হাজারিবাগের কোদারমা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত অভ্র আনিতে মণ করা ১৵১০ আনা খরচা হয়। অর্থাৎ যাহার দর মণকরা ৩৫৲ হইতে ৭৩৲ টাকা পর্য্যন্ত, তাহার রেল-ভাড়া পড়ে ১৵১০; আর যাহার দর মণ প্রতি ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা, তাহাতেও পড়ে মণকরা ঐ ১৵১০ আনা। ৭৩৲ টাকা মণের অভ্রে মণকরা ১৵১০ আনা, কিছুই নহে; কিন্তু ৫৲ টাকা মণের অভ্রেও ঐ ১৵১০ আনা অত্যন্ত অধিক বলিতে হইবে। কিন্তু রেলে পূর্ব্বে পড়িত কমদরা অভ্রে ॥৵১০ আনা; এখন সেইস্থলে পড়িতেছে ১৵১০ আনা। ।৶০ আনা মণে বেশী! যাহা হউক, মূল্যের অনুপাতে ভাড়ার তারতম্য করাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এদিকে অভ্রের কার্য্যও ক্রমে বাড়িতেছে, রপ্তানী বর্ষে বর্ষে বেশী হইতেছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এখন ভারতে ৩৫।৩৬ লক্ষ টাকার অভ্র রপ্তানী হইতেছে।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট ও কানাডায় যে অভ্র উঠিতেছে, তাহার পরিমাণ অল্প। সে অভ্র আমাদের বঙ্গীয় অভ্রের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে।

বঙ্গের হাজারিবাগ জেলাই অভ্রপ্রধান। হাজারিবাগ জেলার খনিতে যে কত অভ্র আছে, তাহা বলা যায় না। আর এই অভ্রের ন্যায় উৎকৃষ্ট অভ্র পৃথিবীর আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

ভারতীয় অভ্রের গৌরব যত বাড়িবে, কাট্তিও তত বাড়িবে, আর অভ্র-সংগ্রহও ততই বিস্তৃত হইবে। গয়া ও মুঙ্গের জেলাতেও যথেষ্ট অভ্র আছে কিন্তু সন্নিহিত সাঁওতাল পরগণাও নিরভ্র নহে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান্ রেলের শিমুলতলা নামে মুঙ্গের—কাজে সাঁওতাল পরগণা। বাঁকুড়াতেও অভ্র আছে। সাঁওতাল পরগণার সর্ব্বত্র কি অন্বেষণ হইয়াছে? গিরিডি হাজারিবাগেও অভ্র আছে। তাহার পার্শ্বেই সাঁওতাল পরগণা; কেন সাঁওতাল পরগণা সর্ব্বাংশ নিরভ্র হইবে?

কৃষি-যন্ত্র।

১। মেষ্টন্ প্লাউ।—ইহা লঘুতায়, সুলভে ভারতীয় কৃষকের উপযোগী এবং কৃষিবিভাগের অনুমোদিত। এই লাঙ্গলে একবার চাষ এবং একবার পাল্টাচাষ দিলেই চলে। চারি জোড়া বলদ জুতিয়া দেশী লাঙ্গলে ইহা অপেক্ষা বড় অধিক কাজ হয় না। ইহার বিভিন্ন অংশও স্বতন্ত্র বিক্রীত হয়। মেষ্টন প্লাউয়ে ৩—৪ ইঞ্চ গভীর কর্ষণ হয়। একবারে পাঁচ ইঞ্চ প্রস্থ মৃত্তিকা কর্ষিত হইয়া থাকে। ইহার ওজন প্রায় ১৬ সের; মূল্য ৫।৷৹ টাকা।

২। ওয়াটস্ প্লাউ—প্রায় সর্ব্বাংশেই মেষ্টন প্লাউয়ের অনুরূপ। কিন্তু ইহাতে তদপেক্ষাও গভীর কর্ষণ হয়। ১নং ওয়াটস্ প্লাউ—ইহার ওজন প্রায় অর্দ্ধমণ; মূল্য ৭।৹ টাকা।

৩। টার্ণবেষ্ট প্লাউ।—সুগভীর কর্ষণে বিশেষতঃ ভূমি কর্ষণে ইহা সবিশেষ উপযোগী। এই লাঙ্গল দুই প্রকার—লঘুভার ও গুরুভার। প্রথম প্রকার লাঙ্গল একজোড়া বলদে এবং দ্বিতীয় প্রকার লাঙ্গল দুই জোড়া বলদে টানিতে পারে। প্রথম প্রকারের মূল্য ২২৲ টাকা।

৪। হিন্দুস্থান প্লাউ।—ধানের জমিচাষে ইহা সবিশেষ উপযোগী ; নূতন হাল্কা বেলে-মাটীতে ইহা অতিশয় কার্য্যকারী। এই লাঙ্গলের ধাতবিক অংশ মাত্রই ইস্পাতে প্রস্তুত ; সুতরাং ইহা দীর্ঘস্থায়ী। বিশেষতঃ, ইহার ক্ষয়শীল অংশও পরিবর্ত্তনীয়। হিন্দুস্থান প্লাউ একজোড়া বলদে টানিতে পারে এবং ইহাতে একবারে ৫ ইঞ্চ গভীর ও ৭ ইঞ্চ প্রস্থ মৃত্তিকা কর্ষিত হয়। লাঙ্গলের ওজন প্রায় ২৩ সের। মূল্য ১১৲ টাকা।

৫। দেশীলাঙ্গল—ইহাকে দেশী লাঙ্গলের উন্নত-সংস্করণ বলা যায়। ইহার মূল্য ৪॥০ টাকা।

৬। হ্যাণ্ড কালটিভেটং (বা হাত লাঙ্গল)—মটর জাতীয় শস্য, পালং, পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), তামাক এবং অন্যান্য যে সমুদয় শস্য শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপিত হয়, তাহাদের চাষে ইহার যথেষ্ট সার্থকতাই আছে। ইহার ওজন প্রায় ১৩ সের। মূল্য ১২॥০ টাকা।

৭। খড়কাটা কল।—কৃষি-বিভাগের প্রয়োজনে, নূতন পরিকল্পনায় খড়কাটা কল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় দুই মণ পরিমিত খড়কাটা যায়। ওজন প্রায় দুই মণ; মূল্য ৪০৲ টাকা মাত্র।

৮। ভুট্টা-যব-মাড়াই কল।—ইহা যব, ভুট্টা, বার্লি এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য-পেষণে অধিকতর উপযোগী ; ইহাতে 'কর্ত্তনী' পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক। রোলার নিটোল ইস্পাতে নির্ম্মিত ; কর্ত্তনীর পরিকল্পনা উন্নত ; কলের আকৃতি তিন প্রকার যথা—প্রথম দুই প্রকার কলে (হাতে চালাইলে) ঘণ্টায় দেড় হইতে আড়াই মণ এবং শেষ প্রকার কলে (হাতে চালাইলে) ঘণ্টায় ২—৪ মণ এবং গরুতে চালাইলে ৭—১৬ মণ শস্য মাড়াই হয়। মূল্য ৪০৲, ৫০৲ এবং ৬০৲ টাকা।

৯। শিকলটানা জলতোলা কল।—ইহা কূপ হইতে জলোত্তোলনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এই কলের প্রত্যেক অংশই সুদৃঢ় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। ওজনে প্রায় পাঁচ মণ ; মূল্য ৫১৲—৭৬৲ টাকা।

১০। আখমাড়াই কল—কলের ফ্রেম শালকাঠের এবং উহার উর্দ্ধদেশ পিত্তল নির্ম্মিত ; ইহার ওজন গড়ে সাড়ে সাত মণ। দুইটি সমানাকৃতি রোলারের প্রত্যেকটীর ব্যাস ৭ ইঞ্চি ও দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি ; কলের মূল্য ৩৮৲ হইতে—৫৮৲ টাকা।

ধানভানা কল।—ইহা একজনে চালাইতে পারে। এই কলে ঘণ্টায়

২৫—৩০ সের চাউল হয়; গঠন-পারিপাট্যও সুন্দর ও স্থায়ী। ১৪ ইঞ্চ ধানভানা কলের ওজন ৩/ মণ; মূল্য ২১০৲ এবং ২০ ইঞ্চ কলের ওজন চারি মণ, মূল্য ৬৮০৲ টাকা।

১২। ঝাড়াই কল।—সর্ব্বপ্রকার শস্য পৃথকীকরণে ও পরিষ্করণে ইহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক ঘণ্টায় ২০—৬০ মণ শস্য ঝাড়াই হয়। ওজন ৬ মণ, মূল্য ১৩০৲ টাকা।

১৩। প্ল্যানেট জুনিয়ার হো।—সাধারণতঃ, ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হয়।—(১) জমি নিড়ান, (২) মাটী উল্টান এবং (৩) 'খুরুপী'র কাজ। ইহাচালাইতে একজন লোকই লাগে। দশ জন লোক খুরুপীতে যে কাজ করে, একজন লোক ইহাতে তদনুরূপ কাজ করিতে পারে। সিক্ত-মৃত্তিকায় ইহার ফাল ব্যবহার্য্য; কারণ তাহাতে সহজেই মাটী উল্টাইয়া দেওয়ার কার্য্য সাধিত হইতে পারে। এই কলের দ্বারা গাছের গোড়ায় মাটী দেওয়া এবং আগাছা তুলিয়া ফেলিতে পারা যায়। ইহার 'দাঁতে' শুষ্ক মৃত্তিকা আলগা করিয়া দিতে পারে এবং ছুরিতে ঘাস কাটে, মূল্য ১২॥০ টাকা।

১৪। দ্রোণী।—বর্দ্ধমান—বিভাগে, ইহাতে জল-সেচন করা হয়। পুরাতন কাঠের বা তালগাছের দ্রোণীর পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে। এই দ্রোণীর দ্বারা দশ ঘণ্টায় ১৬২,০০০ ঘনফুট জল উত্তোলিত হয়। মূল্য ৮॥০ টাকা।—মেসার্স বরণ এণ্ড কোং, কলিকাতা।

খদির-চাষ।

আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে খদির বেশ সম্মানের আসন গ্রহণ করিয়া আছে। বাঙ্গালা দেশে এমন গৃহস্থ পরিবার নাই, যথায় প্রত্যহ খদিরের ব্যবহার না হয়। আমরা সাধারণতঃ খদির পানের সহিতই ব্যবহার করিয়া থাকি। পানের সহিত ব্যবহার ব্যতীত খদির অন্য অনেক ব্যবহারে লাগে। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ খদির লৌহপাত্রে ভিজাইয়া ঐ জলের সহিত সোহাগার খই মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার লিখিবার কালি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ঐ কালির দ্বারা অনেক শাস্ত্র

গ্রন্থাদি লেখা হইয়া থাকে। এদেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে খদির বিলাতে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা খদির হইতে নানাবিধ রং প্রস্তুত করিয়া থাকে। এ দেশের শিল্পীরা খদিরের সহিত নানাবিধ সুগন্ধি মসলা মিশ্রিত করিয়া উহা তরলাবস্থায় ছাঁচে ঢালিয়া নানাবিধ খেলনা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। খদির মণ্ড কেতকী বা কেয়া-পুষ্পের সহিত মিশ্রিত করিয়া কেয়া-খয়ের প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারে খদির নানাবিধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খদির শীতল, পাচক এবং পিত্ত, কফ, কাস ও বেদনা প্রভৃতি নানাবিধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তারেরাও উদরাময় প্রভৃতি রোগে খদির ব্যবহার করিয়া থাকেন।

খদিরবৃক্ষ দেখিতে ঠিক বাবলাবৃক্ষের ন্যায়। বাবলা বৃক্ষ যেরূপ কণ্টকা-কীর্ণ, খদির বৃক্ষও সেইরূপ। ভারতবর্ষের নানা স্থানে ও বাঙ্গালা দেশের কোনও কোনও প্রদেশে খদির-বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। খদির-বৃক্ষের চারা প্রস্তুত করা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। খদির বৃক্ষের বীজ বাবলার বীজের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। একটি হাপর প্রস্তুত করিয়া উহাতে বীজ রোপণ করিলেই শীঘ্র বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। হাপরস্থিত চারা কিছু বড় হইলেই উহা তুলিয়া অন্যত্র রোপণ করা চলে। খদিরের বৃক্ষ খুব শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৃক্ষের পাইটের মধ্যে উহার গোড়া পরিষ্কার রাখিলেই চলিতে পারে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়া খুলিয়া অল্প পরিমাণে সার দিলেই গাছ সতেজে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

খদির-বৃক্ষ হইতে খদির প্রস্তুত করিতে হইলে উহার শাখাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কোনও পাত্রে জল দ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়। এই সকল কাষ্ঠখণ্ড কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিতে করিতে উহা হইতে মধুর ন্যায় একপ্রকার গাঢ় পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। উহা তুলিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই খদির প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকারে প্রস্তুত খদিরকে এ দেশে পাপড়ী খয়ের বলে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে এবং ভারত মহাসমুদ্রস্থ কোনও কোনও দেশে এক প্রকার গুবাক বা সুপারী জন্মে; উহা হইতেও তত্রত্য লোকে খদির প্রস্তুত করিয়া থাকে। বঙ্গদেশে খদির-চাষ হয় কি না দেখা কর্ত্তব্য।

মেদিপাতা।

কাশীর সুবিখ্যাত "ত্রিশূল" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে, জঙ্গমবাড়ী (কাশী) নামক স্থানের ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মেদিপাতার সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই,—

তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুভাষায়-লিখিত "শালিগ্রাম নির্ঘণ্টু" হইতে মেদিপাতার গুণধর্ম্ম অবগত হইয়া স্বয়ং উহার দুইটি গুণ পরীক্ষা করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মেদিপাতার অন্য নাম—নখরাক্তকা, তিমির, কোকদন্ত, দ্বিবৃন্ত ইত্যাদি। মেদিপাতা গাছের জন্মস্থান উইমাটি হইতে, তাহা শালিগ্রামনির্ঘণ্টু প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে এবং উক্ত গাছের গোড়ায় উইমাটি স্তূপাকারে দেখিতে পাওয়া যায়। এই উইমাটির জন্যই বোধ হয়, এই গাছের নাম "মেদি" বলিয়া কথিত হয়। ইহার ইংরাজী নাম হেনা। হেনার তৈলকে সুগন্ধি আতর বলা হয়। এই তৈল দেশ-বিদেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। মেদীর বীজ পেষণ করিয়া হেনা অয়েল পাওয়া যায়। এ সকল বিষয় পরীক্ষা প্রার্থনীয়। এ কথা সত্য হইলে বঙ্গদেশে অনেকে হেনার তৈল তৈয়ারী করিয়া ব্যবসা করিতে পারিবেন। কিন্তু দেশী অনন্তমূল এবং জ্যামেকা দ্বীপের সার্সাপ্যারিলা উভয়ে একই গাছ হইলেও গুণধর্ম্মে উক্ত উভয় মূলে অনেক প্রভেদ; সেইরূপ যদি এদেশী এবং পারস্যের মেদীতে প্রভেদ হয়, তাহা হইলে দেশী মেদির দ্বারা হেনা না হইয়া হানা হইবে।

মেদি গাছের গুণ—পিত্তনাশক, দাহনাশক, ক্ষতশুষ্ককারক, বমনকারক এবং শ্লেষ্মানিঃসারক। এই গুণগুলির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার বাবু একটি বালিকার মুখের ক্ষতে মেদিপাতা ঘৃতে ভাজিয়া সেই ঘৃত ব্যবহার করিয়া ৭.৮ দিনে জিহ্বার ক্ষত আরোগ্য করিয়াছেন এবং মেদির ফুল ঘৃতে ভাজিয়া সেই ঘৃত মুখের ক্ষতে ব্যবহার করিয়া আরো সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। একারণ ইনি তাজা ফুল ২॥০ আউন্স লইয়া ২॥০ আউন্স রেক্‌টিফাইড স্পিরিটে ভিজাইয়া, ছাঁকিয়া টিন্‌চার প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত টিন্‌চার গরম জলে মিশাইয়া মুখের যে কোন ক্ষতে কুলি করিতে দিলে, এমন কি, দাঁতের শিথিল মাড়ি দৃঢ় হয়। অম্ল, প্রমেহ ও পিত্ত, যে কোন কারণে হাত পা জ্বালা করিলে মেদিপাতার রস মাখিলে তাহা আরোগ্য হয়। কালবর্ণবিশিষ্ট হইয়া নখ

বিকৃত হইলে এ দেশের লোকেরা তাহাকে "কুনখো" রোগ বলে। উক্ত রোগে মেদির রস ব্যবস্থা করিয়া ৭।৮ দিনে নূতনের ন্যায় স্বাভাবিক নখ হইয়াছে। ইনি বলিতেছেন, এগুলি আমার পরীক্ষিত, একারণ তিনি মেদীর ভক্ত। অন্যান্য গুণগুলি তিনি পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। একারণ তিনি বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মহাশয়দিগের নিকট মেঁদির অন্যান্য গুণ আবিষ্কারের ভারার্পণ করিয়াছেন।

মন্তব্য।—মেদির বীজ হইতে যদি হেনাতৈল হয়, এবং হেনা যদি সুগন্ধি দ্রব্য হয়, তাহা হইলে সুগন্ধি দ্রব্যমাত্রেই বায়ুনাশক—উদরের মধ্যে দুর্গন্ধ বায়ু হইলে, তাহা সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা আরোগ্য করা হয়। কর্পূর, মৌরি, ধনিয়া প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য বলিয়া পরিচিত, অতএব হেনার তৈল বা মেদীর বীজের তৈলের আর একটী গুণ বায়ুনাশক হইতে পারে। দন্তক্ষত, নখের ক্ষত কিংবা জিহ্বাক্ষতের ঔষধ যদি মেদিগাছ হয়, তাহা হইলে ঐ সকল ক্ষতে হেনার আতর দিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। পাকুই রোগে মেদিপাতা ব্যবহার হইতে দেখা যায়। কিন্তু পাকুই রোগে আইডোফর্ম্ম মহৌষধি।

ম: স:।

রেশম।

গরদ।—রেশম কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় আমাদিগের দেশের সকলেই জানেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে ভাল করিয়া বুঝাইবার কোন প্রয়োজন নাই। বঙ্গদেশের রেশম নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ;—গরদ, তসর, মুগা, এণ্ডি ইত্যাদি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গরদের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বস্ত্র-ব্যবসায়িদিগের পক্ষে গরদ একটি প্রধান পণ্যদ্রব্য। ইহা বঙ্গদেশের অন্তর্গত মুর্শীদাবাদ, রাজসাহী, মালদহ, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রাজপতিজাতীয় একরূপ পতঙ্গ আছে, যাহার অণ্ড হইতে একরূপ কীট জন্মে, যাহা সাধারণতঃ "পলু" নামে পরিচিত। উক্ত পলুই রেশমের প্রধান উপাদান। পলুর শ্রেণীবিভাগ আছে। কোন শ্রেণীর পলু হইতে গরদ,

কোন শ্রেণীর পলু হইতে তসর, কোন শ্রেণীর পলু হইতে মুগা, এবং কোন্ শ্রেণীর পলু হইতে এণ্ডি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল শ্রেণীর পলুর আহারোপযোগী নানাবিধ উদ্ভিদ আছে। যে শ্রেণীর পলু হইতে গরদ প্রস্তুত হয়, তাহার আহার্য্য এক প্রকার গুল্ম; ইহার নাম তুত গাছ। গরদ সম্বন্ধে সবিশেষ বলিবার পূর্ব্বে, গরদ উৎপাদনকারী পলুদিগের প্রধান খাদ্য তুত গাছের আবাদ বিষয়ে দুই চারি কথা বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি।

বণিকদিগের পক্ষে গরদ যেমন একটি মূল্যবান পণ্য, চাষিদিগের পক্ষে তুতের আবাদও সেইরূপ একটি মূল্যবান চাষ। মুর্শীদাবাদ প্রভৃতি জেলার চাষারা তুত গাছকে "তুতপাত" বা "পাতী" বলে, এইরূপ বলিবার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল পাতাগুলি বহুল পরিমাণে পলুতে খায় বলিয়াই "পাতী" বলা হইয়া থাকে এবং উহার চাষকে পাতীর চাষ বলা যায়।

তুত পাতের ভাল মন্দ অনুসারে পলুর দৈহিক অবস্থা ভাল মন্দ হয় এবং তদনুসারে গরদও ভাল মন্দ হইয়া থাকে অর্থাৎ পলু সকল যদি ভাল পাতী ভক্ষণ করিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা ভাল রেশম উৎপাদন করিয়া থাকে।

যে সমস্ত চাষারা ভাল "পাতী" উৎপন্ন করিতে পারে, তাহাদিগের পাতী অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের অধিক লাভ হয়। কিন্তু তুত আবাদ করিতে চাষাদিগের যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। অনুসন্ধানে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, ভাল পরিশ্রমী চাষী এক একার অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অধিক তিন বিঘা জমি আবাদ করিয়া প্রতি বৎসর খরচ বাদে প্রায় ৩০০৲ টাকা লাভ করিতে পারে। একজন ভাল চাষা সম্বৎসরে প্রায় ২০ বিঘা তুতজমির আবাদ করিতে পারে।

তুত গাছ নিম্ন-ভূমিতে হয় না। উহার আবাদ করিতে হইলে "ডাঙ্গা" জমির আবশ্যক। চাষারা উচ্চভূমিকে "ডাঙ্গা জমি" বলে। যে সকল ডাঙ্গা জমিতে তুত জন্মায়, তাহার বার্ষিক কর, জমির অবস্থা অনুসারে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

যে জমিতে তুত জন্মে, তাহার ভিতরে কিম্বা তাহার সন্নিকটে বট, অশ্বত্থ, আম্র, কাঁঠাল, তাল, তেঁতুল প্রভৃতি বড় বড় গাছ থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ আওতায় তুত গাছ ভাল হয় না, তুতের জমিতে উত্তমরূপ রৌদ্র, আলোক, বায়ু প্রভৃতি লাগা নিতান্ত আবশ্যক।

চাষাগণ প্রথমে বর্ষার প্রারম্ভে ডাঙ্গা জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া অথবা

লাঙ্গল দিয়া চষিয়া থাকে, পরে সেই জমিকে ঠিক সমতল ক্ষেত্র করে, জমি সমান করা হইলে খইল পাঁক প্রভৃতি নানারূপ সার জমির উপুরে ছড়াইয়া দেয়। বর্ষার জলে গলিয়া ঐ সমস্ত সার ভূমির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, বর্ষার সুরু হইতে আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত চাষারা উক্ত জমিতে লাঙ্গল দ্বারা পুনঃ পুনঃ চাষ দিতে থাকে। ভূমি এইরূপে কর্ষিত হইলে ক্রমেই তাহার উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি হয়। ভূমির অবস্থা দেখিয়া চাষারা যখন বুঝিতে, পারে যে, তাহাদিগের কর্ষিত ভূমি তুত গাছ উৎপাদনের উপযোগী হইয়াছে, তখন তাহারা উক্ত ভূমিকে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করে, অর্থাৎ তাহাতে ঘাস কি অপর কোন গাছ উৎপন্ন হইতে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা নিড়ানীর দ্বারা উঠাইয়া ফেলে।

উত্তমরূপে ভূমি রক্ষা করিয়া কার্ত্তিক কিম্বা অগ্রহায়ণ মাসে চাষারা তাহাতে তুত-গাছ রোপণ করে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে চাষারা পুরাতন জমির তুতের গাছ কাটিয়া এক স্থানে গাদা করিয়া রাখে। ঐ গাদাস্থিত তুতের ডাল হইতে একরূপ কুঁড়ি উদ্গম হয়। সেই কুঁড়ি ডাল সহ লইয়া ভূমিতে রোপণ করিলে তুত-গাছ জন্মিয়া থাকে।

সারি দিয়া এক ফুট অন্তর চাষারা কুঁড়ি সহ তুতের ডাল রোপণ করিয়া থাকে। সেই রোপিত তুত ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। তুতের গাছ যেমন বাড়িতে থাকে, তাহারাও তেমনি জমিতে সর্ব্বদা চাষ দিয়া ভূমি পরিষ্কার রাখে। ঝাড়গুলি প্রায় ৩ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। ভূমিতে একবার তুত-গাছ উৎপন্ন হইলে তাহার চাষ বহুদিন চলিতে থাকে. কারণ চাষারা আবশ্যক মত তুত গাছ কাস্তিয়া দ্বারা গোড়া হইতে কাটিয়া লয় এবং তাহা ওজন দরে বিক্রয় করিয়া থাকে। ভূমিতে তুত-গাছের যে গোড়া থাকে, তাহা হইতে পুনরায় তুত গাছের উদ্গম হয়। গাছ কাটিয়া লইয়া জমিতে পুনরায় সার দিয়া জমি চাষ করিয়া থাকে।

শিউলি ফুলের ক্ষুদ্র চারাগাছের ছোট ছোট পাতাগুলি দেখিতে যেমন, তুত-পাতা দেখিতে ঠিক সেইরূপ। গোরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পত্রভোজী পশুগণ তুত-পাতা ভক্ষণ করে না।

তুত-গাছে সময়ে সময়ে একরূপ রোগ হয়। সেইরূপ রোগগ্রস্ত তুত-পাতা ভক্ষণ করিলে পলু মরিয়া যায়। তাহাতে গরদ উৎপাদনকারী ব্যবসায়িদিগের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। পাতী ক্রেতাগণ উহা ক্রয় করিবার সময়ে

উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লয়। যাহাতে রোগগ্রস্ত তুত-গাছ না হয়, তৎপক্ষে তাহারা বিলক্ষণ যত্ন করিয়া থাকে। যদি কোন গণ্ডিকে গাছ রোগগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে চাষাগণ তাহা এককালে ভূমি হইতে উঠাইয়া ফেলে এবং নূতন গাছ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

কেবল চাষারা যে তুত-গাছের আবাদ করিয়া থাকে তাহা যেন কেহ মনে না করেন। ব্যবসায়ের উদ্দেশে অনেক ভদ্রলোকেও বেতনভোগী চাষার দ্বারা তুতের আবাদ করিয়া থাকেন। অবশ্য স্বহস্তে কর্ষণকারী চাষাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের লাভ কম হয়। কিন্তু কম হইলেও কেরাণীগিরী অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল। কারণ একজন ভদ্রলোক যদি একটু পরিশ্রম করিয়া তুতের আবাদে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি ন্যূনকল্পে বৎসরে বার শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। তুত গাছের আবাদের জন্য অধিক মূলধনের আবশ্যক হয় না, ৩০০৲ টাকা মূলধন লইয়া চাষ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বোধ হয় বৎসরে হাজার কি বার শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

বাঁশের মণ্ড।

বাঁশ পচাইয়া কাগজ তৈয়ারীর যে মণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহা এতদিন পরে অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। যাঁহারা এ বিষয়ে সংসৃষ্ট আছেন, তাঁহাদের পক্ষে ডেরাডুন ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের শ্রীমান্ রেট সাহেব প্রণীত বাঁশ পরীক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি পাঠ করা একান্ত দরকার। ইহার মূল্য ছয় আনা, সাধারণ পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়। শ্রীমান্ রেট সাহেব বলেন, গত দশ বৎসরের মধ্যে কাগজ প্রস্তুত করণার্থ বাঁশ হইতে মণ্ড বাহির করিবার জন্য বহুবিধ গবেষণা, পরীক্ষা ও এক্সপেরিমেণ্ট হইয়া গিয়াছে ও তাহার ফল সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহ একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। বাঁশ হইতে যে অত্যুৎকৃষ্ট মণ্ড বাহির হয়, তদ্বিষয়ে কেহই মতান্তর প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ইহাতে সোডা প্রয়োগ করিলে শতকরা ৩৩ হইতে ৫০ ভাগ মণ্ড বাহির হয়। আর ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করিলে শতকরা ৯ হইতে ৪০ ভাগ মণ্ড বাহির হয়। বাঁশ পচিলে

ইহার কার্য্য সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত। কোনও কোনও পরীক্ষক বলেন, পচিলে ইহার কার্য্য সমান ও নিয়মানুযায়ী হয়। আর কেহ কেহ বলেন, ইহার ফল অনিয়ম ও অসমান। কিন্তু সকল বাঁশের গুণধর্ম্ম সমান নহে, ভিন্ন ভিন্ন বাঁশ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ও গুণ প্রকাশ করে। ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাঁশ কাগজ-মণ্ড প্রস্তুতি পক্ষে অন্যান্য বংশাপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী। বাঁশ সম্বন্ধে বার বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করাতে যাহা জানা গিয়াছে, তাহা কার্য্যকরী হইবে এই আশায় অনেক পরীক্ষক অশেষ প্রকার পরীক্ষা পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু সে সব ফলপ্রদ হয় নাই। বিশেষ সতর্কের সহিত কার্য্য না করিলে সমস্ত বাঁশঝাড় নষ্ট হইয়া যায় ও তাহাদের উৎপাদিকা-শক্তি আর থাকে না।

শ্রীমান্ রেট মহোদয় বাঁশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেন। সেলিউলুস (শাঁস) বাহির করিবার জন্য বাজার দরে (অর্থাৎ প্রত্যেক টন পনর টাকার বেশী যেন না হয়) ক্রয় করিয়া বাঁশ সংগ্রহ করা উচিত। সকল সময়ের (অর্থাৎ নূতন পুরান, যতদিনের হউক না কেন) ইহার কাণ্ড রক্ষা করা দরকার। গাঁটও ত্যাগ করিতে হইবে না, কিন্তু যতদিন না সে বৎসরের শিকড় বাহির হয়, ততদিন কাণ্ড কাটা উচিত নয়, সেই কাণ্ড প্রায় তিন মাস ধরিয়া খোলা বাতাসে শুষ্ক করিতে হয়। তারপর ঐ কাণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে সাদা চট্‌চটে নির্য্যাস বাহির করিতে হয় এবং তৎপরে সালফেট লিকার দিয়া পচাইতে হয়। এইরূপ উপায়ে অত্যুৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুতির উপযোগী মণ্ড তৈয়ারী হয়। রেঙ্গুনের শাঁস তৈয়ারি কারখানা এক্ষণে আশাপ্রদ হইতেছে। রেট সাহেব প্রত্যেক টনে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

বাঁশ ২৭৷৷০, রাসায়নিক দ্রব্য ২৯ ৸৵০, জ্বালানী কাষ্ঠ ১৭।০, পারিশ্রমিক ও তত্ত্বাবধারণ খরচ ৭৲, পাঠান খরচ ও সংস্করণ ৬।৴০, রাজ্যসম্বন্ধীয় ১৲ ইন্‌সি-ওরেন্স ও মাশুল ইত্যাদি ৩৷৴০, মোট ৯২৷৷০ অর্থাৎ প্রত্যেক টন ৬ পা— ৩ শি ৪ পে, ইহাতে যে মণ্ড পাওয়া যায় তাহা Unbleached bleached শাঁস প্রস্তুত করিতে টন প্রতি ১২৫৲ টাকা ব্যয় হয়।

ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৬০।৭০ হাজার টন কাগজ কাট্‌তি হয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহারও কাট্‌তি বাড়িতেছে। ইহার মধ্যে ২৫০০০ টন কাগজ দেশে

প্রস্তুত হয়, অবশিষ্ট বিদেশ হইতে আইসে। কাগজের উপাদান সরবরাহের সুবন্দোবস্ত না হইলে আর অধিক কাগজ এদেশে প্রস্তুত হইবার আশা নাই।

শটী।

শটী এক প্রকার কন্দজাতীয় উদ্ভিদ। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে বর্ষাকালে পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত মৃত্তিকা-নিম্নস্থ কন্দ হইতে বিনা চাষে উৎপন্ন হইয়া হেমন্তের প্রারম্ভে ফুল প্রসব করতঃ শীতাগমে মরিয়া যায়। শটী গাছগুলি দেখিতে অনেকটা বন-হলুদের গাছের মত। আয়ুর্ব্বেদে বহুকাল হইতে ইহার কন্দ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

"শটী পলাশী ষড়্‌গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধমূলিকা।
গন্ধারিকা গন্ধবধূ র্বধূঃ পৃথু পলাশিকা॥
ভবেদ্‌গন্ধ পলাশী তু কষায়া গ্রাহিণী লঘুঃ।
তিক্তা তীক্ষ্ণাচ কটুকা সোষ্ণাস্য মলনাশিনী॥
শোষ কাস ব্রণশ্বাস শূলাধ্মান গ্রহাপহা।
নির্গন্ধা গুণতো ন্যূনাক্রিমিকুষ্ঠ বিষাদনী॥"

'পদার্থ তত্ত্ব চিন্তামণিঃ'।

শটীর পর্য্যায়—পলাশী, ষড়গ্রন্থা, সুব্রতা, গন্ধমূলিকা, গন্ধারিকা, গন্ধবধূ, বধূ, পৃথু ও পলাশিকা। পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গে ইহাকে শটী বলে এবং পশ্চিম প্রদেশে ইহাকে তিখুর বলে। উদ্ভিদ তত্ত্বানুসারে ইহার ইংরাজী নাম কারকুমা জিওডারিয়া (Curcuma zeodaria).

শটীর গুণ—শীতের প্রারম্ভে যখন গাছগুলি মরিয়া যায়, তখন ক্ষেত্র হইতে ঔষধার্থে কন্দ উঠাইয়া লইতে হয়, কারণ ঐ সময় কন্দগুলির পূর্ণ পুষ্টি সম্পন্ন হয়। ইহাতে কষায়, তিক্ত ও কটু তিনটি রস আছে। ইহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, গ্রাহক এবং মুখের মলনাশক। ইহার দ্বারা শোষ, কাস, শ্বাস, শূল, আধ্মান, কুষ্ঠ, ব্রণ এবং ক্রিমি, বিষ ও গ্রহজ পীড়াদি আরোগ্য হয়।

আমরা ভাব প্রকাশেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

"কর্চ্চুরো বেধমুখ্যশ্চ দ্রাবিড়ঃ কল্পকঃ শটী।
কর্চ্চুরো দীপনো রুচ্যঃ কটুকস্তিক্ত এব চ॥

সুগন্ধিঃ কটুপাকঃ স্যাৎ কুষ্ঠাশোব্রণকাসনুৎ।
উষ্ণো লঘুর্হরেচ্ছ্বাসং গুল্মবাতকফক্রিমীন।
গলগণ্ডং গণ্ডমালামপচীং মুখ জাড্যহৃৎ॥”

ভাবপ্রকাশে কর্চ্চুর, বেধমুখ্য, দ্রাবিড়ঃ, কল্পকঃ এবং সুগন্ধি এই কয়েকটি মাত্র শটীর পর্য্যায় পাওয়া যায়। রসের মধ্যে কটু ও তিক্ত এই দুইটি মাত্র পাওয়া যায়। দীপন ও রুচিকর এই দুইটি অতিরিক্ত প্রভাব পাওয়া যায়। অর্শ, গুল্ম, বাত,গলগণ্ড, গণ্ডমালাদি কতিপয় অতিরিক্ত রোগে ইহার ব্যবহার পাওয়া যায়।

পুরাকালে হিন্দুরা যে ইহার প্রচুর ব্যবহার করিতেন তাহার প্রমাণ আমরা ইহাকে নয়টি সর্ব্বৌষধির মধ্যে একটি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারি।

মুরামাংসী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শটী, চম্পক ও মুথা এই সকল সর্ব্বৌষধি। পূর্ব্ববঙ্গে ইহাদিগকে সর্ব্বৌষধি মহৌষধি বলে। এই দ্রব্যগুলির পূর্ব্বে বহু ব্যবহার ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। স্বর্গীয় মহাত্মা ৺কানাইলাল দে রায় বাহাদুরের রচিত ইণ্ডিজিনাস ড্রাগস্ অফ্ ইণ্ডিয়া নামক পুস্তকেও আমরা ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই।

উক্ত মহাত্মার মতে ইহা মৃদুশূলনাশক এবং তীক্ষ্ণোষ্ণ। আধ্মান এবং অজীর্ণ রোগে ইহা উপকারী। রেচক ঔষধের সহিত ইহা সংশোধকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ফটকিরির জলের সহিত ইহা সামান্য চর্ম্মোরোগাদিতে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্ব-বঙ্গের লোকেরা ফোড়া পাকাইয়া ফাটাইয়া ফেলিবার জন্য শটীর কন্দ দুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপরূপে ব্যবহার করে।

শটীর চাষের আবশ্যক হয় না। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে ইহা আপনা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। এই গাছের জন্য মনুষ্যের চেষ্টা বা যত্ন একেবারেই আবশ্যক হয় না, বরং ইহাকে ইহার ক্ষেত্র হইতে নির্ম্মূল করা কঠিন। যে কোন প্রকারে কন্দসংশ্লিষ্ট একটি সূক্ষ্ম শিকড় থাকিয়া গেলে পুনরায় বর্ষাকালে তৎস্থানে শটী উৎপন্ন হইবে। পূর্ব্বাঞ্চলে বহু জমি এই শটীর দৌরাত্ম্যে পতিত পড়িয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য এতই প্রবল যে, আমরা বিনা পরিশ্রমে, বিনা অর্থব্যয়ে লভ্য কাঞ্চনও আলস্যে গ্রহণ করি না। প্রতি বৎসর অসংখ্য শটীবৃক্ষ পত্রাদি বিকাশ করতঃ উৎপন্ন হইতেছে এবং আপনা হইতে মরিয়া মৃত্তিকায় মিশিয়া যাইতেছে। আমি

ইহার কোনরূপ ব্যবহার কোন স্থানে আছে কি না। অনুসন্ধান করিতে করিতে একমাত্র মৈমনসিংহে টিকাপ্রস্তুত উপকরণে ইহার ব্যবহারের তথ্য পাইয়াছি, এতদ্ভিন্ন ইহার অন্য কোন প্রকারেরই ব্যবহার এ পর্য্যন্ত নাই।

হেমন্তাগমে এই শটী গাছে ফুল হয়। এই ফুল ছড়ার ন্যায় বৃহৎ আকারের হয় এবং দেখিতে অতি সুন্দর। লাল, বেগুণী এবং সাদা রঙ্গের পাপড়ীর দ্বারা এই ফুল সজ্জিত। রাত্রিকালে এই ফুলের পাপড়ি মধ্যে শিশির পড়িয়া জল জমিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের ছেলেরা প্রাতঃকালে বা বর্ষান্তে ঐ ফুল ছুড়িয়া অন্যের কাপড় ভিজাইয়া আমোদ করিয়া থাকে। ফুলের মধ্যস্থ জলটুকু স্বচ্ছ ও শীতল হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামের ডাক্তারেরা ঔষধে ঐ জল ব্যবহার জন্য যে কেন সঞ্চয় করেন না তাহা বলিতে পারি না। আমার মতে পুষ্করিণীর জলাদি ব্যবহার অপেক্ষা ঐ জল সঞ্চয় করিয়া ব্যবহার করা শতগুণে ভাল।

শটীর কন্দ হইতে আমাদিগের দুইটি আবশ্যকীয় জিনিষ প্রস্তুত হয়, ১। শটীর পালো ও ২। আবির বা ফাগ।

শটীর পালো।

বহু পুরাকাল হইতে পূর্ব্ববঙ্গে এই পালোর ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ঐ অঞ্চলের লোক সাগু, বার্লীর পরিবর্ত্তে আবহমানকাল হইতে ইহা রোগি-দিগকে খাওয়াইয়া আসিতেছে এবং সুজি, ময়দার পরিবর্ত্তে ইহার দ্বারা জলখাবার ও পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া কুটুম্বাদির সহিত লৌকিকতাদি পালন করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক অনাথা স্ত্রীলোকের ইহা এক প্রকার জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়। তাহারা শীতের শেষে কোদালি ও ঝুড়ি হাতে নানাস্থান হইতে ঐ সকল কন্দ উঠাইয়া প্রথমতঃ স্তূপাকার করে। তৎপর বঁটির দ্বারা ঐ কন্দগুলির বক্কল ছাড়াইয়া রস নিষ্পীড়িত করিয়া লয়। তৎপর এরারুটাদি হইতে যেরূপে পালো বাহির করিয়া লয়, ইহারও তদ্রূপ পালো বাহির করে। কন্দগুলি স্বাভাবিক তিক্তরসবিশিষ্ট হাওয়ায় পালোগুলি ভাল জলে যতক্ষণ তিক্তরসবিমুক্ত না হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ ধুইতে হয়। ধোয়া হইলে পালোগুলি ডেলা বাঁধিয়া যায়। ঐ ডেলাগুলি বেশ

করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া লইলেই ব্যবহারোপযোগী হয়। এই পালোর অনেক গুণ আছে। ইহা বেশ পুষ্টিকর। পূর্ব্ববঙ্গের গরিবেরা শিশুদিগকে আঁতুড় হইতে দুধের পরিবর্ত্তে ইহা জলে ফুটাইয়া সেবন করায়। দুগ্ধসেবী শিশুগুলি যেরূপ হৃষ্টপুষ্ট হয়, তদপেক্ষা বরং শঠীসেবী শিশুগুলি বেশী হৃষ্টপুষ্ট হয়। এই শঠীর বহুল প্রচলন হেতু পূর্ব্ববঙ্গে ইনফেণ্টাইল লিভারের রোগী কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীরাও শিশুদিগকে দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়ায়। ইহা লঘু, পাচক, বলকারক এবং রুচিকর। সাগু ও বার্লী অপেক্ষা ইহা সুখসেব্য। জ্বরাদি রোগের প্রথমাবস্থা হইতে শঠীর পালো পথ্যস্বরূপ ব্যবহার করিলে প্রায়ই শ্লেষ্মাদির সঞ্চয় হইয়া রোগীর বিকার হয় না। ইহার আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহা পাতলা করিয়া জ্বাল দিয়া সেবন করিলে বদ্ধমল নির্গত হইয়া যায়, কিন্তু ঘন করিয়া জ্বাল দিয়া সেবন করিলে পুরাতন উদরাময়েও মল সঙ্কুচিত হয়। অন্য কোন পালোতে আমরা এরূপ আশ্চর্য্য গুণ দেখিতে পাই না।

উপাদান প্রভেদে শঠী পালো রোগী ও শিশুদিগের জন্য দ্বিবিধ রকমে প্রস্তুত করা হয়। জলের সহিত এবং দুধের সহিত। সচরাচর পাতলা রকমে পালো জ্বাল দিতে হইলে আধ সের শীতল জল বা দুগ্ধে আবশ্যক মত মিশ্রির গুঁড়া বা চিনির সহিত এক ভরি আন্দাজ পালো গুলিয়া মাত্র ৩।৪ মিনিট ফুটাইয়া লইতে হয়। বার্লীর ন্যায় জলে জ্বাল দিয়া তৎপরে দুধ ও মিষ্ট মিশাইয়াও পথ্য দেওয়া যায়। ঘন করিতে হইলে ১ ভরি পালো স্থানে ২ ভরি ব্যবহার করিতে হয় এবং ৩।৪ মিনিট স্থলে ৭।৮ মিনিট ফুটাইতে হয়। গরম জলে বা দুধে পালো ছাড়িয়া দিলে জমাট বাঁধিয়া যায়, সুতরাং আগে ঠাণ্ডা জল বা দুধে গুলিয়া লইতে হয়।

এই পালো হইতে লাইট্ ফুড্ ট্রেডিং কোং বিস্কুট প্রস্তুতের জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বাজারে ঐ বিস্কুট-গুলি বিলাতী বিস্কুটের মত হয় নাই, তথাপি উহা দেশী বলিয়া আমাদের মুখে বেশী ভাল লাগা উচিত।

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র দে।

ব্রহ্মদেশে খদিরের বাণিজ্য।

বনজঙ্গলের দেশেই খয়ের গাছ জন্মে। ব্রহ্মদেশের প্রোম, থোউটমিও, হেনজাডা, বৈসিন প্রভৃতি প্রদেশের বনে প্রচুর পরিমাণে খয়ের গাছ জন্মিয়া থাকে। খয়েরের কাজে ব্রহ্মদেশের অনেক গরীব দুঃখী লোক প্রতিপালিত হয়। খয়ের গাছ ভিন্ন যে সকল গাছের কসযুক্ত নির্য্যাস পাওয়া যায় তাহাতেও খদির প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে পেয়ারা প্রভৃতি গাছে খয়ের হয় কি না দেখা কর্ত্তব্য। ট্যানিক বিশিষ্ট গাছেই খয়ের হওয়া সম্ভব। কসো ফল যে গাছে হয়, সেই গাছেই ট্যানিক আছে এবং তাহা হইতেই খয়ের হইতে পারে। ব্রহ্মদেশে ম্যানগ্রোফ, পাঙ্গা প্রভৃতি গাছের নির্য্যাসে খয়ের তৈয়ারী হয়। বিলাতী কাপড়ের পাড়, জামার ছিট্ প্রভৃতি রঙ্গিন বস্ত্রের জন্য জগতের মধ্যে সকল দেশেই প্রচুর পরিমাণে খদির ব্যবহৃত হয়। পাকাছিট্ করিতে হইলে খয়েরের মণ্ডের সহিত লৌহ কিংবা অন্য যে কোন একটা ধাতুর আরক মিশাইয়া দিলে ধরুন খয়ের গালার সহিত টিংচার ফেরি মিশাইয়া কাপড়ের পাড় কিংবা কাপড়ের উপর ছাপা ছাপিলে, তাহা আর ধোপার বাড়ী কাচিতে দিলেও উঠিয়া যায় না, এজন্য ইহাকে পাকা রং বলে।

১৯০৮ সালের ভারতীয় বনবিভাগের খতিয়ান বহিতে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীযুক্ত ট্রুপ সাহেব মহোদয় লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশের খয়ের প্রসিদ্ধ খয়ের ছিল কিন্তু উক্ত দেশের খয়ের ব্যবসায়ীরা উহাতে ভেজাল দিয়া এই খয়েরের সুনাম একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। ব্রহ্মদেশে খয়েরে ভেজাল নিবারণ জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ১৯১১ সালে জানান হয় যে, "কয়েক বৎসর হইতে এদেশে খয়েরে অতিশয় ভেজাল দিতেছে, এজন্য খয়ের রপ্তানী কমিয়া যাইতেছে, অদ্যাপিও ভেজাল দেওয়া চলিতেছে, ইহার প্রতিকার করা আবশ্যক হইয়াছে।" বর্ম্মাগবর্ণমেণ্ট এই আবেদন পত্র পাইয়া অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়া এই উত্তর দিলেন,—

"আরাকান ভিন্ন পেগুর অন্যান্য স্থানে খয়ের বিষয়ে সন্ধান লওয়া গেল,

তাহাতে জানা গেল, নিম্নলিখিত স্থানে গত দুই বর্ষে নিম্ন হারে বিশুদ্ধ খয়ের হইয়াছে।

সন	প্রোম	থোউটমিও	হেনজাডা	বেসিন	জিগান	মোট
১৯১০-১১	২৪৪৩ টন	৬৪০ টন	১৬০ টন	০	১০ টন	৩২৫৩ টন
১৯১১-১২	১৬৬৭ ”	৪৭১ ”	৪৭ ” ০	৮ টন	০	২১৯৩ টন

পরন্তু ঐ সকল স্থানের কারখানা হইতে খয়েরের নমুনা রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখাও হইয়াছে, তাহাতেও উঁহাদের খয়েরের উৎকৃষ্টতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল কারখানায় খাঁটি খয়ের এবং কৃত্রিম খয়ের করা হয়, কিন্তু উক্ত উভয় খয়ের একত্র মিশাইয়া এই শ্রেণীর কারখানাওয়ালারা বিক্রয় করে না, ইহাঁদের নিকট হইতে চালানীওয়ালা দোকানদারেরা উক্ত উভয় খয়ের স্বতন্ত্র ভাবে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া উহারা বিদেশী বণিকগণকে বিক্রয় করিবার সময় মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে। ব্রহ্মদেশের খয়েরে ভেজাল বন্ধ করিতে হইলে বিদেশীয় বণিকদিগকে সাবধান হইতে হইবে।”

শুনা যাইতেছে, খয়েরের কারখানায় খয়ের জ্বাল দিবার যাহার যে কয়টা বড় বড় কড়াই থাকিত, সেই কড়াইয়ের প্রতি ১৯০৮ সালে শুল্ক বসান হয়। তৎপরে ঐ কর সত্বেও রপ্তানী খদিরের উপর ডিউটী বসান হইয়াছে। এজন্য আপিশওয়ালা সাহেবরা পূর্ব্বে যে মূল্যে ব্রহ্মদেশ হইতে খয়ের ক্রয় করিতেন, এক্ষণে কমদর চাহেন, নতুবা বিলাতে বিক্রয় করিবার দরে পড়তা হয় না, কাজেই এ কাজে ভেজাল ঢুকিয়াছে, এবং আপিশওয়ালারা জানিয়া শুনিয়া মিশ্রিত খয়ের ক্রয় করিতেছেন। ব্রহ্মদেশের খদিরে মহাজনেরা বলিতেছেন, এই পৃথিবীতে মানুষের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় দ্রব্যের দর পর পর বৃদ্ধি হইয়া স্তর পড়িতেছে কিন্তু আমাদের খয়েরের দর পর পর কমিয়া স্তর পড়িতেছে। পরন্তু অনেক গরীব দুঃখী আর বন হইতে খয়ের কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারে না। কারণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের বনবিভাগের আইন ক্রমেই কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে। একারণ গরীব দুঃখী প্রজারা পূর্ব্বের মত বনের খয়ের গাছে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। পরন্তু সমতল জমির গাছে ভাল খয়ের হয় না। বনভূমির পর্ব্বত্য প্রদেশে পর্ব্বতের উপর পুরাতন মোটা গাছ হইতেই উৎকৃষ্ট খয়ের হইয়া থাকে। চারাগাছের খয়ের নিকৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধ খাঁটি খয়ের পাতলা হয়, উহার সহিত অন্যান্য গাছের গাঢ় কষ

(নির্য্যাস) দিয়া তাপ দিলে তবে গাঢ় খদির প্রস্তুত হয়। যাহা হউক, গ্রামস্থ খয়ের গাছে কতটুকু খয়ের হইবে? গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বনবিভাগ হইতে যদি পূর্ব্বের ন্যায় এদেশীয় দরিদ্রদিগকে স্বাধীন ভাবে খয়ের গাছ কাটিতে দেন, তবেই বর্ম্মার পূর্ব্বের ন্যায় বিশুদ্ধ খয়ের প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইবে। ইতিপূর্ব্বে এই কাজে দরিদ্র কাঠুরিয়া সকলেই একবার কর্ম্ম পরিত্যাগ করে। তাহা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রচার করা হইল যে, বনবিভাগ হইতে খয়ের প্রস্তুত করিয়া সরবরাহ করা হইবে কিন্তু তাহাতে ব্যয় অধিক হইল, খয়েরও অধিক হইল না দেখিয়া পুনরায় কাঠুরিয়াদিগকে বলা হইল, তোরা পূর্ব্বের ন্যায় খয়ের গাছ কাটিয়া লইয়া যা। এইরূপ কখন উহারা গাছ কাটিতে দেয়, কখন বা দেয় না। কাজেই প্রজারাও যখন দেখিল যে, উহারা খয়ের গাছ কাটিতে দেয়, তখন উহারা কারখানা চালায়, এবং যখন গবর্ণমেণ্টের বনবিভাগ গাছ কাটিতে দেয় না, তখন উহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। এজন্য শ্রীমান ট্রুপ সাহেব বলিতেছেন যে, যখন গবর্ণমেণ্টের বনবিভাগে অল্প খয়ের হয়, তাহা বাণিজ্যের উপযুক্ত নহে, তখন কাঠুরিয়াদিগের জীবিকা চলে এরূপভাবে খয়ের কাষ্ঠ তাহারা প্রতিদিন যাহাতে সংগ্রহ করিতে পারে, সেই পরিমাণ কাষ্ঠ কাটিয়া লইয়া যাইবার জন্য উহাদের লাইসেন্স দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়, কারখানাওয়ালাদের যখন খয়ের কাষ্ঠ অভাবে কাজ চলে না, তখন কাঠুরিয়াদের উহা কাটিতে অনুমতি দেওয়া হয়, এজন্য খয়ের উৎপন্ন কম হয় এবং খয়ের কাষ্ঠের অন্যান্য শিল্প যথা বাক্স প্রভৃতি করা কিংবা উহা জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করা বন্ধ করা হউক, পরন্তু গ্রামস্থ মাঠের খয়ের গাছগুলিকে নির্দ্দিষ্ট বিভাগ করিয়া বিলি করা হউক, তাহা হইলে এ কাজের সুবিধা ব্রহ্মদেশে পূর্ব্বের ন্যায় হইবে।

যাহা হউক, ব্রহ্মদেশের খয়ের প্রতিবর্ষে ইয়োরোপ এবং এসিয়া খণ্ডের বন্দরগুলিতে যাহা রপ্তানী হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে লিখিত হইল।

ইয়োরোপের বন্দরে।

সন	রপ্তানী টন	মূল্যের টাকা	প্রতি টনের দর, টাকা
১৯০২-৩	৩৪৬০	১৩১৮৯২১	৩৮১
১৯০৩-৪	৫৪৯২	১৯১১৯৪৩	৩৪৮

১৯০৪-৫	৩০১৮	৯৩১৫৯৬	৩০৮
১৯০৫-৬	২৭২৩	৮৪৮৯৪৭	৩১২
১৯০৬-৭	৪৭৭২	১৫৫৩৪৭০	৩২৫
১৯০৭-৮	৪৫১৮	১৪২০৭৫৭	৩১৪
১৯০৮-৯	৩০৬৭	৯০১২০১	২৯৪
১৯০৯-১০	১৯৭৩	৬৪৬৬৫৭	৩২৮
১৯১০-১১	৪৪৫৪	১৬১৮০২৯	৩৬১
১৯১১-১২	৩৯২০	১২৪২৩৬৭	৩১৭

এসিয়ার বন্দরে।

১৯০২-৩	৯৫৯	৪২৪৯৬৩	৪৪৩
১৯০৩-৪	১৩২৫	৫৩৭৯৪৭	৪০৬
১৯০৪-৫	৭৮২	৩১৫৩০০	৪০৩
১৯০৫-৬	৭৫৫	৩৫৯০৬৯	৪৭৫
১৯০৬-৭	৮৬১	৩৫৬৭৭৭	৪১৪
১৯০৭-৮	৯৭৮	৩৪০৪২৭	৩৪৮
১৯০৮-৯	৮৫৬	২৩৯৬৪৩	২৭৯
১৯০৯-১০	৭৬১	২৯৬৮৯৫	৩৯০
১৯১০-১১	১১০০	৫০৭৬১৮	৪৬১
১৯১১-১২	১৪৩৬	৫০১১৩৯	৩৪৯

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, কোন বৎসর রপ্তানী বৃদ্ধি, কোন বৎসর রপ্তানী কম হইলেও মোটের উপর রপ্তানী কমিতেছে এবং টন প্রতি দরের তালিকায় দেখা যায় যে, ইয়োরোপের মহাজনেরাই কম দরের খয়ের লইয়াছেন। উক্ত দশ বৎসর ইয়োরোপে ৩৭৩৯৭ টন, ১২৩৯৩৮৮৮৲ মূল্য এবং এসিয়াখণ্ডে উক্ত দশবর্ষে ৯৮১৩ টন, ৩৮৭৯৭৬৮৲ টাকা মূল্যের খয়ের ব্রহ্মদেশ হইতে রপ্তানী হইয়াছে। ঐ দশবর্ষে গড়ে, প্রতি বর্ষে ইয়োরোপে ৩৭৩৯ টন এবং এসিয়াখণ্ড ৯৮১ টন খয়ের ব্রহ্মদেশ হইতে রপ্তানী হয়।

শিল্পকার্য্যেই খয়ের অধিক ব্যবহৃত হয়। অতি অল্প খয়ের এলোপ্যাথিক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। উদারময়ে, চচুক-ক্ষতে, পারদ সেবন জন্য মুখ আসিলে, শ্বেত-প্রদরে এবং পুরাতন দুষ্ট-ক্ষতের পূয়ঃ-নিঃসরণ হ্রাস করণার্থ খদির

ব্যবহৃত হয়। ঔষধের জন্য কৃষ্ণ খদির (ক্যাটিকিউ নাইগ্রাম) এবং পাণ্ডু খদির বা প্লাপড়ি খয়ের (ক্যাটিকিউ-প্যালিডাম্) ব্যবহৃত হয়। এই উভয়বিধ খয়েরের গাছও স্বতন্ত্র। কৃষ্ণ খয়ের গাছ মাইমোসি জাতীয়, ইহা ভারতবর্ষের বহুদেশে এবং বর্ম্মার পেগুতে প্রচুর জন্মে। এই খয়ের কৃষ্ণবর্ণ, জলে ডুবিয়া যায়, কিন্তু পাপ্‌ড়ি খয়ের জলে ডুবে না। ইহা পাণ্ডুবর্ণ, লঘু এবং উহার গাছ স্বতন্ত্র। এই গাছকে সিঙ্কোনেসি জাতীয় গাছ বলা হয়, এই গাছ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং শিঙ্গাপুরে বিস্তর জন্মে। এই গাছের তরুণ শাখায় এবং বৃক্ষপত্র হইতেও খয়ের বাহির করা হয়। কৃষ্ণ খদিরে শতকরা ৫৪॥০ অংশ এবং পাণ্ডুখয়েরে শতকরা ৪৮॥০ অংশ ট্যানিক এসিড পাওয়া যায়। অতএব খয়ের প্রবল সঙ্কোচক। উৎকৃষ্ট খয়ের কাইনো অপেক্ষাও অধিক সঙ্কোচক। খয়ের জলে লৌহঘটিত লবণ মিশাইলে ঘোর হরিদ্বর্ণ এবং ক্ষার মিশাইলে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ হয়। বাণিজ্যের খয়েরের নাম "কাচ।"

ভারতে সরিষা ও সোরগুজা।

সমগ্র বৃটিস ভারতে যত জমি আছে, তাহাতে শতকরা ৩৬ ভাগ গুজা ও সরিষা এবং ২০ ভাগে তিসি হইয়া থাকে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৫—৬ হইতে ১৯১০—১১ পর্য্যন্ত গুজা ও সরিষা বপিত জমি নিম্নলিখিত বিভাগের শতকরা বৃটিশ ভারতে সমস্ত ক্ষেত্রে ৯৯.৫ অংশ বপনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মোট ক্ষেত্রফল হায়দ্রাবাদ এবং যুক্তপ্রদেশ ভিন্ন ৩৮৪৪৯০০ একারে, গতবর্ষে ৩৫৫৭৩০০ একারে হইয়াছিল, এবর্ষে মোটের উপর ঐসকল প্রদেশে ৩৭০৬৭০০ একারে। গতবর্ষাপেক্ষা ৪.২ শতকরা অংশ বেশী। পাঁচবর্ষের গড়ে তুলনায় ৩.৬ শতকরা কম। হায়দ্রাবাদ সহিত সমস্ত ভারতে এবর্ষে ৩৭১১৭৮০০ একারে, গতবর্ষ ৩৫৬৩৮০০ একারে। মোট শতকরা ৪.৩ বেশী। ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় শস্যের অবস্থা মধ্যম।

যুক্তপ্রদেশ। (৩৮.৩) এবর্ষে এই প্রদেশের ডিসেম্বরের প্রদত্ত সংবাদ ১৬৯০০০ একারে, শতকরা ৪ ভাগ কম। ডিসেম্বর জানুয়ারীতে বৃষ্টি না হওয়ায়

এবং সেচিত জল দিবার ব্যবস্থা যে জমিতে নাই, তাহাতে ক্ষতি হইয়াছে। ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে বৃষ্টি হইয়াছিল, প্রথম বপনের পক্ষে ক্ষতিকর কিন্তু বিলম্বে বপনে সুবিধা হইয়াছে। একার প্রতি ৮০।৯০ ভাগ শস্য হইবে। প্রতি একারে এ প্রদেশে ৬০০ পাউণ্ড সরিষা হইবার নিয়ম।

বাঙ্গলা। (২২.৯) এবারে ১৩৪২৫০০ একারে, গতবর্ষে ১৩১৬৬০০ একারে। বেশী শতকরা ২ ভাগ। নবেম্বরের প্রথমে বৃষ্টি হয়, তৎপরে অনাবৃষ্টি, অনেকস্থানে শস্যের অবস্থা মন্দ। আবহওয়ার অবস্থা অনুকূল নহে। প্রতি একারে ৯১ ভাগ শতকরা শস্য হইবে। পূর্ব্ববঙ্গে ৪৩৮ পাউণ্ড বাঙ্গলায় ৪৯৪ পাউণ্ড প্রতি একারে সরিষা হওয়া নিয়ম।

পাঞ্জাব। (১৯.৭) এবারে ৮৬৮০০০ একারে। গতবারে ১৩৯৯৪০০ একারে। এবারে জমির বিষয়ে প্রাদেশিক ডিরেক্টার মহোদয়ের মতে উহাপেক্ষা কম। শস্যের অবস্থা সেচিত জমিতে ভাল কিন্তু যে সকল জমিতে জলসেচন হয় নাই, তাহার অবস্থা খুব মন্দ। ফেব্রুয়ারী মাসের বৃষ্টিতে উপকার হইয়াছে।

বিহার ও উড়িষ্যা। (৯.৮) এবারে ৬৯৭২০০ একারে, গত-বর্ষে ৭৮০১০০ একারে, শতকরা ১০.৬ কম। বীজ বপনের সময় ডিসেম্বর, জানুয়ারী মাসে বৃষ্টি হয় নাই। ফেব্রুয়ারী মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে বৃষ্টি হইয়া-ছিল। স্থানে স্থানে বৃষ্টি অধিক হওয়াতে শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারদের মতে প্রতি একারে শতকরা ৯২ অংশ ফসল হইবে, গত বর্ষে হইয়াছিল ৯০ অংশ। প্রতি একারে ৪৯৪ পাউণ্ড হওয়া নিয়ম।

আসাম। (৪.৮) এবর্ষে ২৯৬৬০০ একারে, গতবারে ২৫৮১০০ একারে, শতকরা ১৪.৯ অংশ বেশী। আবহাওয়ার অবস্থা ভাল। ডিসেম্বর জানুয়ারীতে বৃষ্টি না হওয়ায় ক্ষতি হইয়াছে। শতকরা ফসল ৮৮ ভাগ, গতবর্ষে ৮২ ভাগ হইয়াছিল। সমগ্র আসামে এবার ৫৮৭০০ টন শস্য হইবে। গতবর্ষাপেক্ষা ২৩ ভাগ বেশী হইবে।

উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ। (২.৫) এবর্ষে ৭৭৪০০ একারে, গতবর্ষে ৯৪২০০ একারে। শতকরা ১৮ ভাগ কম। শস্যের অবস্থা সেচিত জমিতে মধ্যম। অসেচিত জমির মন্দাবস্থা। অসেচিত জমির শস্য ভাল হইতে পারে, ফেব্রুয়ারীতে বৃষ্টি হইয়াছিল।

বোম্বে ও সিন্ধুপ্রদেশ। (১.৪৬) এবারে ১২৪২০০ একারে, ইহার মধ্যে দেশীয় রাজ্যে ৬৩২০০ একারে। গতবৎসর অপেক্ষা ৯৫ ভাগ শতকরা বেশী। শস্যের অবস্থা ভাল। হায়দ্রাবাদে এবারে সরিষা ১১১০০ একারে। গতবৎসর ৬৫০০ একারে। বেশী শতকরা ৭০.৮ অংশ সমগ্র হায়দ্রাবাদে ২০০ টন সরিষা হইবে, গতবৎসর হইয়াছিল ১০০ টন।

ভারতে তিসি উৎপন্ন।

শতকরা ৯৮ অংশ জমিতে এবার তিসির চাষ হইয়াছে। হায়দ্রাবাদ এবং যুক্তপ্রদেশ ভিন্ন গত ৫ বৎসরে ২০৪৮১০০ একারে, সমগ্র ভারতে ৩৬৭৪০০০ একারে, গত বর্ষে হইয়াছিল সমগ্র ভারতে ৪২৫০৫০০ একারে, এবারে কম শতকরা ১৩.৬ ভাগ। এই চাষের পক্ষে অবহাওয়ার অবস্থা মোটের উপর এবর্ষে সুচারু হয় নাই। শস্যের ভাবী আশা মধ্যম, স্থানে স্থানে অতিশয় মন্দ।

যুক্তপ্রদেশ সমূহ। (৩০.৪) এই প্রদেশে এবর্ষে ৭১৯০০০ একারে। ফসল বোধ হয় শতকরা ৮০.৯০ অংশ পাওয়া যাইবে। প্রতি একারে এই প্রদেশে ৫০০ পাউণ্ড তিসি হওয়ার নিয়ম।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার। (৩৫.৩) এবর্ষে ১৫৯০৯০০ একারে, ইহার মধ্যে মধ্যে প্রদেশে ১৪৯০৩০০ একারে। বেরার প্রদেশে ১০০৫০০ একারে। গতবর্ষে উভয় প্রদেশে ১৮৫৮৮০০ একার হইয়াছিল, এবার শতকরা ১৪.৪ অংশ কম। কারণ বপনের সময় আবহাওয়া অনুকূল নয়। শীতের বৃষ্টিতে শস্যের পক্ষে কিছু উপকারী হইয়াছে। কিন্তু ফেব্রুয়ারীতে শিলা-বৃষ্টির দরুণ শস্যের পক্ষে হানী হইয়াছে।

এই বিভাগে নিয়মিত হইলে প্রতি একারে ২২৬ পাউণ্ড তিসি হইয়া থাকে। এবার উহাপেক্ষা কিছু কম হইবে।

বিহার ও উড়িষ্যা। (১৮.) এবারে ৫১৮৯০০ একারে, গতবর্ষে ৫৮৭৮০০ একারে হইয়াছিল। কম শতকরা ৮.৬ অংশ। বপনের সময় আবহাওয়া অনুকূল নহে। ডিসেম্বর জানুয়ারীতে বৃষ্টি হয় নাই। ফেব্রুয়ারীর

দ্বিতীয় সপ্তাহে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল। এই অতি বৃষ্টির দরুণ স্থানে স্থানে শস্যের ক্ষতি হইয়াছিল। ডিষ্ট্রীক্ট অফিসারের মতে গড়ে প্রতি একারে উৎপত্তি শতকরা ৯৫ অংশ, গতবর্ষে ৯৬ অংশ হইয়াছিল। এই বিভাগে পুরা তিসি হইলে প্রতি একারে ৪৯৪ পাউণ্ড ফসল হয়।

বাঙ্গালা। (৭.৫) এবর্ষে ১৯৯৬০০ একারে, গতবারে ২০৬৮০০ একারে হইয়াছিল, কম শতকরা ৩.৫ অংশ। বীজ বপনের সময় আবহাওয়ার অবস্থা ভাল ছিল না। পুরা ফসল ৪৪৮ পাউণ্ড পূর্ব্ববঙ্গে, বঙ্গে ৪৯৪ পাউণ্ড প্রতি একারে। উৎপন্ন এবর্ষে শতকরা ৮৭ অংশ, গতবর্ষে ৮৬ অংশে হইয়াছিল।

বম্বে। (৫.৮) এবারে ১২০৮০০ একারে। ইহার মধ্যদেশীয় রাজ্যে ৯৮০০ একারে। গতবর্ষাপেক্ষা ২০ অংশ শতকরা কম। উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম দাক্ষিণাবর্ত্তে শস্যের অবস্থা ভাল। কর্ণাট প্রভৃতি জেলায় ৬৫ হইতে ৮৫ অংশ শতকরা হইতে পারিবে। পূর্ব্ব দাক্ষিণাত্যে এবং কর্ণাটের স্থানে স্থানে শস্য শুকাইয়াছে বা শুকাইতেছে. তথায় ১৫ হইতে ২৫ অংশ ফসল পাওয়া সম্ভব। এই বিভাগে পুরা ফসল হইলে, প্রতি একারে ৩৬০ পাউণ্ড তিসি হয়।

আসাম। (০.৯) এবর্ষে ১২৪০০ একারে, গতবারে ১৩৮০০ একারে হইয়াছিল। শতকরা ১০ অংশ গতবার অপেক্ষা কম। ডিসেম্বর জানুয়ারীতে বৃষ্টি না হওয়ায় শস্যের পুষ্টি সাধনে ব্যাঘাত হইয়াছে। উৎপত্তি সমগ্র আসামে ২৩০০ টন, গতবারে ২২০০ টন হইয়াছিল।

হায়দ্রাবাদ। এবারে ৫১২৪০০ একারে। গতবর্ষে ছিল ৬০১৫০০ একারে। কম শতকরা ১৫.১ ভাগ। আবহাওয়ার বায়ু বিলম্বে অনুকূল হয়, তজ্জন্য এই কম হইয়াছে। এই বিভাগে মোট তিসি উৎপন্ন ১৭১০০ টন। গতবর্ষে ২৬৮০০ টন হইয়াছিল। গতবর্ষাপেক্ষা কম শতকরা ৩৫.৪ অংশ।

ভারতে গম উৎপন্ন।

ইংরাজীতে গম, সরিষা প্রভৃতি শস্যকে বাসন্তী শস্য বলে। প্রত্যেক শস্যোৎপন্নের জন্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর তিনবার সংবাদ দিয়া থাকেন। এই

সংবাদ দ্বিতীয়বারের প্রাগাভাষ। এবর্ষে অর্থাৎ ১৯১২-১৩ সালে যে গম এই ফাল্গুন চৈত্র মাসে (বাঙ্গালা ১৩১৯) ক্ষেত্রে কাটা হইবে, ইহা তাহারই সংবাদ। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, এবার সমগ্র ভারতে ২৯৯৪৬০০০ একার ভূমে গম বপন হইয়াছে। গতবর্ষে ২৯১৮৭৫০০ একার ভূমে গম বপন হইয়াছিল। এ বর্ষে শতকরা ২॥০ ভাগ গম অধিক হইবে, ইহা অনুমিত হইয়াছে। এবারে গম শস্যের অবস্থা ভাল।

পাঞ্জাব। (৩১.৬) পাঞ্জাবে বৃটিশ অধিকার ভূমে গত বর্ষাপেক্ষা ৪ ভাগ গম অধিক হইবে। দেশীয় রাজ্যে ১২২৪০০০ একারে এবং বৃটিশ অধিকারে ৮৪৮২০০০ একার ভূমে এবর্ষে গম বপন হইয়াছে। গতবর্ষে দেশীয় রাজ্যে ১১০২০০০ একারে গম বপন হয়, অতএব দেশীয় রাজ্যে এবর্ষে শতকরা ১১ ভাগ গম অধিক হইবে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে পাঞ্জাবে বৃষ্টি হয় নাই। যে সমুদয় জমিতে জল সেচনের সুবিধা নাই, সে সকল জমির গম জলাভাবে মারা গিয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসে পাঞ্জাবে জল হইয়াছিল, এখনও মাঝে মাঝে জল হইতেছে। এবার পাঞ্জাবে একটু বিলম্বে গম কাটা হইবে।

যুক্তপ্রদেশ। (২২.৩) এবর্ষে যুক্তপ্রদেশে ৭৪৯৬০০০ একারে গম বপন হইয়াছে। গতবর্ষে ৭৫৭২০০০ একারে গম বপন হইয়াছিল। শতকরা ১ ভাগ কম। ডিসেম্বর, জানুয়ারী মাসে বৃষ্টি হয় নাই। যে সমুদয় জমিতে জলসেচন হয় নাই, সেই সব জমির গম মারা গিয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে যুক্তপ্রদেশে বৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাতে গমের পক্ষে উপকার হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার। (১১.৭) এবর্ষে মধ্যপ্রদেশে ৩৩৪৯০০০ একারে এবং বেরার প্রদেশে ৩১০০০০ একারে গম বপন হইয়াছে। শস্য ফল গতবর্ষাপেক্ষা শতকরা ১॥০ ভাগ অধিক হইবে। জল বায়ুর অবস্থা অনুকূল, যথাসময়ে শস্য কাটা হইবে। এই প্রদেশে এক একার জমিতে ৫৯৭ পাউণ্ড গম হয়, ইহাই নির্দ্ধারিত নিয়ম, এবর্ষে তাহাই হইবে। দেশীয় রাজ্য নাটগাঁয়ে এবর্ষে ৫২ হাজার একারে গম বপন হইয়াছে এবং খৈর গড়ের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বোম্বাই ও সিন্ধুপ্রদেশ। (৮.৩) মোট গম বপন ১৮২৪০০০ একারে। বৃটিশ জেলায় ১৩১৪০০০ একারে। দেশীয় রাজ্যে ৫১৪০০০

একারে। গত বর্ষাপেক্ষা শতকরা ৯ ভাগ বেশী। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে এ প্রদেশে বৃষ্টি হয় নাই। তথাপি অনুকূল। সিন্ধু প্রদেশের অবস্থা মধ্যম।

বিহার ও উড়িষ্যা। (৪.৪) এই বর্ষে উভয় প্রদেশে গম বপন ১২৭৫০০০ একারে, গতবর্ষে ১২৮৫০০০ একারে, কম শতকরা .৮ ভাগ। ডিসেম্বরে জল হয় নাই। জানুয়ারী মাসে স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বৃষ্টি খুব বেশী হইয়াছে, শস্যের অবস্থা তত ক্ষতিকর নহে।

ডিষ্ট্রীক্ট অফিসর বলেন, এপ্রদেশে এবর্ষে শতকরা ৯৪ অংশ গম হইবে, প্রদেশীয় ডিরেক্টার মহোদয়ের মত শতকরা ১০০ ভাগ হইবে। বিহারে প্রতি একারে ৯৮৪ পাউণ্ড, উড়িষ্যায় ৮৬১ পাউণ্ড, ছোটনাগপুরে ৪৫১ পাউণ্ড। গম হইবার নিয়ম অর্থাৎ পুরা ফসলে ঐ পরিমাণ হয়।

উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ। (৩.৮) এবারে গম বপন ১০৬১০০০ একারে। গতবারে ১২৩০০০০ একারে। কম শতকরা ১২ ভাগ। ডিসেম্বর জানুয়ারী মাসে বৃষ্টি কম। পুনরায় বপন হয় নাই। সেচিত জমির অবস্থা ভাল। অসেচিত জমির অবস্থা খুব মন্দ।

বাঙ্গালা। (.৬) এবারে গম বপন ১৪৬০০০ একারে, গতবারে ১৪৩০০০ একারে। কম শতকরা ২.১ অংশ। আবহাওয়ার অবস্থা ভাল। বাঙ্গালায় ৭৮৪ পাউণ্ড এবং পূর্ব্ববঙ্গে ৮৬১ পাউণ্ড একার প্রতি গম হইবার নিয়ম।

মধ্যভারত। (৭.৯) এবারে গম বপন ৩০০২০০০ একারে, গতবর্ষে ২৫৩০০০০ একারে। বেশী শতকরা ১৮.৭ অংশ। আবহাওয়ার অবস্থা ভাল, স্থানে স্থানে শিলাবৃষ্টি হওয়ায় এই প্রদেশে গমের পক্ষে ক্ষতি হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদ। (৩.৮) এবারে গম বপন ৭৮৬৩০০ একারে, গতবর্ষে ১০০৮০০০ একারে, শতকরা ১৩ ভাগ কম। এই কম বপন হইবার কারণ অসময়ে বৃষ্টিপাত। শস্যের অবস্থা মন্দ। একার প্রতি ৬০ ভাগ শস্য হইবে, এই প্রদেশে প্রতি একারে ৩২০ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হইবার নিয়ম।

রাজপুতানা। (৩.৩) বৃটিশ ও দেশীয় রাজ্য মধ্যে এবর্ষে গম বপন ৮৪৫০০০ একারে, ইহার মধ্যে বুণ্ডির সংবাদ ১১০০০০ একারে, গতবর্ষ ৮৫১০০০ একারে ছিল, অতএব শতকরা ০.৭ অংশ কম। শস্যের অবস্থা ভাল।

মহীসুর। (০.০১) এবারে গম বপন ৪ হাজার একারে, গতবর্ষে ৩॥ হাজার একারে ছিল। শতকরা ১৪.৩ অংশ ফসল অধিক হইবে। গম উৎপন্নের অবস্থা মধ্যম।

প্রথমতঃ—এই প্রবন্ধে গম উৎপন্ন হইবার জ্ঞাতব্য বিষয় যাহা পাওয়া গেল, তাহা দ্বারা বড় বড় মহাজনদিগের গমের বাজার বাঙ্গালা ১৩২০ সালে কিরূপ হইবে, তাহার একটা মোটামুটি আভাস তাঁহারা পাইবেন।

দ্বিতীয়তঃ—এই প্রবন্ধে বুঝিবেন, যে প্রদেশে গম কিংবা অন্যান্য রবিশস্য উৎপন্ন হয়, সেই সকল প্রদেশের মধ্যে পাঞ্জাবে শতকরা ৫১ ভাগ, যুক্ত-প্রদেশে ৫৩ ভাগ, মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে দেড় ভাগের কিছু অধিক, বোম্বাইয়ে ১৩॥ ভাগ, সিন্ধুপ্রদেশে ৭৮ ভাগ, উড়িষ্যা ও বিহারে ৮৩ ভাগ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ২৪॥ ভাগ, বাঙ্গালায় ১০৮ ভাগ জমিতে জল সেচনের আদৌ ব্যবস্থা নাই। এই সকল দেশের লোকেদের এবং গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের কর্ত্তব্য ঐ সমুদয় জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা, তাহা হইলে ভারতের খাদ্যশস্য কিঞ্চিৎ শস্তা হওয়া সম্ভব, দুর্ম্মূল্যও কিছু দমন হওয়া সম্ভব, অন্যথা অর্থনীতির কিছু উন্নতি হইতে পারিবে। খৃষ্টরাজ্যে হিন্দুর দেবতারা গরীব হইয়াছেন, তাঁহাদের সমুদয় শক্তি নষ্ট হইয়াছে, অতএব কেবল বরুণ দেবতার উপর নির্ভর করিয়া থাকা এ সময় কর্ত্তব্য নহে। একথা রাজা প্রজা উভয়ের বুঝা উচিত।

তৃতীয়তঃ—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এক সময় সমগ্র ভারতের ওজন-প্রণালী একবিধ অর্থাৎ ৪০ সেরে এক মণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি, এখনো বঙ্গদেশের কোন কোন ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় উহা করিবার প্রার্থী এবং স্ব স্ব অধিকারভুক্ত প্রদেশে করিতেছেন, কিন্তু ইহা যে জগতের সঙ্গে কখনই এক হইবে না এবং হইতে পারে না, তাহা আমরা বিশেষ উপলব্ধি করিয়া থাকি। উহার একটি সুন্দর উদাহরণ এই যে, উড়িষ্যায় এক একারে ৮৬১ পাউণ্ড, বিহারে ৯৮৪ পাউণ্ড, ছোট নাগপুরে ৪৫১ পাউণ্ড, বাঙ্গালায় ৭৮৪ পাউণ্ড, পূর্ব্ববঙ্গে ৮৬১ পাউণ্ড, হায়দ্রাবাদে ৩২০ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয়। এদিকে শস্যের বাজার অনুসারে সকলকেই কোম্পানীর টাকায় বাধ্য হইতে হয়। এরূপ বিষয়ে ওজন প্রণালী যদি এক নিয়মাধীন করা যায়, তাহা হইলে কোন দেশের পক্ষে লাভজনক এবং কোন দেশের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকর হইবে। জলবায়ুর গুণে এক

পরিমাণ ক্ষেত্রফল যখন বিভিন্ন হয়, তখন, ওজন-প্রণালীকে কোম্পানীর টাকার সহিত এক নিয়মাধীন করিতে গেলেই উড়িষ্যার ওজন ১২০ সিক্কা, বাঙ্গালায় ৮০ সিক্কা, বিহারে ১২৫ সিক্কা, ছোটনাগপুরে ৬০ সিক্কা, পূর্ব্ববঙ্গে ৮৫ সিক্কা প্রভৃতি করিতেই হইবে। কারণ উহা ভগবান-প্রদত্ত জমি হইতে জলবায়ুর কল্যাণে হইয়া থাকে। উহা না করিলে ব্যবসায়ীদিগের কাজে ব্যাঘাত হইবে। এই সম পরিমাণ জমির সহিত শস্যের উৎপন্ন বিভিন্ন বশতঃ মুদ্রাও বিভিন্ন হইয়া যায়।

গাঢ়দুগ্ধ।

গাঢ় দুগ্ধের ব্যবসায় অল্প দিন মধ্যেই বাণিজ্যের পণ্য হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ইয়োরোপ ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে জাপান ও চীন অধিক পরিমাণে এই দুগ্ধ গ্রহণ করিয়াছে। কেবল চীন ও জাপান বলিয়া নহে, গ্রীষ্মপ্রধানদেশমাত্রেই ইহার কাট্‌তি ক্রমশঃই শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, কেন না, গ্রীষ্মপ্রধানদেশে গবাদি পশু বৃদ্ধি পায় না, সুতরাং ইহার বাণিজ্য ক্রমেই উন্নতি লাভ করিবে। যুক্তরাজ্যেও এই দুগ্ধের কাট্‌তি অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইয়োরোপ, আমেরিকা, এসিয়া ও আফ্রিকা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গাঢ় দুগ্ধের গ্রাহক অত্যধিক। ভারতে তথা কলিকাতাতেও ইহার আমদানী দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতের ঘৃত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, দুগ্ধও স্থানে স্থানে দুর্ম্মূল্য। ইহার একমাত্র কারণ—গ্রাহক অধিক, মাল কম। অতএব সহজেই সকল দ্রব্যে ভেজাল হইতেছে, কিন্তু এই ভেজালের একটা গুণ আছে, সে গুণ এই, ভেজাল "সহজে কোন শিল্পকে মরিতে দেয় না।" আরও দেখা যায় যে, একদিন যাহা ভেজালে বস্তু, কালে তাহাই খাঁটি দ্রব্য হইয়া দাঁড়ায়। যখন বীট-পালন শাক হইতে ইয়োরোপে চিনি বাহির হইল, উহাকে বীটচিনি বলা হইল, তখন ঐ ইয়োরোপের লোকেরাই বলিয়াছিল, উহা খাইলে মানুষ মরিয়া যাইবে, কাজেই সে সময় বীটচিনিকে ইক্ষুচিনির সহিত ভেজাল দিয়া বিক্রয় করা হইত। ক্রমে বীটচিনি স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। এক্ষণে জগতে যে চিনি উৎপন্ন হয়, তাহা যদি কেবল ইক্ষুচিনি হইত, তাহা হইলে

জগতের অর্দ্ধেক লোকে চিনি খাইতে পাইত না, অতএব ইক্ষুচিনির সহিত বীটচিনি ভেজাল হইয়া, জগতের একটি মস্ত অভাব পূরণ করিয়াছে। এ সকল ঘোর ফের ঈশ্বরের কৃপাতেই হইয়া থাকে।

দুধ, ঘী, ভারতে তথা বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই অত্যন্ত মহার্ঘ হইয়াছে, তবুও আমরা চর্ব্বি বা কার্পাস তৈল কোন খাদ্যে ব্যবহার করি না। কিন্তু এক্ষণে এই সকল বস্তু ঘীতে ভেজাল চলিতেছে। কে জানে, কালে উহা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে কি না এবং তখন আমরা চর্ব্বি ব্যবহার করিব কি না? বঙ্গের বা ভারতের দুগ্ধ ও ঘৃত যদি সুলভ হয়, তাহা মিউনিসিপ্যালিটির আইনে হইবে না এবং ত্রিশ কোটিকণ্ঠে ভেজাল দিও না, বলিলেও তাহা নিবারিত হইবে না। সমাজের দরকার মিটাইতেই হইবে, তাহা কে মিটাইবে? ঈশ্বরকে তাহা মিটাইতে হইবে। তিনিই আমাদিগের শুভবুদ্ধি প্রদান করেন, তৎফলেই অভাব স্বতঃই মিটিয়া যায়, অর্থাৎ তিনি তাহার অন্য পথ বাহির করিয়া দেন। আমরা বরাবর বলিয়াছি, বিদেশীরা আমাদের দেশের খাদ্যশস্য লইয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে কাচ আনিয়া দেয়। এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ উহাঁদের প্রেরিত চিনি আসিতেছে, বিস্কুট আসিতেছে, তামাক আসিতেছে, গম আসিতেছে, চাউল আসিতেছে, দুধ আসিতেছে, আরও কত কি আসিবে!!

ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রায় সকল দেশেই গাঢ় দুগ্ধের কারখানা বসিয়াছে। নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানেডা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার কয়েক দেশে কাঁচা দুগ্ধের কাটতি অধিক! ঐ সকল দেশবাসীরা কাঁচা দুধ অতিরিক্ত পান করে বলিয়াই ঐ সকল দেশে গাঢ়দুগ্ধের কারখানা ভাল জমিতে পাইতেছে না। আমেরিকার যুক্তরাজ্য সুন্দরভাবে গরুপালন করিয়া দুগ্ধোৎপন্ন এত অধিক করিতেছে যে, ঐ দেশবাসীরা কত দুগ্ধ পান করিবে করুক না, তবু উহাদের দুগ্ধ অতিরিক্ত যাহা জমিতেছে, তদ্দ্বারা তাঁহারা গাঢ় দুগ্ধের কারখানা করিয়া, সেই দুধ জগৎবাসীর পানের জন্য রপ্তানি করিতেছেন। একেই বলে শিক্ষার গুণ।

গাঢ়দুগ্ধ করিবার যন্ত্রাদি জটিল নহে। স্বাভাবিক দুধে চিনি ও স্নৈহিক পদার্থ ও জল ইত্যাদি থাকে। ঐসকল পদার্থ দুগ্ধ হইতে পৃথক করিলেই গাঢ়দুগ্ধ তৈয়ারী করা হয়। দুগ্ধের ক্রীম তৈলাক্ত পদার্থ, উহাতে অম্ল থাকে, উক্ত অম্ল নষ্ট করিবার জন্য সামান্য পরিমাণ বাইকার্ব্বনেট সোডা মিশ্রিত

করা হয়। গাঢ় দুগ্ধ তৈয়ারী করিবার জন্য, দুইখানা কড়া আবশ্যক. উক্ত কড়াদ্বয়ের (১) ভ্যাকম প্যান, ইহা আবদ্ধ পাত্র, উহাতে একটী ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রে একখানি চাকৃতি থাকে। এদেশী কুমারদিগকে দেখাইয়া দিলে, তাহারা মাটীদ্বারা ভ্যাকমপ্যান করিয়া দিতে পারে। চিনি পরিষ্কার করিতে, দুগ্ধশর্করা (সুগার অব্ মিল্ক) তৈয়ারী করিতে, এইরূপ বহুবিধ শিল্পে পাশ্চাত্য দেশে এই কড়া ব্যবহৃত হয়। (২) কোলিং ট্যাঙ্ক। ইহাতে গরম পানীয় শীতল করা হয়। যাহা হউক, গাঢ়দুগ্ধ করিতে ঐ কড়াদ্বয় প্রয়োজন হয়, আর একটা থার্ম্মমিটর ও কতকগুলি মন্থন দণ্ড এবং একটা পাম্প করিবার জন্য পিচকারী আবশ্যক হয়।

টাট্‌কা দুধ জ্বাল দিতে হয়, ১২০ তাপাংশ হইতে না হইতে উহাতে ইক্ষু চিনি দিতে হয়, অন্য চিনি দিলে দুধ নষ্ট হইয়া যায়। চিনির মাত্রা পাওয়া যায় নাই, কিন্তু জ্বাল দিবার মাত্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহা এই,—/১ সের দুধ জ্বাল দিয়া /৮০ থাকিতে পিচকারী দ্বারা তুলিয়া উত্তপ্ত ভ্যাকমপ্যানের মধ্যে দিতে হইবে, এই কড়া ফুটিত জলের উপর রাখিও. ঐ জলের বাষ্পে দুগ্ধ জ্বাল হয়, তৎপরে উহাকে বাহির করিয়া শীতল পাত্রে ঢালিয়া মন্থন দণ্ড দ্বারা এই দুধকে আলোড়ন করিয়া উহার স্নৈহিক পদার্থ স্বতন্ত্র করা হয়। উক্ত পদার্থ বাহির হইলে এই দুধকে কোলিং ট্যাঙ্কে ফেলিয়া শীতল করা হয়, এত শীতল হয় যে, তাহাতে এই দুগ্ধ জমাট বাঁধিয়া যায়। এই জমাট দুগ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিনের কৌটার বায়ুশূন্য করিয়া তাহাতে রাখিয়া আবদ্ধাবস্থায় বিক্রয়ের জন্য বাজারে পাঠান হয়। এই কাজের ভাল কারীগর হইতে হইলে, "কন্‌সেন্‌টেসন" অর্থাৎ গাঢ়দুধের অবশ্যকীয় পদার্থ দূর করিয়া বিশুদ্ধ গাঢ় দুধ তৈয়ারী করিবার জন্য তাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। কিছু রাসায়নিক বিজ্ঞান জানা চাই।

আমরা যে গাঢ় দুগ্ধ তৈয়ারীর প্রক্রিয়া বলিলাম, মোটের উপর, ঐ নীতি প্রায় সকল দেশেই. তবে, দেশভেদে কিছু কিছু বিভিন্ন নীতিতে অর্থাৎ যে দেশের যেমন বুদ্ধি সেইরূপ কিছু কিছু পরিবর্ত্তন প্রণালী দৃষ্ট হয়। ১৯০৯ সালে সমগ্র জগতে ৮৯২০০০ হন্দর গাঢ় দুগ্ধ তৈয়ারী হইয়াছিল, ১৯১১ সালে ২০ লক্ষ পাউণ্ড (১৫৲ টাকায় এক পাউণ্ড) মূল্যে ১০৫৭০০০ হন্দর গাঢ় দুগ্ধ প্রস্তুত হইয়াছে। ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি। আর ১০ বৎসর পরে দেখিবেন, এই শিল্পের কিরূপ উন্নতি হয়। যদি ভারতের

বা বঙ্গের তথা কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের দুধ ঘীর দর কম হয়, তাহা হইলে এই কনডেন্স মিল্ক বা গাঢ় দুগ্ধের কল্যাণেই হইবে। ১৯১১ সালে ৭ লক্ষ টাকার গাঢ় দুগ্ধ কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল। ইহার আমদানী যত বৃদ্ধি হইবে, ততই এদেশের দুধ, ঘী শস্তা হইবে। তখন আপনারা দেখিতে পাইবেন, এদেশের দুধ ও ঘৃতের বাজারে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গাঢ় দুগ্ধে জল মিশাইয়া, জ্বাল দিতে হয়, এই জলো দুধ তখন খাইলে দোষ হইবে না। এই জলো দুধের জন্য কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি কি করিবেন? এখনই ত পাশ্চাত্য খণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন, গাঢ় দুগ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য নহে, কারণ উহাতে ফ্যাট কম থাকে। সচরাচর গাঢ় দুধে ৯.৬২ অংশ শতকরা ফ্যাট থাকে এবং ইহাতে চিনি না মিশাইলে জল থাকে। আজকাল চায়ে এই জলো দুধ মিশাইয়া অনেকে খাইতেছেন, এজন্য মিউনিসিপ্যালিটি ইহা ধরিতেছেন না কেন? এই জলোদুধ ধরিবার আইন করা হইবে কি? দেশী গোয়ালা দুধে জল দিলেই মহাদোষ। আমাদিগের আয় কমিয়াছে, আমরা যে টাকায় ৮ সের দুধ চাই, সে জন্য কোন আইন হয় না কেন? গাঢ় দুধের জল ধরিবার আইন এই সময় হইতে হওয়া উচিত। রেল ষ্টীমার বিহীন বহুস্থানে এখনো বঙ্গদেশে শস্তায় দুধ পাওয়া যায়, তথায় গাঢ়দুগ্ধের কারখানা করিয়া সহরে উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উত্তর পশ্চিম ভারতের খোয়াক্ষীর এবং পাশ্চাত্য দেশের গাঢ়দুগ্ধ প্রায় একরূপ, প্রভেদ সাহেবেরা রসায়ন শাস্ত্র মতে ইহা তৈয়ারী করে এবং এ দেশীয়েরা ঐটুকু করিতে পারে না। তাহা যদি পারিত, তাহা হইলে উত্তর পশ্চিম ভারতের খোয়াক্ষীর কলিকাতায় আমদানী না হইয়া, বিলাতে রপ্তানী হইত।

গমের খাদ ও বিলাতী ময়দা সমিতি।

গম আজকাল জগৎময় উৎপন্ন হইতেছে। ইয়োরোপের ময়দার কলওয়ালারা গমের খাদ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, এজন্য সমিতি করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, ক্যানেডার গমে শতকরা একভাগ হইতে চারিভাগ, আমেরিকা ও রুষিয়ার গমে এক হইতে পোনের ভাগ, ইহার ভিতর কোন কোন্ গমে জব মিশান থাকে, কোন কোন গমে রাই

সরিষা মিশান থাকে। ভারতের গমে পূর্ব্বে অনেক খাদ মিশান থাকিত, এক্ষণে খাদ কমিয়া দর করিয়া ভারতের গমে তবু এখনও ১৷৷ ভাগ হইতে ৭ ভাগ অন্য জাতীয় শস্য ও যব মিশান হয়। পারস্য উপসাগরে কয়েক প্রকার গমে, ২০ হইতে ৩০ ভাগ যব মিশান হয়, এজন্য তাঁহারা প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন। এই খাদ ভিন্ন উহাঁরা কটেগমের কথাও তুলিয়াছেন ; কটে গমে ময়দার ফলন কম হয়, সে কথাও বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ভারতের উৎকৃষ্ট গম প্রতি বুশেলে ৬৪।৬৫ পাউণ্ড ওজন হয়। কিন্তু ইয়োরোপ ও আমেরিকার গমে প্রতি বুশেলে ৫৬।৫৮ পাউণ্ড ওজন হইলেও ইহাতে ময়দা ভাল হয়, কিন্তু পরিমাণে কম হয়। জর্ম্মণ দেশের কৃষকেরা বলিতেছেন, আমরা এক প্রকার গম চাষ করিব, তাহার দর বেশী হইবে, কিন্তু এই গমে ময়দা করিলে, ময়দার দর খুব শস্তা হইবে। বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু জর্ম্মনীর ময়দা অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং ফলনে কম হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ময়দা নিকৃষ্ট কিন্তু ইহাঁরা ভূষি স্বতন্ত্র করেন না, অথচ ইহাঁদের ময়দার দর বেশী। কলিকাতার ইলেক্‌ট্রিক মেসিনে ভূষি-ময়দা যাহা হয়, তাহারও দর বেশী, কিন্তু এই ভূষি-ময়দা মিলের ময়দাপেক্ষা সহজপাচ্য ; এ কারণ উড়ে ও খোট্টা এবং অনেক বাবুদের উৎকৃষ্ট খাদ্য। আয়রলণ্ড ও ইংলণ্ডের ময়দা বাঙ্গালাদেশের মিলের ময়দার ন্যায় সাদা ধপ্‌ধপে। ক্যানেডার গম হইতে ময়দা খুব কম হয়। ক্যানেডার গমে খুব কটে পড়ে, তাহার কারণ ঐদেশে গম কাটিবার সময় তুষার পতিত হয়। আমেরিকার ময়দার কলওয়ালারা কটে গম চালুনীতে চালিয়া লইয়া উহা পশুখাদ্যে ব্যবহার করেন। ইংলণ্ডের ময়দার কলের ভূষি পশুখাদ্যে ব্যবহৃত হয়। এক বুশেলে স্বাভাবিক ওজন ৬০ পাউণ্ড। যাহা হউক, বিলাতী ময়দা-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীময় গমের খাদ না বাছিয়া, উহাদের কলের জাঁতার (মিল) উন্নতি সাধন করা হইবে। সেই জাঁতায় যাহা দিবে, সব ময়দা হইয়া যাইবে। আমরা বলি, যখন গমে রাইসরিষা, যব মিশান হয়, তখন এমন জাঁতা করা উচিত, যাহা হইতে ময়দা, তেল এবং ছাতু সব একসঙ্গে বাহির হইবে, অথবা উহার সহিত কিছু তাড়ি (ভাইনাম) মিশাইয়া একেবারে ময়দার কল হইতে পাউরুটি বাহির করা হউক না কেন ?

মহাজন-বন্ধু মাসিক-পত্র।
১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র ১৩১৯ সাল।

চীনামাটী।

মিশর দেশে একটি পিরামিডের ভিতর হইতে চীনামাটীর শিল্পের একটি পাত্র পাওয়া গিয়াছে। তদ্দ্বারা ইংরাজেরা প্রমাণ করেন যে, খৃষ্ট জন্মিবার ১৭ বৎসর পূর্ব্বে চীনামাটী চীনদেশ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, সর্ব্বপ্রথম এই মৃত্তিকা যে চীনদেশ হইতে পাওয়া গিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, একারণ এই মৃত্তিকাকে চীনামাটী বলা হয়। এক্ষণে বহুদেশ হইতে এই মাটী পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাও "চীনামাটী" বলিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে এই মৃত্তিকা পাওয়া যায়, ইহাতে বহুবিধ ধাতব পদার্থ মিশ্রিত আছে। প্রধানতঃ, লৌহ হাইড্রেট, ফেরি অক্সাইড, ফেরি কার্ব্বনেট, ফেরি সালফাইড, কখনও বা ফেরি সিলিকেটেড ইত্যাদি দ্রব্যও এই মাটী রাসায়নিক বিশ্লেষণে পাওয়া গিয়াছে। চীনামাটী কোন পাত্রে জল দ্বারা ভিজাইলে থিতাইয়া থাকে, উহার উপরের জল ফেলিয়া দিলে, চীনামাটীকে ধৌত করা হয়, উক্ত প্রক্রিয়ায় হাল্কা মাটী ধৌত হইয়া যায় এবং পাত্রের তলদেশে গুরু মৃত্তিকা থাকিয়া যায়, তাহাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। যে চীনামাটীতে বালুকার অংশ যত কম থাকে বা একেবারে যদি উহাতে বালী না থাকে, সেই চীনামাটীর মূল্য অধিক হয় এবং তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চীনামাটী বলিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। মোট কথা, চীনামাটীর বর্ণ ও গুরুত্ব এবং বালুকাহীনত্বের উপর উহার দর হয়।

ইংলণ্ডে চীনামাটীর শিল্প বহুদিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম কুক সাহেব ইংলণ্ডের অষ্টেল জেলায় এই মাটীর কারখানা খুলিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল জেলায় এই মাটীর কারখানা অনেকে করিয়াছিলেন, অদ্যাপিও কর্ণওয়াল জেলায় ইহার অনেক কারখানা আছে। দুই পুরুষ পূর্ব্বে এই স্থান হইতে গড়ে ৭ হাজার টন চীনামাটী উৎপন্ন হইত, এক্ষণে তথায় প্রতি বর্ষে ৯ লক্ষ টন চীনামাটী উৎপন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যে ৬ লক্ষ টন চীনামাটী জগতের কাগজের কলে কাগজ করিবার

জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এ কারণ কর্ণওয়াল হইতে এই মাটী বহু স্থানে রপ্তানী হইতেছে, ইহার জাহাজী বাণিজ্য চলিতেছে। কাগজ প্রস্তুত করিতে ইহার ব্যবহার হওয়াতে এই শিল্প পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়াছে। মিষ্টার ই, বোরি সাহেব বহুদেশের চীনামাটী পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, কর্ণওয়াল দেশীয় চীনামাটী অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বিখ্যাত, কারণ জগতের মধ্যে কর্ণওয়ালের চীনামাটী বিশুদ্ধ।

ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফ্রেডারেশন।

মাড়য়ারী, বাঙ্গালী, কচ্ছু প্রভৃতি খাস ভারতবর্ষীয় জাতিগুলির মধ্যে যাঁহারা কয়লার খনির কার্য্য এবং যাঁহারা কয়লাবিক্রেতা মহাজন, তাঁহারা এক সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উক্ত সভার কার্য্যাবলী তাঁহারা যাহা আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, এস্থলে তাহাই লিখিত হইল। এই সভা স্থাপিত হইবার সূত্রপাতে শ্রীযুক্ত ডব্লু, সি, বানার্জ্জি, শ্রীযুক্ত এ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস এবং শ্রীযুক্ত কে, বি, লাল প্রভৃতি মহোদয়গণের স্বাক্ষরিত এক অনুষ্ঠান-পত্র মুদ্রিত হইয়া পাথুরে কয়লার কার্য্যে যাঁহারা যে কোন সূত্রে লিপ্ত এইরূপ দেশীয় মহাজনদিগের নিকট উক্ত অনুষ্ঠান-পত্র পাঠান হইয়াছিল। তৎফলে,—গত ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার বেলা ৩টার সময় ৭নং সোয়ালোলেন, কলিকাতায় এক বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল। কোল মার্চ্চেন্ট এবং ভারতীয় কয়লার খনির সত্ত্বাধিকারী মহোদয়গণ যাঁহাদের কার্য্যালয় (অফিশ) কলিকাতায় তাঁহারা ত সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎভিন্ন সুদূর রাণীগঞ্জ, করিয়া, দিল্লি, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের কয়লার খনির সত্ত্বাধিকারী মহোদয়গণেরও শুভাগমন এই সভায় হইয়াছিল। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নাম,—

শ্রীযুক্ত এন, সি, সরকার এণ্ড সনস্ ফার্ম্মের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত এস, সি, সরকার, শ্রীযুক্ত চৌধুরী এণ্ড কোং ফার্ম্মের শ্রীযুক্ত এন, এম, চৌধুরী, এবং শ্রীযুক্ত জী, সি, বসু, বাসরিয়া কোল কোম্পানী লিমিটেডের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস, শ্রীযুক্ত ডি, এন, ঘোষ এণ্ড ব্রাদার্স ফার্ম্মের শ্রীযুক্ত ডি, এন, ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত জে, এন, ঘোষ, শ্রীযুক্ত এম, কে, খাঁন এণ্ড কোম্পানী ম্যানেজিং এজেন্ট বুগড়িগি কুজামা কোলিয়ারী লিমিটেডের

প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কে, বি, লাল, শ্রীযুক্ত খাঁন ব্রাদার্স ফারমের শ্রীযুক্ত জী, এন, খাঁন, ব্যানারজী-সন্তান ফারমের শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বি, কে, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং ফারমের শ্রীযুক্ত আর, এন, মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খিলাপঞ্চা এণ্ড কোম্পানীর—জয়রামপুর কোলিয়ারী, শ্রীযুক্ত কে এণ্ড এস নানজীর ফারমের শ্রীযুক্ত বেলজী ক্ষেত্রী, শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ নন্দী এণ্ড ব্রাদার্স ফারমের শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ নন্দী, ধুবড়ী কোলিয়ারীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ডি, এন, বাগচী, ইউনিভারসেল ট্রেডিং কোম্পানীর শ্রীযুক্ত এস, সি, ঘোষ, দত্তের কঙ্গোরা কোলিয়ারীর শ্রীযুক্ত সি, সি, দত্ত, ঝরিয়া ব্যানার্জী কোল কোম্পানীর শ্রীযুক্ত এন, এন, ঘোষ, বি, এ, স্বত্বাধিকারী জ্যোতি-জানকী কোলিয়ারীর শ্রীযুক্ত পি, কে, চট্টোপাধ্যায়, সাউথ বরাবনী কোলি-য়ারীর শ্রীযুক্ত এস, বি, রায়, শ্যামপুর কোলিয়ারীর শ্রীযুক্ত এস, বি, চট্টো-পাধ্যায়, পি, দত্ত এণ্ড কোং, একরা কোলিয়ারী, বাঁশজোড়া ফারমের শ্রীযুক্ত পি, দত্ত, ঘোষ এণ্ড কোং ফারমের শ্রীযুক্ত বি, এল, মুখোপাধ্যায়, জী, সি, মণ্ডল, মুখার্জী এণ্ড কোম্পানীর শ্রীযুক্ত এস, বি, বন্দ্যোপাধ্যায় বি, আর এণ্ড কোং (জয়রামপুর কোলিয়ারী) শ্রীযুক্ত ছগনলাল, ধমনীয়া ব্রাদার্স (দিল্লি) ফারমের শ্রীযুক্ত এইচ্ বৈদ্য, রাবণকুমার মিত্র এণ্ড কোম্পানীর শ্রীযুক্ত এস, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দজী কোম্পানীর শ্রীযুক্ত আনন্দজী, কেশবজী পুরুষোত্তম কোম্পানীর শ্রীযুক্ত কেশবজী লালজী, পাইওনিয়র কোল কোম্পানীর শ্রীযুক্ত সি, সি, লাহা, ব্যানার্জী এণ্ড কোম্পানীর শ্রীযুক্ত ডব্লু, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়, লালা এণ্ড ব্যানার্জী কোম্পানীর শ্রীযুক্ত পি, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়; ইত্যাদি ইত্যাদি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত এন, সি, সরকার মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত এ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় এই সভার অবৈতনিক সেক্রেটারীর কার্য্য করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। যাঁহারা এই দিন সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, মফঃস্বলের এরূপ অনেক ভদ্র মহোদয়গণ এই সভার সদুদ্দেশ্যের প্রতি যে সকল সহানুভূতিসূচক টেলিগ্রাম ও পত্রাদি দিয়াছিলেন, সেই সকল পত্র ও টেলিগ্রাম শ্রীযুক্ত ডব্লু, সি, বানার্জ্জি মহাশয় সভাস্থলে পাঠ করিলেন। এই সভা রক্ষা কল্পে উপঢৌকন স্বরূপ শ্রীযুক্ত এস, মজুমদার মহাশয় এক চেক ১৫৲ টাকা এবং শ্রীযুক্ত সি, মঙ্গলদাস কোম্পানীর ফারম হইতে এক চেক ২৫৲ টাকা যাহা পাওয়া গিয়াছিল,

তাহা টেবিলের উপর রাখা হইল, সভাপতি মহোদয় ধন্যবাদ দিয়া সেই চেকদ্বয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত ডব্লু, সি, বানার্জ্জি মহোদয় সংক্ষিপ্তভাবে সম্মিলনের এই উপকারীতা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে সভাস্থ সকলে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

প্রথম প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত ডব্লু, সি, বানার্জ্জি মহাশয় বলিলেন, এই সভার নাম "ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফ্রেডারেশন" রাখা হউক। শ্রীযুক্ত এস, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা সমর্থিত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—এই সভাকে বেঙ্গল নেশানাল চেম্বার্স অব কমার্শের শাখা স্বরূপ গণ্য করাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট অনুরোধ করা হউক, যেন তাঁহারা এই ফ্রেডারেশনকে দয়া করিয়া গ্রহণ করেন। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত জে, এন, ঘোষ, অনুমোদক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস।

সভাপতি মহোদয় এই প্রস্তাবটী কিছু সংশোধন করিয়া বলিলেন, এই সভাকে ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশনের অন্তর্গত করা হউক। শ্রীযুক্ত সি, দত্ত মহাশয় ইহা অনুমোদন করিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত আর, এন, মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জে, এন, ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস, শ্রীযুক্ত ডব্লু, সি, বানার্জ্জি মহোদয়গণ উক্ত য়্যামেণ্ডমেণ্টের অর্থাৎ সংশোধনের প্রতিবাদ করিলেন, কাজেই উক্ত প্রস্তাব তুলিয়া লইয়া, পূর্ব্ব প্রস্তাব যাহা হইয়াছিল, বেঙ্গল চেম্বার্সের সহিত এই সভাকে বাঁধা হইবে তাহাই স্থির হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব—এই সভা রক্ষাকল্পে কয়লার খনিওয়ালাদের এবং উহার আড়তদারদিগের (এজেণ্টের) পক্ষে মাসিক ১০৲ টাকা এবং কয়লা বিক্রেতা মহাজন ও ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে মাসিক ৫৲ টাকা চাঁদা লাগিবে। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত জী, সি, ঘোষ, অনুমোদক শ্রীযুক্ত এ, অধিকারী। সর্ব্বসম্মতিতে এই প্রস্তাব সমর্থিত হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব—এই সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যের সংখ্যা ১৩জন হইবে, কিন্তু কার্য্যকরী সদস্যের সংখ্যায় যে সকল মহোদয়েরা এই সব্ কমিটীতে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাদিগকে অবাধে গ্রহণ করা হইবে। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত ডি, এন, বাগ্‌চি, অনুমোদক শ্রীযুক্ত এস, সি, মুখোপাধ্যায়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব—সভার প্রত্যেক অধিবেশনে ৫জন সদস্য উপস্থিত হইলে, কোরাম্ ফরম গঠন হইবে এবং সভার কার্য্যনির্ব্বাহ হইবে। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ নন্দী, অনুমোদক শ্রীযুক্ত ডি, এন, ঘোষ। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—(১) শ্রীযুক্ত এন, সি, সরকার, (২) শ্রীযুক্ত ডব্লু, সি, বানার্জ্জি, (৩) শ্রীযুক্ত এন, অধিকারী, (৪) শ্রীযুক্ত জী, সি, বসু, (৫) শ্রীযুক্ত কেশবজী লালজী, (৬) শ্রীযুক্ত কে, বি, লাল, (৭) শ্রীযুক্ত ডি, এন, বাগচী, (৮) শ্রীযুক্ত জে, এন, ঘোষ, (৯) শ্রীযুক্ত জে, এন, মুখোপাধ্যায়, (১০) শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস, (১১) শ্রীযুক্ত এ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ (১২) মিষ্টার ডব্লু, মামফোর্ড (Katrasgarh Mining Association.) (১৩) Kalipahari Small Coal Owners Federtion হইতে জনৈক প্রতিনিধি। এই সকল মহোদয়গণ এই সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিশিষ্ট সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হউন। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস, অনুমোদক শ্রীযুক্ত ডব্লু, সি, বানার্জ্জি। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সপ্তম প্রস্তাব—১৯১৩ সালের জন্য শ্রীযুক্ত এন, পি, সরকার মহোদয় সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত এ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় অবৈতনিক সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হউন। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত ডব্লু, সি, বানার্জ্জি, অনুমোদক শ্রীযুক্ত জে, এন, ঘোষ। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এণ্ড কোম্পানীর অণ্ডারের ১০টি কারবে ১০০০৲ এবং ২৫০৲ ২০০৲ ১০০৲ ৫০৲ ২৫৲ ২০৲ ও ১০৲ টাকা দান ৪১জন মহাশয়ের কারবার হইতে ৩৮৩৫৲, মোট ৪৮৩৫৲ টাকা প্রতিশ্রুতি দান সভাস্থলে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। পরিশেষে সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। সভার স্থান—৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

মন্তব্য।—ব্যবসায়ী-শ্রেণীর মধ্যে লেখাপড়া জানা ধনবান মহোদয়গণের সম্মিলন দেখিলে, আমাদের বক্ষঃস্থল আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে। এ আনন্দের কথা আমরা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। কেন না, এ বিষয় আমরা বড়ই ভুক্তভোগী! আজ ১২ বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় "মহাজন-বন্ধু" মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করিয়া এদেশীয় মহাজনদিগের অভাব অভিযোগের কথা সাধারণের নিকট অনেক প্রকাশ করিয়াছি। দেশীয় বাঙ্গালী মহাজনদিগের

মধ্যে অনেকেই ইংরাজী জানেন না, একারণ তাঁহাদের নিকট অন্যান্য দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের তথ্য সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে. সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্য জগতের সকল দেশের বাণিজ্যতথ্য এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্রে, যথাসম্ভব প্রদান করিয়া থাকি। মাতৃভাষায় বাণিজ্যবিষয়ক উৎকৃষ্ট এবং সুবৃহৎ পত্রিকা না হইলে কখনই স্বদেশীয় ব্যবসায়ীরা উন্নতির পথ প্রাপ্ত হইবেন না। ইহা আমরা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিলেও কর্ম্মক্ষেত্রে দেখিতে পাই, ধনবান বাঙ্গালী মহাজন মহাশয়দের অনেককে বাঙ্গালা ভাষার দিকেও তেমন আস্থাবান বা উদ্যোগী দেখি না, অধিকন্তু এ শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা বারইয়ারী পূজায় নাচ গান দিয়া অনায়াসে টাকা ব্যয় করেন, কিন্তু তাঁহাদের জীবিকার তত্ত্ব রাখিবার উপায় স্বরূপ স্ব স্ব ব্যবসায়কর্ম্মের সংবাদ সংগ্রহের জন্য অনেকে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই অবস্থায় আজ আমরা ১২ বৎসর এক অন্ধকারময় পথে ক্রমাগত চলিতেছি, এ দেশের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বরং কিঞ্চিৎ এই শ্রেণীর বাঙ্গালা সংবাদ পত্রকে সাহায্য করেন, কিন্তু এদেশবাসী অধিকাংশ বাঙ্গালী মহাজনেরা কিংবা জমিদার মহাশয়েরা এপক্ষে নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই অন্ধকারপথে এই শ্রেণীর সভাসমিতি হইতে শিক্ষিত লোকের দর্শন পাইলে, অন্ধকারে আলোক, ১২ বর্ষের বন্দী মুক্তিলাভ করিলে যেমন আনন্দ হয়, আমরা এই সভার রিপোর্ট পাইয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইয়াছি। দুঃখিনী বঙ্গমাতা! মা, তোর ভাষার উন্নতি হইলে—মা, তোর উন্নতি হইলে আমাদেরও উন্নতি হইবেই হইবে। ভাষার সহিত কর্ম্মের যে সূক্ষ্ম বন্ধন আছে, তাহা মা, তুমি তোমার সন্তানদিগকে বুঝাইয়া দাও। দুঃখের বিষয়, বঙ্গভাষায় যে কয়খানি সুবৃহৎ সংবাদ-পত্র পরিচালিত হইয়া থাকে, সেই সকল সংবাদ-পত্র এবং ইংরাজী ভাষায় পরিচালিত ঐ শ্রেণীর বড় বড় সংবাদ-পত্র দেখিলে, আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে, বাঙ্গালাদেশের লোকেরা, বঙ্গভাষাভাষী লোকেরা. চাহে গল্প, পদ্য, সাহিত্য, এমন কি, অনেক বাঙ্গালী ব্যবসায়ী বরং ঐ সকল পত্র দুই একখানি লইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবসায় কার্য্যের সংবাদ ও এই শ্রেণীর সভাসমিতির কথা ইংরাজী সংবাদ-পত্রে যত থাকে, সুবৃহৎ বাঙ্গালা পত্রে তাহার কিছুই থাকে না, কারণ এদেশীয় বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকেরা ব্যবসায় কর্ম্ম বুঝেন না, এবং তাহা এদেশীয় ইংরাজী অনভিজ্ঞ লোকেরাও চাহে না,

কাজেই বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রে ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়াদি যথাযথরূপে আলোচিত হয় না। এদেশীয় লোকেরা যাহা চায়, সম্পাদকেরা তাহাই দিয়া থাকেন, এ দোষ এদেশীয় লোকের—এ রুচি এদেশীয় লোকের।

অদ্যকার সভার সদস্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, সকলেই বঙ্গের উচ্চ জাতি, ইহাঁরাই বঙ্গদেশে বরাবর লেখাপড়ার আলোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। এদিকে সুবর্ণবণিক শ্রেণীরা এদেশের ব্যবসায়ী জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, কিন্তু ইহাঁরা যদি বিদ্যা শিক্ষা না করিয়া ব্যবসা করিতেন, কিন্তু তাহা আর চলে না, ইহাঁদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ জাতি সেই পুরোহিত জাতি বঙ্গের সমুদয় কার্য্যের পুরোহিত স্বরূপ হওয়া কর্ত্তব্য, তাই ইহাঁরা যে লেড়াপড়া শিখিয়া ব্যবসায় কার্য্যে সেই প্রাচীন ব্যবসায় জাতির সহিত একত্রে কার্য্য করিয়া এদেশীয় ব্যবসায়কে উত্তোলন করিবার চেষ্টায় চেষ্টিত হইয়াছেন, ইহা এদেশের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। পরন্তু এ সভায় দুই একজন ইংরাজের নাম দর্শনে আরও আনন্দিত হইয়াছি। কেন না, বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ আমাদের সকল বিষয়ে গুরুস্থানীয়। বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্সের সহিত এদেশীয় পাটের সমিতি যেমন মিশিয়াছে, এই সভা যদি সেইরূপ মিশেন, তবেই ইহার কার্য্য হইবে, এবং আশা হয়, এই সভা স্থায়ী হইবে, নতুবা বাঙ্গালী ভাইদিগকে আমরা বিশেষরূপ জানি, কারণ আমরা এক মাতার সন্তান! নিজে নিজের দোষগুলি পরিদর্শন করিলেই, আমাদের সব ভায়ের দোষ জানা যায়। এইরূপ সভাসমিতিও বাঙ্গালী মহাজনেরা অনেক করিয়াছেন, ইহাতেও আমরা ভুক্তভোগী! ভগবান্ এই সভাকে চিরজীবী করুন।

রুষিয়ার লবণ।

রুষিয়ার লবণে একদিন পৃথিবীকে জরাইয়া দিবে দেখিতেছি। কলিকাতায় রুষিয়ার লবণ প্রচুর আমদানী হইয়া থাকে, এবং কলিকাতা হইতে এই লবণ বঙ্গের চারিদিকে রপ্তানী হয়। লবণ-ব্যবসায়ী মহাজনবর্গেরা রুষিয়ার লবণের সংবাদ রাখিয়া উহা ক্রয় করিবেন, এই জন্য অদ্য আমরা

রুষিয়ার লবণের কিছু সংবাদ দিতেছি। সম্বৎসর লবণ বিক্রয় করিয়া রুষিয়া দেশে যে লবণ বর্ষের শেষে মজুত থাকে, তাহার হিসাব এই,—

১৮৮০ সালে	৪ কোটি ৫৭ লক্ষ পুড
১৯০০ „	১২ কোটি ১ „ „
১৯০৯ „	১৩ কোটি ৮০ „ „
১৯১০ „	১২ কোটি ৫০ „ „
১৯১১ „	১২ কোটি ৯০ „ „

১৯১০ সালে কম হইবার কারণ—ঐ বৎসর তথায় প্রবলভাবে ধর্ম্মঘট ইত্যাদি হইয়াছিল। রুষিয়াতে ৭৭৫টি লবণের কারখানা, তন্মধ্যে ৪৭০টিতে কাজ হইত। এ বৎসর লবণের কাজের জন্য উহা ভিন্ন ৭০০ শত যৌথ কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ঐ সকল কোম্পানী সমুদ্রতীরে এবং হ্রদের জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিবেন। ইতিমধ্যে ইহাদের ৪০০ শত কোম্পানীর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ১৯১০ সাল অপেক্ষা ১৯১১ সালে ডনিজবেসিন বন্দর হইতে ৩০ লক্ষ পুড লবণ রপ্তানী বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯১৩ সালে রুষিয়াতে লবণ উৎপন্ন অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে। কারণ এ বর্ষে প্রিভিয়াল্স নগরে ৩টি এত বড় লবণের কল প্রতিষ্ঠিত হইবে যে, সেরূপ কল রুষদেশে এই নূতন বসিতেছে। এই তিনটি কলের প্রত্যেকটি ১০ লক্ষ পুড হিসাবে ৩০ লক্ষ পুড লবণ রুষিয়াতে প্রতিবর্ষে গড়ে যাহা হয় তাহাপেক্ষা বৃদ্ধি হইবে। কল ৩টীর মধ্যে ইতিমধ্যে ১টি খোলা হইয়াছে, অপর ২টি শীঘ্রই খোলা হইবে। ইহা ভিন্ন উক্ত মহাদেশে বেচমটি ২টী জেলায় লবণের খনি আবিষ্কার হইয়াছে; এই খনিদ্বয়ের লবণ তুলা হইবে। এই সকল হিসাব করিয়া রুষ গবর্ণমেণ্ট অনুমান করিয়া বলিতেছেন, অন্যান্য বর্ষাপেক্ষা ১৯১৩ সালে ৬ কোটি ৬৫ লক্ষ পুড লবণ বৃদ্ধি হইবে। এই লবণ কাটাইবার জন্য রুষিয়া হইতে পৃথিবীর চারিদিকে এজেণ্ট স্থির করা হইতেছে। সাইবেরিয়াতেও রুষিয়ার লবণ-মহাজনেরা গমন করিয়াছেন। এ বর্ষে কারকক সমিতি ৪৭ লক্ষ পুড রুষিয়ার লবণ ক্রয় করিবেন শুনা যাইতেছে। রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি করিয়া রুষিয়া লবণ কাটাইবেন মনস্থ করিয়াছেন।

বিটচিনি ও চিনির বাজার।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারীর (১৯১৩ সাল) বিলাতে "উইক্‌লি প্রাইস কারেন্ট" নামক সম্বাদপত্রে, সি জারনিকো সাহেব ইউনাইটেড ষ্টেটসের বিটচিনি সম্বন্ধে গত জানুয়ারী (১৯১৩ সাল) পর্য্যন্ত ৫৯৩০০০ টন উৎপন্ন হইয়াছে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। গত বৎসর ঐ সময় পর্য্যন্ত ১৯১২ সাল ৪১৩০০০ টন বিটচিনি উৎপন্ন হইয়াছিল, অতএব এ বর্ষে কেবল ইউনাইটেডষ্টেটসে গত বৎসর অপেক্ষা ১৮০০০০ টন বিটচিনি অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯১১ সালে ৪৫৫২২০ টন, ১৯১০ সালে ৪৪৭০০০ টন এবং ১৯০৯ সালে ৫৫৬০০০ টন বিটচিনি ঐ স্থানের হিসাবে জন্মিয়াছিল।

১৯১০-১১ সালে বিটচিনির বেরামিটর দর ছিল ৯ শিলিং ৪॥০ পেন্স প্রতি হন্দর। বেরামিটর দর অর্থাৎ ঐ দরের উপর উঠা নামা হইবে। এ বর্ষের বেরামিটর দর এখনও আমরা পাই নাই। মে মাসের সিপে চিনির বাজার ৯ শিলিং ৯।০ পেন্স হইতে ৯ শিলিং ১১ পেন্স হইয়াছিল। কিউবার ইক্ষুচিনি (সি আই. এফ বস্তা) শতকরা ৯৬ অংশ চিনিযুক্ত ইউরোপে বিক্রয় হইয়াছে ১০ শিলিং ১॥০ পেন্স দরে। এ বর্ষে চিনির বাজার তেজ হইবার কারণে বলা হইয়াছে, রাজনৈতিক হাঙ্গামা, নদী সকল বরফে আচ্ছন্ন হওয়াতে যাতায়াত বন্ধ; অতএব চিনির বাজার তেজ। পরন্তু ইউরোপের চিনির মহাজনেরা জারনিকো সাহেবের সংগৃহীত হিসাবটিতে এখনো সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। তাঁহারা নূতন শস্যের অবস্থা না দেখিয়া চিনি কম দরে বিক্রয় করিবেন না। মারিশে ৮॥০, ৯৲ টাকা হন্দর চিনির দর হইয়াছে।

সংবাদ।

সম্প্রতি ভারতগবর্ণমেণ্ট বাহাদুর পঞ্জাবের কৃষি-বিভাগের উন্নতিকল্পে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকায় কতক অংশ ব্যয় তুলার চাষে এবং কতক অংশ চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা ও কূপ খনন করায় হইবে। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের এই দান সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

প্রেসের জন্য মহাজনবন্ধু অনিয়মে বাহির হইল, ক্ষমা করিবেন। আগামী সংখ্যা হইতে পুনর্ব্বারে চালাইবার চেষ্টা করা হইবে।

বিনষ্ট হয় ও প্রসূতীগণের জরায়ুর পারদদোষ নষ্ট হইয়া গর্ভ প্রসূত সন্তানগণ দীর্ঘায়ুঃ ও নীরোগী হয়।

নার্ভাস ডিবিলিটি বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ও গণোরিয়া রোগে—

অনৈসর্গিক উপায়ে পুরুষের রেতঃপাতে শুক্রনষ্ট হইলে সন্তানোৎপাদনের শক্তির হ্রাস হয় মেহরোগ প্রস্রাবের সঙ্গে বা পরে ধাতু নির্গম, অত্যধিক মধুমেহ বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, প্রভৃতি রোগে আমাদের "কস্ফি নিউসিস" সেবনে শুক্রের তরলতা ক্ষীণশুক্র, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি অতীব তীক্ষ্ণ মন প্রফুল্লিত ও মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয়।

বাতরোগে—যথা পঙ্গু, অবসাঙ্গ, হাত, পা, হাঁটু ও সন্ধিস্থানের বেদনা কনকনানি, ফোলা, বুকের বেদনা, ফিক বেদনায় আমাদের বাত ও বেদনা নাশক তৈল মালিশ ও জ্যামেকা সালসা সেবন করিলে যত দিনেরও যে প্রকার কঠিন বাত হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

স্ত্রীরোগে—যথা বাধক, মৃতবৎসা, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, প্রস্রাবের পর দুর্ব্বলতা, অত্যধিক রজঃস্রাব জনিত শারীরিক দুর্ব্বলতায় জ্যামেকা সালসা অতীব উপকারী ও সকল প্রকার স্ত্রীরোগের ব্রহ্মাস্ত্র।

ধ্বজভঙ্গ বা নামর্দ্দানী রোগে—অধিক শুক্রক্ষয় জনিত উক্তরোগ জন্মিলে আমাদের "সোমেশ্বর মোদক" ও তৎসঙ্গে সালসা সেবন করিলে ইন্দ্রিয় শৈথিল্য দূরীভূত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন হয়।

উপদংশ ও গর্ম্মিরোগে—জ্যামেকা সালসা সেবন ও গর্ম্মির মলম ব্যবহার করিলে সমস্ত ক্ষত একেবারে নষ্ট হয়।

এই সালসায় ফস্ফরাস বা অন্য কোনপ্রকার বিষাক্ত বা দূষিত পদার্থ আদৌ নাই। উহা কেবল বিশুদ্ধ জ্যামেকা রুট ও দেশীয় মসলার দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ামতে প্রস্তুত।

জ্যামেকা সালসা সেবনের কোনরূপ বাঁধাধরা নিয়ম নাই, সকল ঋতুতে ও সকল অবস্থায় সেবন করা যায়। ইচ্ছামত স্নানাহার, স্বেচ্ছামত পরিশ্রম ও স্ত্রী সম্ভোগ করিতে নিষেধ নাই।

মূল্য ১ শিশি ১৷৹ দেড়টাকা, ডাক মাশুল ।৹ আনা। ৩ শিশি ৪৵৹, ডাক মাশুল ৷৷৴৹ নয় আনা।

সর্ব্বজ্বরনাশক।

সকলপ্রকার জ্বর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইবে।

এই ঔষধ সেবন করিলে নূতন ও পুরাতন জ্বর, একজ্বর সকল প্রকার ম্যালেরিয়া ও দূষিত জ্বর, জীর্ণজ্বর, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, নেবাসংযুক্ত শোথ জ্বর, হাত পা ফোলা এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কুইনাইনের আটকান জ্বর, কম্পজ্বর, সর্দ্দি কাশি সংযুক্ত জ্বর ইত্যাদি সকল প্রকার জ্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। এই ঔষধের আরও গুণ এই যে, ইহা জ্বর এবং বিজ্বর উভয় অবস্থায় সেবন করিতে পারা যায় এক শিশি ঔষধে অনায়াসে দুইজন আরাম হয়।

মূল্য এক শিশি ।৵৹ আনা, ডাঃ মাঃ ।৹ আনা ডজন ৩৷৹ টাকা, ডাঃ মাঃ ১৷৹

বাত ও বেদনানাশক তৈল।

এরূপ ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন ও বেদনা নিবারক ঔষধ জগতে আর নাই।

সভ্য জগতের উৎকর্ষ স্থান আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেট নিবাসী জগৎবিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশারদ খ্যাতনামা ডাক্তারগণের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

এই ঔষধ ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়া কিম্বা ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইটালি প্রভৃতি ফার্ম্মাকোপিয়ার মধ্যে নাই। আয়ুর্ব্বেদ, হাকিমী, অবধৌতিক প্রভৃতি গ্রন্থে নাই। যে সকল আমেরিকান ডাক্তারগণ চিকিৎসা ও সার্জ্জারি-বিদ্যায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, যাহারা মৃতপ্রায় মুমূর্ষু রোগীকে পুনর্জ্জীবন প্রদান করিয়া পৃথিবীস্থ ব্যক্তিকে মোহিত করিতেছেন। যাহারা দৃষ্টিহীন অন্ধব্যক্তিগণকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিতেছেন এবং খঞ্জকে গমনশক্তি প্রদান করিতেছেন, সেই মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক এই অত্যাশ্চর্য্য নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই তৈল মালিশ করিলে বাত, গেটে বাত, সন্ধিস্থলের বেদনা, পঙ্গুতা, চলিত বাত, জালাবাত, গর্ম্মি পারাজন্য বাত, বহুদিনের কঠিন বাত, ফিক বেদনা, শ্লেষ্মা জন্য বেদনা, কোমরে বেদনা, পার্শ্ববেদনা, সর্দ্দিজন্য বুকের বেদনা, আঘাতজন্য বেদনা, উচ্চস্থান হইতে পতনজন্য বেদনা ইত্যাদি সকল প্রকার কঠিন বাত এবং সর্ব্বপ্রকার বেদনা অতি শীঘ্র নির্দ্দোষে আরোগ্য হয়।

বাতরোগে রক্তবাহি শিরাসমূহের ভিতরে মোমের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জমিয়া শরীরস্থ রক্তবাহি শিরা সকল সঙ্কুচিত করিয়া অথবা একবারে বন্ধ করিয়া রক্তের গতির হ্রাস কিম্বা স্রোত একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়, সেই জন্য বাতরোগে গুরুতর বেদনা উপস্থিত হইয়া রোগী সাতিশয় কষ্টভোগ করে। অন্যান্য বেদনা যথা—ফিক ব্যথা, আঘাতজন্য ব্যথার ঐরূপ হঠাৎ কারণে শিরাবদ্ধ হইয়া রক্তের চলাচল বন্ধ করে, কাজেই ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হয়। যদি ঔষধ দ্বারা ঐ বদ্ধ শিরাকে কার্য্যক্ষম না করা যায়, তবে দূষিত হইয়া যায় এবং পীড়া কঠিন হইয়া পঙ্গুতা প্রভৃতি দুঃসাধ্য ব্যাধি উপস্থিত হয়।

আমাদের এই বাতনাশক তৈল সেই দূষিত ভয়ানক পদার্থকে নাশকরতঃ বদ্ধ ও সঙ্কুচিত শিরা সকলকে অচিরে কার্য্যক্ষম করিয়া দূষিত রক্তকে স্থানান্তর করতঃ রক্তের গতি বৃদ্ধি করে। সুতরাং বাত ও বেদনা প্রভৃতি পীড়া একেবারে সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই বাতনাশক তৈল ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় কার্য্য করে। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার গুণ জানিতে পারিবেন।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ।৹ আনা, ৩ শিশি ২।৶৹ আনা ডাঃ মাঃ ॥৶৹ আনা, ৬ শিশি ৪৲৹ ডাঃ মাঃ ॥৶৹ আনা, ১ ডজন ৯৲ টাকা ডাঃ মাঃ ১৲ টাকা।

চম্পক কুসুম তৈল।

বিশুদ্ধ জলপাই তৈল হইতে প্রস্তুত।

সুগন্ধযুক্ত মনোমুগ্ধকর চম্পক কুসুম কেশ তৈল।

এই তৈল ব্যবহার করিলে চুলের গোড়া শক্ত হয়। চুলের রং ফেরে, কাল হয় এবং অকালপক্কতা নিবারণ হয়, মাথা শীতল হয়, হাত পা এবং শরীরের জ্বালা নিবারণ হয়, মন প্রফুল্ল থাকে, মেধা স্মৃতি ও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হয়। চুল খুব ঘন হয়, মাথায় মরামাস আরোগ্য হয়। শরীরের রক্ত পরিষ্কার হইয়া চেহারা গোলাপ ফুলের ন্যায় সুন্দর হয়, চক্ষের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয় মাথার টাক ভাল হয়। এই তৈলের সুগন্ধ এত উৎকৃষ্ট এবং মনোহর যে মৃগনাভি, অটোডিরোজ, আতর, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধ দ্রব্য ইহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এই তৈল একবার মাখিলে ৩০ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত দেহে সুগন্ধ থাকিবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, ডাক মাশুল।০ আনা, ৩ শিশি ২৷৷৵০ ডাক মাশুল ৷৷৵০ আনা, ৬ শিশি, ৫৷৷০ ডাক মাশুল ৷৷৵০, ১ ডজন বা ১২ শিশি ৯৲ মাশুল ১৲ টাকা। প্রত্যেক শিশির সহিত ১ খানি অতি উৎকৃষ্ট কমলে কামিনী ছবি পাইবেন।

অম্লনাশক চূর্ণ।

তিন দিবস মাত্র সেবন করিলে সকল প্রকার অম্লরোগ আরোগ্য হয়।

এই ঔষধে অম্লশূল, অম্লপিত্ত, বুকজালা, অম্লোদ্গার, অম্লজন্য পেটবাথা প্রভৃতি অতি শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে চিরকালের জন্য আরোগ্য হয়। এ পর্য্যন্ত অম্লরোগের এরূপ ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১৲ টাকা, মাঃ।০ আনা, ডজন ৯৲ টাকা মাঃ ১৲ টাকা।

হিমবিন্দু তৈল।

মূর্চ্ছা, মৃগী এবং হিষ্টিরিয়ার একমাত্র মহৌষধ।

এই তৈল ব্যবহারে মূর্চ্ছা, মৃগী, হিষ্টিরিয়াফিট, স্ত্রীলোকদিগের ফিট, মস্তিষ্ক বিকৃতি ইত্যাদি নির্দ্দোষরূপে চিরকালের জন্য আরোগ্য হয়। এই তৈলের গুণ অতি আশ্চর্য্য। যেহেতু যতকালের পুরাতন মূর্চ্ছা, মৃগী, হিষ্টিরিয়া ফিট হউক না কেন, এই তৈলে আরোগ্য হইবে। মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রারম্ভে এবং পাগলের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশিত হইবার সময় বা পাগলের পূর্ব্ব অবস্থায় এই তৈল ব্যবহার করিলে আশু উপকার হয়। মূল্য ১ শিশি ২৲ দুই টাকা, ডাঃ মাঃ।০ আনা।

শীল্‌স ফস্ফিনিউসিস্‌।

মেহ এবং ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতির একমাত্র মহৌষধ

সপ্তধাতু যথা রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা এবং শুক্র, এই সপ্তধাতু উপাদানে জীবদেহ গঠিত তন্মধ্যে শুক্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শুক্র জীবের জীবন স্বরূপ। সেই শুক্র কোন কারণে ক্ষীণ অথবা বিকৃতি হইলে কত অনিষ্ট হয়, তাহার বর্ণণা করা যায় না। শুক্র ক্ষীণ ও বিকৃতি হইলে সংসারের সকল সুখ সম্পদ এবং ভরসা নষ্ট হইয়া যায়। অতএব যে পীড়ায় শুক্র ক্ষীণ কিম্বা বিকৃতি হয় সে পীড়া আরোগ্যের জন্য উপায় করা একান্ত কর্ত্তব্য।

"ফস্ফি নিউসিস" সেবনে মেহজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রতা মূত্রনালীর জ্বালা, ঘোলাবর্ণ প্রস্রাব দুঃস্বপ্ন ধাতুদৌর্ব্বল্য শুক্রতারল্য, শুক্রমেহ শুক্রদোষে সন্তান না হওয়া, মূত্রকালীন শুক্র নিঃসরণ ধারণা শক্তির হীনতা, বহুমূত্র ধাতুক্ষীণ জন্য স্নায়বিক দুর্ব্বলতা অজীর্ণ কোষ্টবদ্ধতা, রক্তহীনতা, হৃদকম্পন, হস্তপদ জ্বালা ও কম্পন, কার্য্যে অক্ষম, মস্তক জ্বালা, মস্তক ঘূর্ণণ দৃষ্টি বৈষম্য উঠিতে বসিতে চক্ষে অন্ধকার দর্শন স্মরণশক্তির হীনতা, অবশভাব প্রভৃতি মেহঘটিত যাবতীয় উপসর্গ মূল পীড়ার সহিত সমূলে বিনষ্ট হইয়া শরীর স্থূল সবল ও বলিষ্ঠ হয়, মনে স্ফূর্ত্তি হয় এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ স্নায়ুমণ্ডলীর পরিপোষণ জীবনশক্তির বলবিধান জননেন্দ্রিয়ের শক্তিবর্দ্ধন শুক্রদোষ দূরীকরণ এবং প্রমেহ দোষ নিবারণ করিয়া শরীর সতেজ করে।

"ফস্ফি নিউসিস" স্মরণশক্তি বৃদ্ধিকারক। কোন কারণে যাহাদের স্মরণশক্তির হ্রাস হইয়াছে তাহারা এই ঔষধ সেবন করুন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে উপকার পাইবেন। ইহাস্বপ্নদোষের একমাত্র মহৌষধ।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা ডাঃ মাঃ।০ আনা ৩ শিশি ২॥৵০ আনা; ডাঃ মা।০ আনা, ডজন ৯৲ টাকা ডাঃ মাঃ ৸০ আনা।

প্লীহানাশক মহৌষধ।

প্লীহা, লিভার; (যকৃৎ) উদরী, অগ্রমাস বুকের কড়া প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ ঔষধ।

এই ঔষধ সেবনে বহুদিনের প্লীহা, লিভার, উদরী, অগ্রমাস, বুকের কড়া প্রভৃতি কঠিন পীড়া এবং তৎসঙ্গে জ্বর, শোথ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

মূল্য ১ শিশি ৸০, ডাঃ মাঃ।০, ৩ শিশি ১৸০, ডাঃ মাঃ ॥০ আনা।

প্লীহানাশক মলম।

এই মলম পেটে মালিস করিলে ও প্লীহা নাশক মহৌষধ সেবন করিলে যে কোনপ্রকার প্লীহা, লিভার, উদরী এবং অগ্রমাস হউক না কেন, শীঘ্রই আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ শিশি ॥০ ডাঃ মাঃ।০, ৩ শিশি ১৶০ ডাঃ মাঃ।৶০।

পত্র লিখিবার ঠিকানা—শ্রীঅখিলচন্দ্র শীল।

উপদংশ বা গর্ম্মির মহৌষধ।

এই ঔষধ সাতদিন মাত্র ব্যবহার করিলে বহুদিনের কঠিন গর্ম্মি পীড়া এবং অন্যান্য সকল প্রকার গর্ম্মির ঘা ইত্যাদি নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই ঔষধে পারা প্রভৃতি দূষিত এবং বিষাক্ত পদার্থ নাই। এই ঔষধের চমৎকার গুণ এই যে, যে কোন প্রকার গর্ম্মির ঘা হউক না কেন নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। আরও এই ঔষধ ব্যবহার করিলে পারার ঘা, নালী ঘা, শোথ ঘা, পোড়া ঘা, পৃষ্ঠাঘাত, উরুস্তম্ভ কাটা প্রভৃতি নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাহাদের শরীরে পারা আছে, তাহাদিগকে আমাদের "জ্যামেকা সালসা" সেবন করিতে হইবে ও এই মলম লাগাইতে হইবে। মূল্য ১৲ টাকা, ডাক মাশুল।০ চারি আনা।

সকল প্রকার দাদের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই ঔষধে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই। এই ঔষধে দাদ, কাউর, বহুকালের পুরাতন দাদ, কোঁচদাদ, বেগোদাদ, সর্ব্বাঙ্গিক দাদ, দূষিত দাদ, প্রভৃতি সকল প্রকার দাদ ২।৩ দিন মধ্যে একেবারে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে এবং সেই স্থানে আর কোনকালে দাদ হইবে না। পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন। মূল্য ১ শিশি ।।০ আট আনা, ডাঃ মাঃ ।০ আনা, ৩ শিশি ১৵০ আনা, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা, ৬ শিশি ২৲টাকা, ডাঃ মাঃ ।৴০ আনা, ১২ শিশি বা এক ডজন ৩৸৵০ আনা, ডাঃমাঃ ।।০আনা।

প্রত্যেক পাইকারকে একখানি সাইনবোর্ড দেওয়া হয়।

মহানিম্ব তৈল।

(অণ্ড পীড়কার আশু ফলপ্রদ মহৌষধ।)

অর্থাৎ অণ্ডকোষজাত নানাবিধ চর্ম্মরোগ, ক্ষত, চুলকানি এবং প্রমেহ ও উপদংশ জন্য নানাপ্রকার চর্ম্মবিকার এই তৈল প্রয়োগে আশু প্রশমিত হয়, ইহা কুণ্ডয়ন নিবারক, ক্ষত শুষ্ক কারক এবং নানাপ্রকার ফুস্কুড়ি (গোটা) নিবারণ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা আনয়ন করে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ একটাকা, ডাকমাশুল।০ চারি আনা।

নখকুনীর মহৌষধ।

ইহার দ্বারা নখকুনী, নখদক্র অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। মূল্য ১ শিশি ।।০ আট আনা, ডাক মাশুল।০ চারি আনা।

স্বাধীন জীবিকা।

যদি স্বদেশী বাণিজ্যের উন্নতি করিয়া লাভবান হইবার ও স্বায়ত্ত বৃত্তি অবলম্বন ও স্বহস্তে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া ধনবান হইবার ইচ্ছা থাকে তবে এই পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া স্বদেশের দুঃখ মোচন করুন।

ইহাতে হরেক রকমের কালী দিয়াশালাই নকল হস্তীর দন্ত ও শৃঙ্গ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি নানাবিধ বার্ণিশ ফ্রেঞ্চ পালিস নানাবিধ ফলের সিরাপ এসেন্স ল্যাভেণ্ডার অডিকলন ম্যাকেসার অয়েল সুগন্ধ তৈলের মসলা গোলাপজল আতর পমেটম [illegible] বিস্কুট চর্ম্ম প্রস্তুত প্রণালী দারুচিনি লবঙ্গ কর্পূরের আরক লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্র সকল লাল নীল সবুজ ও হলদে রং ফলান তাম্র পিত্তল রং করিবার নিয়ম আয়না অয়েলক্লথ মার্বেল পাথর ধাতু ভস্ম লিথোগ্রাফ গিল্টি করিবার নিয়ম ষ্টিরিও ইলেকট্রোটাইপিং কেমিকেল স্বর্ণের ও রৌপ্যের প্রস্তুত প্রণালী গিল্টির নিয়ম এবং লাল নীল হলদে ও সাদা স্বর্ণের প্রস্তুত প্রভৃতি দুইশতাধিক দ্রব্যের শিক্ষাপ্রণালী অতি সহজ ভাষায় বিশদরূপে লিখিত আছে॥ ইহা মনুষ্য মাত্রেরই অতি আবশ্যকীয় ও নিত্য প্রয়োজনীয় পুস্তক সন্দেহ নাই।

মূল্য মাশুল সমেত ১৸০ আঠার আনা।

পীরিতের পেত্নী।

এরূপ পুস্তক আর নাহি পৃথিবীতে। যে জন পড়িবে তার ঘুচিবেক দুঃখ।
অদ্ভুত রহস্য কথা পাইবে দেখিতে॥ হেসে হেসে সারা হবে মনে পাবে সুখ॥

মূল্য ডাক মাশুল সহ ৷৶০ এগার আনা।

সচিত্র হেকমতে জানানা।

এই কেতাবে কিস্মত আছে ভারি, আছে কথা মজাদারি। পড়িলে খোস হবে জান। হাসতে হাসতে লবেজান॥ কলির নারীর ফেরেব্বাজি। স্বামীর কাছে সরকরাজী। শুন যদি তাজ্জব কথা। হেসে হবে পেটে ব্যথা॥ কত চালাক কলির নারী কিরূপে করে দাগাদারি॥ স্বামীর চক্ষে দিয়ে ধূলা। কত করে লীলাখেলা॥ তাজ্জব কথা সকল গুলি। মিথ্যা নয় একটি বুলি॥ মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ৷৹০ আনা।

রাইরাজা গীতাভিনয়।

৺গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের যে রসময়ী লীলাবর্ণন করিয়া এক সময় বঙ্গদেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, যে গীতাভিনয় বা যাত্রা শুনিয়া পাষণ্ডের পাষণ্ড হৃদয় বিগলিত হয় এই গীতাভিনয়ে সেই সুধাময় রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত শ্রীমতির মান, রসময়ী বৃন্দার রসময়ী দূতীগিরি, গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেম বাকোস্তামের কোটাল বেশ প্রভৃতি লীলা বর্ণনা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষরূপে সন্নিবিষ্ট। ইহার সুমধুর গান শ্রবণে এবং অভিনয় দর্শনে সকলেই মোহিত হইবেন।

মূল্য মাশুল সহ ১৶০ আঠার আনা।

নিষ্ঠামনে এই শাস্ত্র করিলে পঠন।
নির্দ্ধনীর ধন হয় শাস্ত্রের বচন॥
পুরাকালে এই শাস্ত্র সকলে পড়িত।
সকল পুরাণে তাহা আছয়ে লিখিত॥
সেই জন্য নিরোগী আছিল সর্ব্বজন।
অকালেতে নাহি ছিল মৃত্যু সংঘটন॥
রূপে গুণে অদ্বিতীয় ছিল নরগণ।
অতি বলবান লোক আছিল তখন॥
এখন পড়িয়া সবে সভ্যতার স্রোতে।
এই রতিশাস্ত্র নিন্দা করে অনেকেতে॥
কিন্তু রতিশাস্ত্র হয় অতি মনোহর।
মর্ম্ম নাহি বুঝে মুর্খ নিন্দে নিরন্তর॥
রতিশাস্ত্র অবিদিত থাকে যেই জন।
পশু সম সেই নর শাস্ত্রের বচন॥
রতিশাস্ত্র পড়ে যেবা নারীসঙ্গ করে।
দীর্ঘজীবি হয় সেই শঙ্করের বরে॥
রাবণাদি মহাবীর এই শাস্ত্র পড়ে।
সর্ব্বত্র বিজয়ী ছিল সংসার ভিতরে॥
মহাবীর পুত্রগণ পায় সে কারণ।
বশীভুত ছিল শত শত নারীগণ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ব্রজেন্দ্র নন্দন।
যত্ন করি এই শাস্ত্র কৈল অধ্যয়ন॥
কৃষ্ণ হলধর মিলে ভাই দুইজন।
সান্দীপনি ঘরে শাস্ত্র কৈল অধ্যয়ন॥
পড়িয়া সকল শাস্ত্র প্রভু নারায়ণ।
পরিশেষে রতিশাস্ত্র করিল পঠন॥
ইহার প্রমাণ আছে বিবিধ পুরাণে।
পড়িয়া দেখহ যদি সন্ধ হয় মনে॥
মহাযোগী মহেশ্বর এই গ্রন্থ পড়ে।
উর্দ্ধরেতা হয়েছেন ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
যত্নে পাঠ করিতেন পুর্ব্বকার লোক।
সেই জন্য না পাইত দুঃখ তাপ শোক॥

কামরত্ন বা বশীকরণ তন্ত্র।

এই তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

তিথিনির্ণয় মাহেন্দ্রাদি যোগ নির্ণয় অঙ্গুলি নির্ণয় মুলিকাগ্রহণ বিধি সর্ব্বজন বশীকরণ রাজবশীকরণ দুষ্টা স্ত্রী বশীকরণ আকর্ষণ প্রকরণ সৌভাগ্য বিধান দেহ রঞ্জন মুখজাত ব্রণ বিনাশ শুক্লকেশ কৃষ্ণকরণ কেশের নিখ্যাদি বিনষ্ট করণ শত্রুর মুখস্তম্ভন অগ্নিস্তম্ভন বলাধান বিধান শ্রীমন্মমোদক জয় ও ঈশ্বরাদির ক্রোধপশম। নিগুড়াদি ভঞ্জন অতি রজো নিবারণ বন্ধ্যানারীর গর্ভধারণ জন্ম বন্ধ্যা কাকবন্ধ্যা মৃতবৎসা চিকিৎসা গর্ভরক্ষা সুখপ্রসব করণ বালক ও প্রসূতিদিগের ভূতগ্রহাদি নিবারণ দুর্ভিক্ষ করণ সর্ব্বানিষ্ট নিবারণ গৃহক্লেশ নিবারণ উচ্চাটন বিধান ব্যাধিকরণ ও তন্নিবারণ মারণ প্রকরণ কাম্যসিদ্ধি ধনধান্য অক্ষয় প্রকরণ বিষ নিবারণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয় ইহাতে লিখিত আছে। মূল্য মাশুল সহ ১।০ পাঁচসিকা।

বিবিধ পাক প্রণালী।

পান সাজা হইতে পথ্য কুল্পীবরফ লোজেন্স সিরাপ বিস্কুট আচার মোরব্বা সুক্ত ঝোলবর্জ্জিত অন্ন খিচুড়ী পলান্ন মৎস্য ও মাংসের নানারকম পোলাও পানিফলের পোলাও পাঠার কালীয়া কোপ্তা ক্যাটলেট চপ মটনচপ দোপিঁয়াজি হরিণমাংস খাস্তার কচুরী পানতুয়া রসগোল্লা ক্ষীরমোহন সরপুরিয়া বরফী রাবড়ী ক্ষীর প্রভৃতি প্রায় ৩।৪ শত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত শিক্ষা করা যায়। মূল্য মাঃ সহ ৸০ বার আনা।

কায়েত ধূর্ত্তনা যমের দর্পচূর্ণ।

যমদ্বারে কোন কালে নাহিক নিস্তার।
কর্ম্ম যথা ফল তথা জগতে প্রচার॥
বলিহারি কি চাতুরী কায়েৎবাচ্চা করে।
কোথা সাজা যমরাজা পড়েন ফাপরে॥
পূজানাই নিষ্ঠা নাই নরলোকে থাকি।
বুদ্ধিজোরে ফেলেফেরে যমে দেয় ফাঁকি॥
কি কৌশলে ছলেবলে আত্মকাজ সারে।
পড়িলে বা শুনিলে বা চমকে অন্তরে॥
তাই বলি হয়ে অলি এই রস মধু।
প্রাণভরে রাগ ভরে পান কর বঁধু॥

রস পাবে সুখ পাবে পড়িতে পড়িতে।
চমক লাগিবে প্রাণে দেখিতে দেখিতে॥
চাতুরী দেখিয়া অন্ধ হইবে সবাই।
হায়রে কায়েতি বুদ্ধি বলিহারি যাই॥
অঙ্গুষ্ঠ দেখায়ে ধূর্ত্ত গোলকেতে যায়।
ফ্যাল ফ্যাল যমরাজ ফ্যাল ফ্যাল চায়॥
ভ্যাবাচাকা যমরাজা যেন কোলাব্যাঙ।
গোলকে কায়েৎচল্লো ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ॥
এ গ্রন্থ পড়িবে যেবা অনুরাগ ভরে।
যমেরে দেখায়ে রম্ভা যাবে বিষ্ণুপুরে॥
মূল্য মাশুল সহ ৷৷৵০ দশ আনা।

সচিত্র বেশ্যালীলা।

কি জন্যেতে কুলত্যাগ করে নারীগণ॥
পাপপথে পদার্পণ করে কিকারণ॥
ত্যজি পতি উপপতি প্রতি কেন মন।
যাচাই প্রণয় কেন করে বেশ্যাগণ॥

ধন জন পতি পুত্র অতুল বৈভব।
প্রণয়ের জন্যে কেন ত্যাগ করে সব॥
এই সব বিবরণ আছে পুস্তকেতে।
পড়িলে সকল কথা পারিবে জানিতে॥

মূল্য ডাক মাশুল সহ ৷৷৶০ এগার আনা।

বিন্ধ্যবাসিনী চরিত।

আদ্যাশক্তি ভগবতী মহামায়ার প্রায় সকল মূর্ত্তিরই প্রকাশ ও আবির্ভাব রহস্য যথাক্রমে অনেক ভাষাতেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু মহাশক্তি বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর (যিনি মির্জ্জাপুরে বিন্ধ্যাচলে অবস্থিতা) উৎপত্তি, প্রকাশ ও লীলারহস্য এ পর্য্যন্ত কোন ভাষাতেই প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এই নিমিত্ত বহুতর পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে বিবিধ পূরাণ ও প্রাচীন তন্ত্র সমূহ হইতে "বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর" উৎপত্তি, প্রকাশ ও লীলারহস্য সংগ্রহ করিয়া সরল পদ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলাম। এতদিনে সাধক ও ভক্তগণের একটী প্রধান অভাব দূর হইল। দেবীমাহাত্ম্য দেবীতত্ত্ব এবং দেবীর লীলামঙ্গল কাহিনী পাঠ করিয়া সকলে একবার "মা" আনন্দময়ীর নামে নৃত্য করিতে থাকুন। মূল্য ডাক মাশুল সহ ॥৵০ দশ আনা।

প্রহ্লাদচরিত্র বা হরি অন্বেষণ গীতাভিনয়।

হয় মোক্ষ যাঁরে লক্ষ্য করিলে অন্তরে। যিনি তারে পারাবারে এ ঘোর সংসারে॥ হয়ে মত্ত তাঁর তত্ত্ব ভাবিয়া প্রহ্লাদ। হরিনামে মধুপানে লভিলা আহ্লাদ॥ নরপুরী স্বরপুরী তুচ্ছতার কাছে। চিদানন্দ সদানন্দ হৃদয়ে বিরাজে॥ অবহেলে পাল তুলে ডঙ্কা মারি তিনি। করি ভক্তি নৈলা মুক্তি ভাবি চিন্তামণি॥ হে পাঠক নাহি ঠক থাকিলে বাসনা। হৃদিপদ্মে সে প্রহ্লাদে করহ ভাবনা॥ সে চরিত সুচরিত কর অধ্যয়ন। পাবে হরি যাবে তরি এ ভব ভীষণ॥ কিবা ধন হরিধন পড়িলে বুঝিবে। মোহমায়া কায়া জায়া সকল ভুলিবে॥ নাহি সন্দ হেন গ্রন্থ আর নাহি হয়। ভক্তি করি হরি স্মরি পড় সাধুচয়॥ মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাক মাশুল ৵০ দুই আনা।

শঙ্কর-বিজয় নাটক।

নানাবিধ সুললিত গীত সহ। শ্রীজহরলাল ধর প্রণীত

শঙ্কর বিজয় থিয়েটারে অভিনয় করিবার পুস্তক। এই পুস্তক এত মনোহর যে, পাঠ করিলে প্রেমরসে হৃদয় পূর্ণ হইবে। এই পুস্তকের গীতগুলি অতি মনোমুগ্ধকর। নমুনাস্বরূপ একটী গীত এই বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত হইল।

গীত—কত সুখোদয় হয় প্রণয়ের কাননে। যে জেনেছে সে মজেছে অপ্রেমিকে কি জানে॥ আবেশেতে ভুজপাশে বাঁধা বাঁধি দুইজনে। সোহাগে সোহাগ ভরি মিলি মিলি নয়নে॥ মূল্য ডাঃ মাঃ সহ।৵০ ছয় আনা।